

حضرت علامہ عبد اللطیف صاحب قبلہ فولتلی السلہٹی

আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রহ.)

আল-খুতবাতুল ইয়াকুবিয়া

আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী
ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ্

প্রকাশক
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী
পরওয়ানা পাবলিকেশন্স
১৯/এ, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ ইং
দ্বিতীয় সংস্করণ : মার্চ ২০০৪ ইং
তৃতীয় সংস্করণ : রামযান ১৪৩২ হিজরী
জুলাই ২০১১ ইংরেজী
শ্রাবণ-১৪১৮ বাংলা

ডিজাইন ও কম্পোজ
পরওয়ানা গ্রাফিক্স
১৯/এ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ
দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়াপল্টন, ঢাকা।

মূল্য : ২০০ টাকা মাত্র

Sponsored by :
আলহাজ্ব মৌলভী মোঃ মকবুল আলী
উপদেষ্টা, ফুলতলী ইসলামিক সেন্টার
কভেন্ট্রি, ইউ.কে।

AL-KHUTBATUL YAQUBIA
-ALLAMAH ABDUL LATIF CHOWDHURY
1st. Edition : February 1998 2nd Impression : February 2004, 3rd Impression : August 2011
Alhajj Moulovi Maqbul Ali, Advisor, Fultoli islamic centre, coventry, U.K
Published by: Parwana Publications, Fultali Bhaban, 19/A Naya Paltan, Dhaka-1000.
Price:200.00 Taka.

প্রকাশকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

পবিত্র জুমআর দিন সপ্তাহের অন্যান্য দিনের উপর মর্যাদাবান। আল্লাহ তা'আলা এই দিনকে মুসলিম জাহানের সাপ্তাহিক ঈদের দিন হিসাবে মর্যাদা দান করেছেন। মুসলমানগণ এই দিনে কোন না কোন মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামা'আতে নামায আদায় করে থাকেন। পবিত্র জুম'আয় প্রদত্ত খুত্বাহ মুসলমানদের ঈমান আকীদা বিষয়ে এবং সমকালীন সমস্যার সমাধানকল্পে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে। যুগে যুগে আহলে হক, উলামা, পীর ও বুযুর্গগণ দ্বীন সম্পর্কিত সামগ্রিক বিষয়াবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার বিষয়বস্তুকে গ্রন্থাকারে রচনা করেছেন। আমাদের দেশে প্রচলিত যেসব খুত্বাগ্রন্থ রয়েছে সেগুলোও বেশ প্রশংসার দাবী রাখে। এর পাশাপাশি আরও কতিপয় বিষয় সম্বলিত তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদাভিত্তিক সমকালীন জিজ্ঞাসার জবাবে বিগত ১৯৯৫ সালে ইউরোপ-আমেরিকা সফরকালে আমার মুহতারাম ওয়ালিদ হযরত আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.) একটি বারো চাঁদের খুত্বা গ্রন্থ রচনা করেন। ওয়ালিদ মুহতারামের বিষয়ভিত্তিক মোট পঁয়ষট্টিটি খুত্বাকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করছি।

এই বৃহৎ কাজ সমাধা করতে গিয়ে এতে মুদ্রণজনিত কিছু ত্রুটি থেকে যেতে পারে। সম্মানিত খতীবগণ ও পাঠকবৃন্দের নিকট কোন ত্রুটি ধরা পড়লে আমাদেরকে তা জানিয়ে কৃতার্থ করবেন।

হযরত ছাহেব কিবলাহ তাঁর মুর্শিদ হযরত শাহ্ ইয়াকুব বদরপুরী (র.) [হযরত হাফিয আহমদ জৌনপুরী (র.)-এর খলিফা] এর নামানুসারে এই খুতবা গ্রন্থের নাম দিয়েছেন আল-খুতবাতুল ইয়াকুবিয়া। শায়খুল হাদীস আল্লামা হবিবুর রহমান ছাহেব, মাওলানা এ কে এম ফজলুর রহমান মুনশী, মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান চৌধুরী এবং আরও যে সেকল ওলামায়ে কিরাম এই খুতবাহ গ্রন্থের অনুবাদও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে সহায়তা করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদানে ধন্য করুন।

এই খুতবাহ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণজনিত ত্রুটি সংশোধন করে প্রকাশের কাজে ফুলতলী আলিয়া মাদ্রাসার প্রভাষক মাওলানা হবিবুর রহমান ও স্নেহাস্পদ ভাতিজা মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরী সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। তাদের প্রতি মোবারকবাদ ও দোয়া রইল।

আলহামদুলিল্লাহ খুতবাহর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। বেশ কিছু দিন থেকে দ্বিতীয় সংস্করণের কপি শেষ হয়ে গেলেও নানা কারণে পুনরায় ছাপতে দেরী হয়েছে। তৃতীয় সংস্করণ ছাপায় ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর একান্ত মুরীদ বৃটেন প্রবাসী আলহাজ্ব মৌলভী কারী মকবুল আলী আর্থিক সহযোগিতা করেছেন। তৃতীয় সংস্করণের মুদ্রণজনিত ত্রুটি সংশোধনে সৎপুর কামিল মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা ছালিক আহমদ, নাজমুল হক মদীনাতুল উলুম মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা মাহবুবুল্লাহ যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। আল্লাহ তাঁদের দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও কল্যাণ নসীব করুন।

আল্লাহ তাআলা এসকল খিদমত কবুল করে আমাদেরকে তাঁর মকবুল গোলামী নসীব করুন এবং দরজা বুলন্দ করুন ওয়ালিদ মুহতারামের-এই মুনাজাত করি।

- প্রকাশক

লেখকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين. والصلوة والسلام على افضل الخلق على الدوام وعلى اله واصحابه البررة الكرام.

বহু দিন যাবত আমার আত্মীয়দের পক্ষ থেকে শুদ্ধ আকীদা নির্ভর বারো চাঁদের খুত্বাহ লিখার তাকীদ পেয়ে আসছিলাম। ব্যস্ততম জীবনের খবরদারিতে এর জন্য সুযোগ করে ওঠা বড়ই কঠিন ছিল। আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের অশেষ মেহেরবানীতে সে সুযোগ ঘটল ১৯৯৫ সালে ইউরোপ ও আমেরিকা সফর কালে। বলতে গেলে আমার ভ্রাতৃপ্রতীম শাহ্ নিযামুদ্দীন চৌধুরী বিস্কুটি ছাহেব, মাওলানা হাবিবুর রহমান (মুহাদ্দীস ছাহেব) ও আমার ছোট ছেলে হুছামুদ্দীনের অত্যধিক আগ্রহই এই কর্ম সম্পাদনে আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছে। সাক্ষাৎপ্রার্থীদের অত্যধিক চাপ এবং শারীরিক শেকায়ত নিয়েও সফরের সময়কে কাজে লাগাতে চেষ্টা করতাম। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাকের দয়ায় প্রতি চাঁদের জন্য পাঁচটি করে এবং ঈদ, নিকাহ ও জুমআর মোট পঁয়ষট্টিটি খুতবা লিখার কাজ সম্পন্ন করি। আমার ছেলে হুছামুদ্দীন এবং আরও যেসকল স্নেহভাজন উলামায়ে কিরাম এই কাজে সময় ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জন্য আমি আল্লাহর দরবারে উত্তম প্রতিদানের দু'আ করি।

এ কথা সত্য যে বর্তমান যুগ ও কালের প্রভাব উম্মতে মুহাম্মদীকে সংশয় ও সন্দেহের আবর্তে ফেলে সহীহ-শুদ্ধ আকীদা থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষণাতে নাজাতপ্রাপ্ত দল, সেই জামাতের আকীদা পোষণ করাই প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। কোনটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা আর কোনটি নয়, তা সাধারণ মানুষকে জানানোর দায়িত্ব উলামা সমাজের। মসজিদের ইমাম বা খতীব যিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযসহ জুমআ ও ঈদের নামাযে নেতৃত্ব দেন, ইমাম হিসেবে তিনি ওয়ায নসীহতের মাধ্যমে তার মুসল্লীদেরকে অতি সহজেই শুদ্ধ আকীদায় বিশ্বাসী করে তুলতে পারেন। খুত্বাতুল ইয়াকুবিয়া'য় এমন বিষয়েরই আলোচনা এসেছে, যা ঈমান-আকীদার সাথে সংশ্লিষ্ট। জীবন ও জগতের সাথে সম্পৃক্ত এমন সব বিষয়কে এই খুতবাগ্রন্থে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, যা সম্পাদন ও প্রতিপালনের মধ্যে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ রয়েছে বলে আশা করি। আর এসব বিষয় সলফে সালেহীনের আকীদা-বিশ্বাস বা নিয়ম-নীতির আলোকেই তুলে ধরা হয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী হিসেবে যা আমাদের বিশ্বাস ও সম্পাদন করা উচিত, আর যা উচিত নয় সেসব সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সরল বর্ণনাকে এই খুতবাহ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় হিসেবে নেয়া হয়েছে। অবশ্য আমি এই দাবী করব না যে সামগ্রিক বিষয়াবলীই এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বরং বলব, এতে প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীকে আলোচনায় আনার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত আমাদেরকে সহীহ শুদ্ধ আকীদা পোষণ করার মাধ্যমে তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দলভুক্ত হওয়ার তওফীক দান করুন। আমীন।

মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ চৌধুরী
ফুলতলী

খুত্‌বার আহকাম

১. জুমআর নামায আদায়ের শর্তাবলীর মাঝে খুত্‌বা পাঠ করা অন্যতম শর্ত। খুত্‌বা ছাড়া জুমআর নামায আদায় হয় না। তবে এই শর্তটি আল্লাহ্ পাকের যিকরের মাধ্যমেও আদায় হয়ে যায়। (বাহরুর রায়েক)

২. জুমআর খুত্‌বা, ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আয্‌হার খুত্‌বা আরবীতে পাঠ করা সুন্নাত। আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় খুত্‌বা পাঠ করা বিদআত। (মুসাফ্‌ফা শরহে মুআত্তা
শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দীসে দেহলভী (র.), কিতাবুল আযকার; ইমাম নববী (র.), দুররুল মুখতার)

৩. অনুরূপভাবে আরবীতে জুমআর খুত্‌বা পাঠ করে এর তরজমা স্থানীয় ভাষায় নামাযের পূর্বে শুনিয়ে দেওয়াও বিদআত। তা পরিহার করা একান্ত দরকার। কিন্তু যদি জুমআর নামাযের পরে তরযমা শুনিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে দোষের হবে না; বরং এটাই উত্তম ব্যবস্থা। (মুসাফ্‌ফা, কিতাবুল আযকার, দুররুল মুখতার, শরহে এহইয়া লিজজুবাইদ)

৪. দুই ঈদের খুত্‌বা পাঠ করার পর এর তরজমা যদি শুনিয়ে দেওয়া হয় তা হলে কোন দোষের হবে না। এ ক্ষেত্রে উত্তম তরীকা হচ্ছে এই যে, মিম্বর হতে পৃথক হয়ে তরজমা বয়ান করা, যাতে খুত্‌বা ও তরজমার মাঝে ব্যবধান সূচিত হয় এবং উভয়ের পার্থক্য নির্ণয় সহজ হয়। (রিসালাতুল আ'জজাবিয়া, ফতহুল মুলহিম)

৫. ওযূ সহকারে খুত্‌বা পাঠ করা সুন্নাত। ওযূবিহীন অবস্থায় খুত্‌বা পাঠ করা মাকরূহ। অনেকে মাকরূহে তাহরীমী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (বাহরুর রায়েক)

৬. খুত্‌বা দাঁড়িয়ে পাঠ করা সুন্নাত। বসে খুত্‌বা পাঠ করা মাকরূহ। (বাহরুর রায়েক, নাহরুল ফায়েক)

৭. খুত্‌বা মুসল্লী ও সমবেত জনমণ্ডলীর দিকে মুখ করে পাঠ করা সুন্নাত। কিবলাহর দিকে মুখ করে অথবা দাঁড়িয়ে অন্য কোনও দিকে মুখ করে খুত্‌বা পাঠ করা মাকরূহে তাহরীমী। (আলমগিরী, বাহরুর রায়েক)

৮. ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেছেন : খুত্‌বার শুরুতে আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম পাঠ করা সুন্নাত। (বাহরুর রায়েক)

৯. বুলন্দ আওয়াযে খুত্‌বা পাঠ করা সুন্নাত, যাতে করে মানুষ শুনতে পায়। বরং চুপে চুপে খুত্‌বা পাঠ করা মাকরূহে তাহরীমী। (বাহরুর রায়েক, আলমগিরী)

১০. খুত্‌বা সংক্ষিপ্ত হওয়া বা সংক্ষিপ্ত পাঠ করা সুন্নাত। যেন দীর্ঘ ও লম্বা না হয় এবং এর পরিমাণ ও সীমা হচ্ছে এই যে, তা তাওলে মুফাস্‌সাল সূরা সমূহের বরাবর হবে। এর চেয়ে অধিক দীর্ঘ খুত্‌বা পাঠ করা মাকরূহে তাহরীমী। (আলমগীরী, বাহরুর রায়েক, রাদ্দুল মুহতার)

১১. খুত্‌বার মাঝে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ থাকা সুন্নাত। ক. হাম্‌দ দ্বারা শুরু করা, খ. আল্লাহ্ পাকের পবিত্রতা ও উপমা বর্ণনা করা। গ. কলিমায়ে শাহাদাতাইন পাঠ করা ঘ. রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি দুরূদ পাঠ করা। ঙ. ওয়ায ও নসীহতের বাক্যাবলী উচ্চারণ করা চ. আল কুরআনের কোন আয়াত পাঠ করা ছ. উভয় খুত্‌বার মধ্যবর্তী সময়ে অল্পক্ষণের জন্য বসা। জ. নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলমানের জন্য দু'আ করা। ঝ. দ্বিতীয় খুত্‌বায় পূর্ণবার আলহামদু লিল্লাহ্, সানা এবং দুরূদ শরীফ পাঠ করা। ঞ. উভয় খুত্‌বাকে সংক্ষিপ্ত ভাবে পাঠ করা, যাতে করে তা তাওলে মুফাস্‌সাল হতে বড় না হয়ে যায়। (বাহরুর রায়েক, আলমগীরী) ট. খতীব পবিত্র থাকা এবং খুত্‌বা আরম্ভ করার পূর্বে মিম্বরের উপর বসা এবং তওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দান করা এবং খতীব ছাড়া কমপক্ষে তিন জন পুরুষ উপস্থিত থাকা। শুধুমাত্র আলহামদু লিল্লাহ্, অথবা সুবহানাল্লাহ্, অথবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ দ্বারা খুত্‌বার ফরয আদায় হয় না। (নাহরুল ফায়েক, উমদাতুর রিয়ায়া)। ঠ. দু'টি খুত্‌বা পাঠ করা।

১২. জুমআর খুত্‌বা শোনা এবং শুনতে না পেলে কান পেতে চুপ করে থাকা ওয়াজিব। খুত্‌বার সময় কথা বলা হারাম। (গায়াতুল আওতার, সিকায়া)

১৩. খুত্‌বার মাঝে কুরআনের আয়াত পাঠ না করা, দুই খুত্‌বার মাঝে বৈঠক না করা, এবং খুত্‌বার মাঝে অন্য কোন কথা বলা মাকরূহে তাহরীমী। (ফতুয়ায়ে হিন্দিয়া, তাতারখানিয়া)

১৪. প্রথম খুত্‌বা হতে দ্বিতীয় খুত্‌বা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে পাঠ করা খুলাফায়ে রাশিদীন এবং আম্মাইনিল মুয়াজ্জামাইন হযরত হামযা (রা.) ও হযরত আব্বাস (রা.), ফাতিমাতুজ জাহরা (রা.) এবং খাতামাইনিশ শারিফাইন

হযরত হাসান (রা.) ও হযরত হুসাইন (রা.) এবং আলে নবুবী (রা.)-এর জন্য দুআ করা মুস্তাহাব। (উমদাতুল কারী, ইরশাদুস সারী)

১৫. দুই ঈদের খুতবা পাঠ করা সুন্নাত এবং তা শ্রবণ করা ওয়াজিব। ঈদের খুতবার পূর্বে ১৬ বার এবং খুতবার মধ্যে ১৪ বার তকবীর বলা সুন্নাত। (আল ইকদুল মারফুল, মুনিয়া)

জুমআর ফযীলত

জানা উচিত যে, জুমআর দিন একটি মহান দিন। আল্লাহ্ তাআলা এর মাধ্যমে ইসলামকে মহাত্ম্য দান করেছেন এবং একে মুসলমানদের বৈশিষ্ট সাব্যস্ত করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔

অর্থাৎ- হে মুমিনগণ, যখন জুমআর দিন নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর যিক্‌রের দিকে ত্বরা করবে এবং ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ রাখবে। এ আয়াতে দুনিয়ার কাজে-কর্মে মশগুল হওয়া এবং জুমআর যাওয়ার পরিপন্থী সকল কাজ করা হারাম করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

انَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِىْ يَوْمِىْ هٰذَا فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا۔

অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের উপর জুমআ ফরয করেছেন আমার এদিনে ও এ স্থানে।

এক রিওয়ায়েতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهِ۔

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিনা ওযরে তিন বার জুমআ তরক করে, আল্লাহ্ তার অন্তরে মোহর মেরে দেন। এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ অমুক ব্যক্তি মারা গেছে। সে জুমআ' ও জামআ'তে উপস্থিত হত না। এখন তার অবস্থা কি হবে? তিনি বললেন ঃ সে দোযখী। লোকটি এক মাস পর্যন্ত তাঁর কাছে এসে এ প্রশ্নই করল এবং তিনি উত্তর দিলেন যে, সে দোযখী। হাদীসে আছে, ইহুদী ও খ্রীস্টানদেরকে জুমআর দিন দেওয়া হলে তারা এতে বিরোধীতা করল। তাই তাদেরকে এ থেকে বঞ্চিত করে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। এ উম্মতের জন্য একে ঈদ করা হয়েছে। হযরত আনাস (রা.) এর রিওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ আমার কাছে হযরত জিবরাঈল (আ.) আগমন করলেন। তাঁর হাতে একটি উজ্জ্বল আয়না ছিল। তিনি বললেন ঃ এটা জুমআ' আল্লাহ্ তালা এটা আপনাকে দান করেছেন, যাতে আপনাদের জন্য এবং আপনার উম্মতের জন্য এটা ঈদ হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ জুমআ দিয়ে আমাদের কি উপকার হবে? তিনি বললেন ঃ এতে একটি সর্বোৎকৃষ্ট মুহূর্ত আছে। যে ব্যক্তি এ মুহূর্তে নিজের কল্যাণের জন্যে দুআ করবে, যদি সেই কল্যাণটি তার নসীবে থাকে, তবে আল্লাহ্ তাকে তা দান করবেন। আর যদি নসীবে না থাকে, তবে তার তুলনায় অনেক বেশী তার জন্য সঞ্চিত রাখবেন। অথবা কেউ এ মুহূর্তে কোন বালা-মুসীবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলে যদি সে বালা মুসীবত তার নসীবে লেখা থাকে, তবে আল্লাহ্ তাআলা সেই বালা মুসীবত অপেক্ষা বড় বালা-মুসীবত থেকেও তাকে রক্ষা করবেন। আমাদের কাছে এদিন সকল দিনের সরদার। আমরা একে আখিরাতে يَوْمُ الْمَزِيْد বৃদ্ধির দিন বলব। আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আপনার পরওয়ারদিগার জান্নাতে একটি শুভ্র ও মিশকের চেয়ে অধিক সুগন্ধিযুক্ত উপত্যকা নির্দিষ্ট করেছেন। জুমআর দিন হলে তিনি ইল্লিয়ীন থেকে সেখানে তাঁর সিংহাসনে অবতরণ করেন এবং মানুষের জন্য দ্যুতি বিকীরণ করেন, যাতে তারা তাঁকে দেখতে পায়। এক হাদীসে আছে, যে সর্বোত্তম দিনের উপর সূর্য উদিত হয়েছে, তা হচ্ছে জুমআর দিন। এ দিনে হযরত আদম (আ.) সৃজিত হয়েছেন, এ দিনেই তাঁকে জান্নাতে দাখিল করা হয়েছে। এ দিনেই তাঁকে পৃথিবীতে নামানো হয়েছে। এ দিনেই তাঁর ওফাত হয়েছে। এ দিনে কিয়ামত সংঘটিত হবে। এ দিন আল্লাহর কাছে বৃদ্ধির দিন। আকাশে ফিরিশতারা একে তা-ই বলে। এই দিনেই জান্নাতে খোদায়ী দীদার হবে। হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেক জুমআর দিনে ছয় লক্ষ বান্দাহকে দোযখ থেকে মুক্তি দেন। হযরত আনাস (রা.) এর রিওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ যখন জুমআর দিন সহীসালামত থাকে, তখন অন্যদিনও সহীসালামত থাকে। তিনি আরও বলেছেন ঃ প্রত্যেহ সূর্য যখন আকাশের মাঝখানে থাকে, তখন দোযখ উত্তপ্ত করা হয়। তখন নামায পড়ো না; কিন্তু জুমআর দিন সবটুকুই নামাযের সময়। এ দিনে দোযখ উত্তপ্ত করা হয় না। হযরত কা'ব (রা.) বলেন আল্লাহ্ তায়ালা শহরসমূহের মধ্যে মক্কা মুয়াযযামাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, মাসসমূহের

মধ্যে রামযানকে, দিনসমূহের মধ্যে জুম'আকে এবং রাত্রিসমূহের মধ্যে শবেকদরকে ফযীলত দিয়েছেন।

কথিত আছে যে, পক্ষীসমূহ এবং ইতর কীট-পতঙ্গ জুম'আর দিনে পরস্পর সাক্ষাৎ করে এবং বলে সালাম, সালাম, এটা ভাল দিন। রাসূলে করীম (সা.) বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুমআর দিন মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য শহীদের সওয়াব লিখেন এবং কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেন।

জুমআর শর্ত

প্রকাশ থাকে যে, অন্যান্য নামাযে যেসব শর্ত রয়েছে, সেগুলো জুমআর মধ্যেও শর্ত। কিন্তু কয়েকটি অতিরিক্ত শর্ত জুমআর মধ্যে রয়েছে, যা অন্যান্য নামাযে নেই। প্রথমত ঃ যোহরের সময় হওয়া। সুতরাং যদি জুমআর নামাযে ইমামের সালাম আসরের সময়ে পড়ে যায়, তবে জুমআ বাতিল হবে। তখন ইমামের জন্য জরুরী হবে, দু'রাকাত আরও বাড়িয়ে যোহর পূর্ণ করা। দ্বিতীয়তঃ জুমআর জন্য উপযুক্ত স্থান শর্ত। সুতরাং জঙ্গলে, বিজন স্থানে ও তাঁবুতে জুমআর নামায হয় না। এর জন্যে অস্থাবর দালান বিশিষ্ট স্থান জরুরী। তৃতীয়তঃ জামাআত হওয়া শর্ত। শাফিয়ী মাযহাবে কমপক্ষে চল্লিশ জন এবং হানাফী মাযহাবে ইমামসহ তিন জন হওয়া জরুরী। প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে শহরের লোকালয়ের কয়েক জায়গায় জুমআ, হলে যে ইমাম শ্রেষ্ঠ, তার পিছনে জুমআ পড়া উত্তম। এক্ষেত্রে মুসল্লীদের সংখ্যাধিক্যও লক্ষণীয় ব্যাপার। চতুর্থতঃ দু'খুতবা দেওয়া এবং উভয় খুতবার মাঝখানে বসা। প্রথম খুতবায় চারটি বিষয় থাকা ওয়াজিব ১. আল্লাহর প্রশংসা করা এবং কমপক্ষে আলহামদুলিল্লাহ বলা, ২. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি দুরূদ পাঠ করা, ৩. তাকওয়ার উপদেশ দেওয়া এবং ৪. কুরআন পাক থেকে একখানা আয়াত পাঠ করা। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় খুতবায়ও এ চারটি বিষয় ওয়াজিব। কিন্তু আয়াত পাঠের জায়গায় দুআ পাঠ করা ওয়াজিব। উভয় খুতবা শোনাও ওয়াজিব।
প্রাপ্ত বয়স্ক, বুদ্ধিমান মুসলমান ব্যক্তির উপর জুমআ ফরয। যাদের উপর জুমআ ফরয, তাদের জন্য বৃষ্টি, কর্দমাক্ততা, ভয়, অসুস্থতা ও অসুস্থ ব্যক্তির দেখা শোনা করার ওযরে জুমআ তরক করার অনুমতি আছে। তাদের জন্যে জুমআর নামায শেষ হওয়ার পর যোহর পড়া মুস্তাহাব। যদি জুমআর নামাযে গোলাম, মুসাফির ও রুগ্ন ব্যক্তি হাযির হয় তবে তাদেরও জুমআ দুরস্ত হবে। তাদের যুহরের নামায পড়তে হবে না।

জুমআর আদব

জুমআর ফযীলত লাভের উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার থেকে তৎপর হওয়া উচিত। সেমতে আসরের পর দুআ, ইস্তেগফার ও তসবীহ পাঠে মশগুল হবে। কেননা, এ সময়টি জুমআর মধ্যে অজ্ঞাত মুহূর্তের সমান ফযীলত রাখে। জনৈক বুযুর্গ বলেন, আল্লাহ তায়ালার কাছে মানুষের দিন তা তলব করে। বৃহস্পতিবার দিন কাপড়-চোপড় ধুয়ে পরিষ্কার করবে। সুগন্ধিও যোগাড় করবে। এ রাত্রে জুমআর দিনে রোযা রাখার নিয়ত করবে। এর অনেক সওয়াব। কিন্তু এর সাথে বৃহস্পতিবার অথবা শনিবারের রোযা মিলিয়ে নেবে। কেননা, শুধু জুমআর রোযা রাখা মাকরূহ। এ রাত্রিটি নামায ও খতমে কুরআনে অতিবাহিত করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। এ রাত্রিতে স্ত্রী সহবাসকে কেউ কেউ মুস্তাহাব বলেছেন। তারা এ হাদীসের উদ্দেশ্য তাই বলেছেন ঃ رَحِمَ اللّٰهُ مَنْ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَغَسَّلَ وَاغْتَسَلَ আল্লাহ রহম করুন সেই ব্যক্তির প্রতি যে, প্রথম ওয়াক্তে জুমআয় আসে এবং শুরু থেকে খুতবা শুনে এবং গোসল করায় ও গোসল করে। এখানে গোসল করায় অর্থ স্ত্রীকে গোসল করায়। এসব কাজ করলে পূর্ণরূপে জুমআকে স্বাগত জানানো হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গাফিলদের শ্রেণী থেকে বের হয়ে যাবে, যারা সকাল বেলায় জিজ্ঞেস করে যে, আজ কোন দিন? জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ জুমআর পূর্ণ অংশ সেই ব্যক্তি পায়, যে এক দিন পূর্ব থেকে এর অপেক্ষা করে। আর ক্ষুদ্র অংশ সেই ব্যক্তি পায়, যে সকালে জিজ্ঞেস করে, আজ কোনদিন? কোন কোন বুযুর্গ জুমআর পূর্ব রাত্রিতে জামে মসজিদেই থাকতেন। জুমআর দিন ফজর হতেই গোসল করা উচিত যদিও তখন জামে মসজিদে না যায়। কিন্তু এর কাছাকাছি সময়েই মসজিদে যাওয়া উচিত, যাতে গোসল ও মসজিদে যাওয়া কাছাকাছি সময়ে হয়। জুমআর দিন গোসল করা তাকীদসহ মুস্তাহাব। কোন কোন আলিম একে ওয়াজিবও বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ জুমআর গোসল প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের উপর ওয়াজিব। এক মশহুর হাদীসে আছে, مَنْ اَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ যে জুমআয় উপস্থিত হয়, তার গোসল করা উচিত। মদীনার মুসলমানরা কাউকে মন্দ বলার ক্ষেত্রে এরূপ বলত ঃ তুমি তার চেয়েও খারাপ, যে জুমআর দিন গোসল করে না।

একবার হযরত উমর (রা.) জুমআর খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত উসমান (রা.) মসজিদে আগমন করলেন। এ সময়ে আগমনকে খারাপ মনে করে হযরত উমর (রা.) বললেন : এটা কোন সময়? অর্থাৎ, আগে এলেন না কেন? হযরত উসমান (রা.) জওয়াব দিলেন, আমি আযান শুনার পর দেরী করিনি। ওযূ করেই চলে এসেছি। হযরত উমর (রা.) বললেন একটি নয়, দুটি হল। আপনি তো জানেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) গোসল করার জন্য বলতেন। আপনি কেবল ওযূ করলেন। এক রিওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিন ওযূ করে, সে ভাল করে; আর যে গোসল করে, সে সর্বোত্তম কাজ করে। এ থেকে জানা গেল যে, গোসল তরক করা জায়িয।

জুমআর দিন সাজসজ্জা করা মুস্তাহাব। তিনটি বিষয় সাজসজ্জার অন্তর্ভুক্ত-পোশাক, পরিচ্ছন্নতা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা। পরিচ্ছন্নতার মধ্যে রয়েছে মিসওয়াক করা, চুল টাকা, নখ কাটা ও গোঁফ কাটা। এ ছাড়া পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জনের জন্য আরও যা কিছু করা জরুরী সেগুলো করা উচিত। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন যে ব্যক্তি জুমআর দিন নখ কাটে, আল্লাহ তায়ালা তার নখ থেকে রোগ দূর করে দেন। নিজের কাছে যে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি থাকে, তা জুমআর দিন ব্যবহার করবে, যাতে দুর্গন্ধ দূর হয় এবং উপস্থিত মুসল্লীরা আরাম বোধ করে। পুরুষদের জন্যে উত্তম সুগন্ধি হচ্ছে যার গন্ধ প্রকট এবং রং অস্পষ্ট। পক্ষান্তরে নারীদের জন্যে সেই সুগন্ধি উত্তম, যার রং উজ্জ্বল এবং গন্ধ গোপন। ইমাম শাফিয়ী (র.) বলেন যে ব্যক্তি তার কাপড়-চোপড় পরিষ্কার রাখে, তার মনোকষ্ট কম হয় এবং যার সুগন্ধি উৎকৃষ্ট, তার বুদ্ধি বাড়ে। সাদা পোশাক সর্বোত্তম। আল্লাহ তায়ালার কাছে সাদা পোশাক অধিক পছন্দনীয়। কালো পোশাকে কোন সওয়াব নেই। কেউ কেউ কালো পোশাকের দিকে তাকানো মাকরূহ বলেছেন। জুমআর দিনে পাগড়ী পরিধান করা মুস্তাহাব। ওয়াছিলা ইবনে আসকা'র (রা.) রিওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন আল্লাহ তাআলা ও তার ফিরিশতাগণ জুমআর দিন পাগড়ী পরিধানকারীদের প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। সুতরাং গরমের কষ্ট হলে নামাযের পূর্বে ও পরে পাগড়ী খুলে ফেলায় দোষ নেই।

জামে মসজিদে সকালেই রওয়ানা হওয়া উচিত। এর সওয়াব অনেক। যাওয়ার সময় খুশু সহকারে থাকবে। নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত মসজিদে ইতিকাফের নিয়ত করবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : যে ব্যক্তি মসজিদে আউয়াল ওয়াক্তে যায়, সে যেন একটি উট কুরবানী করে; যে দ্বিতীয় প্রহরে যায়, সে যেন একটি গরু কুরবানী করে; যে তৃতীয় প্রহরে যায়, সে যেন শিং বিশিষ্ট ভেড়া কুরবানী করে, যে চতুর্থ প্রহরে যায়, সে যেন খোদার পথে মুরগী যবেহ করে এবং যে পঞ্চম প্রহরে যায়, সে যেন একটি ডিম আল্লাহর জন্য কুরবানী করে। ইমাম যখন খুতবার জন্য বের হয়ে আসেন, তখন আমলনামা বন্ধ করে দেওয়া হয়, কলম তুলে নেওয়া হয় এবং ফিরিশতারা মিম্বরের কাছে সমবেত হয়ে যিকর শ্রবণ করেন। এ সময় যারা আসে, তারা কোন সওয়াব পায় না। সূর্যোদয় পর্যন্ত প্রথম ওয়াক্ত এক প্রহর পরিমাণ; সূর্য উপরে উঠা পর্যন্ত দ্বিতীয় প্রহর, রৌদ্র প্রখর থাকা পর্যন্ত তৃতীয় প্রহর এবং এ সময় থেকে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত চতুর্থ ও পঞ্চম প্রহর। এ দু'প্রহরের সওয়াব কম। সূর্য ঢলে পড়ার পর নামাযের সময়। রাসূলে করীম (সা.) বলেন তিনটি কাজের সওয়াব যদি মানুষ জানত, তবে সেগুলোর জন্য মানুষ সওয়ারীতে বসে রওয়ানা হয়ে যেত- ১. আযান, ২. জামাতের প্রথম সারি এবং ৩. ভোরে জুমআর নামাযের জন্যে মসজিদে যাওয়া। এক হাদীসে আছে জুমার দিন ফিরিশতারা হাতে রূপার কাগজ ও স্বর্ণের কলম নিয়ে জামে মসজিদের দরজাসমূহে বসে যায় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরে আগমনকারীদের নাম লিপিবদ্ধ করে। এক হাদীসে আছে, যখন কোন বান্দাহ জুমআর দিন দেরী করে, তখন ফিরিশতারা তাকে তালাশ করে এবং তার অবস্থা একে অপরের কাছে জিজ্ঞেস করে। তারা বলে ইলাহী, যদি দারিদ্র্যের কারণে তার দেরী হয়ে থাকে, তবে তাকে ধনাঢ্য কর। রোগের কারণে দেরী হয়ে থাকলে তাকে সুস্থতা দান কর। কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে দেরী হলে তাকে অবসর দান কর। কোন খেলার কারণে দেরী হয়ে থাকলে তার অন্তরকে ইবাদতের দিকে ফিরিয়ে দাও। প্রথম শতাব্দীতে সেহরীর সময় এবং সুবহে সাদিকের পরে রাস্তা জনাকীর্ণ থাকত। লোকজন প্রদীপ হাতে জামে মসজিদে ঈদের দিনের মত দলে দলে গমন করত। আস্তে আস্তে এটা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইসলামে এটাই প্রথম বিদআত ছিল যে, লোকজন জুমআর দিন ভোরে মসজিদে যাওয়া ত্যাগ করল। মুসলমানদের ইহুদী ও খৃস্টানদের কাজ দেখেও লজ্জা হয় না। তারা তাদের ইবাদতগৃহে শনিবার ও রবিবারে প্রত্যূষে যায়। দুনিয়া প্রার্থীরাও ক্রয়-বিক্রয় ও মুনাফা উপার্জনের জন্যে ভোরে বাজারে যায়। আখিরাত প্রার্থীদের কি হল যে, তারা এ ব্যাপারে অগ্রগামী হয় না? কথিত আছে যে, মানুষ যখন আল্লাহ তাআলার দীদার লাভ করবে, তখন তারা ততটুকু নৈকট্য পাবে, যতটুকু প্রত্যূষে জুমআয় গমন করবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) জামে মসজিদে খুব ভোরে গিয়ে দেখেন তিন ব্যক্তি তাঁরও আগে মসজিদে রয়েছেন। এতে তিনি দুঃখিত হলেন এবং নিজেকে ধিক্কার

দিয়ে বললেন ঃ আমি চারজনের মধ্যে চতুর্থ হলাম।
জামে মসজিদে প্রবেশ করার পর মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে যাবে না এবং সম্মুখ দিয়ে যাবে না। অনেক আগে গেলে এরূপ করার প্রয়োজনই হবে না। মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কঠোর শাস্তিবাণী বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে আছে কিয়ামতের দিন এরূপ ব্যক্তিকে সেতু করে মানুষকে তার উপর দিয়ে যেতে বলা হবে। ইবনে জুরাইজ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) জুমার খুতবা দেওয়ার সময় দেখলেন এক ব্যক্তি মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে এসে বসে গেছে। নামাযের পর তিনি সেই লোকটির সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন ঃ ব্যাপার কি, তুমি আজ আমাদের সাথে জুমআয় শরীক হলে না? লোকটি বললঃ হুযুর, আমি তো জুমআয় উপস্থিত হয়েছি। তিনি বললেনঃ আমি তোমাকে মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে যেতে দেখেছিলাম। এতে ইঙ্গিত আছে যে, লোকটির আমল বেকার হয়েছে। এক রিওয়ায়েতে আছে লোকটি আরয করলঃ হুযুর আমাকে দেখেন নি? তিনি বললেনঃ আমি দেখেছি, তুমি দেরীতে এসেছ এবং মানুষকে কষ্ট দিয়েছ। হ্যাঁ, প্রথম কাতার খালি পড়ে থাকলে মানুষের উপর দিয়ে যাওয়া দোষণীয় নয়। কারণ, তখন মানুষ নিজেরাই নিজেদের হক নষ্ট করে এবং ফযীলতের স্থান ছেড়ে দেয়। হযরত হাসান (রা.) বলেনঃ যারা জুমআর দিনে জামে মসজিদের দরজায়ই বসে যায়, তাদের ঘাড় ডিঙিয়ে যাও। তাদের কোন ইযযত নেই।
নামায পড়ার সময় নামাযীর সামন দিয়ে যাবে না। নামাযী নিজে স্তম্ভ অথবা প্রাচীরের কাছে বসবে, যাতে কেউ সামনে দিয়ে না যায়। নামাযীর সামন দিয়ে গেলে নামায ফাসিদ হয় না ঠিক, কিন্তু এটা নিষিদ্ধ। রাসূলে আকরাম (সা.) বলেন ঃ মুসলমানের জন্যে চল্লিশ বছর দাঁড়িয়ে থাকা নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া অপেক্ষা উত্তম। তিনি আরও বলেন ঃ মানুষের জন্য ছাই ও ধুলা হয়ে বাতাসে উড়ে যাওয়া নামাযীর সামনে দিয়া যাওয়া অপেক্ষাভাল। যদি স্তম্ভ, প্রাচীর অথবা বিছানো জায়নামাযের ভিতরের ভাগ দিয়ে কেউ গমন করে, তবে নামাযীর উচিত তাকে হটিয়ে দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ নামাযীর উচিত তাকে তাকে হটিয়ে দেওয়া। যদি না মানে তবে আবার হটিয়ে দেবে। যদি এরপরও না মানে, তবে তার সাথে লড়াই করবে। কেননা, সে শয়তান। হযরত আবু সায়ীদ খুদরীর (রা.) সামনে দিয়ে কেউ গেলে তিনি সজোরে ধাক্কা দিতেন। ফলে সে মাটিতে পড়ে যেত। প্রায়ই তিনি তাকে জড়িয়ে ধরতেন। মারওয়ানের কাছে এর অভিযোগ গেলে মারওয়ান বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে এরূপ করার আদেশ দিয়েছেন। নামাযীর উচিত সামনে এক হাত দীর্ঘ কোন খুঁটি পুতে নেওয়া, যাতে সীমা চিহ্নিত হয়ে যায়।
জুমআর নামাযে প্রথম কাতারে বসার চেষ্টা করবে। এর সওয়াব অনেক। রিওয়ায়েতে আছে, যে ব্যক্তি পরিবারের লোকজনকে গোসল করায়, নিজে গোসল করে, সকালে মসজিদে যায়, প্রথম খুতবা পায় এবং ইমামের কাছে থেকে খুতবা ও কিরাত শ্রবণ করে, এটা তার জন্য দু'জুমআর মধ্যবর্তী দিন এবং আরও তিন দিনের গুনাহর কাফ্ফারা হয়ে যায়। অন্য এক রিওয়ায়েতে প্রথম কাতার অন্বেষণ করার কথাও বলা হয়েছে।
কিন্তু যদি ইমামের কাছে এমন কোন বিষয় থাকে, যা পরিবর্তন করতে তুমি অক্ষম; ইমাম যেমন রেশমী বস্ত্র পরিহিত হলে অথবা ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নামাযে এলে প্রথম কাতার থেকে পিছনে থাকা তোমার জন্য উত্তম। কেননা, এমতাবস্থায় প্রথম কাতারে থাকলে তোমার ধ্যান বিক্ষিপ্ত হবে। কোন কোন আলিম এহেন অবস্থায় নিরাপত্তার খাতিরে প্রথম কাতার বর্জন করেছেন। বিশর ইবনে হারিছকে কেউ জিজ্ঞেস করলঃ আমরা আপনাকে ভোরবেলায় মসজিদে আসতে দেখি। কিন্তু আপনি শেষ কাতারসমূহে নামায পড়েন। এটা কেন? তিনি বললেনঃ অন্তরের নৈকট্য উদ্দেশ্য দেহের নয়। এতে তিনি ইঙ্গিত করেন যে, পিছনের কাতারে থাকা অন্তরের জন্য ভালো। সুফিয়ান সাওরী (রা.) শুয়ায়েব ইবনে হরবকে মিম্বরের কাছে আবু জাফর মনছুরের খুতবা শুনতে দেখলেন। নামাযান্তে সুফিয়ান শুয়ায়েবকে বললেনঃ মনছুরের কাছে আপনাকে বসা দেখে আমি বিচলিত হয়েছি। যদি আপনি তার মুখে এমন কোন কথা শুনেন, যার প্রতিবাদ করা জরুরী হয়, তবে আপনি প্রতিবাদ করতে পারবেন কি? এরা কালো পোশাকের বিদআত আবিষ্কার করেছে, শুয়েয়েব বললেন, হাদীসে কি ইমামের কছে থাকতে এবং খুতবা শুনতে বলা হয়নি? সুফিয়ান বললেন এটা খুলাফায়ে রাশেদীনের বেলায় প্রযোজ্য। এদের কাছ থেকে তো যত দূরে থাকা যাবে, ততই আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জিত হবে।
হযরত সাঈদ ইবনে আমের বলেন, আমি হযরত আবু দারদার সাথে নামায পড়ি। তিনি নামাযে পিছনের কাতারে যেতে লাগলেন। অবশেষে আমরা সর্বশেষ কাতারে চলে গেলাম। নামাযান্তে আমি তাকে বললামঃ প্রথম কাতার কি সব কাতার অপেক্ষা উত্তম নয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু এটা রহমতপ্রাপ্ত উম্মত। এ উম্মতের প্রতি রহমতের দৃষ্টি রয়েছে। আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দাহকে নামাযে রহমতের দৃষ্টিতে দেখেন, তখন তার পিছনে যত মানুষ

থাকে, সকলকে ক্ষমা করে দেন। অতএব, আমি এই আশা নিয়ে সকলের পিছনে দাঁড়িয়েছি যে, সম্মুখের কাতারের যার প্রতি আল্লাহ্ তায়ালা রহমতের দৃষ্টি দেবেন, তার ওসীলায় আমার মাগফিরাত হয়ে যাবে। কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে যে, হযরত আবূ দারদা (রা.) এ বিষয়বস্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ থেকে শুনেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এরূপ নিয়ত সহকারে পিছনের কাতারে থাকে, অন্যকে অগ্রগণ্য মনে করে এবং সচ্চরিত্রতা প্রদর্শন করে, তার জন্যে এতে কোন দোষ নেই।

প্রকাশ থাকে যে, মিম্বরের সাথে সংলগ্ন পূর্ণ কাতারকে প্রথম কাতার ধরা হবে। সুতরাং মিম্বর যদি কোন কাতারকে কেটে দেয়, তবে মিম্বরের দু'পাশে যে কাতার, তা পূর্ণ কাতার নয়। তাই একে প্রথম কাতার ধরা হয় না। হযরত সুফিয়ান সাওরী (রা.) বলতেন, মিম্বরের সম্মুখস্থ কাতার প্রথম কাতার। কেননা, এটাই মিম্বর সংলগ্ন কাতার। এতে উপবিষ্ট ব্যক্তি ইমামের সম্মুখে থাকে এবং তার খুতবা শুনে। কিন্তু মিম্বরের প্রতি লক্ষ্য না করে, যে কাতার কিবলার অধিক নিকটবর্তী, তাকে প্রথম কাতার বলা সম্ভবপর।

ইমাম যখন মিম্বরে যান, তখন নামায বন্ধ করতে হবে এবং কথাবার্তাও মওকুফ করতে হবে। এ সময় খুতবা শ্রবণ করতে হবে। কোন কোন সাধারণ লোকের অভ্যাস এই যে, মুয়াযযীন আযান দিতে উঠলে তারা সিজদা করে। হাদীসে ও গুণীজন বাক্যে এর কোন ভিত্তি নেই। হযরত আলী ও হযরত উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি চুপচাপ খুতবা শুনে, তার জন্য দুটি সওয়াব, যে খুতবা শুনে না এবং চুপ থাকে, তার জন্য এক সওয়াব এবং যে শুনে এবং বাজে কথা বলে, তার জন্য দু'গুনাহ্ লেখা হয়। আর যে ব্যক্তি শুনে না এবং বাজে কথা বলে, তার জন্যে এক গুনাহ্ লেখা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন :

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ اَنْصِتْ اَوْصَهْ فَقَدْ لَغَا وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইমাম খুতবা পাঠ করার সময় সঙ্গীকে বলে : চুপ থাক, সে বাজে কথা বলে। আর যে বাজে কথা বলে, তার জুমআ হয় না'। এ রিওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে ইশারা করে অথবা কংকর নিক্ষেপ করে চুপ করাতে হবে, কথা বলে নয়। হযরত আবূ যর (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন খুতবা পাঠ করছিলেন, তখন আমি উবাই ইবনে কা'বকে প্রশ্ন করলাম, এ সূরা কবে নাযিল হয়েছিল। হযরত উবাই আমাকে বললেন : যাও, তোমার জুমআ নেই। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে অভিযোগ পেশ করলাম। তিনি বললেন, উবাই ঠিক বলেছে। যে ব্যক্তি দূরে বসার কারণে খুতবা শুনতে অক্ষম, তার চুপ থাকা উচিত। হযরত আলী (রা.) বলেন, চার সময়ে নফল নামায মাকরূহ-ফযরের পরে, আসরের পরে, ঠিক দ্বিপ্রহরে এবং ইমাম যখন খুতবা দেন।

জুমআর দিনের অন্যান্য আদব

সকালে অথবা জুমার নামাযের পরে অথবা আসরের পরে ইলমের মজলিসে উপস্থিত হবে। কিন্তু কিস্‌সা কথক ওয়ায়িযদের মজলিসে যাবে না। তাদের কথা-বার্তায় কোন কল্যাণ নেই। আখিরাতের পথিক জুমআর সমস্ত দিন দান-খয়রাত ও দুআয় আত্মনিয়োগ করবে, যাতে উৎকৃষ্ট মুহূর্তটি হাতছাড়া না হয়। নামাযের পূর্বে কোন মজলিস হলে তাতে যাওয়া উচিত নয়। হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর রিওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা.) জুমআর নামাযের পূর্বে হালকা তথা মজলিস করতে নিষেধ করেছেন। তবে কোন হক্কানী আলিম সকালে জামে মসজিদে আল্লাহ্ তায়ালার নিয়ামত ও শাস্তি বর্ণনা করে ওয়ায করলে তার কাছে বসবে। এরূপ ওয়ায শ্রবণ করা নফল ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : ইলমের মজলিসে হাযির হওয়া হাজার রাকাত নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম।

فاذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله

"নামাযান্তে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর।" এ আয়াত সম্পর্কে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, এতে দুনিয়া অন্বেষণ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং রোগীকে দেখা, জানাযায় শরীক হওয়া এবং ইলম শিক্ষা করা উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মজীদে কয়েক জায়গায় ইলমকে ফযল তথা অনুগ্রহ বলেছেন। এক জায়গায় বলেছেন-

وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما

আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বিরাট। আরও বলা হয়েছে ولقد اتينا داود منا فضلا 'আমি দাউদকে ইলম দান করেছি'। সুতরাং জুমআর দিনে ইলম শিক্ষা দেওয়া উত্তম ইবাদত। কিস্‌সাকথকদের মজলিসে যাওয়া অপেক্ষা নামায উত্তম। কেননা, পূর্ববর্তীরা কিস্‌সাকথনকে অপছন্দ

করতেন। তারা কিস্‌সাকথকদেরকে জামে মসজিদ থেকে বের করে দিতেন। হযরত ইবনে উমর (রা.) জামে মসজিদে নিজের যায়গায় এসে দেখেন জনৈক কিস্‌সাকথক সেস্থানে কিছু বর্ণনা করছে। তিনি বললেনঃ আমার জায়গায় থেকে উঠে যাও। সে বললঃ আমি উঠব না। আমি অগ্রে এখানে বসেছি। হযরত ইবন উমর কতোয়ালকে ডেকে তাকে সেখান থেকে বহিষ্কার করলেন। বয়ান করা সুন্নত হলে তাকে বহিষ্কার করা কিরূপ জায়িয হত? রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ

لایقمن احدکم اخاہ من مجلسه ثم یجلس فیه ولکن تفسحوا و توسعوا

'তোমাদের কেউ যেন তার মুসলমান ভাইকে তার স্থান থেকে তুলে দিয়ে নিজে সেখানে না বসে বরং তোমরা সরে যাও এবং তাকে জায়গা দাও।' হযরত ইবনে উমরের জন্যে কেউ নিজের স্থান ছেড়ে দিলে তিনি তাতে বসতেন না যে পর্যন্ত সেই ব্যক্তি সেখানে না বসত। বর্ণিত আছে যে জনৈক কিস্‌সাকথক হযরত আয়িশা (রা.)-এর কক্ষের আঙিনায় বসত। তিনি হযরত ইবনে উমরকে বললেন ঃ লোকটি তার কিস্‌সা দ্বারা আমাকে জ্বালাতন করছে। আমি যিক্‌র ও তসবীহ্ করতে পারছি না। হযরত ইবনে উমর তাকে এমন পিটুনি দিলেন যে, তার কোমরে একটি ছড়ি ভেঙ্গে ফেললেন।

জুমআর দিনের বরকতময় মুহূর্ত

জুমআর মধ্যে যে মুহূর্তটি উৎকৃষ্ট ও বরকতময়, তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে। হাদীসে আছে, জুমআর একটি মুহূর্ত আছে, যাতে কোন মুসলমান আল্লাহ্ তালার কাছে যা প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ তাকে তা দান করেন। এ মুহূর্ত কোনটি, তাতে মতভেদ আছে। যেমন, সূর্যোদয়ের সময়, আযান দেওয়ার সময়, ইমামের মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা পড়ার সময়, নামাযে দাঁড়ানোর সময়, আছরের শেষ সময় এবং সূর্যাস্তের কিছু পূর্বেকার সময় ইত্যাদি। হযরত ফাতিমা (রা.) এ সময়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন এবং খাদিমাকে বলতেন সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাক। যখন দেখ সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, তখন আমাকে খবর দাও। খাদিমা তাই করত। হযরত ফাতিমা (রা.) এ সময় দুআ ও ইস্তেগফারে মশগুল হতেন। তিনি বলতেনঃ এই মুহূর্তের অপেক্ষায় থাকা উচিত। তিনি এটি আপন পিতার কাছ থেকে অবলম্বন করেছিলেন। কোন কোন আলিম বলেন, এ মুহূর্তটি সারা দিনের মধ্যে অনির্ধারিত যেমন শবেকদর অনির্ধারিত; যাতে বেশী পরিমাণে এর অপেক্ষা করা হয়। কেউ কেউ বলেন, এ মুহূর্তটি জুমআর দিনের মধ্যে পরিবর্তিত হতে থাকে, যেমন শবেকদর পরিবর্তিত হতে থাকে। এ উক্তি অধিক সঙ্গত। হযরত কা'ব আহবার (রা.) বলেন, এটি জুমআর দিনের শেষ মুহূর্ত; অর্থাৎ সূর্যাস্তের সময়। একথা শুনে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, শেষ মুহূর্ত কিরূপে হতে পারে? আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, বান্দাহ এ মুহূর্তটি নামায পড়া অবস্থায় পায় । দিনের শেষ মুহূর্ত তো নামাযের সময় নয়। কা'ব বললেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) কি এ কথা বলেন, যে ব্যক্তি বসে নামাযের অপেক্ষা করে, সে নামাযেই থাকে? আবূ হুরায়রা (রা.) বললেনঃ হ্যাঁ, বলেছেন, কা'ব বললেনঃ কাজেই এটাও নামাযের সময়। হযরত আবু হুরায়রা চুপ হয়ে গেলেন। হযরত কা'ব আরও বলতেন, এ মুহূর্তটি আল্লাহ তায়ালার রহমত তাদের জন্য, যারা এ দিনের হক সমূহ আদায় করে। সুতরাং এ রহমত তখন দেওয়া উচিত, যখন হক আদায় সমাপ্ত হয়। মোটকথা, এ সময় এবং ইমামের মিম্বরে আরোহণের সময় উভয়টি উৎকৃষ্ট। উভয় সময়ে দুআ' করা উচিত।

জুমআর দিনে বিশেষ আমল

জুমআর নামায শেষ হলে কথা বলার পূর্বে সাত বার আলহামদু লিল্লাহ, সাত বার কুলহুওয়াল্লাহু এবং সাত বার কুল আউযু সূরাদ্বয় পাঠ করবে। বর্ণিত আছে, যে এরূপ করবে, সে এক জুমআ থেকে অন্য জুমআ পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে এবং শয়তান থেকে আশ্রয় পাবে। জুমআর পরে নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করা মুস্তাহাব।

اللهم یا غنی یا حمید یا مبدی یا معید یا رحیم یا ودود اغننی بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, হে অমুখাপেক্ষী, হে প্রশংসিত, হে প্রথম সৃষ্টিকারী, হে পুর্নবার সৃষ্টিকারী, হে দয়ালু, হে প্রিয় আমাকে আপনার হালাল রিযক দ্বারা হারাম থেকে রক্ষা করুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আপনি ব্যতীত সব কিছুর প্রতি অমুখাপেক্ষী করুন। বর্ণিত আছে যে, কেউ যথারীতি এ দুআ পাঠ করলে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে সৃষ্ট জীব থেকে বেপরওয়া করে দেন এবং তাকে ধারণাতীত স্থান থেকে রিযক পৌঁছান। এরপর জুমআর পরবর্তী ছয় রাকাত নামায পড়বে। রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে দু'রাকাত চার রাকআত এবং ছয় রাকাত পড়ার বিভিন্নরূপে রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এগুলো বিভিন্ন অবস্থায় দুরস্ত। অতএব ছয় রাকাত পড়লে সবগুলো রিওয়ায়েত পালিত হয়ে যাবে।

জুমআ শেষে আসরের নামায পর্যন্ত মসজিদে থাকা উচিত। মাগরিব পর্যন্ত থাকলে আরও ভাল। বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জামে মসজিদে আছরের নামায পড়ে, সে হজ্জের সওয়াব পায় এবং যে মাগরিবের নামাযও পড়ে, সে হজ্জ ও ওমরার সওয়াব

পায়। যদি রিয়ার আংশকা থাকে অথবা মসজিদে অনর্থক কথাবার্তায় মশগুল হওয়ার ভয় হয়, তবে আল্লাহর যিকর করতে করতে এবং তাঁর নিয়ামতের কথা ভাবতে ভাবতে গৃহে ফিরে আসাই উত্তম। এরপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত অন্তর ও মুখের হিফাযত করবে, যাতে জুমআর দিনের উৎকৃষ্ট মুহূর্তটি বিনষ্ট না হয়। জামে মসজিদে ও অন্যান্য মসজিদে দুনিয়ার কথাবার্তা বলা উচিত নয়। রাসূলে করীম (সা.) বলেন ঃ এমন সময় আসবে, যখন মানুষ মসজিদ সমূহে দুনিয়ার কথাবার্তা বলবে।"তাদের সাথে আল্লাহ তাআলার কোন সম্পর্ক নেই। তুমি তাদের কাছে বসো না। জুমআর দিনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি অধিক পরিমাণে দুরূদ পাঠ করবে। তিনি বলেন, যে কেউ জুমআর দিনে আমার প্রতি আশি বার দুরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালা তার আশি বছরের গুনাহ মাফ করে দেবেন। এক ব্যক্তি আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ,(সাঃ) আমরা কিরূপে দুরূদ প্রেরণ করব? তিনি বললেনঃ এভাবে বল-

اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبى الامى

এটা একবার হল। এমনিভাবে আশি বার পূর্ণ কর। এ ছাড়া অন্য যে কোন দুরূদ পাঠ করলে এমনকি তাশাহুদের দুরূদ পাঠ করলেও তাকে দুরূদ পাঠকারী বলা হবে। দুরূদের সাথে ইস্তিগফারও করা উচিত। জুমআর দিন ইস্তিগফার করাও মুস্তাহাব।

জুমআর দিন অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করবে। বিশেষ করে সূরা কাহফ পাঠ করবে। হযরত ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জুমআর দিন অথবা তার রাত্রিতে সূরা কাহফ পাঠ করে, তাকে তার পড়ার স্থান থেকে মক্কা পর্যন্ত নূর দান করা হয় এবং দ্বিতীয় জুমআ ও আরও তিন দিনের মাগফেরাত করা হয়। সত্তর হাজার ফিরিশতা সকাল পর্যন্ত তার প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। ব্যাথা, পেটের ফোড়া, বাত, কুষ্ঠ এবং দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকে। সম্ভব হলে জুমআর দিনে অথবা রাত্রে কুরআন খতম করা মুস্তাহাব। এতে অনেক সওয়াব।

জামে মসজিদে প্রবেশ করে চার রাকআত না পড়া পর্যন্ত বসবে না। এসব প্রত্যেক রাকআতে পঞ্চাশ বার করে সূরা এখলাছ পাঠ করবে। রাসূলে করীম (সা.) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এ আমল করবে, সে মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতে তার ঠিকানা দেখে নেবে। তাহিয়্যাতের দু'রাকআত পড়তে ভুল করবে না। যদিও ইমাম খুতবা দিতে থাকে। এমতাবস্থায় দ্রুত পড়ে নেবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এরূপ ব্যক্তিকে তাই করতে আদেশ করেছেন। মোট কথা, জুমআর দিন সময়কে এভাবে বন্টন করা উচিত- সকাল থেকে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত নামাযের জন্য, জুমআর পর থেকে আসর পর্যন্ত ইলম শোনার জন্য এবং আসর থেকে মাগরীব পর্যন্ত তসবীহ ও ইস্তিগফারের জন্য।

জুমআর দিনে দান-খয়রাত করলে দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যায়। তবে শর্ত এই যে, এমন ব্যক্তিকে দেবে না, যে ইমামের খুতবার সময় দানের আবেদন করে এবং ইমামের কথা বলার সঙ্গে কথা বলে। এরূপ ব্যক্তিকে দান করা মাকরূহ। ইমাম আহমদের পুত্র সালেহ বলেন, জুমআর দিন জনৈক মিসকীন ইমামের খুতবা পাঠের সময় দানের আবেদন করল। সে আমার পিতার বরাবর ছিল। জনৈক ব্যক্তি আমার পিতাকে এক খন্ড রৌপা দিল মিসকীনকে দেওয়ার জন্য। আমার পিতা তা গ্রহণ করলেন না। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন ঃ যে ব্যক্তি মসজিদে দান প্রার্থনা করে, সে না দেওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। সে সকল ভিক্ষুক জামে মসজিদে মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে যায়, তাদেরকে ভিক্ষা দেওয়া কতক আলিমের মতে মাকরূহ। কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অথবা বসে চাইলে দেওয়ায় দোষ নেই। কা'ব আহবার (রা.) বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুমআর জন্য আসে, এরপর ফিরে গিয়ে দু'প্রকার বস্তু খয়রাত করে, পুনরায় মসজিদে এসে পূর্ণ রুকূ সিজদা সহকারে দু' রাকআত নফল নামায পড়ে এই দুআ করে।

اللهم انى اسئلك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم وباسمك الذى لا اله الا هو الحى القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم

এরপর সে যে কোন দুআ করবে, আল্লাহ তা'লা তা কবুল করবেন। জুমআর দিনকে আখিরাতের জন্য নির্দিষ্ট করবে। এতে দুনিয়ার কোন কাজ করবে না। বেশী পরিমাণে ওযীফা পাঠ করবে এবং এ দিনে সফর শুরু করবে না। বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি জুমআর রাতে সফর করে, তার উভয় ফিরিশতা তার জন্য বদ দুআ করে। জুমআর ফজরের পরে তা সফর নিষিদ্ধই, যদি কাফিলা চলে না যায়।

সারকথা এই যে, জুমআর দিনে ওযীফা পাঠ ও দান-খয়রাত বেশি করে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দাহকে পছন্দ করেন, তখন তার কাছ থেকে ভাল সময়ে ভাল কাজ নেন। আর যখন কোন বান্দাহকে অপছন্দ করেন, তখন তার কাছ থেকে ভাল সময়ে খারাপ কাজ নেন, যাতে এ খারাপ কাজ তার আযাব আরও বাড়িয়ে দেয়। [ইহ্‌য়াউ উলূমিদ্দীন, নামায অধ্যায় ঃ হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (র.)]

الخطبة الاولى لشهر المحرم

خصائص النبي صلى الله عليه وسلم

মুহররম মাসের প্রথম খুতবা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বৈশিষ্ট্য

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ٥ وَجَعَلَ فِيْهَا الشَّمْسَ ضِيَاءً ٥

সমস্ত তারীফ আল্লাহর, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর তাতে সূর্যকে সমোজ্জল করেছেন।

وَجَعَلَ الْقَمَرَ نُوْرًا ٥ وَجَعَلَ لِلْعَالَمِيْنَ شَمْسَ النُّبُوَّةِ مُنِيْرَةً ٥ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا

এবং চাঁদকে করেছেন স্নিগ্ধ আলোময়। তিনি নবুওয়াতের সূর্য (মুহাম্মদ সা.)-কে সমগ্র সৃষ্টির জন্য আলো দানকারী বানিয়েছেন।

اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الَّذِىْ اَرْسَلَ اِمَامَ الْاَنْبِيَاءِ لِلْخَلْقِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ٥ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

এবং আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনি নবীদের ইমামকে মাখলুকের জন্য সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে পাঠিয়েছেন।

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ هُمْ كَالنُّجُوْمِ

হে আল্লাহ, করুণা ও শান্তি দান করুন, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি, তাঁর বংশধর ও তাঁর সাহাবীগণের প্রতি

مُنِيْرَةً ٥ اَمَّا بَعْدُ! فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ ٥ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ لِتَعَارُفِهٖ وَقَالَ بِلِسَانِ

যাঁরা হলেন তারকারাজির ন্যায় আলোদানকারী। অতঃপর হে আল্লাহর বান্দাহগণ! আল্লাহ মাখলুক সৃষ্টি করেছেন

حَبِيْبِهٖ : كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَاَرَدْتُّ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ ٥

তাঁর পরিচয় দানের জন্য। তিনি তাঁর হাবীবের ভাষায় বলেছেন : আমি গুপ্তধন ছিলাম অতঃপর আমি পরিচিত হতে চাইলাম।

وَاَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٥ وَقَالَ فِيْهِ

তখন মাখলুক সৃষ্টি করলাম। সর্বপ্রথম আল্লাহ মুহাম্মদ (সা.)-এর নূর সৃষ্টি করেন।

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُورٌ وَّكِتَابٌ مُّبِينٌ ۝ وَقَدْ خَصَّ اللّٰهُ تَعَالٰى نَبِيَّهٗ صلى الله عليه وسلم

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর তরফ হতে এসে গেছে নূর এবং স্পষ্ট কিতাব। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে ইল্‌ম দানের মাধ্যমে বৈশিষ্ট মন্ডিত করেছেন,

بِالْعِلْمِ مَالَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِيْنَ ۝ وَقَالَ: وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۝

যা তিনি তাঁর সৃষ্টি জগতের অন্য কাউকে দান করেননি। তিনি বলেন ঃ আর তোমাকে তিনি শিখিয়েছেন এমন কিছু যা তুমি জানতে না।

وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ۝ فَاِنَّ عِلْمَهُ الَّذِىْ اَعْطَاهُ اللّٰهُ غَيْرُ مَحْدُوْدٍ

তোমার প্রতি আল্লাহর বিরাট মেহেরবানী রয়েছে। কেননা আল্লাহ তাঁকে যে ইল্‌ম দান করেছেন

كَمَا فِىْ بَاقِى الْكَرَامَاتِ وَالْمُعْجِزَاتِ الْمَخْصُوْصَاتِ الَّتِىْ لَمْ يُعْطِهَا

তা অসীম। যেমন- তাঁর অন্যান্য কারামত ও অলৌকিক ঘটনাবলী, যা তাঁর জন্য খাস,

اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِيْنَ ۝ وَاَحْسَنُ مَا قِيْلَ: وَاللّٰهِ لَوْ اَنَّ الْبِحَارَ مِدَادُهُمْ

যা তাঁকে ছাড়া জগতের আর কাউকে তিনি দেননি। অতি সুন্দর উক্তি হল যা বলা হয়েছে ঃ আল্লাহর কসম, সমুদ্রগুলো

وَالشُّعَبُ اَقْلَامٌ جُعِلْنَ لِذَاكَ ۝ لَنْ يَّقْدِرَ الثَّقَلَانِ اَنْ يَّجْمَعَ قَدْرَهٗ ۝

যদি কালিতে পরিণত হয় এবং বৃক্ষাদি যদি কলমে পরিণত হয়, তবু কখনও জিন ও ইনসান তাঁর অনন্য ঘটনাবলী একত্রিত করে লেখার ক্ষমতা রাখে না

اَبَدًا وَّمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ اِدْرَاكًا ۝ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : تَبَارَكَ الَّذِىْ

এবং তা অবগতিতে আনতেও পারবে না। আল্লাহ বলেছেন ঃ বরকতময় তিনি, যিনি

جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ۝ وَقَالَ : اِنَّا

আসমানকে স্তর বিশিষ্ট করেছেন এবং আসমানে স্থাপন করেছেন প্রদীপ এবং আলোদানকারী চাঁদ। তিনি আরও বলেন ঃ

اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝ وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا

নিশ্চয় তোমাকে সাক্ষী রূপে, সুসংবাদদাতা রূপে, ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে, আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর প্রতি আহ্বানকারী রূপে এবং আলোক বর্তিকা রূপে প্রেরণ করেছি।

مُنِيْرًا ۝ وَقَدْ اَنَارَ الْاَرْضَ بِسِرَاجِ السَّمَاءِ وَنَوَّرَ الْعَالَمِيْنَ بِسِرَاجِ النُّبُوَّةِ ۝

তিনি পৃথিবীকে আলোকিত করেছেন আকাশের সূর্য দ্বারা এবং সমস্ত জগতকে আলোময় করেছেন নবুওয়াতের সূর্য (মুহাম্মদ সা.) দ্বারা।

لَايَرْتَابُ فِيْهِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ وَجَعَلَهٗ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ وَلِذٰلِكَ عُرِجَ فِيْ

তাঁর ব্যাপারে মুমিনগণ সন্দেহ পোষণ করে না। তাঁকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির জন্য করুণা রূপে সৃষ্টি করেছেন।

الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ ۝ وَفَازَ بِقَدَمِهٖ وَقُدُوْمِهِ الزَّائِرُوْنَ ۝ وَلِهٰذَا كَانَ مِعْرَاجُ

এবং এজন্যে তাঁকে আল্লাহর রাজত্ব ও গায়বী ব্যবস্থাপনা দেখানোর জন্য মিরাজে নেওয়া হয় এবং তাঁর পদস্পর্শে এবং আগমনে সাক্ষাৎপ্রার্থীগণ ধন্য হন।

الْاَنْبِيَاءِ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ ۝ وَعُرِجَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى اَعْلَى

এ উদ্দেশ্যে সকল নবীর মি'রাজ হয় ভূপৃষ্ঠে কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মি'রাজ হয়

الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ ۝ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ۝ وَنَفَعَنَا

দুনিয়ার রাজত্ব ও আসমানের রাজত্বের সুউচ্চ মাকামে। আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকেমহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে

وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الثانية لشهر المحرم

يوم عاشوراء

মুহর্‌রম মাসের দ্বিতীয় খুতবা

[আশুরা]

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ ۝ وَاَوْعَدَ الظَّالِمِيْنَ

সমস্ত তারীফ আল্লাহর, যিনি মুমিনদের ন্যায়পরায়ণতা এবং পরোপকারের নির্দেশ দান করেছেন এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য

بِالذُّلِّ وَالْهَوَانِ ٥ وَبَشَّرَ الْمُحْسِنِيْنَ بِرِضَائِهٖ مِنَ الْاِنْسِ وَالْجَانِّ٥

লজ্জা ও লাঞ্ছনার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন এবং মানুষ ও জীন সম্প্রদায়ের পুণ্যকর্মশীলদের প্রতি সন্তুষ্টির খুশ-খবরী দিয়েছেন।

وَاَلْزَمَ لِلظَّالِمِيْنَ الذُّلَّ وَالْخُسْرَانَ ٥ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ

যালিম ও সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য অপমান ও বিফল হওয়াকে অবধারিত করেছেন। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রিয় রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর।

مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَظْهَرَ دِيْنَهٗ عَلَى الْاَدْيَانِ ٥ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ شَهَادَةَ

যিনি আল্লাহর জীবন-বিধানকে অন্যান্য জীবন-বিধানের উপর বিজয়ী করেছেন। আমি এই আন্তরিকতাপূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই

الْاِذْعَانِ٥ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ يَحْصُلُ بِهِ الْاِيْمَانُ٥ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

এবং এ সাক্ষ্যও প্রদান করছি যে মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ পাকের বান্দাহ্ ও রাসূল। তাঁর মাধ্যমেই ঈমান অর্জিত হয়। হে আল্লাহ! দুরূদ ও

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَعَلٰى مَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ٥

সালাম বর্ষণ কর আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর এবং তার পরিবার পরিজন ও সাহাবীগণের উপর এবং ঐ সকল ব্যক্তির উপর যাঁরা প্রকৃতই তাঁদের অনুসরণ করেছেন।

اَمَّا بَعْدُ! فَاِنَّ شَهْرَ اللّٰهِ الْمُحَرَّمَ بُدِئَ بِهِ السَّنَةُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ اَوَّلِ

অতঃপর জেনে রাখুন, এটা আল্লাহ পাকের (সৃষ্ট) মুহররম মাস। এই মাস থেকেই বছর গণনা শুরু করা হয় সৃষ্টির শুভলগ্ন থেকেই

الزَّمَانِ ٥ يَدُوْرُ الْفَلَكُ وَيَتَجَدَّدُ الزَّمَانُ ٥ وَفِيْهِ يَوْمٌ مُّعَظَّمٌ سَمَّاهُ

এভাবেই কালের স্রোতে আকাশ আবর্তিত হয় এবং নতুন কাল ও সময়ের উদ্ভব ঘটে। এই মাসে একটি মর্যাদাপূর্ণ দিন রয়েছে, ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থায় যার নামকরণ করা হয়েছে

عَاشُوْرَاءَ فِى الْاَدْيَانِ ٥ وَفِيْهِ نَجَا عَشَرٌ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ ٥ وَفَازُوْا فِى

আশুরা রূপে। এই দিনে দশ জন নবী মুক্তি লাভ করেছিলেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

الْاِمْتِحَانِ ٥ فِيْهِ تَابَ اللّٰهُ عَلٰى اٰدَمَ ٥ وَفِيْهِ رُفِعَ اِدْرِيْسُ ٥ وَفِيْهِ نَجَا نُوْحٌ

এই দিনে আল্লাহপাক আদম (আ.)-এর তাওবাহ্ কবুল করেছেন এবং ইদরীস (আ.)-কে আকাশে উথিত করেছেন এবং এই দিনে হযরত নূহ (আ.)-ও

وَمَنْ مَّعَهُ ٥ وَفِيْهِ اَطْفَأَ اللّٰهُ نَارَ اِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلَ ٥ وَفِيْهِ كَلَّمَ اللّٰهُ

তাঁর সাথীদেরকে নাজাত দান করেছেন এই দিনে হযরত ইবরাহীম খলীলকে আগুন থেকে মুক্তি দান করেছেন. এই দিনে মূসা (আ.)-এর সাথে কথা বলেছেন.

مُوْسٰى ٥ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ التَّوْرٰةَ ٥ وَفِيْهِ شَفٰى اَيُّوْبَ ٥ وَفِيْهِ رَدَّ يُوْسُفَ عَلٰى

তাঁর উপর তৌরাত কিতাব নাযিল করেছেন. এই দিনে হযরত আইয়ূব (আ.)-কে রোগমুক্ত করেছেন। এই দিনে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে ফিরিয়ে এনেছেন

يَعْقُوْبَ ٥ وَفِيْهِ اَخْرَجَ يُوْنُسَ مِنْ بَطْنِ الْحُوْتِ ٥ وَفِيْهِ فَلَّقَ الْبَحْرَ لِبَنِىْ

হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর কাছে। এই দিনে হযরত ইউনুস (আ.)-কে মাছের পেট হতে উদ্ধার করেছেন। এই দিনে বনী ইসরাঈলের জন্য সমুদ্রকে দু'ভাগ করে দিয়েছেন

اِسْرَائِيْلَ ٥ وَفِيْهِ غَفَرَ لِدَاؤُدَ ٥ وَفِيْهِ رَدَّ لِسُلَيْمَانَ مُلْكَهُ وَفِيْهِ رَفَعَ عِيْسٰى

এই দিনে হযরত দাউদ (আ.)-কে ক্ষমা করেছেন। এই দিনে হযরত সুলাইমান (আ.)-কে সাম্রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন। এই দিনে হযরত ঈসা (আ.)-কে আকাশে উত্থিত করেছেন

وَفِيْهِ نَزَلَ بِالرَّحْمَةِ جِبْرَائِيْلُ ٥ وَفِيْهِ قُتِلَ سِبْطُ رَسُوْلِ اللّٰهِ الْحُسَيْنُ ٥

এই দিনে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে রহমতসহ অবতীর্ণ করেছেন। এবং এই দিনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রা.)-কে হত্যা করা হয়েছে

وَبِهٖ نَالَ دَرَجَةَ الشَّهَادَةِ ٥ وَفِىْ شَهَادَةِ الْحُسَيْنِ اِبْتِلَاءٌ عَظِيْمٌ

এরই মাধ্যমে তিনি শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেছেন। ইমাম হুসাইন (রা.)-এর শহীদ হওয়ার মাঝে

لِّلْمُسْلِمِيْنَ ٥ فَاِنَّ حُبَّ اَهْلِ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

মুসলমানদের জন্য এক বিরাট পরীক্ষা নিহিত আছে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবার-পরিজনদেরকে

عَلَامَةُ الْاِيْمَانِ ٥ فَاِنَّ الْمُنَافِقَ يَفْرَحُ وَالْمُؤْمِنَ يَحْزَنُ بِهٖ ٥ اِنَّ عَلَامَةَ

ভালবাসা ও মুহব্বত করা ঈমানের আলামত। তাই এই দিনে মুনাফিকরা আনন্দিত হয় এবং মুমিনগণ হন বিষাদিত। ঈমানের আলামত

الْاِيْمَانِ حُبُّ اَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٥ وَهُوَ اَوَّلُ

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবার-পরিজনের প্রতি মুহব্বত প্রকাশের মাঝে নিহিত আছে। এই দিনেই সর্বপ্রথম

يَوْمٍ خَلَقَ اللّٰهُ فِيْهِ الدُّنْيَا ٥ اَوَّلُ مَطَرٍ نَزَلَ فِيْهِ مِنَ السَّمَاءِ ٥ وَاَوَّلُ رَحْمَةٍ

আল্লাহ পাক পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এই দিনেই আকাশ থেকে সর্বপ্রথম বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, প্রথম রহমত

نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ ٥ وَمَنْ صَامَهُ فَكَاَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ٥

আকাশ থেকে আশুরার দিন অবতীর্ণ হয়েছে। যে ব্যক্তি এই দিনে রোযা রাখল, সে যেন সারা বছরই রোযা রাখল

وَمَنْ كَسَافِيْهِ عُرْيَانًا اَجَارَهُ اللّٰهُ مِنَ الْعَذَابِ الْوَبِيْلِ ٥ وَمَنْ عَادَ فِيْهِ

যে ব্যক্তি এই দিনে বস্ত্রহীনকে বস্ত্র পরালো, তাকে আল্লাহ পাক দোযখের আযাব হতে মুক্তিদান করবেন, যে ব্যক্তি এই দিনে

مَرِيْضًا اَجَرَهُ اللّٰهُ ٥ وَمَنْ مَسَحَ فِيْهِ رَأْسَ يَتِيْمٍ اَوْ اَطْعَمَ جَائِعًا اَوْ سَقٰى

রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করল, আল্লাহপাক তাকে বিনিময় দানে সৌভাগ্যশীল করবেন। যে ব্যক্তি এই দিনে কোন ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলাবে বা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করবে বা পিপাসার্তকে

شُرْبَةَ مَاءٍ اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ مِنَ الرَّحِيْقِ السَّلْسَبِيْلِ ٥ وَمَنِ اغْتَسَلَ فِيْهِ

পানি পান করাবে, আল্লাহ পাক তাকে পরিতৃপ্ত করবেন এবং সালসাবিল নহরের পানি দ্বারা তার পিপাসা নিবারণ করবেন। যে ব্যক্তি এই দিনে গোসল করবে

عُوْفِيَ وَلَمْ يَمْرَضْ اِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ ٥ وَمَنِ اكْتَحَلَ فِيْهِ لَمْ يَرْمَدْ مِنْ

সে মৃত্যু-রোগ ছাড়া অন্যান্য অসুখ হতে নিরাপদ থাকবে। যে ব্যক্তি এই দিনে সুরমা ব্যবহার করবে সে পরবর্তীতে কখনও চক্ষু-রোগে আক্রান্ত হবে না।

بَعْدُ ٥ وَمَنْ وَسَّعَ فِيْهِ عَلٰى عِيَالِهٖ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ سَائِرَ السَّنَةِ ٥

যে ব্যক্তি এই দিনে স্বীয় পরিবার-পরিজন অন্য পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করবে, আল্লাহ পাক সারা বছর তার রিযক প্রশস্ত করে দেবেন।

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ٥ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ

আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে

وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ٥ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ٥

নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পুণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الثالثه لشهر المحرم

جزاء الاعمال

মুহর্‌রম মাসের তৃতীয় খুতবা

কাজের বিনিময়

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِيْنٍ وَّجَعَلَ نَسْلَهٗ فِىْ قَرَارٍ

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মানুষকে কর্দম-মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার শুক্রবিন্দুকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থির করেছেন

مَّكِيْنٍ ٥ وَجَعَلَ الْمُفْسِدِيْنَ فِىْ اَسْفَلِ سَافِلِيْنَ ٥ وَفَضَّلَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِيْنَ

এবং অশান্তি সৃষ্টিকারীদেরকে সর্বনিম্ন করেছেন। এদের মাঝে দৃঢ়চিত্ত পুণ্যবানদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

الصَّالِحِيْنَ ٥ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَنَا مِنْ اُمَّةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ٥

আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, যিনি আমাদেরকে সাইয়্যিদুল মুরসালীনের উম্মতভুক্ত করেছেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ ٥

হে আল্লাহ! আমাদের শিরতাজ হযরত মুহাম্মদ (সা.), তাঁর বংশধর ও সহচরগণের উপর শান্তি ও নিরাপত্তা বর্ষণ করুন।

اَمَّا بَعْدُ! يَا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ ٥ لَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا

তারপর হে বিশ্বাসীগণ! অবশ্যই আল্লাহ পাক বলেছেন, যে ব্যক্তি নেক আমল করে, তবে তা নিজের জন্যই।

فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا ٥ وَقَالَ تَعَالٰى : وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ٥

আর যে বদ আমল করে, তবে এর শাস্তি তার উপরই বর্তাবে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, সময়ের শপথ! অবশ্যই মানুষ অধঃপতনে নিপতিত;

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ٥ فَاِنَّ جَزَاءَ الْاَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ فِىْ

কিন্তু যারা ঈমান এনেছে নেক আমল করেছে, তাদের ছাড়া। কেননা আখিরাতে নেক আমলের মূল্যমান নির্ণীত হবে

الْأٰخِرَةِ مَدَارُهٗ عَلَى الْإِيْمَانِ ○ فَاِنَّ الْكَافِرِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الْخَيْرَاتِ وَيُجْزَوْنَ

ঈমানের ভিত্তিতে। দেখা যায় বহু কাফির কল্যাণ কাজ করে। তাদেরকে দুনিয়ায়ই এর বিনিময় প্রদান করা হয়।

فِى الدُّنْيَا ○ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ جَزَاءُ اَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَةِ فِى الدُّنْيَا وَالْأٰخِرَةِ ○

আর মুমিনদের নেক আমলের সওয়াব দুনিয়া এবং আখিরাতে উভয় জাহানেই প্রদান করা হয়। আল্লাহ পাক আরও ইরশাদ করেছেন :

وَقَالَ تَعَالٰى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ

নারী কিংবা পুরুষদের মাঝে যে ব্যক্তি নেক আমল করবে, আমি তাকে পবিত্র জীবনসহ জীবিত রাখব, এবং আমি তাদের নেক আমলের

اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ فَاِنَّ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ

উত্তম বিনিময় প্রদান করব, যা তারা কার্যকর করেছে। সুতরাং মানুষ যদি নেক আমল করে, বদ আমল ত্যাগ করে,

يَحْصُلُ بِهٖ لِلْاِنْسَانِ الْمَعَارِجَ ○ وَ بِخِلَافِهٖ يَحْصُلُ الْهَوَانَ وَالذِّلَّةَ ○ قَالَ اللّٰهُ

তা হলে সে মর্যাদার উচ্চ শিখর লাভে সক্ষম হয়। অন্যথায় সে লাঞ্ছিত অপমানিত হয়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন :

تَعَالٰى : وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ○ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ○

যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার নির্গমনের ব্যবস্থা করে দেন এবং তাকে এমনভাবে রিযক দান করেন, যা কল্পনার অতীত।

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ○ وَالْقُرْاٰنُ يَهْدِى الْمُتَّقِيْنَ اِلٰى سَوَاءِ

যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহই তা'র জন্য যথেষ্ট। কুরআন মানুষকে সোজা পথের দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে,

السَّبِيْلِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى . هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ

যেমন আল্লাহপাক বলেছেন : এই [illegible]ন মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত, যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে,

الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○ وَرَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى

নামায কায়িম করে এবং আমার প্রদত্ত রিযক [illegible] খরচ করে। আবূ মূসা আশআরী (রা.) হতে

الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, একজন মুমিন অপর মুমিনের জন্য

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ۝ وَرُوِىَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ

দালান স্বরূপ। তারা পরস্পর পরস্পরকে শক্তিশালী করে। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে,

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের মাঝে কেউই পূর্ণ ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা তার ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করে।

لِنَفْسِهٖ ۝ وَلِلْاِنْسَانِ فَلَاحٌ فِى الصَّلَاحِ وَالْخَيْرِ ۝ قَالَ تَعَالٰى: وَافْعَلُوا الْخَيْرَ

নেক কাজ ও উত্তম কাজের মাঝেই মানুষের মঙ্গল ও মুক্তি নিহিত আছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন তোমরা নেক আমল কর, অবশ্যই তোমরা মুক্তি লাভ করবে।

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ وَاَيْضًا قَالَ : وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ

তিনি আরও বলেছেন : ঐ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম ও সুন্দর কথা কে বলতে পারে, যে আল্লাহর পথে আহ্বান করে ও নেক আমল করে এবং এ কথাও বলে যে,

صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ وَقَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ

আমি অবশ্যই মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহপাক আরও বলেন, হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদেরকে একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে পয়দা করেছি

ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۝ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ

এবং তোমাদেরকে গোত্র ও শাখায় বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মাঝে আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তিই উত্তম, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।

اَتْقٰكُمْ ۝ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ لَا يَعْرُجُ اِلَّا بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَلَا يَنْزِلُ اِلَّا بِالْفِعْلِ

কেননা, মানুষ নেক আমল ছাড়া উর্ধ্বে গমন করতে পারে না। আর বদ আমল না করলে নীচেও পতিত হয় না।

السُّوْءِ ۝ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ ۝ وَفِيْهِ قَالَ تَعَالٰى : مَنْ عَمِلَ

হে জ্ঞানীগণ! আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন। আল-কুরআনে আল্লাহ পাক আরও বলেছেন, যে নেক আমল করে

صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ٥ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا

তা তার নিজের জন্যই করে। আর যে বদ আমল করে, তার জবাবদিহিতা তার উপরই বর্তাবে। তোমার প্রতিপালক বান্দাহদের কারও উপর যুলুম করেন না। আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে

وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ٥ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ٥

মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন।

اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ٥

তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الرابعة لشهر المحرم

حق الجار

মুহর্‌রম মাসের চতুর্থ খুতবা

প্রতিবেশীর অধিকার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بَدِيْعِ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتِ ٥ يُعِزُّ مَنْ تَمَسَّكَ بِاَشْرَفِ الْعَادَاتِ ٥

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি ভূমন্ডল ও নভোমন্ডল সৃষ্টিকারী। তিনি উত্তম স্বভাব সম্পন্নদেরকে সম্মান দান করেন

وَيُكْرِمُ مَنْ تَعَلَّقَ بِاَكْرَمِ الصِّفَاتِ ٥ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ نَهٰى عَنِ

এবং মহৎ গুণাবলীর সাথে সম্পৃক্তকে মর্যাদাশীল করেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই,

الْاَعْمَالِ السَّيِّاٰتِ ٥ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ٥ اٰتَاهُ اللّٰهُ

যিনি অসৎ কার্যাবলীকে নিষিদ্ধ করেছেন। আমি এই সাক্ষ্যও দিচ্ছি যে, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।

الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ فِى جَمِيْعِ الْعَادَاتِ ٥ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

আল্লাহপাক তাঁকে হিকমত ও সুস্পষ্ট অভিভাষণ সকল ক্ষেত্রে দান করেছেন। হে আল্লাহ!

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ نَبِيِّهِمْ وَ تَمَسَّكُوْا بِهٖ

সাইয়্যিদুনা মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর পরিজন ও সহচরদের প্রতি শান্তি ও নিরাপত্তা বর্ষণ করুন, যাঁরা স্বীয় নবীর চরিত্র গুণে বিভূষিত ছিলেন,

فِيْ جَمِيْعِ الْعَادَاتِ ۝ فَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ اَمَّا بَعْدُ! اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ ۝

এর সাথে সামগ্রিক স্বভাব-চরিত্রে একাত্ম হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁদের সকলের প্রতি আল্লাহ ছিলেন সন্তুষ্ট। তারপর হে মুসলিম বৃন্দ!

اِعْلَمُوْا اَنَّ عُرُوْجَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا بِالْاِنْفَاقِ وَبِالْاِحْسَانِ ۝ ثُمَّ يَهْبِطُ النَّاسُ

জেনে রাখ! দুনিয়াতে মানুষের উন্নতি হয় সহৃদয়তা ও দান-খয়রাতের মাধ্যমে

بِالْبُخْلِ وَالظُّلْمِ اِلٰى اَسْفَلِ سَافِلِيْنَ ۝ وَاَقْدَمُهُمْ فِي الْاِحْسَانِ ذُو الْقُرْبَةِ

আর কৃপণতা ও অত্যাচারের কারণে মানুষ সর্বনিম্নে পতিত হয়। সর্বপ্রথম সহৃদয়তা প্রকাশ করবে নিকটাত্মীয় ও

وَالْجَارُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ

নিকটতম প্রতিবেশীকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঐ ব্যক্তি মুমিন নয়,

الْمُؤْمِنُ اَنْ يَّشْبَعَ وَجَارُهٗ جَائِعٌ ۝ وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

যে নিজে পেট পুরে খায়, কিন্তু তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে। তিনি প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতেও নিষেধ করেছেন।

اَذَى الْجَارِ ۝ وَاَيْضًا قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهٗ ۝

এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ও কিয়ামতের দিনের উপর বিশ্বাস করে, সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। তিনি এও বলেছেন,

وَاَيْضًا قَالَ : وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ ۝ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِيْ

আল্লাহর শপথ! সে মুমিন নয়! আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়! জিজ্ঞেস করা হল, কে সে হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন,

لَا يَأْمَنُ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ ۝ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! وَمَا بَوَائِقُهٗ قَالَ شَرُّهٗ ۝ رَوَاهُ

যার অত্যাচার হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, অত্যাচার বলতে কি বুঝায় ? তিনি বললেন, তার মন্দ আচরণ।

الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ" ٥ وَقَالَ اَيْضًا اَلْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ

হাদীসখানা বুখারী ও মুসলিম (র.) বর্ণনা করেছেন। তিনি এও বলেছেন মুমিন ঐ ব্যক্তি, যার থেকে লোকজন নিরাপদ থাকে।

الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوْءَ ٥ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ

আর মুসলিম ঐ ব্যক্তি যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে, এবং মুহাজির ঐ ব্যক্তি, যে গুনাহ ত্যাগ করে। ঐ সত্ত্বার শপথ!

بِيَدِهٖ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَبْدٌ لَّايَأْمَنُ جَارُهٗ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ ٥ وَقَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ

যাঁর হাতে আমার প্রাণ, ঐ বান্দাহ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। এটি হাকীম বর্ণনা করেছেন। জনৈক সাহাবী বললেন,

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فُلَانَةٌ" تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ وَتُؤْذِىْ جِيْرَانَهَا ٥ قَالَ

হে আল্লাহর রাসূল! অমুক ব্যক্তি দিনে রোযা রাখে এবং রাতভর ইবাদত করে। কিন্তু প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন,

هِىَ فِى النَّارِ ٥ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فُلَانَةٌ تُصَلِّى الْمَكْتُوْبَاتِ وَتَتَصَدَّقُ

সে জাহান্নামে যাবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক ব্যক্তি ফরয নামায আদায় করে এবং দান-খয়রাত করে,

وَلَاتُؤْذِىْ جِيْرَانَهَا قَالَ هِىَ فِى الْجَنَّةِ ٥ رَوَاهُ اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ٥ لَيْسَ الْجَارُ

কিন্তু প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। হুজুর (সা.) বললেন, সে জান্নাতে যাবে। আবূ বকর ইবনে শায়বা হতে বর্ণিত আছে, শুধু ঐ ব্যক্তিই প্রতিবেশী নয়,

مَنْ كَانَ دَارُهٗ مُلَاحِقَةً بِدَارِ جَارِهٖ فَقَطْ وَاِنَّمَا الْجَارُ مَنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ

যার গৃহ প্রতিবেশীর ঘরের সাথে সম্মিলিত। প্রকৃত প্রতিবেশী সে ও, যার ঘরের দূরত্ব তোমার ঘর হতে

اَرْبَعُوْنَ دَارًا مِّنْ كُلِّ جَانِبٍ ٥ وَالدَّلِيْلُ عَلٰى ذٰلِكَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ

সকল দিক থেকে চল্লিশ ঘর সমান। এর প্রমাণ হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْسَلَ اَبَابَكْرٍ وَّعَلِيًّا يَاتِيَانِ الْمَسْجِدَ فَيَقُوْمَانِ عَلٰى بَابِهٖ ٥

হযরত আবূ বকর (রা.) ও হযরত আলী (রা.)-কে মসজিদে আসার জন্য লোক পাঠালেন। তাঁরা উভয়ে দরজার উপর দাঁড়িয়ে

فَيَصِيحَانِ اَلْآنَ اَرْبَعِيْنَ دَارًا جَارٌ ۝ وَلَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ خَافَ جَارُهُ

উচ্চঃস্বরে ঘোষণা করলেন, জেনে রেখ, চল্লিশ গৃহ পর্যন্ত প্রতিবেশী গণ্য হবে। সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অত্যাচার হতে

بَوَائِقَهُ - رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ ۝ فَاتَّقُوْا عِبَادَ اللّٰهِ وَلْيُحْسِنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ اِلٰى

প্রতিবেশী ভীত ও সন্ত্রস্ত। এটি তাবরানী বর্ণনা করেছেন। হে আল্লাহর বান্দাহগণ! আপনারা ভয় করুন। আপনাদের প্রত্যেকেরই উচিত

جَارِهٖ مَااسْتَطَاعَ وَلْيُؤَدِّ لَهٗ حَقَّهٗ وَلْيَحْذَرْ اَنْ يُّؤْذِيَهٗ فِيْ مَالِهٖ وَعِيَالِهٖ ۝

স্বীয় প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা সাধ্যমত এবং তার অধিকার আদায় করা। তার মাল ও সন্তানদের কষ্টদান হতে দূরে থাকা

وَلْيُوَاظِبْ عَلٰى بِرِّهٖ وَصِلَتِهٖ ۝ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ ۝

সার্বক্ষণিক তার সাথে সদ্ব্যবহার করা। অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকীদের এবং সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ۝ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَ

আল্লাহপাক আমাদের ও আপনাদের জন্য মহান কুরআনের মাঝে বরকত দান করুন। বিজ্ঞানময় স্মরণ ও নিদর্শনাবলী দ্বারা আমাদের ও আপনাদের উপকৃত করুন।

الذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

নিশ্চয়ই তিনি দাতা, করুণাময়, অধিপতি, পুণ্যময় দয়ালু ও দানশীল।

الخطبة الخامسة لشهر المحرم

ذم الفخر والكبر

মুহর্‌রম মাসের পঞ্চম খুত্‌বা

গর্ব ও অহংকারের নিন্দা

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَظِيْمِ ۝ الَّذِىْ تَفَرَّدَ بِالْعَظَمَةِ وَالْجَلَالِ الْعَلِيِّ ۝ الَّذِىْ تَنَزَّهَ عَنِ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি মর্যাদা, গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে একক, যিনি

الشَّبِيْهِ وَالنَّظِيْرِ وَالْمِثَالِ ۝ وَاَشْهَدُاَنْ لَّآاِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالُ ۝

উপমা, তুলনা ও উদাহারণ হতে মুক্ত ও পবিত্র। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই যিনি মহীয়ান।

وَاَشْهَدُاَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًارَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْسَنُ الْخِصَالِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল ও উত্তম নৈতিকতার অধিকারী। হে আল্লাহ্!

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ مَادَامَتِ الْاَيَّامُ وَاللَّيَالُ ۝

মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর পরিবার ও সহচরদের প্রতি শান্তি ও নিরাপত্তা বর্ষণ করুন, যতদিন দিবস ও রাতের আগমন ঘটবে।

اَمَّابَعْدُ! فَيَاۤاَيُّهَاالْمُسْلِمُوْنَ ۝ اِتَّقُوااللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ ۝ وَزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ بِطَا

তারপর, হে মুসলমানগণ! আল্লাহ্‌কে যথাযথভাবে ভয়কর এবং তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে নিজেদের নফস সমূহ পবিত্র কর।

عَتِهٖ وَمَرْضَاتِهٖ ۝ وَابْعَدُوْاعَنِ الْكِبْرِيَاۤءِ ۝ وَاجْتَنِبُوْا عَنِ الْفَخْرِ بِطَاعَتِهٖ

অহংকার থেকে দূরে থাক এবং তাঁর আনুগত্যের ভিত্তিতে অহংকার থেকে মুক্ত থাক।

وَالْخُيَلَاۤءِ ۝ وَلَايَغُرَّنَّكُمْ حِلْمُ اللّٰهِ فَاجْتَنِبُوْاعَنْ مَّعْصِيَتِهٖ فَاِنَّهٗ شَدِيْدُ

আর তোমাদেরকে যেন আল্লাহ্‌র সহনশীলতা প্রতারণা না করে। সতর্ক থাক আল্লাহ্‌র আযাবের প্রতি, কেননা তিনি কঠিন শাস্তি দানকারী।

الْعِقَابِ ۝ يُمْهِلُ الْعُصَاةَ وَيُمْلِىْ الظَّالِمَ ۝ ثُمَّ يَأْخُذُهٗ اَخْذَعَزِيْزٍمُّقْتَدِرٍ

তিনি অবকাশ দেন অপরাধীদেরকে এবং জালিমকে, তারপর তাদেরকে কঠোর হস্তে পাকড়াও করেন। এতে তিনি কাউকে রেহাই দিবেন না।

فَلَا يُفْلِتُهٗ ۝ وَكَيْفَ يَغْتَرُّ الْاِنْسَانُ بِنَفْسِهٖ وَيَتَكَبَّرُعَلٰى مَنْ هُوَمِنْ طِيْنَتِهٖ

কিভাবে মানুষ নিজেরা বড়াই করে এবং মাটির তৈরী মানুষ হয়ে অহংকার করে? সে কি জানে না যে,

اَلَايَعْلَمُ اَنَّ اَوَّلَهٗ نُطْفَةٌ وَّاٰخِرَهٗ جِيْفَةٌ قَذِرَةٌ ۝ وَهُوَفِيْمَابَيْنَ هٰذَاوَذَاكَ

তার প্রথম অবস্থা ছিল শুক্রবিন্দু এবং তার শেষ ফল হল অপবিত্র মাংসপিণ্ড। এই দুয়ের মাঝেই সে বিদ্যমান ছিল। সে বহন করে মল।

يَحْمِلُ الْعَذِرَةَ ○ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ○ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ○ يَخْرُجُ مِنْ

সুতরাং মানুষের উচিত এর প্রতি লক্ষ্য রাখা যে, কি দিয়ে তাকে পয়দা করা হয়েছে। তাকে মূলতঃ পয়দা করা হয়েছে প্রক্ষিপ্ত পানি থেকে,

بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ○ ثُمَّ لِيَنْظُرْ اِلٰى اَىِّ شَيْئٍ يَّصِيْرُ وَاِلٰى اٰيَةِ غَايَةٍ

যা বক্ষদেশ ও পৃষ্ঠদেশের মধ্য হতে বের হয়। তারপর নযর করা উচিত ঐ বিষয়ের প্রতি যে, তার ভবিষ্যত কি হবে এবং কোন গন্তব্যে সে উপনীত হবে?

يَنْتَهِىْ ○ اِنَّهٗ سَوْفَ يَصِيْرُ جُثَّةً هَامِدَةً ○ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ ○ ثُمَّ يَنْتَهِىْ اِلٰى

তবে অবশ্যই সে পরিত্যক্ত দেহ বিশিষ্ট হয়ে যাবে। তাই, কোন শক্তি-সামর্থ্য নেই। পরিশেষে সে কবরে নীত হবে

حُفْرَةٍ ضَيِّقَةٍ خَالِيَةٍ مِنْ كُلِّ اَثَاثٍ وَرِيَاشٍ مُّوَحَّشَةٍ مِّنْ كُلِّ اَنِيْسٍ ○ مَالَهٗ

যা পরিত্যক্ত নির্জন ও সবকিছু থেকে বিমুক্ত, সকল প্রকার বন্ধু হতেও শূন্য।

فِيْهَا مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ تَعْبَثُ فِىْ جِسْمِهِ الدِّيْدَانُ ○ فَلَا يَسْتَطِيْعُ رَدَّهَا

সেখানে তার কোন শক্তি নেই, সাহায্যকারীও নেই। দীর্ঘকাল সে এখানে অবস্থান করবে। এর পরিবর্তন করতেও সে সমর্থ হবে না।

وَتَعْبَثُ بِهِ الْهَوَامُّ وَالْحَشَرَاتُ ○ فَلَا يُطِيْقُ دَفْعَهَا ○ ثُمَّ اِذَا بُعْثِرَ مَافِى الْقُبُوْرِ

সেখানে দুশ্চিন্তা কীট-পতঙ্গ ও ভীড় করবে। এগুলো প্রতিহত করতে পারবে না। তারপর যখন কবরবাসীদের একত্রিত করা হবে,

وَحُصِّلَ مَافِى الصُّدُوْرِ ○ وَوَقَفَ بَيْنَ يَدَىِ الْعَزِيْزِ الْجَبَّارِ الَّذِىْ لَايَخْفٰى

তার অন্তরের বিষয়াবলীকে প্রকাশ করা হবে এবং সে শক্তিশালী ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াবে, যাঁর কাছে

عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَافِى السَّمَآءِ ○ وَشَهِدَتْ عَلَيْهِ جَوَارِحُهٗ فِيْمَا

ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের কোন কিছুই গোপন নেই, তার অতীতের কার্যাবলী সম্পর্কে তার অঙ্গ-

سَلَفَ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ○ وَاَمَّا مَنْ كَانَ عَمَلُهٗ صَالِحًا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ

প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দান করবে। তবে যার কর্মপ্রবাহ পুণ্যশীল হবে সে অতি সত্ত্বর সহজ হিসেবের সম্মুখীন হবে।

حِسَابًا يَّسِيْرًا ۝ وَيَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝ وَمَنْ كَانَ عَمَلُهٗ سَيِّئًا فَسَوْفَ

এবং পরিজনদের নিকট খুশীমনে প্রত্যাবর্তন করবে। তবে যার কর্মপ্রবাহ কলুষিত হবে, সে ধ্বংসের দিকে নীত হবে

يَدْعُوْ ثُبُوْرًا ۝ وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ۝ اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ۝ بَلٰى اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ

এবং জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে। তার ধারণা ছিল এই যে, সে বিযুক্ত হবে না। তবে হ্যাঁ, তার প্রতিপালক অবশ্যই তাকে প্রত্যক্ষ করছেন।

بَصِيْرًا ۝ فَاِنَّ الْعَاقِلَ مَنْ لَّاتَغُرُّهُ الدُّنْيَا - بِزُخْرُفِهَا وَيَعْلَمُ اَنَّ كُلَّ مَافِيْهَا

বস্তুতঃ বুদ্ধিমান সেই, যাকে দুনিয়ার রং ও রূপ প্রলুব্ধ করেনি। সে জানে যে, এখানকার সব কিছুই

ظِلٌّ زَائِلٌ وَلَايَدُوْمُ لَهَاحَالٌ ۝ وَالْعَاقِلُ مَنْ تَمَسَّكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى

ছায়া ও মরীচিকার মত, যা এক অবস্থায় থাকে না। প্রকৃতপক্ষে সেই বুদ্ধিমান, যে সুদৃঢ় রজ্জুকে

وَاعْتَصَمَ بِحَبْلِ التَّوَاضُعِ فِيْ اَقْوَالِهٖ وَاقْتَدٰى بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ

মযবুতভাবে ধারণ করেছে এবং কথা ও কাজে বিনয়-নম্রতার অবলম্বন করেছে এবং নবী করীম (সাঃ)-এর অনুসরণ করেছে।

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝ وَرُوِيَ اَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيْ سَفَرٍ وَاَمَرَ اَصْحَابَهٗ

বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) কোন এক সফরে ছিলেন এবং সহচরদের একটি বকরী যবেহ করার জন্য

بِاِحْضَارِ شَاةٍ لِيَذْبَحُهَا ۝ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيَّ ذَبْحُهَا ۝ وَقَالَ

আনতে নির্দেশ দিলেন। তখন এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে এটা যবেহ করার দায়িত্ব দিন।

اٰخَرُ عَلَيَّ سَلْخُهَا ۝ وَقَالَ اٰخَرُ عَلَيَّ طَبْخُهَا ۝ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

দ্বিতীয় জন বললেন, আমার উপর এর চামড়া ছাড়ানোর দায়িত্ব রইল। তৃতীয় জন বললেন, আমার উপর পাক করার দায়িত্ব রইল

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ اَنْ اَجْمَعَ الْحَطَبَ لَكُمْ ۝ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বললেন, আমার উপর দায়িত্ব রইল কাঠ সংগ্রহ করার। তখন তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)!

يَكْفِيكَ الْعَمَلُ ○ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِمْتُ اَنَّكُمْ

কাজ তো আমরাই সামাধা করতে পারি! এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, আমি জানি, তোমরা

تَكْفُوْنَنِىْ وَلٰكِنِّىْ اَكْرَهُ اَنْ اَتَمَيَّزَ عَلَيْكُمْ ○ وَاِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهٗ تَعَالٰى يَكْرَهُ

আমাকে শ্রদ্ধাভরে বিমুক্ত রাখতে চাও, তবে আমি তোমাদের থেকে নিজেকে পৃথক রাখতে চাই না। অবশ্যই আল্লাহ্‌পাক সেই বান্দাহকে অপছন্দ করেন

مِنْ عَبْدٍ اَنْ يَّرَاهُ مُتَمَيِّزًا بَيْنَ اَصْحَابِهٖ ○ هٰذَا مِثَالٌ مِّنْ تَوَاضُعِهٖ صَلَّى اللّٰهُ

যে নিজেকে সহচরদের থেকে বিশিষ্ট মনে করে। এটা হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নম্রতার দৃষ্টান্ত।

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ○ وَقَالَ مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ ○ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: وَاخْفِضْ

তিনি এ কথাও বলেছেন, যে আল্লাহ্‌র কারণে বিনীত, আল্লাহ্ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেনঃ

جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَاَيْضًا قَالَ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِىْ

তুমি তোমার দু' বাহু মুমিনদের জন্য ঝুকিয়ে দাও। অন্যত্রও আরও বলেছেন, তুমি তোমার মুখমণ্ডলকে মানুষ থেকে ফিরিয়ে নিয়ো না এবং পৃথিবীতে দম্ভ ভরে পথ চলো না।

الْاَرْضِ مَرَحًا ○ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ○ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ

কেননা আল্লাহ্ পাক সকল শ্রেণীর অহংকারী ও গর্বিতদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ্ পাক আমাদের ও আপনাদের জন্য মহা কুরআনের মাঝে বরকত দান করুন।

فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ○ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ○ اِنَّهٗ

বিজ্ঞানময় স্মরণ ও নিদর্শনাবলী দ্বারা আমাদের ও আপনাদের উপকৃত করুন।

تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

নিশ্চয়ই তিনি দাতা, করুণাময়, অধিপতি, পুণ্যময় দয়ালু ও দানশীল।

الخطبة الاولى لشهر صفر

جزاء الاعمال

সফর মাসের প্রথম খুত্‌বা

কাজের বিনিময়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَمَرَنَا بِطَاعَتِهٖ وَنَهَانَا عَنْ مَعْصِيَتِهٖ ○ وَوَعَدَ الصَّالِحِيْنَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত যিনি আমাদেরকে তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদান করেছেন, আমাদেরকে তাঁর নাফরমানী করা থেকে নিষেধ করেছেন। যিনি পুণ্যবানদেরকে

بِجَنَّتِهٖ وَمُسْتَقَرِّ رَحْمَتِهٖ ○ وَتَوَعَّدَ الْعُصَاةَ بِدَارِ نِقْمَتِهٖ وَزَوَالِ نِعْمَتِهٖ ○

চিরস্থায়ী সৌন্দর্য ও রহমত প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন এবং নাফরমানদেরকে তাঁর নিয়ামত থেকে বঞ্চিত রাখার ও শাস্তির স্থানে নিক্ষেপ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন।

وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ○ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ্‌ নেই, তিনি একক এবং তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আমি এ সাক্ষ্যও প্রদান করছি যে, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.)

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ○ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِىِّ الْمُخْتَارِ وَعَلٰى

তাঁর বান্দাহ্‌ ও রাসূল। হে আল্লাহ্‌! আপনি আমাদের শিরতাজ ও মনোনীত নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর দুরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন

اٰلِهِ الْاَطْهَارِ وَصَحَابَتِهِ الْاَبْرَارِ وَعَلَى التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاِحْسَانٍ فِىْ اِقْتِفَاءِ

এবং তাঁর পবিত্র পরিজন, পুণ্যবান সাহাবীগণ ও তাঁর অনুসারীগণের উপর অবিরাম করুণা বর্ষণ করুন।

الْاٰثَارِ ○ اَمَّا بَعْدُ! اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ ○ كِتَابُ اللّٰهِ يُنَادِيْكُمْ لِلْاِيْمَانِ

অতঃপর, হে মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! আল্লাহ্‌পাক তাঁর কিতাবে ঈমান আনার আহ্বান জানিয়েছেন

وَرَسُوْلُ اللّٰهِ يُنَادِيْكُمْ اِلَى الْاِحْسَانِ ○ فَمَالَكُمْ لَاتَسْمَعُوْنَ الرَّسُوْلَ ○

এবং তাঁর রাসূল আপনাদেরকে সৎকর্মশীল হওয়ার আহ্বান করেছেন। আপনাদের কি হল যে, রাসূলের আহ্বান শুনবেন না? এবং

وَلَا تُجِيبُوْنَ الْقُرْاٰنَ ٥ اَفِيْ اٰذَانِكُمْ وَقْرٌ وَعَلٰى قُلُوْبِكُمُ الرَّانُ ٥ اَمِ اسْتَحْوَذَ

কুরআনের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছেন না? আপনাদের শ্রবণেন্দ্রিয় কি বধির? এবং আপনাদের অন্তর সমূহ কি কলুষিত? অথবা শয়তান

عَلَيْكُمُ الشَّيْطَانُ ٥ وَزَيَّنَ لَكُمُ الْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ٥ رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا

আপনাদের উপর বিজয় লাভ করেছে? এবং নাফরমানী ও বিশ্বাসহীনতাকে আপনাদের সামনে সুন্দর করে তুলেছে? হে আল্লাহ! আমরা ঈমানের আহ্বানকারীর আহ্বান শুনছি।

مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ٥ رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনো, সুতরাং আমরা ঈমান আনছি। হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের অপরাধ সমূহ ক্ষমা করুন,

وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ٥ اِنَّ اللّٰهَ عَرَّفَ فِىْ كِتَابِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ

আমাদের ত্রুটিসমূহ মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে পুণ্যবানদের সাথে মৃত্যুদান করুন। অবশ্যই আল্লাহ্‌পাক তাঁর কিতাবে মু'মিনদের পরিচয় ব্যক্ত করেছেন,

وَقَالَ: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ ٥ وَاِذَا تُلِيَتْ

তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ প্রকৃত মু'মিন তারাই, যখন তাদের সামনে আল্লাহ্‌র যিকর করা হয় তখন তাদের অন্তর সমূহ প্রকম্পিত হয়ে উঠে এবং যখন তাদের সামনে

عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ٥ وَاَنْتُمُ الْيَوْمَ عَنِ

আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বর্ধিত হয় এবং তারা সার্বিকভাবে তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভরশীল থাকে। হে মুমিনগণ! আজ আপনারা

الْحَقِّ مُعْرِضُوْنَ وَفِى الْبَاطِلِ تَخُوْضُوْنَ ٥ وَقَدْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى

সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছেন এবং মিথ্যা ও বাতিল পথের দিকে ধাবিত হচ্ছেন। অথচ আল্লাহ্ পাক কাফিরদের উপর মুমিনদের

الْكَافِرِيْنَ ٥ وَالْمُتَّقِيْنَ عَلَى الْفَاسِقِيْنَ ٥ وَقَالَ اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

মর্যাদা প্রদান করেছেন এবং ফাসিকদের উপর মুত্তাকীদের ফযীলত দান করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, আমি কি বিশ্বাসী ও

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ٥

সৎকর্মশীলদেরকে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের সমপর্যায়ভুক্ত করে দেব? অথবা আমি কি মুত্তাকীদেরকে পাপীদের মত করে দেব?

وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَذْهَبُ عَنْهُ نِعْمَةُ اللّٰهِ وَيَحْصُلُ لَهُ الْخُسْرَانُ ۝ ثُمَّ يَتُوْبُ وَ

অথচ পাপীদের থেকে আল্লাহর নিয়ামত সরে যায় এবং পরিণামে তারা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপর আল্লাহ্‌পাকের নিকট তারা তাওবাহ করে ও

يَطْلُبُ النِّعْمَةَ مِنَ اللّٰهِ الْمَنَّانِ ۝ كَمَا قَالَ تَعَالٰى : ذَرْنِىْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ۝

নিয়ামত লাভের প্রার্থনা জানায়। যেমন আল্লাহ্‌পাক ইরশাদ করেছেন ঃ সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে ছেড়ে দিন এবং যাকে আমি একক ভাবে সৃষ্টি করেছি।

وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُوْدًا ۝ وَبَنِيْنَ شُهُوْدًا وَمَهَّدْتُّ لَهُ تَمْهِيْدًا ۝ ثُمَّ يَطْمَعُ

অতঃপর তাকে প্রচুর সম্পদ ও সন্তান সন্ততি দান করেছি এবং অবকাশ দিয়েছি, তাকেও ছেড়ে দিন। অতঃপর সে আরও

اَنْ اَزِيْدَ ۝ كَلَّا اِنَّهُ كَانَ لِاٰيَاتِنَا عَنِيْدًا ۝ تَنَبَّهُوْا اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ : فَاِنَّ

অধিক লাভের প্রত্যাশা করে। কখনও না, কেননা, সে আমার সন্নিধানে সীমালংঘনকারী হিসাবে আগমন করেছে। সুতরাং হে মুসলমানগণ!

عُمْرَكُمْ كَظِلٍّ زَائِلٍ لَّا يَعُوْدُ ۝ وَنِعْمَةَ اللّٰهِ لَيْسَ لَهُ خُلُوْدٌ ۝ فَاغْنَمْ قَبْلَ

আপনারা সতর্ক হোন। কেননা আপনাদের এই জীবন ক্ষয়িষ্ণু ছায়ার মত, যা কখনও ফিরে আসে না, আর এ কথাও জেনে রাখুন যে, আল্লাহ্ পাকের পৃথিবীস্থ নিয়ামত চিরস্থায়ী নয়। সুতরাং আপনারা

الْفَنَاءِ ۝ وَاشْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ بِالْجُوْدِ وَالْكَرَمِ ۝ وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ

ধ্বংস হওয়ার পূর্বে সম্বল অর্জন করুন। আল্লাহ্‌পাকের নিয়ামতের শুকর দান দক্ষিনার মাধ্যমে আদায় করুন এবং আপনারা আল্লাহ্‌র নিকট তওবাহ্ করুন। কেননা

التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝ رُوِىَ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ

আল্লাহ্‌পাক তওবাহ্ কবুলকারী ক্ষমাশীল, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌পাক রাত্রিকালে তাঁর কুদরতের হস্ত সম্প্রসারিত করেন, যেন দিনের বেলা অপরাধকারীদের তওবাহ কবুল করা হয়

النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ الَّيْلِ حَتّٰى يَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ

এবং তিনি দিনের বেলা তাঁর কুদরতের হস্ত সম্প্রসাতির করেন, যেন রাতের অপরাধীদের তওবাহ্ কবুল করতে পারেন। এ ভাবে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত ক্ষমা ও মাগফিরাতের দরজা অবারিত

مَغْرِبِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۝ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ۝ وَنَفَعَنَا وَ

রাখা হয়। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) বরকত দান করুন আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মর্যাদাপূর্ণ কুরআনের মাধ্যমে

اِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَّئُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

বিজ্ঞানময় স্মরণ ও নিদর্শনাবলী দ্বারা আমাদের ও আপনদের উপকৃত করুন। নিশ্চয়ই তিনি দাতা, করুণাময়, অধিপতি, পুন্যময় দয়ালু ও দানশীল।

الخطبة الثانية لشهر صفر

محبة الرسول ﷺ

সফর মাসের দ্বিতীয় খুত্‌বা

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর মুহব্বত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ۝ وَجَعَلَ بِهِ الثَّقَلَيْنِ مِنَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত, যিনি তাঁর রাসূলকে রাহমাতাল্লিল আলামীন মর্যাদায় ভূষিত করেছেন এবং জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়ের মাঝে

الْفَائِزِيْنَ الْمُكَرَّمِيْنَ ۝ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ

তাঁর প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে বিশেষ শ্রেণীকে সম্মানিত ও সফলতার মর্যাদা দান করেছেন। আমি এই সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ্‌পাক একক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۝ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ

আমি এই সাক্ষ্যও প্রদান করছি যে, আমাদের শিরতাজ হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌পাকের বান্দাহ্‌ ও রাসূল এবং সাইয়্যিদুল মুরসালীন এর উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক

الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ۝ اَمَّا بَعْدُ! فَاِنَّ شَرَفَ الْاِنْسَانِ

এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের উপর রহমত-করুণা বর্ষিত হোক। অতঃপর জেনে রাখুন, মানুষের প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়

بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝ وَبِحُبِّهٖ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُكَرَّمِيْنَ ۝ جَعَلَ

মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে এবং তাঁর প্রতি ভালবাসার কারণে মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় ও মর্যাদাবান হয়।

اَلصَّلٰوةَ عَلَى النَّبِىِّ لَازِمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَلِهٰذَا قَالَ تَعَالٰى ذِكْرُهٗ: اِنَّ اللّٰهَ وَ

আল্লাহ্‌ পাক মু'মিনদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করাকে অপরিহার্য করেছেন, যার জন্য তিনি তাঁর হাবীবের উল্লেখ করে আল কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ অবশ্যই আল্লাহ্‌পাক এবং

مَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۝ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا

তাঁর ফিরিশতাগণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর দুরূদ পাঠ করেন. হে ঈমানদারগণ ! তোমরাও তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ কর।

تَسْلِيْمًا ۝ وَمَنْ اَحَبَّ شَيْئًا اَكْثَرَ ذِكْرَهٗ ۝ وَعَلَامَةُ الْحُبِّ الْاِطَاعَةُ ۝ قَالَ

প্রকৃতপক্ষে যে কোন কিছু পছন্দ করে সে তা অধিক স্মরণ করে। আর ভালোবাসার প্রকাশ ঘটে আনুগত্যের মাধ্যমে। জনৈক আশিক বলেছেন,

اَلْقَائِلُ تَعْصِى الْاِلٰهَ وَتُظْهِرُ حُبَّهٗ - هٰذَا لَعُمْرِىْ فِى الْفَعَّالِ بَدِيْعٌ - لَوْ كُنْتَ

তোমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ কর, আর এদিকে তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ কর। আমি শপথ করে বলছি, এই কাজ অভিনব বলেই মনে হবে। যদি তুমি

صَادِقًا فِىْ حُبِّهٖ لَاَطَعْتَهٗ - اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُّحِبُّ مُطِيْعٌ ۝ وَالصَّلٰوةُ عَلَى

প্রকৃত মুহব্বতকারী হও, তা হলে তাঁর প্রতি অধিক আনুগত্য অবশ্যই প্রকাশ করবে। প্রকৃত ভালোবাসাকারী রূপে তাঁকেই আখ্যায়িত করা যায়, যে তার ভালবাসার ব্যক্তির অনুগত হয়।

النَّبِيِّ اَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ وَبِهٖ تُقْبَلُ الْحَسَنَاتُ ۝ لَا يَرُدُّ اللّٰهُ عِبَادَاتِ الْعَبْدِ

প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর দুরূদ বর্ষণ করা সর্বোত্তম ইবাদত। কেননা ইবাদতসমূহ দুরূদের মাধ্যমেই মকবুল হয়। আর আল্লাহ্পাক বান্দাহ্র সেই ইবাদতকে কখনো

اِذَا كَانَ مَعَهُ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمُ بَلْ يَقْبَلُ عِبَادَةً مَّعَهُ الصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ ۝

বিফল করেন না, যে ইবাদতের সাথে দুরূদ ও সালাম সম্পৃক্ত থাকে। বরং যে ইবাদতের সাথে দুরূদ ও সালাম থাকে তা তিনি গ্রহণ করে নেন।

فَلِهٰذَا جُعِلَ اِتْمَامُ الصَّلٰوةِ بِالصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِيِّ ۝ وَقَالَ الْغَزَالِىُّ لَا يُتَرَتَّبُ

এ জন্য সালাতে ইবাদতের পরিসমাপ্তি রচনা করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি দুরূদ পাঠের মাধ্যমে। ইমাম গাজ্জালী (র.) বলেছেন,

اَلثَّوَابُ لِلْمُصَلِّىْ اِلَّا بِالصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝ وَقَالَ

নামায আদায়কারী ব্যক্তির জন্য সওয়াব ও পুণ্য বরাদ্দ করা হয় না, যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি দুরূদ পাঠ করা না হয়।

النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ وَاحِدَةً - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করবে, মহান আল্লাহ্ পাক তার প্রতি

عَشْرًا ○ نَقَلَ الْجَزُوْلِيُّ (رحـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَآءَ ذَاتَ

দশ বার রহমত বর্ষণ করবেন। ইমাম জাজুলী (র.) বর্ণনা করেছেন,একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাশরীফ আনয়ন করলেন

يَوْمٍ وَّالْبُشْرٰى تُرٰى فِيْ وَجْهِهٖ فَقَالَ اِنَّهٗ جَآئَنِيْ جِبْرَآئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

এবং তাঁর চেহারা মুবারকে খুশীর পরশ লেগেছিল। তখন তিনি বললেন, এই মাত্র আমার কাছে হযরত জিবরীল (আ.) এসে এই কথা বললেন,

فَقَالَ اَمَا تَرْضٰى يَامُحَمَّدُ اَنْ يُّصَلِّيَ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِكَ اِلَّا صَلَّيْتُ

হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনার উম্মতের মাঝে যে ব্যক্তি আপনার উপর একবার দুরূদ পাঠ করে, আমি তার প্রতি দশ বার রহমত বর্ষণের দুআ করি,

عَلَيْهِ عَشْرًا ○ اَفْضَلُ التَّوَسُّلِ اِلَى اللّٰهِ الصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ ○ وَهِيَ سَبَبٌ لِّحُبِّ

এতে কি আপনি সন্তুষ্ট নন? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মূল উপায় হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর দুরূদ পাঠ করা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি মুহব্বত প্রকাশ করার কারণে

الرَّسُوْلِ ○ وَحُبُّ الرَّسُوْلِ هُوَ حَقِيْقَةُ الْاِيْمَانِ ○ وَسَبَبٌ لِّدُخُوْلِ الْجَنَّةِ وَاَنْ

হাকীকতে ঈমান অর্জিত হয় এবং মুহব্বতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পূর্ণতা লাভ করে। এটাই হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশ করার মূল পাথেয় বা সম্বল।

لَّمْ يَكُنْ مِّنْ جِنْسِ الْاِنْسَانِ ○ وَنَظِيْرُهٗ جَبَلُ الْاُحُدِ وَاُسْتُوَانَةُ حَنَّانَةُ الَّتِيْ

এই মহব্বতকারী মানুষ না হয়ে অন্য কোন জাতি হলে ও (জান্নাতে প্রবেশ করবে)। উহুদ পাহাড় ও উস্তনে হান্নানা এর উদাহরণ

جَزَعَتْ وَحَنَّتْ لِفِرَاقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ○ تُبْعَثُ يَوْمَ

যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিচ্ছেদ বেদনায় ব্যথিত হয়েছিল। হাশরের দিনে আল্লাহ্ পাক এগুলোকে উম্মত হিসাবে উঠাবেন এবং

الْقِيَامَةِ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّيَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ لِحُبِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা পোষণের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

وَكَذَا الْعَنْكَبُوْتُ وَالْحَمَامُ فَازَا فِي الدُّنْيَا بِالشَّرَفِ وَالْعِزِّ وَالرِّزْقِ

অনুরূপভাবে এই পৃথিবীতে মাকড়সা এবং কবুতরকে আল্লাহ্ পাক রিযিক ও সম্মান দ্বারা মর্যাদাবান করেছেন।

اَعْطَاهُمَا اللّٰهُ لِحُبِّهِمَا وَخِدْمَتِهِمَا فِىْ غَارِ ثُوْرٍ ۝ فَاعْلَمُوْا اَنَّ الْعِزَّ وَالشَّرَفَ

এই দুই প্রাণী রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর প্রতি ছুর গুহায় যে ভালবাসা প্রদর্শন করেছে তার বিনিময়েই আল্লাহ্ পাক এই ব্যবস্থা জারী রেখেছেন। জেনে রাখুন, সম্মান এবং মর্যাদা

يَحْصُلُ بِالتَّقْوٰى ۝ لِاَنَّهٗ تَعَالٰى قَالَ: اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ ۝ وَ

তাক্‌ওয়া ও পরহেযগারীর মাধ্যমেই অর্জিত হয়। আল্লাহ্ পাক এই প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ্‌পাকের নিকট ঐ ব্যক্তি অধিক মর্যাদাবান, যে অধিক পরহেজগারী অর্জন

تَقْوَى الْقُلُوْبِ لَا يَحْصُلُ اِلَّا بِحُبِّ الرَّسُوْلِ وَتَعْظِيْمِهٖ ۝ فَاِنَّ اللّٰهَ قَالَ: وَمَنْ

করেছে। সুতরাং তোমরা নিজেদের অন্তর সমূহকে পবিত্র কর। এই পবিত্রতা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ ও সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌পাক

يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ۝ وَاَعْظَمُ شَعَائِرِ اللّٰهِ وَاَقْرَبُ اِلَيْهِ

ঘোষণা করেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে সম্মান প্রদর্শন করেছে, তা অবশ্যই অন্তরে পবিত্রতার মাধ্যমে সাধিত হয়েছে। আল্লাহ্ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন ও সর্বপ্রিয়জন হলেন

نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝ وَلِهٰذَا قَالَ تَعَالٰى : وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ۝ بَارَكَ اللّٰهُ

আমাদের নবীপাক মুহাম্মদ (সা.) যাঁর ঘোষণা আল্লাহ্ পাক এভাবে প্রদান করেছেন, তোমরা নবীপাক (সা.) কে সম্মান কর এবং তাঁর মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহ্‌পাক আমাদের এবং

لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ۝ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ بَرٌّ رَّؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

আপনাদেরকে কুরআনুল কারীমের মাধ্যমে বরকতদান করুন। কেননা তিনিই সর্বোৎকৃষ্ট দাতা, দয়াময় অনুগ্রহশীল, ক্ষমাপরায়ণ ও মেহেরবান।

الخطبة الثالثة لشهر صفر

قدرة الله عزّوجل

সফর মাসের তৃতীয় খুত্‌বা

আল্লাহ্ পাকের কুদরত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ وَالْفَرْدِ الصَّمَدِ ۝ وَهُوَ يَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْهِ وَلَا

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত, যিনি একক ও অদ্বিতীয় এবং অমুখাপেক্ষী এবং তিনিই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী, তাঁর কর্তৃত্বের উপর কারোও আধিপত্য নেই।

شَرِيْكَ لَهٗ فِىْ مُلْكِهٖ اَحَدٌ ؠ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ؠ فَلَا

তাঁর সৃষ্টজগতে কোন কিছুই তাঁর শরীক হতে পারে না। রোয কিয়ামতে তিনি এই ঘোষণা জারী করবেন : আজকের আধিপত্য কার? কেউই এর কোন উত্তর দিতে পারবে না।

يُجِيْبُ اَحَدٌ ؠ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ : لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ؠ وَهُوَ قَوْلٌ مُّعْتَمَدٌ ؠ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

অতঃপর তিনি নিজেই ঘোষণা করবেন, আজকের কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র, যিনি সূক্ষ্ম প্রতিবিধানকারী। এই কথা সামগ্রিকভাবে সমর্থিত ও প্রতিপালিত। আর দুরূদ ও সালাম

عَلٰى مَنْ سَمَّاهُ اللّٰهُ فِى السَّمَآءِ اَحْمَدَ وَفِى الْاَرْضِ مُحَمَّدًا الَّذِىْ جَعَلَهٗ

বর্ষিত হোক সেই মহান সত্তার ওপর যাঁকে আল্লাহ্‌পাক নভোমণ্ডলে আহমদ রূপে নামকরণ করেছেন এবং পৃথিবীতে তাঁকে মুহাম্মদ (সা.) নামে পরিচিত করেছেন। যাঁকে আল্লাহ্‌পাক সৃষ্ট

اللّٰهُ هَادِيًا لِّلْخَلْقِ وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ الْوَاحِدِ ؠ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى

জগতের পথপ্রদর্শনকারী এবং এককভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বানকারী রূপে মনোনীত করেছেন। মহান আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রতি ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের প্রতি চিরস্থায়ী সংখ্যাতীত দুরূদ ও সালাম

اٰلِهٖ دَآئِمًا بِلَا عَدَدٍ ؠ اَمَّا بَعْدُ! فَاِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ لِمَعْرِفَتِهٖ ؠ وَقَالَ: كُنْتُ

বর্ষণ করুন। অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ্ পাক এই সৃষ্টজগতকে তাঁর পরিচয় লাভে ধন্য হওয়ার জন্য পয়দা করেছেন, যার বিশেষত্ব তুলে ধরে তিনি ইরশাদ করেছেন : আমি ছিলাম

كَنْزًا مَخْفِيًّا فَاَرَدْتُّ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ ؠ فَاَوَّلُ خَلْقٍ خَلَقَهٗ نُوْرُ حَبِيْبِهٖ ؠ

লুক্কায়িত একটি গুপ্তধন, অতঃপর আমি পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম এবং এই সৃষ্টজগত বিন্যাস করলাম। সুতরাং সর্বপ্রথম সৃষ্টি যাঁকে আল্লাহ্‌পাক পয়দা করেছেন, তা হলো তাঁর প্রিয়

وَهُوَ يَقُوْلُ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِاللّٰهِ ؠ وَجَعَلَ اَشْرَفَ الْخَلْقِ بَنِىْ اٰدَمَ وَجَعَلَهُمْ فِىْ

হাবীব (সা.)-এর নূর মুবারক। আল্লাহ্‌পাকের হাবীব নিজেই বলেছেন : আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌পাক সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী এবং আমাকে আল্লাহ্‌পাক বনী আদমের মাঝে সেরা সৃষ্টি হিসেবে

الْخَلْقِ اَقَلَّ عَدَدٍ ؠ وَجَعَلَهُمْ صِنْفَيْنِ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ؠ فَالشَّاكِرُ سَعِيْدٌ

সম্মানিত করেছেন, এবং সৃষ্টিকূলের মাঝে তাদের সংখ্যা কম নির্ধারিত করেছেন এবং তাদেরকে দুটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন, এর একটি হল শুকরিয়া আদায়কারী সম্প্রদায়

وَّالْكَافِرُ شَقِىٌّ مَّرْدُوْدٌ ؠ فَمَنْ شَكَرَ اَفْلَحَ فِى الدَّارَيْنِ ؠ وَمَنْ كَفَرَ حَصَلَ لَهٗ

এবং অপরটি হল অবিশ্বাসী ও কাফির সম্প্রদায়। যারা শুকর গুজার ও কৃতজ্ঞ তারাই সৌভাগ্যবান। আর অবিশ্বাসী-কাফিররা বদকার ও পরিত্যাজ্য হিসেবে পরিগণিত।

الْخُسْرَانُ ٥ وَمَنْ لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ ٥ وَذِكْرُ الْاِحْسَانِ وَالْمِنَّةِ

যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে যথার্থভাবে আল্লাহ্‌পাকের শুকর আদায় করতে পারে না। ইহ্‌সান ও সহযোগিতার কথা আন্তরিকভাবে স্মরণ করাই হল

شُكْرٌ ٥ وَنِسْيَانُ الْاِحْسَانِ وَالْمِنَّةِ كُفْرٌ وَمَنْ شَكَرَ فَازَ وَازْدَادَ ٥ وَنِعْمَةُ اللّٰهِ

প্রকৃত শুকর গুজারী, আর দান ও সহমর্মিতাকে বিস্মৃত হওয়ার নামই কুফরী করা। সুতরাং যে শুকর গুজারী করে, সে কামিয়াব হয় এবং অধিক মর্যাদা লাভ করে। কেননা আল্লাহ্‌পাকের

غَيْرُ مَحْصُوْرَةٍ ٥ قَالَ تَعَالٰى: وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ٥ وَاَفْضَلُ نِعْمَةِ

নিয়ামত অগণিত ও সীমাহীন। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন : তোমরা যদি আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে গণনা করতে চাও তা হলে তা শেষ করতে পারবে না। আর আল্লাহ্‌পাকের সৃষ্ট জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত

اللّٰهِ فِى الْخَلْقِ حَبِيْبُهٗ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٥ وَتَذْكِرَتُهٗ فَلَاحُ الدَّارَيْنِ

তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ (সা.)। সুতরাং তাঁর স্মরণ দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তির ও কামিয়াবীর নিদর্শন স্বরূপ

وَشَاهِدٌ لِّلْاِيْمَانِ ٥ قَالَ تَعَالٰى: فَاذْكُرُوْآ اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٥ فَلِهٰذَا

এবং ঈমান ও বিশ্বাসের সাক্ষ্যদানকারী। মহান আল্লাহ্‌পাক আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেনঃ তোমরা আল্লাহ্‌পাকের নিদর্শনাবলীকে স্মরণ কর, এতে তোমরা সফল হতে পারবে। এ জন্য

يَذْكُرُهُ الْمُؤْمِنُ فِى الصَّلَوٰتِ وَالْعِبَادَاتِ ٥ وَهِىَ سَبَبُ الْقُبُوْلِ حَتّٰى يُصَلِّىَ

মুমিনগণ নামায ও অন্যান্য ইবাদতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে স্মরণ করে থাকেন আর এই স্মরণই হচ্ছে ইবাদত কবুল হওয়ার কারণ।

اَهْلُ السَّمَآءِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُصُوْلِ الْقُرْبَةِ اِلَى اللّٰهِ

এমনকি আকাশে অবস্থানকারী ফেরেস্তাগণও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর দুরূদ পাঠ করেন, যেন আল্লাহ্‌পাকের নৈকট্য ও মহব্বত

وَمَحَبَّتِهٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ٥ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ

দুনিয়া ও আখিরাতে অর্জিত হয়। মহান আল্লাহ্‌পাক আরও ইরশাদ করেছেন : অবশ্যই আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর দরূদ পাঠ করেন,

عَلَى النَّبِيِّ ٥ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ٥ وَتَذْكِرَةُ

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর উপর দুরূদ পাঠ কর এবং সালাম ও শান্তি নিবেদন কর। প্রকৃতপক্ষে

الشَّيْءِ سَبَبٌ لِّحُصُوْلِ الْمُحَبَّةِ كَمَا ذُكِرَ: مَنْ اَحَبَّ شَيْئًا اَكْثَرَ ذِكْرَهٗ ○ فَاِنَّ

কোন বস্তুর আলোচনা মুহব্বত অর্জনের প্রকৃত কারণ। যেমন বলা হয়ে থাকে যে, প্রিয়তম বস্তুর স্মরণ ও আলোচনা অধিক হয়ে থাকে। এই কারণে

تَذْكِرَةَ الرَّسُوْلِ لَازِمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِ لِحُصُوْلِ الْمُحَبَّةِ ○ فَاِنَّ حُبَّ الرَّسُوْلِ هُوَ

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর স্মরণ প্রত্যেক মুমিনের জন্য অপরিহার্য, যেন তাঁর মুহব্বত অর্জিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মুহব্বত ঈমানের পরিচায়ক।

الْاِيْمَانُ ○ وَلَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَّا مُحَبَّةَ لَهٗ ○ وَمَنْ اَحَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ঐ ব্যক্তির ঈমান নেই, যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে মুহব্বত করে না। আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ভালবাসে,

رُفِعَ دَرَجَتُهٗ وَفَازَ فِى الدَّارَيْنِ ○ كَمَا فَازَ فِى النَّبِيِّيْنَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

তার সম্মান ও মর্যাদা বর্ধিত হয় এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সে কামিয়াব হয়, যেমন কামিয়াব হয়েছিলেন নবীগণের মাঝে হযরত ইবরাহীম (আ.)

وَصَارَ اَفْضَلَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّيْنَ اَبُوْبَكْرٍ وَفَازَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ

এবং নবীগণের পর উত্তম মানুষ হিসেবে বরিত হয়েছেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)।

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الثَّقَلَيْنِ سِوَى الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ ○ بَارَكَ اللّٰهُ

অনুরূপভাবে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আসহাবগণ নবী ও রাসূলগণের পর কামিয়াবী অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আল্লাহ্‌পাক আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে

لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ○ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ

মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণ দান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন।

اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ مَلِكٌ رَّؤُفٌ رَّحِيْمٌ ○

তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পুণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الرابعة لشهر صفر

حقيقة الدنيا

সফর মাসের চতুর্থ খুত্বা

দুনিয়ার হাকীকত

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمَآءَ بِغَيْرِ عَمَدٍ ۝ وَزَيَّنَهَا بِالْكَوَاكِبِ بِلَا عَدَدٍ ۝ وَهُوَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য নিবেদিত, যিনি নভোমণ্ডলকে খুঁটিবিহীন সমুন্নত রেখেছেন এবং অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা তাকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করেছেন।

الْوَاحِدُ الْاَحَدُ مُنَزَّهٌ عَنِ النِّدِّ ۝ وَهُوَ الْفَرْدُ الصَّمَدُ ۝ وَالصَّلٰوةُ

তিনি একক ও অদ্বিতীয়, উপমা-উদাহরণ ও প্রতিরূপ থেকে মুক্ত ও পবিত্র এবং তিনি একক ও সামগ্রিক গুণের অধিকারী।

وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ ۝

দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সায়্যিদুল মুরসালিন (সা.)-এর উপর, যিনি মুত্তাকীদের ইমাম এবং শান্তি ও করুণা বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সাহাবীগণের উপর।

اَمَّا بَعْدُ! اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ! اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَكُمْ دَارُ الْاِبْتِلَاءِ وَالْغُرُوْرِ ۝

অতঃপর হে মুসলমানগণ! তোমাদের এই বাস্তব জীবন হচ্ছে পরীক্ষা ও ধোকায় পতিত হওয়ার স্থান স্বরূপ। আখিরাতের গৃহই হচ্ছে

وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ لَكُمْ دَارُ الْقَرَارِ وَالسُّرُوْرِ ۝ فَاِنَّ اللهَ قَالَ: اِعْلَمُوْآ اَنَّمَا الْحَيٰوةُ

তোমাদের জন্য চিরস্থায়ী নিবাসস্থল এবং শান্তির আবাস। মহান আল্লাহ্পাক ইরশাদ করেছেন : জেনে রেখো, দুনিয়ার জীবন হচ্ছে

الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۝

খেল-তামাশা, সৌন্দর্য ও তোমাদের পরস্পরের মাঝে অহংকার প্রকাশের উপকরণ এবং সন্তান ও সম্পদের আধিক্য অর্জনের সম্বল বিশেষ। যেমন, অধিক বৃষ্টি

كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ۝

অবিশ্বাসীদেরকে বিমোহিত করে অধিক ফসলের সমারোহ দ্বারা। তারপর সেই ফসল মূলহীন হয়ে যায় এবং তোমরা তাকে বিশুষ্ক অবস্থায় দর্শন কর, তারপর তা শুকনো ঘাসে পরিণত হয়।

وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۝ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

এদের জন্য পরকালীন জীবনে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি ও ক্ষমা লাভের উপায়। দুনিয়ার জীবন

اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝ وَيَوْمُ الْاٰخِرَةِ يَوْمُ الْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ : وَسَابِقُوْا اِلٰى

অনর্থ ভোগ সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়। আর আখেরাতের দিবস হচ্ছে লজ্জা ও অপমান লাভের মূল পরিচায়ক।

مَغْفِرَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ ۝ فَاِنَّ عِنْدَكَ مَوْتًا مُّتَيَقَّنًا ۝ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ :

সুতরাং তোমরা আল্লাহপাকের ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে অধিক ধাবিত হও। কেননা তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী বিষয়। আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন :

وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ۝ وَالْمَوْتُ اَشَدُّ

মৃত্যু-কষ্ট প্রকৃতই উপস্থিত হবে, এটা ঐ বস্তু যা থেকে তোমারা মুখ ফিরিয়ে নিতে আর মৃত্যুই হচ্ছে মানুষের জন্য কঠিন পরীক্ষা,

الْبَلَآءِ لِلنَّاسِ ۝ فَاِنَّهٗ تَعَالٰى قَالَ : وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ

আল্লাহপাক এই প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন : মানুষকে ঐ দিনের ভয় প্রদর্শন কর, যে দিন তাদের সামনে শাস্তি উপস্থিত হবে।

الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۝ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ۝ اَوَلَمْ

সে সময় সীমালঙ্ঘনকারীগণ বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দান করুন। আমরা আপনার আহ্বানকে স্বাগত জানাব এবং রাসূল (সা.)-এর অনুসরণ

تَكُوْنُوْٓا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ۝ وَلِلْمَوْتِ لَشَدَآئِدُ لَا يَعْلَمُهَا

করব। তবে কি তোমরা পূর্ব থেকেই এই দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করোনি যে, তোমাদের পতন কখনও হবে না? অবশ্যই মৃত্যু অত্যন্ত কঠিন যন্ত্রণাদায়ক

اِلَّا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۝ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ : وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَآ اَعْلَمُ

যার হাকীকত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-ই ভাল জানেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন : আল্লাহর শপথ! তোমরা যদি ততটুকু জানতে যতটুকু আমি জানি,

لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَّلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَّمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَآءِ عَلَى الْفُرُوْشِ

তা হলে তোমরা কম হাসতে এবং অধিক পরিমাণে কান্নাকাটি করতে। এমনকি তোমরা স্ত্রীদের সান্নিধ্য ও আস্বাদ লাভ থেকেও বিরত থাকতে।

وَلَخَرَجْتُمْ فِي الصَّعَدَاتِ تَجْئَرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ ٥ وَقَالَ تَعَالٰى : كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ

এবং পর্বত সঙ্কুল স্থানে বেরিয়ে পড়তে এবং আল্লাহর প্রতি অনুরাগী হতে। আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেনঃ কখনো না, যখন দম কন্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে যাবে

التَّرَاقِيَ وَقِيْلَ مَنْ ـــ رَاقٍ وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ٥ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ اِلٰى رَبِّكَ

এবং বলা হবে, কে তোমার রক্ষাকারী? তখন সে মনে করবে এখন তার বিদায় অবধারিত এবং এক পায়ের হাটুর নিম্নাংশ অপর পায়ের হাটুর নিম্নাংশের সাথে জড়িয়ে যাবে

يَوْمَئِذِنِ الْمَسَاقُ ٥ فَتَنَبَّهُوْآ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ ـ فَاِنَّ عُمْرَكُمْ ظِلٌّ زَائِلٌ لَّايَعُوْدُ

এবং সেদিন আল্লাহর কাছে গমন করা অবধারিত হবে। সুতরাং হে মুমিনগণ! তোমরা সতর্ক হও, কেননা তোমাদের জীবন হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু ছায়ার মত যা ফিরে আসে না।

وَاَمَانِيُّكُمْ لَايَمُوْدُ ٥ فَتَهَيَّئُوْا لِلْمَوْتِ بِتَرْكِ الْمَعْصِيَةِ وَطَاعَةِ الْمَعْبُوْدِ ٥ فَاِنَّهُ

এবং তোমাদের আশা আকাঙ্খা সমূহ চিরস্থায়ী হয় না। সুতরাং তোমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর এবং গুনাহর কাজ পরিত্যাগ করে পরম মা'বুদের ইবাদতের দিকে মনোনিবেশ কর।

رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ٥ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَّمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ٥ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ

তিনি প্রকৃতই ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই অভিভাবক, তাকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। হযরত ইবনে

اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَاتَزُوْلُ قَدَمُ ابْنِ اٰدَمَ يَوْمَ

মাসউদ (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, আদম সন্তানের কদম কিয়ামতের দিন

الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ ٥ عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا اَفْنَاهُ ٥

আল্লাহপাকের সামনে ততক্ষণ পর্যন্ত নড়াচড়া করবে না, যতক্ষণ না তাঁকে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে। তার জীবন সম্পর্কে, কি কাজে সে তা ব্যয় করেছে?

وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَا اَبْلَاهُ ٥ وَعَنْ مَّالِهِ مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا اَنْفَقَهُ ٥

তার যৌবন সম্পর্কে, কি অবস্থায় সে অতিবাহিত করেছে? তার সম্পদ সম্পর্কে, কোন পন্থায় সে তা অর্জন করেছে এবং কোন পথে তা ব্যয় করেছে?

وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ ٥ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ٥ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ

এবং তার জ্ঞান মুতাবিক আমল করেছে কি না সে সম্পর্কেও তাকে প্রশ্ন করা হবে। আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণ দান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে

بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ০

নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পুণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الخامسة لشهر صفر

حقيقة الاطاعة

সফর মাসের পঞ্চম খুতবা

আনুগত্যের হাকীকত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ اَكْرَمَ الْخَلْقِ اِنْسَانًا ০ وَخَلَقَهُمْ عَلٰى اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ০

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত, যিনি মানুষকে উত্তম সৃষ্টি হিসেবে মর্যাদা প্রদান করেছেন এবং তাদেরকে মনোহর কাঠামো দান করেছেন

وَنَزَّهَهُمْ عَنِ النَّقَائِصِ وَالْاٰفَاتِ ০ وَهَدَاهُمْ اِلَى الْفَوَائِدِ وَالْحَسَنَاتِ ০ وَنَبَّهَهُمْ

এবং দুঃখ-কষ্ট ও সংকীর্ণতা হতে পবিত্র রেখেছেন। তাদেরকে উপকারী পুণ্যকর্মের প্রতি হিদায়াত দান করেছেন এবং শাস্তি থেকে তাদেরকে সতর্ক করেছেন।

عَنِ الْمُوْبِقَاتِ ০ وَقَالَ: مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ০ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ

এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে ঃ তিনি তোমাদের ধর্মীয় জীবনে কোনও বক্রতা রাখেননি। এটা হচ্ছে তোমাদের পিতৃপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পথ,

اِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ০ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَفْضَلِ خَلْقِ اللّٰهِ

তিনি তোমাদেরকে মুসলমান নামকরণ করেছেন। পরিপূর্ণ দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহ পাকের সৃষ্ট জগতের উত্তম সৃষ্টি সত্তার উপর,

فِى الْعَالَمِيْنَ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ০ اَمَّا بَعْدُ!

যিনি আমাদের শিরতাজ এবং আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.)। এবং তার পরিবার-পরিজন ও আসহাবগণের উপর পরিপূর্ণ শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর

فَاِنَّ الْعُبُوْدِيَّةَ اَعْظَمُ شَرَفِ الْاِنْسَانِ ০ وَالطَّاعَةَ سَبَبٌ لِلتَّقَرُّبِ اِلَى اللّٰهِ وَلِرَفْعِ

জেনে রাখুন যে, প্রকৃত দাসত্ব হচ্ছে মানুষের সর্বোচ্চ মর্যাদার বিকাশ আর ইবাদত হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও উচ্চ মর্যাদা লাভের কারণ,

الدَّرَجَاتِ وَلِتَرْكِ الْعِصْيَانِ ۝ فَاِنَّهَا زِيَادَةٌ لِنُوْرِ الْاِيْمَانِ فَاِنَّ نُوْرَهُ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ

এতে করেই পাপ বর্জন করা সম্ভব হয় এবং ঈমান বর্ধিত হয়। একথা সুবিদিত যে, আমলের দ্বারা ঈমান হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে।

بِالْاَعْمَالِ ۝ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَّا اَمَانَةَ لَهُ ۝ وَقَالَ لَا يُؤْمِنُ

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঐ ব্যক্তির ঈমান নেই যে আমানতদার নয়, অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মাঝে

اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ۝ وَقَالَ : وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ

কেউ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না সে যা নিজের জন্য পছন্দ করে তা তার ভাইয়ের জন্য পছন্দ করে। তিনি আরও বলেছেন ঃ আল্লাহর শপথ! সে ঈমানদার নয়, আল্লাহর শপথ!

لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ ۝ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ۝

সে ঈমানদার নয়, আল্লাহর শপথ! সে ঈমানদার নয়। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! সেই ব্যক্তিটি কে? উত্তরে তিনি বললেন, যার অত্যাচার থেকে প্রতিবেশীগণ নিরাপদ নয়।

وَقَالَ : اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ ۝ وَاِنَّ الْاِنْسَانَ يَرْتَقِىْ

অন্য এক হাদীসে উল্লেখ আছে যে, প্রকৃত মুসলিম ঐ ব্যক্তি, যার হাত ও রসনা থেকে অন্যান্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে।

فِى الدُّنْيَا بِصَلَاحِ النِّيَّةِ وَالْاَعْمَالِ : وَصَلَاحُ الْاِنْسَانِ بِصَلَاحِ الْقَلْبِ بِقَوْلِ

কেননা এই পৃথিবীতে মানুষ উৎকৃষ্ট উদ্দেশ্য ও কর্মের মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদা লাভ করে আর মানুষের বিশুদ্ধ অন্তরই সংশোধিত মানুষের পরিচায়ক।

رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً ۝ اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, অবশ্যই দেহ কাঠামোয় একটি গোশত খন্ড রয়েছে, যতক্ষণ তা সুস্থ থাকে ততক্ষণ গোটা দেহই সুস্থ থাকে,

الْجَسَدُ كُلُّهُ ۝ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ۝ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ ۝ وَقَالَ تَعَالٰى:

আর যখন উহা বিনষ্ট হয়ে যায় তখন গোটা দেহই বিনষ্ট হয়ে যায়। জেনে রেখো, সেটা মানুষের কলব। মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۝ وَقَالَ تَعَالٰى: قُلْ

যে দিন সম্পদ ও সন্তান কোন উপকারে আসবে না কিন্তু ঐ ব্যক্তি উপকৃত হবে যে, বিনীত অন্তরসহ আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেনঃ

كُلٌّ يَعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ۝ وَقَالَ تَعَالٰى:

প্রত্যেক ব্যক্তিই তার অনুরূপ কর্মকান্ড পরিসমাপ্ত করে, তবে তোমার প্রতিপালক অধিক জানেন কে হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। আল্লাহপাক অন্যত্র ইরশাদ করেছেন :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۝

যে ব্যক্তি পুণ্যকর্ম করেছে, সে তার নিজের জন্যই তা সমাপ্ত করেছে। আর যে ব্যক্তি বদআমল করেছে, এর দায় ভার তার উপরই বর্তাবে এবং কোন ব্যক্তিই অন্যের বোঝা বহন করবে না।

وَثَمَرَتُهٗ اِنَّ الْاِنْسَانَ اِذَا عَمِلَ خَيْرًا يَأْتِىْ عِنْدَهٗ فِى الدُّنْيَا خَيْرًا ۝ وَاِذَا عَمِلَ

এই নির্দেশের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, মানুষ যখন মন্দকর্ম সম্পাদন করে, তখন পৃথিবীতে সে উত্তম বিনিময় লাভ করে। আর যখন মন্দকর্ম সম্পাদন করে

شَرًّا يَأْتِىْ عِنْدَهٗ فِى الدُّنْيَا شَرًّا وَّيَبْقٰى الْاٰخِرَةُ ۝ فَالْاِسْتِغْفَارُ مُكَفِّرٌ

তখন পৃথিবীতে তার উপর মন্দই আরোপিত হয়। এবং তার সামনে পরকালীন জীবনের শাস্তি অবশিষ্টই থেকে যায়।

لِّلسَّيِّئَاتِ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ: فَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۝ يُّرْسِلِ

প্রকৃতপক্ষে ক্ষমাপ্রার্থনা অপরাধ সমূহ মার্জনা লাভের একান্ত উপায়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেননা তিনিই অধিক ক্ষমাশীল,

السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝ وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنَّاتٍ

যিনি তোমাদের উপর ছাদ স্বরূপ নভোমণ্ডলকে বিন্যস্ত করেছেন তোমাদেরকে সম্পদ ও সন্তান দ্বারা সাহায্য করেছেন এবং তোমাদের জন্য জান্নাত ও

وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهَارًا ۝ فَاَقُوْلُ قَوْلِىْ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

নদীসমূহের ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং আমার একান্ত কথা হচ্ছে- আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, অবশ্যই আল্লাহপাক ক্ষমাশীল ও করুণাকারী।

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ۝ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ

আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকেমহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও

الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الاولى لشهر ربيع الاول

بيان ولادة النبى صلى الله عليه وسلم

রবীউল আউয়াল মাসের প্রথম খুতবা

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শুভ জন্মবৃত্তান্ত

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ o وَنَشَرَ بِهٖ اَفْضَلَ الدِّيْنِ o

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি জগতের করুণারূপে তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন। আর তাঁর দ্বারা শ্রেষ্ঠ দ্বীন প্রচার করিয়েছেন

وَاَنْزَلَ مَعَهُ الْكِتَابَ الْمُبِيْنَ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ o وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى

এবং তাঁর সাথে নাযিল করেছেন সুস্পষ্ট কিতাব খোদাভীরু-মুত্তাকীদের পথের সন্ধান দেয়ার জন্য। আর দরূদ ও সালাম

سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ o اَلَّذِىْ اَنَارَ بِهِ الْعٰلَمِيْنَ o صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

রাসূলকুলের শিরোমনির প্রতি, যাঁর মাধ্যমে বিশ্বজগত আলোকিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ! করুণা করুন আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধর ও

عَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ o اَمَّا بَعْدُ! اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ o نَصَرَكُمُ اللّٰهُ عَلٰى

তাঁর সকল সাহাবীগণের প্রতি। অতঃপর হে মুসলিমবৃন্দ! তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন

اَعْدَاءِ كُمْ بِاِعْطَاءِ الدِّيْنِ o اِذْ بَعَثَ فِيْكُمْ سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ o مَنْ عَرَفَهٗ فَازَ

জীবন বিধান (সত্যধর্ম) প্রদান করে। কেননা তোমাদের মধ্যে তিনি রাসূলদের শিরতাজকে পাঠিয়েছেন। যে তাঁকে চিনেছে সে কৃতকার্য হয়েছে। আর যে

وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ صَارَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ o لَقَدْ اِخْتَارَهُ اللّٰهُ مِنْ مِشْكٰوةِ الْاَنْبِيَاءِ

তাঁকে চিনতে পারেনি সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশ্যই তাঁকে আল্লাহ তায়ালা নবীদের শ্রেণী হতে গ্রহণ করেছেন।

وَمِنْ سُلَالَةِ الْاَصْفِيَاءِ وَمِنْ صَفْوَةِ النُّجَبَاءِ وَمِنْ اَطْيَبِ الْاَجْدَادِ وَ

আর তাঁকে পরিশুদ্ধ ব্যক্তিবর্গের নসল থেকে, সমস্ত ব্যক্তিদের নির্যাস থেকে, পবিত্রতম পূর্ব-পুরুষ ও সমস্ত পিতা থেকে বাছাই করেছেন।

اَشْرَفِ الْاٰبَاءِ ० وَمَازَالَ نُوْرُهٗ يَنْقَلِبُ بَيْنَ السَّاجِدِيْنَ وَالرَّاكِعِيْنَ ० وَيَنْتَقِلُ

তাঁর নূর মুবারক সিজদা-নিরত রূকু-নিরত মহানদের থেকে পরপর পালাক্রমে আসতে থাকে। এবং তওহীদে বিশ্বাসী ইবাদতকারীদের বাহন রূপে (পৃষ্ঠদেশে)

بَيْنَ مَرَاكِبِ الْعَابِدِيْنَ الْمُوَحِّدِيْنَ ० اِلٰى اَنِ اخْتَارَ اللّٰهُ لِمَعْدِنِ ظُهُوْرِهٖ اَبَوَيْنِ

অতিক্রান্ত হতে থাকে। শেষাবধি তাঁর যাহির হওয়ার নিমিত্ত আল্লাহ তায়ালা বেছে নেন দুজন সম্মানিত পিতা-মাতাকে।

كَرِيْمَيْنِ مِنْ اَعْرَقِ الْبُيُوْتِ مَجْدًا ० وَمِنْ اَكْرَمِ الْخَلِيْقَةِ خُلُقًا ० وَاَشْرَفِ

তাঁরা ছিলেন মর্যাদায় পরিবার সমূহের মধ্যে উঁচু বংশের লোক। চরিত্র মাধুর্যে অতি সম্মানিত ব্যক্তি। আর বংশ পরিচয় সকল

الْاَنْسَابِ نَسَبًا ० هُمَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ ० وَاٰمِنَةُ

বংশ হতে উত্তম, সম্ভ্রান্ত। তাঁরা দুজন হলেন ঃ বনী হাশিম গোত্রের আবদুল মুত্তালিবের পুত্র হযরত আবদুল্লাহ এবং

بِنْتُ وَهْبٍ مِنْ بَنِىْ زُهْرَةَ ० فَكَانَا كَوْكَبَيْنِ زُهْرَاوَيْنِ تَامَّيْنِ نَسَبًا وَّ حَسَبًا وَّ

বনু যুহরা গোত্রের ওহাবের কন্যা হযরত আমীনা। অতএব তাঁরা উভয়ই ছিলেন নক্ষত্র এবং উজ্জ্বলতম দুটি পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদ। আর নসল, বংশ-গৌরব এবং মাতুল বংশের দিক থেকেও পরিপূর্ণ

صِهْرًا ० قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَا اَشْرَفُكُمْ نَسَبًا وَحَسَبًا

গুণাবলীর অধিকারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের মধ্যে বংশ, জাতি ও বৈবাহিক দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ।

وَصِهْرًا ० خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ ० وَلَمْ اَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ مِّنْ لَّدُنْ اٰدَمَ اِلٰى اَنْ

হযরত আদম (আ.) হতে আমার পিতা-মাতা আমাকে জন্ম দেয়া পর্যন্ত আমি বৈধ বিয়ের মাধ্যমে আত্ম প্রকাশ করেছি।

وَلَّدَنِىْ اَبِىْ وَاُمِّىْ ० لَمْ يُصِبْنِىْ مِنْ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ شَىْءٌ ० وَقَدْ تَمَّ هٰذَا

ব্যভিচারের মাধ্যমে আমি বের হয়ে আসিনি। জাহিলী যুগের ব্যাভিচার আমাকে স্পর্শ করেনি।

الزَّوَاجُ الْمُبَارَكُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ० فَسَرَى النُّوْرُ مِنْ جَبِيْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اِلٰى

আর এ মুবারক বিবাহ এক বরকতময় রাতে সম্পন্ন হয়। অতঃপর নূরে মুহাম্মদী হযরত আবদুল্লাহর পেশানী হতে

جَبِيْنِ اٰمِنَةَ o وَاَحَسَّتْ اٰمِنَةُ بِفَيْضٍ اِلٰهِيٍّ غَمَرَهَا وَنُوْرٌ رَبَّانِيٌّ اَحَاطَ بِهَا o وَ

হযরত আমীনার ললাটে পৌঁছে যায়। হযরত আমীনা অনুভব করেন যে, এক খোদায়ী গোপন অনুকম্পা তাঁকে ছেয়ে ফেলেছে। আর একটি আল্লাহ প্রদত্ত নূর তাঁকে ঘিরে ফেলেছে।

سَمِعَتِ الْهَوَاتِفَ تَهْتِفُ لَهَا اَنْ يَا اٰمِنَةُ o قَدْ حَمَلْتِ بِنُوْرِ الدُّنْيَا وَضِيَاءِ

আমীনা শুনতে পান যে, অদৃশ্য আহ্বানকারী তাঁকে ডেকে বলছে, হে আমীনা! তুমি বিশ্বজ্যোতি ও জগতের আলো-আভা দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছ।

الْعَالَمِ o حَمَلْتِ بِسَيِّدِ الْبَشَرِ o وَرَسُوْلِ اللّٰهِ اِلَى الْاُمَمِ o وَلَمْ تَجِدْ لِحَمْلِهٖ

তুমি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছো মানবকুলের সরদার সকল জাতির প্রতি পাঠানো রাসূলকে পেটে ধারণ করে। তিনি তাঁকে পেটে ধারণ করতে গিয়ে কোন রূপ কষ্ট অনুভব করেননি

تَعَبًا وَّلَا هَمًّا o وَلَا شَاهَدَتْ كَسَائِرِ النِّسَاءِ ثِقْلًا وَّلَا اَلَمًا o وَرَاَتْ فِيْ

কোন দুশ্চিন্তা তাঁকে গ্রাস করেনি। হযরত আমীনা অন্যান্য মেয়ের ন্যায় অন্তঃসত্ত্বাজনিত বোঝা বা পীড়ন প্রত্যক্ষ করেননি।

مَنَامِهَا نُوْرًا خَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا وَيَمْلَاُ الْمَشَارِقَ وَالْمَغَارِبَ o وَرَاَتْ

তিনি স্বপ্নে দেখতে পান, তাঁর উদর হতে এক আলো বের হয়ে মাশরিক ও মাগরিবকে উদ্ভাসিত করে ফেলেছে।

بِضِيَائِهٖ قُصُوْرَ بُصْرٰى بِاَرْضِ الشَّامِ o وَاَتَاهَا اٰتٍ فِي الثَّانِيْ عَشَرَ مِنْ

আর তিনি সে আলোতে শামদেশের বসরা নগরের রাজপ্রাসাদ দেখতে পান এবং তাঁর নিকট কোন গায়েবী আগন্তুকের আগমন হয়।

شَهْرِ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ مِنْ عَامِ الْفِيْلِ o وُلِدَ النَّبِيُّ الْمُنْتَظَرُ الْمُبَشَّرُ بِهٖ فِيْ

হস্তীসালের রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখে আগমন প্রত্যাশিত নবী (সা.) ভূমিষ্ট হন, তাওরাত ও ইনযীল গ্রন্থে যাঁর আগমনের

التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ o اَلَّذِيْ يَجِدُهُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي

সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। ইহুদী ও খৃস্টানগণ যাঁর সম্পর্কে তাদের কাছে পাঠানো তাওরাত ও ইনযিলে লিখিত দেখতে পায় যে,

---

التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ o يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ o وَيُحِلُّ لَهُمُ

তিনি ন্যায়ের নির্দেশ দেবেন, অন্যায় হতে বিরত রাখবেন, তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে দেবেন

الطَّيِّبَاتِ ۝ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ۝ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ

এবং অপবিত্র নিকৃষ্ট বস্তু হারাম করে দেবেন। তাদের উপর যে কঠোর নির্দেশের বোঝা ও বেড়ি রয়েছে, তা থেকে তিনি

الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۝ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ

তাদেরকে রেহাই দেবেন। তাই যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, তাঁকে শক্তিশালী করে তুলবে, তাঁকে সাহায্য করবে এবং তাঁর সাথে যে নূর আল্লাহ

الَّذِىْ اُنْزِلَ مَعَهٗ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ

নাযিল করেছেন তার অনুসরণ করবে, এরূপ লোকজনই পরিত্রাণ পাবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন।

الْعَظِيْمِ ۝ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ

আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল,

كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

বাদশাহ, পুণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الثانية لشهر ربيع الاول

حقيقة مولد النبى صلى الله عليه وسلم

রবীউল আউয়াল মাসের দ্বিতীয় খুতবা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্ম : তাৎপর্য

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنَارَ الْوُجُوْدَ بِطَلْعَةِ اَبِى الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি অস্তিত্বকে আলোকিত করেছেন আবুল কাসিম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে

عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ مِّنْ اَنْسَابِ الْمُطَهَّرَاتِ ۝ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম (সা.)-এর উদয় দ্বারা, যাঁরা ছিলেন পবিত্র বংশ পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই।

اِصْطَفَاهُ مَوْلَاهُ مِنْ اَشْرَفِ السُّلَالَاتِ ٥ وَاَعْرَقِ الْبُيُوْتَاتِ ٥ وَاَشْهَدُ اَنَّ

তিনি তাঁর বন্ধুকে সম্মানিত বংশ ও ঐতিহ্যবাহী পরিবার হতে বেছে নিয়েছেন। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,

سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ عَمَّ الْكَوْنَ نُوْرُهٗ وَنَشَرَ ضِيَائَهٗ وَزُيِّنَتْ لِمِيْلَادِهٖ

আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। তাঁর নূর সমগ্র জগতে ব্যাপ্তিমান এবং তিনি তাঁর আভাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

الْاَرْضُ وَالسَّمٰوٰتُ ٥ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ مَوْلُوْدٍ وَاَشْرَفِ

আর পৃথিবী ও আসমানরাজিকে তাঁর পয়দায়েশ উপলক্ষে সাজোনো হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সরদার, উত্তম সন্তান,

مَخْلُوْقٍ عِنْدَ الْمَلِكِ الْمَعْبُوْدِ ٥ وَنِعْمَةِ اللّٰهِ عَلٰى كُلِّ مَوْجُوْدٍ ٥ وَعَلٰى اٰلِهٖ

সৃষ্টির সেরা মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি করুণা কর। তিনি উপাস্য-মালিকের নিকট অতিসম্মানী। আর যাবতীয় অস্তিত্ববান বস্তুর জন্য আল্লাহর করুণা। আর তাঁর বংশধর ও

وَاَصْحَابِهٖ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلَى الْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ٥ اَمَّا بَعْدُ! فَيَا عِبَادَ

আসহাবের প্রতি এবং যাঁরা নিষ্ঠার সাথে তাঁদেরকে অনুসরণ করেছে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাঁদের প্রতিও করুণা কর। অতঃপর হে আল্লাহর বান্দাগণ!

اللّٰهِ ٥ اُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِىْ اَوَّلًا بِتَقْوَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَطَاعَتِهٖ ٥ اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ:

আমি আপনাদেরকে আর সর্বপ্রথম নিজেকে উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করার জন্য, তাঁর আনুগত্য করার জন্য। হে মুসলিম বৃন্দ!

اِذَا اتَّخَذْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِيْدًا حَيْثُ نَزَلَ فِيْهَا الْقُرْاٰنُ هُدًى وَتِبْيَانًا لِّكُلِّ

আমরা যখন কদরের রাত্রিকে খুশীর বিষয় ঈদ রূপে গ্রহণ করেছি, যে রাতে কুরআন নাযিল হয়েছে যা পথের দিশারী এবং যাবতীয় বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাদাতা।

شَيْءٍ ٥ وَاِذَا اتَّخَذْنَا يَوْمَ عَرَفَةَ عِيْدًا حَيْثُ يَجْمَعُ الْحُجَّاجُ تَمْجِيْدًا لِاِتْمَامِ

আর আমরা যখন আরাফা দিবসকে খুশীর দিন ঈদ রূপে নিয়েছি, যেখানে হাজীগণ সমবেত হন রেসালাতে মুহাম্মদীর পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য আল্লাহর মর্যাদা প্রকাশ করতে,

الرِّسَالَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ ٥ وَتَحْمِيْدًا لِاَشْهُرِ مَبَادِى التَّضْحِيَّةِ الْاِنْسَانِيَّةِ ٥ فَاِنَّ

আর মানবতাবাদী কুরবানীর প্রারম্ভিক মাসগুলোর প্রশংসা করার জন্য।

عِيْدَ الاَعْيَادِ وَالْفُرْحَةَ الْكُبْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ o وَالنِّعْمَةَ الْعُظْمٰى عِنْدَ

সে প্রেক্ষিতে ঈদ সমূহের মাঝে ঈদ হবে, মুসলমানদের জন্য সর্বোত্তম খুশী হবে, আর মু'মিনদের জন্য

الْمُؤْمِنِيْنَ هِىَ مِيْلَادُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِىْ

[illegible] করুণা বলে গণ্য হবে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম,

اَرْسَلَهُ اللّٰهُ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ o وَكَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا o وَّدَاعِيًا اِلَى

যাঁকে আল্লাহ তায়ালা সর্বজগতের করুণারূপে পাঠিয়েছেন। সকল মানুষের জন্য পরিপূর্ণ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী করেছেন।

اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا o اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ الْاِنْسَانَ صِنْفَيْنِ o صِنْفًا شَكُوْرًا

[illegible] আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারী করে এবং সমুজ্জ্বল প্রদীপ করে আবির্ভূত করেছেন। আল্লাহ [illegible] লোকজনকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক শ্রেণীর মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী।

وَصِنْفًا كَفُوْرًا o كَمَا قَالَ تَعَالٰى ذِكْرُهٗ: اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ

আর অপর এক প্রকার মানুষ চরম অকৃতজ্ঞ। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন নিশ্চয় আমি মানুষকে পথ দেখিয়েছি, হয়তো সে শুকুরগুজার হবে,

اِمَّا كَفُوْرًا o ثُمَّ الشَّاكِرُ مَنْ شَكَرَ نِعَمَ اللّٰهِ o وَالْكَفُوْرُ مَنْ لَمْ يَشْكُرْ نِعَمَهٗ o

নয় তো অকৃতজ্ঞ হবে। অতঃপর শুকুরগুজার সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর নিয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। চরম অকৃতজ্ঞ সে, যে আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

وَاَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْنَا مِنَ النِّعَمِ غَيْرَ مَحْصُوْرَةٍ وَّمَعْدُوْدَةٍ o كَمَا قَالَ تَعَالٰى

বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতি অফুরন্ত ও অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন। যেমন আল্লাহ (তাঁর স্মরণ মহিমান্বিত হোক) বলেছেন :

ذِكْرُهٗ: وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا o لٰكِنَّ اللّٰهَ اَنْعَمَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ

তোমরা যদি আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা কর, তা হলে তা তোমরা গুণে শেষ করতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ জগতের প্রতি তাঁর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত দান করেছেন

اَفْضَلَ نِعَمِ اللّٰهِ لَا مِثْلَ لَهَا وَلَا نَظِيْرَ لَهَا o اَفْضَلُ الْخَلْقِ رَحْمَةً

যার কোন দৃষ্টান্ত নেই, নেই বিকল্প কিছু। আর সর্বসৃষ্টির সেরা হলেন জগত-করুণা আমাদের শিরতাজ

لِلْعَالَمِينَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝ وَأَلْزَمَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের উপর

ذِكْرَهُ سِرًّا وَّجَهْرًا حَتّٰى فِى الْعِبَادَةِ الْمَخْصُوْصَةِ فِى الصَّلَوٰاتِ وَفِى

প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তাঁর যিকর করা অবধারিত করে দিয়েছেন। এমনকি নামাযের মত বিশেষ ইবাদতে এবং

بَاقِى الْعِبَادَاتِ ۝ وَأَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِذِكْرِهٖ وُجُوْبًا وَسُنَّةً وَّاسْتِحْبَابًا ۝ كَمَا

অন্যসব ইবাদতে তা অবধারিত করেছেন। ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব রূপে তাঁকে স্মরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন মুমিনদের প্রতি। আল্লাহ (তাঁর স্মরণ মহিমান্বিত হোক) বলেন :

قَالَ تَعَالٰى ذِكْرُهُ : فَاذْكُرُوْا آلَاءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ بَلْ لَا يُفْلِحُ أَحَدٌ إِلَّا

তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ রাজী স্মরণ কর তাতে তোমরা সফলকাম হতে পারবে। বরং আল্লাহকে স্মরণ করার পাশাপাশি যে রাসূলকে স্মরণ করে না,

مَنْ يَذْكُرُهُ مَعَ ذِكْرِ اللّٰهِ ۝ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ۝ وَنَفَعَنَا وَ

সে সফল হতে পারবে না। আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকেমহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং

إِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝ إِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الثالثة لشهر ربيع الاول

حقيقة الايمان بالرسول عليه الصلوة والسلام

রবীউল আউয়াল মাসের তৃতীয় খুতবা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান-এর তাৎপর্য

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى ۝ وَاخْتَارَ الْإِسْلَامَ دِيْنًا وَنَصَرَهٗ

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি হিদায়াতসহ তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন। জীবন পরিচালনার প্রণালী রূপে ইসলামকে উত্তম বলে সাব্যস্ত করেছেন। আর সাহায্য করেছেন তিনি

نَصْرًا عَزِيْزًا ۝ فَتَحَ لَهٗ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۝ وَسَلَّطَ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَرَكَ الدِّيْنَ

তাঁর নবীকে অপ্রতিহত ভাবে। তাঁকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছেন। যারা দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করেছিল তাদের উপর তিনি চাপিয়ে দিয়েছেন

شَرًّا كَبِيْرًا وَّعَذَابًا مُّهِيْنًا ۝ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ هُوَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ۝ وَهُوَ اَعْلَمُ

বিরাট অমঙ্গল ও অপদস্থকারী আযাব। এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনিই হিদায়াত দান করেন, যাকে চান। তিনিই সুপরিজ্ঞাত তাদের সম্পর্কে,

بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمُنْتَقِمُ مِمَّنْ يَّبْغِىْ فِى الْاَرْضِ

যারা হিদায়াত পাবে। আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি প্রতিশোধ নেন তাদের কাছ থেকে, যারা পৃথিবীতে উপদ্রব করার চেষ্টা করে।

بِالْفَسَادِ ۝ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ الدَّاعِىْ اِلٰى سَبِيْلِ الرَّشَادِ ۝

আরও সাক্ষ্য দেই যে, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। তিনি হিদায়াত প্রাপ্তির পথে আহ্বানকারী।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحَوْضِ وَالشَّفَاعَةِ الْعُظْمٰى

হে আল্লাহ! করুণা কর, শান্তি নাযিল কর, রোয হাশরে হাওজে কাওসারের ব্যবস্থাপক ও মহান শাফাআতের মালিকের প্রতি।

يَوْمَ التَّنَادِ ۝ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ بَعْدَ النَّبِيِّيْنَ خَيْرَ

তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের প্রতি, যাঁদেরকে আল্লাহ তায়ালা নবীগণের পর বান্দাহদের মধ্যে উত্তম করেছেন।

الْعِبَادِ ۝ اَمَّا بَعْدُ! فَيَآ اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ ۝ اِعْلَمُوْٓا اَنَّ الْمُسْلِمَ مَنْ سَلِمَ

অতঃপর হে মুসলিমবৃন্দ! জেনে রাখুন, মুসলমান যার রসনা ও হাত (এর অনিষ্ট) থেকে নিরাপদ থাকে, সেই প্রকৃত মুসলিম।

الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ ۝ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اٰمَنَ بِرَسُوْلِهٖ بِجَمِيْعِ اَسْمَآئِهٖ

আর মুমিন সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তাঁর সকল নাম ও গুণাবলীর সাথে

وَصِفَاتِهٖ ۝ وَمَآ اَعْطَى اللّٰهُ مِنْ مُّعْجِزَاتِهٖ وَخَصَآئِصِهٖ ۝ لَا يَرْتَابُ عَلٰى

আর আল্লাহ তাঁকে যে সব অলৌকিক ঘটনাবলী ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, তা প্রত্যক্ষ করে। তাঁর বাক্যাবলী ও মর্যাদায় কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করে না।

اَقْوَالِهٖ وَرُتْبَتِهٖ ० وَمَآ اَعْطَاهُ اللّٰهُ مِنْ عِلْمِهٖ ० فَاِنَّ الْاِيْمَانَ تَصْدِيْقُ مُحَمَّدٍ

আল্লাহ তাঁকে যে জ্ঞান দান করেছেন, এ বিষয়ে কোনরূপ সংশয় রাখে না। কারণ, ঈমান হল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِمَاجَآءَ بِهٖ مِنَ الدِّيْنِ ضَرُوْرَةً ० وَفِى الْاَشْبَاهِ

তিনি দ্বীন সম্পর্কে যা নিয়ে এসেছেন তা বিশ্বাস করা। আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

وَالنَّظَائِرِ: وَيَكْفُرُ اِذَاشَكَّ فِىْ صِدْقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْسَبَّهٗ

আর কাফিরে পরিণত হবে, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে সন্দেহ পোষণ করে,

اَوْنَقَّصَهٗ اَوْصَغَّرَهٗ ० وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ० وَ

তাঁকে গালি দেয়, তাঁর মর্যাদার অবমাননা করে, অথবা তাঁকে অপমান করে। আর আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র জীবনবিধান,

الْاِسْلَامُ مَا رَضِىَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ وَّفِعْلٍ ०

আর ইসলাম তাই, যার প্রতি আল্লাহর রাসূল রাযী-তা কথাই হোক বা কর্মই হোক।

وَمَا قَالَ وَمَا فَعَلَ ० فَمَا رَضِىَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ

কাজেই যে বিষয়ে আল্লাহর রাসূল রাযী, তা হল আনুগত্য ও ইবাদত।

طَاعَةٌ وَمَا سَخِطَ عَلَيْهِ فَهُوَمَعْصِيَةٌ ० قَالَ تَعَالٰى: مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ

আর যে বিষয়ে তিনি অসন্তুষ্ট, তা-ই নাফরমানী ও পাপ। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ যে আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করলো,

اَطَاعَ اللّٰهَ لِاَنَّ اللّٰهَ ذَكَرَ فِىْ كَلَامِهٖ : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ

সে অবশ্যই আল্লাহর আনুগত্য করেছে। অন্যত্রে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কালামে ইরশাদ করেছেন, এমন সব লোক আছে যারা বলে আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি,

وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ० وَمَنْ اَنْكَرَشَيْئًا اَحَبَّهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَرَضِىَ

আর আখিরাতের দিনের উপরেও। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মুমিন নয়। অতএব, আল্লাহর কালাম মুতাবিক যে বিষয় আল্লাহর রাসূল ভালবেসেছেন, সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

عَلَيْهِ فَهُوَ كَافِرٌ ۝ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا

সে বিষয়কে যে ব্যক্তি অগ্রাহ্য করবে, সে কাফির। তিনি বলেনঃ তাই না, তোমার প্রতিপালকের কসম; তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ তারা তোমাকে তাদের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসায়

شَجَرَ بَيْنَهُمْ ۝ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا

মধ্যস্থতাকারী না বানাবে। অতঃপর তারা তাদের অন্তরে তোমার কৃত ফয়সালা মেনে নেয়ার ব্যাপারে কোনরূপ অসুবিধা অনুভব না করবে। আর তোমাকে পরিপূর্ণভাবে মেনে নিয়ে

تَسْلِيْمًا ۝ فَحَقِيْقَةُ الْاِسْلَامِ وَاُسْوَتُهٗ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ۝ لِاَنَّ اللّٰهَ اِذَا اَطْلَعَ

আত্মসমর্পণ না করবে। কাজেই প্রকৃত ইসলাম ও ইসলামের আদর্শ আল্লাহর রাসূলের মধ্যে নিহিত রয়েছে। কারণ, আল্লাহ যখন তাঁর রাসূলকে পরলোকে গমন করার ব্যাপারে জানান,

رَسُوْلَهٗ لِلرِّحْلَةِ ۝ اِطَّلَعَهٗ بِاِتْمَامِهٖ ۝ كَمَا قَالَ تَعَالٰى: اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ

তখন তিনি ইসলাম পরিপূর্ণ হওয়ার সংবাদও প্রদান করেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ আজিকার দিন আমি তোমাদের কল্যাণে তোমাদের দ্বীন (এর নির্দেশাদি) পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং

دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۝ فَعُلِمَ بِهٖ

তোমাদের প্রতি আমি আমার পূর্ণ করুণা বর্ষণ করলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে আমি জীবন প্রণালী রূপে গ্রহণ করে নিলাম। তাই জানা গেল,

اَنَّ الْاِسْلَامَ هُوَ اَمْرُهٗ وَنَهْيُهٗ ۝ لِاَنَّ اللّٰهَ قَالَ: وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ

ইসলাম হল তাঁর (নবী সা.) আদেশ-নিষেধ। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেনঃ তোমাদেরকে যা দেন তা অবলম্বন কর,

وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۝ وَاِنْ نَزَلَتِ الْاٰيَةُ فِي الْغَنِيْمَةِ وَلٰكِنَّ حُكْمَهٗ عَامٌّ

আর তিনি যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো। আয়াতটি গনীমতের ব্যাপারে নাযিল হলেও এর হুকুম সকল ব্যাপারেই প্রযোজ্য।

فِيْ جَمِيْعِ الْاُمُوْرِ ۝ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ۝ وَنَفَعَنَا وَ

আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন।

اِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الرابعة لشهر ربيع الاول

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم

রবীউল আউয়াল মাসের চতুর্থ খুতবা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জিযা প্রসঙ্গে

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ○ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। যিনি জীবনদান করেন, মৃত্যু দেন। আর তিনিই চিরঞ্জীব

لَا يَمُوْتُ ○ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا

তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না। শুধু তাঁর হাতেই কল্যাণ। তিনিই সর্বশক্তিমান। আর আমি সাক্ষ্য দেই যে, সর্বজ্ঞ সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই।

اللّٰهُ خَبِيْرٌ بَصِيْرٌ ○ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا

আরও সাক্ষ্য দেই যে, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সাঃ) সকল মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল, সুখবরদানকারী,

وَّنَذِيْرًا ○ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

ভীতি প্রদর্শনকারী। হে আল্লাহ্! তুমি তাঁর প্রতি, তাঁর বংশধর ও তাঁর সকল সাহাবীদের প্রতি করুণা কর।

اَجْمَعِيْنَ ○ اَمَّا بَعْدُ: اِعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ عَلَى الْاَنْبِيَآءِ كُتُبًا وَّصُحُفًا ○

অতঃপর জেনে রাখুন, আল্লাহ্ তাআলা নবীদের উপর বহু গ্রন্থ ও খণ্ড পুস্তক নাযিল করেছেন।

وَاَنْزَلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ○ وَبَيَّنَ فِيْهِ مَا كَانَ وَمَا

আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি নাযিল করেছেন কুরআন। কিয়ামত পর্যন্ত যা হবে বা হয়েছে তা তিনি কুরআনে বিবৃত করেছেন।

يَكُوْنُ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ○ وَقَالَ تَعَالٰى: ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ

আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ এসব হল অদৃশ্যের খবরাদি, যা তোমার প্রতি অহী করেছি।

وَعَلَّمَهُ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ اَحَدٌ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ٥ وَقَالَ: اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ

আর আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে জগতের আর কেউ যা না জানে তা জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেনঃ তারা কি পাখির প্রতি দৃষ্টিপাত করে না

صٰفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ٥ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ٥ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيْرٌ ٥

যা দল বেঁধে তাদের উপর পাখা সঞ্চালন করে উড়ে? শুধু মহান আল্লাহ্ই ওদেরকে (শূন্যে) ধরে রাখেন। তিনি সবকিছু প্রত্যক্ষকারী।

وَعَلَّمَهُ مَا فَوْقَ السَّمَاءِ وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ٥ وَاَرَاهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ٥ وَقَالَ:

তিনি তাঁর নবীকে আসমানের উপরও মৃত্তিকার তলদেশে যা রয়েছে তা জানিয়েছেন। আর তাঁকে মস্তবড় নিদর্শন দেখিয়েছেন। তনি বলেনঃ

عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ٥ ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ٥ ثُمَّ دَنٰى

তাঁকে (নবীকে) সুঠামদেহী শক্তিশালী (জিবরাঈল) তা (কুরআন) শিক্ষা দিয়েছেন। এমন অবস্থায় যে তখন সে উর্ধ্বগগণ প্রান্তে অবস্থান নিয়েছিল। অতঃপর নিকটে আসে

فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ٥ فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى ٥

আরও নিকটবর্তী হয়ে যায় ফলে, দু' ধনুক পরিমাণ বা তারও কম দূরত্ব বজায় থাকে। অতঃপর অহী করেন তাঁর বান্দার প্রতি যা তিনি অহী করেছিলেন

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ٥ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ٥ وَلَا يَعْلَمُ اَحَدٌ مِّنَ

আর দৃষ্টিভ্রম ঘটেনি সীমাও লঙ্ঘন করেনি। বস্তুতঃ নবী তার প্রতিপালকের বড় নিদর্শনগুলো দেখেছেন।

الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالْمَلَكِ مَاذَا اَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى عَبْدِهٖ ٥ بَلْ لَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ

আর আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দার প্রতি কি অহী করেছেন, তা জিন, ইনসান, ফেরেস্তা, কেউ জানে না। বরং আল্লাহ্র সৃষ্টির

اَحَدٌ مِّنْ خَلْقِ اللّٰهِ ٥ وَلَا يَسْتَوِيْ بِهٖ اَحَدٌ مِّنْ خَلْقِ اللّٰهِ ٥ لِاَنَّهٗ حَبِيْبُ اللّٰهِ ٥

কেউ তা জানতে পারেনি। আর আল্লাহ্র সৃষ্টির কেউ তাঁর (নবীর) সমকক্ষও নয়। কারণ তিনি হলেন আল্লাহ্র হাবীব।

وَجُعِلَتْ لَهُ الْاَرْضُ مَسَاجِدًا وَطَهُوْرًا ٥ وَاَعْطَاهُ اللّٰهُ الشَّفَاعَةَ وَالرُّكْنَ

তাঁর জন্য মাটিকে মসজিদ ও পবিত্রকারী করে দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ্ তাঁকে শাফাআত করার অধিকার দান করেছেন। তাঁকে রুকনে ইয়ামানী,

وَالْحَجَرِ وَزَمْزَمَ ۞ وَمَقَامَ اِبْرَاهِيْمَ جَعَلَهُ اللّٰهُ لِنَبِيِّهٖ وَلِاُمَّتِهٖ مُصَلًّى اِلٰى يَوْمِ

হাজরে আসওয়াদ, যমযম, দান করেছেন। মাকামে ইব্রাহীমকে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবীর জন্য, তাঁর নবীর উম্মতের জন্য, রোজ কিয়ামত পর্যন্ত নামাযের মাকাম বানিয়ে

الْقِيَامَةِ ۞ وَقَالَ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى ۞ وَجَعَلَ اللّٰهُ لَهٗ جَنَّتَيْنِ ۞

দিয়েছেন। আর বলেছেনঃ আর তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর স্থানকে নামাযের স্থান বানিয়ে লও। আর আল্লাহ্ তাঁর নবীর জন্য দুটি জান্নাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

جَنَّةٌ بَيْنَ قَبْرِهِ الشَّرِيْفِ وَالْمِنْبَرِ وَجَنَّةٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۞ وَجَعَلَ بَابَ

একটি কবর শরীফ ও মিম্বারের মধ্যখানে, অপরটি মাসজিদে হারামে। আর বনু শায়বা দরজাকে বাবুস্সালাম বা শান্তির দরজা করে দিয়েছেন।

بَنِىْ شَيْبَةَ بَابَ السَّلَامِ ۞ وَهُوَ بَابُ الْجَنَّةِ ۞ وَاللّٰهُ اَعْطٰى لِحَبِيْبِهٖ مُعْجِزَاتِ

আর তা-ই হল জান্নাতের দ্বার বা বাবুল জান্নাত। সকল নবীকে আল্লাহ্ তাআলা যত মু'জিযা দান করেছেন তা সবই তাঁর হাবীবকে দিয়েছেন।

سَائِرِ الْاَنْبِيَاءِ ۞ وَزَادَ لَهُ الْمُعْجِزَاتِ فِى السَّمَاءِ ۞ وَجَعَلَ جَسَدَهٗ

তদুপরি আসমানে তাঁর বহু মু'জিযা-অলৌকিক ঘটনা রেখেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দেহ মোবারককে মু'জিযায় পরিণত করেছেন।

الشَّرِيْفَ مُعْجِزَةً ۞ بَلْ فِىْ كُلِّ شَعْرَةِ جَسَدِهِ الشَّرِيْفِ مُعْجِزَةٌ عَلٰى حِدَةٍ ۞

বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেহের প্রতিটি পশম স্বতন্ত্র মু'জিযা। যেরূপ

كَمَا اَنَّ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ ضَرَبَ الْحَجَرَ بِعَصَاهُ ۞ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا

মূসা (আঃ) তাঁর লাঠি দিয়ে পাথরের উপর আঘাত করে ছিলেন, তখন তা থেকে বারটি ঝর্ণার সৃষ্টি হয়।

عَشْرَةَ عَيْنًا ۞ وَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَابِعَهُ الشَّرِيْفَةَ

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আঙ্গুল শরীফ রেখেছিলেন পাথরের উপর,

عَلَى الْحِجَارَةِ ۞ فَفَاضَ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ الْمَآءُ ۞ فَهِىَ اَعْجَبُ الْعَجَآئِبِ

তখনি তাঁর আঙ্গুল গুলোর মাঝখান থেকে পানি প্রবাহিত হতে লাগলো। এটা বিস্ময়কর ঘটনা।

فَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ مَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ ○ وَلَا يَخْرُجُ الْمَآءُ مِنْ بَيْنِ

কারণ, কোন কোন পাথর হতে পানির স্রোত প্রবাহিত হয়ে থাকে। কিন্তু কখনোও হাতের আঙ্গুল হতে পানি বের হয়ে আসে না।

الْاَصَابِعِ قَطُّ ○ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ○ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ

আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে

بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ○ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الخامسة لشهر ربيع الاول

بيان المعجزات والايات عند ولادة النبى صلى الله عليه وسلم

রবীউল আউয়াল মাসের পঞ্চম খুত্বা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভূমিষ্ট হওয়ার সময়ের মু'জিযা ও নিদর্শনাদির বিবরণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهٗ عِوَجًا ○ وَجَعَلَ لَنَا

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেননি,

رُشْدًا وَجَعَلَ سَيِّدَ الْاَنْبِيَآءِ لَنَا هَادِيًا وَّمُرْشِدًا ○ وَاَفَاضَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

আমাদের জন্য তা করেছেন হেদায়েত প্রাপ্তির বস্তু। আর আম্বিয়াদের সরদারকে তিনি আমাদের হিদায়াতকারী ও আমাদের কল্যাণের দিশারী বানিয়েছেন। এবং সৃষ্টি জগতের প্রতি প্রবাহিত

بِرًّا وَّ اِحْسَانًا ○ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنَامِ ○ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ

করেছেন অনুকম্পা ও দয়া। আর দরূদ ও সালাম সকল মানবের সরদারের প্রতি এবং তাঁর বংশধর ও সম্মানিত সাহাবীদের প্রতি।

اَصْحَابِهِ الْكِرَامِ ○ اَمَّا بَعْدُ! فَاِنَّ اللّٰهَ اَنْعَمَ عَلَيْنَا غَايَةَ الْاِنْعَامِ ○ اِذْ اَرْسَلَ

অতঃপর, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অশেষ করুণা প্রদর্শন করেছেন। কারণ, তিনি আমাদের প্রতি প্রেরণ করেছেন

إِلَيْنَا رَسُوْلَهُ الَّذِىْ فَازَ بِاَعْلَى الْمَقَامِ ۝ وَجَعَلَهُ اِمَامَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ وَاَرْسَلَهُ

তাঁর রাসূলকে যিনি অতি উচ্চ অধিষ্ঠান লাভে কৃতার্থ হয়েছেন। আর তিনি তাঁকে রাসূলদের ইমাম নিযুক্ত করেছেন।

مِنْ عِنْدِهٖ نُوْرًا وَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ كَمَا قَالَ تَعَالٰى: قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ

আর তাঁকে তিনি তাঁর পক্ষ থেকে নূর রূপে এবং সমস্ত জগতের রহমত রূপে পাঠিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ সন্দেহ নেই, তোমাদের নিকট আল্লাহ্র তরফ হতে এসেছে নূর

وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَقَالَ تَعَالٰى: وَجَعَلْنٰكَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا ۝ وَطَهَّرَ اللّٰهُ اَهْلَ

এবং সুস্পষ্ট গ্রন্থ। তিনি আরও বলেনঃআর আমি তোমাকে আলোদানকারী প্রদীপ করেছি। আর আল্লাহ্ তাআলা রাসূলের পরিবারবর্গকে সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে পূত-পবিত্র করেছেন।

بَيْتِهٖ فِى الْعَالَمِيْنَ ۝ وَخَصَّهُ بِالْخَصَائِصِ لَا نَظِيْرَ لَهُ فِى الْعَالَمِيْنَ مِنْ لَّدُنْ

আর তাঁকে এমন সব বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যার দৃষ্টান্ত জগতে আদম থেকে নিয়ে কিয়ামতের প্রতিদান দিবস পর্যন্ত পরিদৃষ্ট হবে না।

اٰدَمَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ خُصُوْصًا وِلَادَةُ النَّبِىِّ ﷺ وَعَجَائِبُ الْوَقَائِعِ عِنْدَهَا عِبْرَةٌ

বিশেষতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মগ্রহণ এবং ভূমিষ্টকালিন সময়ের ঘটনাবলী মুমিনদের জন্য নসীহত

لِّلْمُوْقِنِيْنَ ۝ وَعِيْدُ الْاَعْيَادِ وَالْفَرْحَةُ الْكُبْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ۝ وَالنِّعْمَةُ

গ্রহণের উপাদান এবং অন্যতম ঈদ বা খুশীর দিন ও বিরাট আনন্দের বিষয় মুসলমানদের জন্য, এবং মুমিনদের জন্য বিশাল অনুগ্রহ সম্ভার।

الْعُظْمٰى عِنْدَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وُلِدَ الْمُصْطَفٰى نَظِيْفًا مَّكْحُوْلًا مَّسْرُوْرًا

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেহে, সুরমা চোখে, আনন্দচিত্তে হাসি মুখে,

مُّبْتَسِمَ الْوَجْهِ مَخْتُوْنًا جَمِيْلَ الصُّوْرَةِ قَوِىَّ الْجِسْمِ ۝ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّهُ نَزَلَ

খত্না করা অবস্থায়, সুন্দর চেহারা ও মজবুত-সুঠাম দেহ নিয়ে ভূমিষ্ট হন। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি সিজদারত অবস্থায় ভূমিষ্ট হন

سَاجِدًا ۝ وَرَفَعَ رَأْسَهُ بِنَفْسِهٖ وَبَسَطَ كَفَّيْهِ كَالدَّاعِىْ ۝ وَخَرَّتِ الْاَصْنَامُ

এবং নিজেই মস্তক উত্তোলন করেন, আর দোওয়া করার ন্যায় দু হাত প্রসারিত করে দেন। আর দেবমূর্তিগুলো

عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ० وَتَوَالَتْ بُشْرٰى الْهَوَاتِفِ اَنْ قَدْ وُلِدَ الْمُصْطَفٰى ० وَدَخَلَ

তখন উপুড় হয়ে নিপতিত হয় এবং একাধারে অদৃশ্য আহ্বানকারীর সু সংবাদ আসতে থাকে যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) ভূমিষ্ট হয়েছেন।

رَجُلٌ مِّنَ الرُّهْبَانِ صَبَاحَ وِلَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحَرَمِ ०

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভূমিষ্ট হওয়ার দিন প্রত্যূষে জনৈক খৃস্টান ধর্মযাজক হেরেম শরীফে প্রবেশ করেন এবং

وَنَادٰى بِاَعْلٰى صَوْتِهٖ: يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ وُلِدَ فِيْكُمْ وَلَدٌ فِى اللَّيْلَةِ الْبَارِحَةِ ०

উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বললেনঃ হে কুরাইশগণ! গতরাতে তোমাদের মধ্যে এক শিশু জন্ম নিয়েছেন।

فَقَالُوْا مَا وُلِدَ فِيْنَا الْبَارِحَةَ وَلَدٌ ० فَصَاحَ الرَّاهِبُ بِاَعْلٰى صَوْتِهٖ ० اَنْ قَدْ

তারা বললো, গত রাতে আমাদের মধ্যে কোন শিশু জন্ম নেয়নি। তখন যাজক চিৎকার করে বললেনঃ

وُلِدَ فِيْكُمْ وَلَدٌ فِى اللَّيْلِ ० فَتِّشُوْا فِيْكُمْ ० فَتَّشُوْا فَوَجَدُوْا فِيْهِمْ وَلَدًا مِنْ

অবশ্যই এ রাতে তোমাদের মধ্যে এক শিশু জন্ম নিয়েছেন, তোমাদের মধ্যে তালাশ করে দেখ। তখন তারা খোঁজ খবর নিলেন এবং তাদের মধ্যে আমিনার গর্ভে

بَطْنِ اٰمِنَةَ فَقَالَ ० اَرِنِىْ هٰذَا الْوَلَدَ ० فَلَمَّا رَاٰهُ قَالَ هٰذَا رَجَائِىْ كُنْتُ اَنْتَظِرُهٗ ०

এক শিশুর জন্ম হয়েছে দেখতে পান। তখন যাজক বললেনঃ আমাকে বাচ্চাটি দেখাও। তিনি যখন বাচ্চাটি দেখলেন, বললেনঃ এটাই আমার মনোবাঞ্ছা ছিল। আমি তাঁর অপেক্ষায় ছিলাম

قَالُوْا كَيْفَ عَلِمْتَ وِلَادَةَ هٰذَا الْمَوْلُوْدِ ० قَالَ الرَّاهِبُ: اِعْلَمُوْآ اَنِّىْ لَسْتُ

কুরাইশগণ বললোঃ এ বাচ্চার ভূমিষ্ট হওয়ার খবর আপনি কি রূপে অবগত হয়েছেন? ধর্মযাজক বললেনঃ জেনে রাখ,

مِنَ الْعَرَبِ ० اِنِّىْ مِنْ سُكَّانِ الشَّامِ بَلَدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْبَرَكَةِ ० تَرَكْتُ بِلَادِىْ اِذَا

আমি আরবের বাসিন্দা নই, সিরিয়ার বাসিন্দা-যা নবীদের দেশ ও বরকতের দেশ। আমি যখন গ্রন্থাদিতে দেখতে পেলাম যে,

رَاَيْتُ فِى الْكُتُبِ اَنَّ نَبِيَّ اٰخِرِ الزَّمَانِ يُبْعَثُ فِىْ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ ० وَقَدْ

আখেরী জামানার নবী মক্কা মুকাররামায় জন্ম গ্রহণ করবেন, এদিকে তাঁর ভূমিষ্ট হওয়ার দিনও এসে গেছে,

حَانَ وَقْتُ وِلَادَتِهٖ ۝ فَجِئْتُ مَكَّةَ اَنْتَظِرُهٗ ۝ وَكُنْتُ اَنْظُرُ اِلَى السَّمَاءِ فَرَاَيْتُ

তখন আমি মক্কায় এসেছি তাঁর অপেক্ষায়। আর আমি আকাশ পানে দেখতে ছিলাম,

نُوْرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاطِعَةً فِى السَّمَاءِ كَالْكَوَاكِبِ

দেখতে পাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নূর সমুজ্জ্বল তারকারাজির ন্যায় ঝিলিক মারছে।

السَّاطِعَةِ ۝ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ ۝ وَاِنَّهٗ وُلِدَ اللَّيْلَةَ فَنَظَرْتُ فِى

তা আসমান হতে পৃথিবীতে অবতরণ করেছে এবং গতরাতে ভূমিষ্ট হয়েছে। তখন আমি রাতে পুনরায় লক্ষ্য করি আকাশ পানে,

السَّمَاءِ اللَّيْلَةَ لَمْ اَرَهٗ فَتَيَقَّنْتُ اَنَّهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَحَبِيْبُهٗ ۝ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا

কিন্তু তা দেখতে পাইনি। তখন আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আল্লাহ্‌র দোস্ত। আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং

وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ۝ وَنَفَعَنَا وَ اِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّهٗ

এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি

تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ ۝

মহান, দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الالى لشهر ربيع الثانى

البشارة عند مولد النبى صلى الله عليه وسلم

রবীউস সানী মাসের প্রথম খুতবা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মের খোশখবরী প্রসঙ্গে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِىِّ الْاَكْبَرِ لَا رَادَّ لِمَاقَضَاهُ وَلَادَافِعَ لِمَاقَدَّرَ ٥ وَاَشْهَدُ اَنْ

সকল প্রশংসা একমাত্র সুউচ্চ মর্যাদাবান সর্ব-সম্ভ্রম শ্রেষ্ঠ আল্লাহর, যাঁর ফয়সালা কেউ রদ করতে পারে না। যাঁর নির্ধারিত ভাগ্যলিপি কেউ বাতিল করে দিতে পারে না। আর আমি সাক্ষ্য দেই যে,

لَّااِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ الْخَلْقَ وَدَبَّرَ ٥ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ

আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই যিনি সমগ্র জগত সৃষ্টি করেছেন ও বিন্যস্ত করেছেন আমি সাক্ষ্য দেই যে, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল।

اللّٰهِ اجْتَبَاهُ اللّٰهُ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ٥ حَتّٰى عَلَى الْمَلٰئِكَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ ٥ اَللّٰهُمَّ

তাঁকে আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ বলে চয়ন করেছেন সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর। সম্মানিত পূণ্যবান ফিরিস্তাদের উপরও তাঁকে মর্যাদা দিয়েছেন। হে আল্লাহ্!

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ مَادَارَتِ الْاَفْلَاكُ عَدَدَ

কর□ণা কর, শান্তি নাযিল কর, আমাদের শিরতাজ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর বংশধর ও সাথীদের প্রতি,

اَلْحَجَرِ وَالْمَدَرِ ٥ اَمَّابَعْدُ: اَيُّهَاالْمُؤْمِنُوْنَ ٥ اِنَّ اللّٰهَ صَانَ نَبِيَّهٗ مِنَ الزَّلَلِ

পাথর ও মাটি কণার সংখ্যানুপাতে, যতোদিন নভোমন্ডল বিচরণশীল থাকে। অতঃপর হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর নবীকে (সাঃ) নিরাপদ রেখেছেন পদস্খলন পাপাচার থেকে।

وَالْعِصْيَانِ ٥ وَاَمَرَهٗ بِالْاِسْتِغْفَارِ لَهٗ شَاكِرًالْمَغْفِرَتِهٖ لِيَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا ٥

আর তাঁকে ক্ষমা করে দেয়ার শোকর আদায় করার বিনিময়ে আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তিনি (নবী) শোকরকারী বান্দা বলে গণ্য হতে পারেন।

وَاَظْهَرَلَهُ الْمُعْجِزَاتِ مَالَمْ يَرَهٗ نَبِىٌّ قَبْلَهٗ فِى الدَّائِرَاتِ ٥ كَمَانَطَقَ لَهٗ

আর তাঁর জন্য এমন সব অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ করেছেন, যা তাঁর পূর্বে ঘটনা পরম্পরায় কোন নবীই প্রত্যক্ষ করেননি। যেমন,

اَلْحَجَرُ وَاَجَابَ دَعْوَتَهٗ ○ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الشَّجَرُ وَشُقَّ لَهُ الْقَمَرُ وَشُقَّ لَهُ الصَّدْرُ

পাথর তাঁর পক্ষে কথা বলেছে এবং তাঁর আহবানে সাড়া দিয়েছে। তাঁকে বৃক্ষ সালাম করেছে। তাঁর জন্য চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। তাঁর সিনাচাক করা হয়েছে

وَاُخْرِجَ مِنْهُ الْكَدَرُ ○ وَشَهِدَ بِرِسَالَتِهِ الْحَجَرُ ○ وَاَخْبَرَ بِقُدُوْمِهِ الْاَصْنَامُ

এবং তা থেকে কলুষ-পদার্থ বের করে দেয়া হয়েছে। তাঁর রিসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছে পাথর। তাঁর আগমণের খবর দিয়েছে

نَحِيْتَةُ الْحَجَرِ ○ وَنَطَقَ الْاَصْنَامُ بِلِسَانٍ فَصِيْحٍ ○ حَتّٰى قَالَ عِنْدَ عُمَرَ رضـ :

পাথরে খোদাই মূর্তিগুলো। আর মূর্তি সমূহ (এ বিষয়ে) সুস্পষ্ট, বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলেছে। এমনকি হযরত উমরের নিকট বলেছেঃ

يَا جَلِيْحُ اَمْرٌ نَجِيْحٌ رَجُلٌ فَصِيْحٌ يَصِيْحُ بِلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ○ وَبَشَّرَ الْجِنُّ

হে পরিচ্ছন্ন শিরধারী (হযরত উমরের মাথায় চুল কম ছিল) বিষয়টি কামিয়াব হবে। একজন বিশুদ্ধ ভাষী-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু (আল্লাহ্ ছাড়া কেউ উপাস্য নেই)-এর ঘোষণা উচ্চস্বরে প্রচার করবেন।

بِبَعْثَتِهٖ ○ وَاَرْسَلُوْا اِلَيْهِ سَوَادَ بْنَ الْقَارِبِ لِيَشْهَدَ لَهُ النُّبُوَّةَ ○ فَجَآءَ اِلٰى

আর জিনরা মহানবী (সাঃ)-এর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছে। তারা নবী (সাঃ)-এর নিকট তাঁর নবুওয়াতের সাক্ষ্য দেয়ার জন্য প্রতিনিধি করে সাওয়াদ ইবনে কারিব নামক জিনকে প্রেরণ করেছে।

رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

সাওয়াদ ইবনে কারিব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট গমন করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেনঃ

وَسَلَّمَ : اَعْلَمُ مَا جَاءَ بِكَ عِنْدِيْ يَا سَوَادُ بْنُ قَارِبٍ ○ فَقُلْ مَا شِئْتَ ○ فَقَالَ

হে সাওয়াদ ইবনে কারিব! তুমি আমার নিকট কি প্রয়োজনে এসেছো তা আমি জানি। তাই তুমি যা বলতে চাও বল। তখন সাওয়াদ ইবনে কারিব

لَهٗ مَا وَقَعَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنِّ ○ وَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ لَا رَبَّ غَيْرُهٗ ○ وَاَنَّكَ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট জিন ও তার মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছে তা ব্যক্ত করে। সে বলেঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনও রব নেই।

مَأْمُوْنٌ عَلٰى كُلِّ غَائِبٍ ○ وَاَنَّكَ اَدْنَى الْمُرْسَلِيْنَ وَسِيْلَةً اِلَى اللّٰهِ يَا ابْنَ

আর আপনি গায়েবের যাবতীয় ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি। হে, পবিত্র সম্মানিত ব্যক্তিদের সন্তান! আপনি রাসূলদের মধ্যে আল্লাহর নিকটে পৌঁছার নিকটতম অবলম্বন (ওসীলা)

الْأَكْرَمِيْنَ الْأَطَائِبِ ο فَمُرْنَا بِمَا يَاْتِيْكَ يَاخَيْرَ مُرْسَلٍ ο وَاِنْ كَانَ فِيْمَا جَاءَ

তাই, হে রাসূল কুলের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব! আপনার নিকট যা আসে সে বিষয়ে আমাদেরকে নির্দেশ দিন। যদিও তা চুল পাকিয়ে দেয়ার মত (কঠিন) হয়

شَيْبُ الذَّوَائِبِ ο وَكُنْ لِّيْ شَفِيْعًا يَوْمَ لَا ذُوْشَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ

আর আপনি আমার শাফাআতকারী হোন এমন দিন, যেদিন আপনি ব্যতীত অন্য কেউ শাফাআতকারী হবে না,

سَوَادِ بْنِ قَارِبٍ ο فَاِذَا سَمِعَه‘ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ

যে সাওয়াদ ইবনে কারিবকে উদ্ধার করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তার এ কথা শুনে বলেনঃ হে সাওয়াদ!

اَفْلَحْتَ يَاسَوَادُ ο وَكَانَ يُبَشِّرُ لِظُهُوْرِهٖ قَبْلَ وِلَادَتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

তুমি কৃতকার্য হয়েছ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মের পূর্বেই পৃথিবীর গণকরা,

كُهَّانُ الْاَرْضِ وَالرُّهْبَانُ وَالْاَحْبَارُ ο كَمَابَشَّرَ الشَّقُّ وَالسَّطِيْحُ قَبْلَ وِلَادَتِهٖ

খৃস্টান ও ইহুদী ধর্ম যাজকরা তাঁর আবির্ভাবের খুশ খবরী দিয়েছিলেন। যেমন খুশ খবরী দিয়েছিলেন শাক্ ও সাতীহ্ মহানবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর

عَلَيْهِ السَّلَامُ بِخَمْسِ مِائَةِ عَامٍ ο اِذَا عَبَّرَ لِرُؤْيَا مَلِكِ الْيَمَنِ وَكَانَ النَّاسُ

ভূমিষ্ট হওয়ার পাঁচ শ বছর পূর্বে। তারা ইয়ামন নরপতির খাবের ব্যাখ্যা দিচ্ছিল। তখন লোকজন

فِيْ هٰذَا الزَّمَانِ عَلٰى ثَلٰثَةِ اَصْنَافٍ ο مُشْرِكُوْنَ وَمُوَحِّدُوْنَ وَاَهْلُ الْفِطْرَةِ ο

তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। মুশ্‌রিক, তাওহীদপন্থী, স্বভাব-ধর্ম বিশ্বাসী। ফিৎরাত তথা স্বভাব-ধর্মী

وَاَهْلُ الْفِطْرَةِ الَّذِيْنَ يَنْتَظِرُوْنَ نَبِيَّ اٰخِرِ الزَّمَانِ ο وَبِهٖ صَارُوْا اَهْلَ الْجِنَانِ ο

তারাই, যাঁরা আখেরী যামানার নবীর আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁরা এ জন্য জান্নাতবাসী হয়েছেন।

وَكَذٰلِكَ بَشَّرَ بِقُدُوْمِهٖ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ο كَمَا قَالَ تَعَالٰى:

অনুরূপভাবে ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বে খুশখবরী প্রদান করেছিলেন মারইয়াম তনয় হযরত ঈসা (আ.) (তাঁদের উভয়ের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক)। আল্লাহ্ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

يَابَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ

হে ইসরাইলের বংশধর! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র রাসূল নিযুক্ত হয়ে এসেছি, আমার সামনে তাওরাতের যে অংশ বিদ্যমান রয়েছে, তার সত্যয়কারী রূপে।

وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ ۝ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

আর একজন রাসূলের আগমণের সুসংবাদদানকারী রূপে, যিনি আমার পরে আসবেন, যাঁর নাম আহমদ। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنِّىْ لَدَعْوَةُ اِبْرَاهِيْمَ ۝ وَبَشَارَةُ عِيْسٰى وَرُؤْيَا اُمِّىْ ۝ وَبَشَّرَ

আমি হলাম ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া, ইসা (আ.)-এর সুসংবাদ আর আমার মা-এর স্বপ্নের ফল।

لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ تُبَّعُ الْحِمْيَرِىُّ ۝ فَقَالَ يَآ اَهْلَ يَثْرِبَ ۝ اَبْشِرُوْا فَاِنَّ نَبِىَّ اٰخِرِ

আর তুব্বা হিমইয়ারী মদীনাবাসীদের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ হে ইয়াস্‌রিববাসী! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। নিশ্চয় আখেরী যামানার নবী

الزَّمَانِ يُوْلَدُ بِمَكَّةَ وَيُهَاجِرُ اِلَيْكُمْ ۝ فَاَقِيْمُوْا هُنَاكَ وَانْتَظِرُوْهُ ۝ فَاِذَا

মক্কায় জন্মগ্রহণ করবেন। আর তিনি হিজরাত করে তোমাদের নিকট আসবেন। তোমরা এখানে অবস্থান কর তাঁর আগমনের অপেক্ষায় থাক।

جَاءَكُمْ فَاٰمِنُوْا وَانْصُرُوْهُ تُفْلِحُوْا فِى الدَّارَيْنِ ۝ وَاِنِّىْ كَاتِبٌ كِتَابًا اَسْتَوْدِعُهٗ

তিনি যখন তোমাদের নিকট এসে যাবেন, তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, তাঁকে সাহায্য করবে। তা হলে তোমরা ইহকালে ও পরকালে কামিয়াব হবে। আমি একটি পত্র লিখে তোমাদের নিকট

عِنْدَكُمْ ۝ فَاِذَا جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ وَلَقِيْتُمُوْهُ فَادُّوْا اَمَانَتِىْ اِلَيْهِ ۝ فَاِذَا وَصَلَ

আমানত স্বরূপ রেখে যাচ্ছি। যখন সেই রাসূল তোমাদের নিকট উপস্থিত হবেন, আর তোমরা তাঁর সাথে দেখা করবে, তাঁর নিকট আমার আমানত পৌঁছে দেবে।

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَنَزَلَ عَنْ نَّاقَتِهٖ عِنْدَ بَيْتِ اَبِىْ

অনন্তর, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় পদার্পণ করলেন আর হযরত আবূ আইয়্যূব আনসারী (রা.)-এর বাসভবনের নিকট স্বীয় বাহন উটনী হতে অবতরণ করলেন,

اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ ۝ قَالَ لِاَبِىْ اَيُّوْبَ اَدِّ اِلَىَّ اَمَانَتِىْ قَالَ وَمَا الْاَمَانَةُ

তখন আবূ আইয়্যূব আনসারীকে বললেন ঃ আমার আমানত আমার নিকট পৌঁছে দাও। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন আমানতের কথা বলছেন?

يَارَسُوْلَ اللّٰهِo قَالَ كِتَابُ تُبَّعِ الْحِمْيَرِيِّo فَاِذَا وَصَلَ الْكِتَابُ اِلَيْهِ وَقَرَأَهُ

তিনি বললেন : তুব্বা হিমাইয়ারীর পত্র। তাঁর পত্র যখন রাসূলের হস্তগত হল, তিনি তা পড়লেন

بَشَّرَلَهُ بِالْجَنَّةِ o بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ o وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ

এবং তাঁর জান্নাত লাভের সুসংবাদ দান করলেন। আল্লাহ্ আমাদের এবং আপনাদের প্রতি মহান কুরআনের দ্বারা বরকত দান করুন। আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে

بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ o اِنَّهُ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَّءُوْفٌ رَّحِيْمٌ o

আয়াত সমূহ দ্বারা এবং প্রজ্ঞাময় উপদেশ গ্রন্থ দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, সম্মশালী, সম্রাট, অনুগ্রহকারী ও দয়ালু।

الخطبة الثانية لشهر ربيع الثاني

التنبؤ عن ولادة النبي صلى الله عليه

রবীউস সানী মাসের দ্বিতীয় খুত্‌বা

মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّجَعَلَ

তা'রীফ মাত্রই আল্লাহ্‌র, যিনি আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আর সূর্যকে জ্যোতির্ময় করেছেন।

الْقَمَرَ نُوْرًا وَجَعَلَ لِلْعَالَمِيْنَ شَمْسَ النُّبُوَّةِ مُنِيْرًا o وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا

চন্দ্রকে করেছেন স্নিগ্ধময় আলোর আধার আর সকল সৃষ্টির জন্য নবুয়্যতের ভাস্করকে করেছেন আলো বিকিরণকারী। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই

اللّٰهُ الَّذِىْ اَرْسَلَ اِمَامَ الْاَنْبِيَاءِ لِلْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا o اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

যিনি পাঠিয়েছেন নবীকুলের সরদারকে ন্যায়ের জন্য সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে। হে আল্লাহ্! করুণাকর, শান্তি নাযিল কর,

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ هُمْ كَالنُّجُوْمِ مُنِيْرَةٌ o

আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.), তাঁর বংশধর ও তাঁর সাহাবীগনের প্রতি। তারাই হলেন তারকারাজির ন্যায় আলো বিকিরণকারী।

اَمَّابَعْدُ! فَيَاعِبَادَ اللّٰهِ! اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ لِتَعَارُفِهٖ وَقَالَ بِلِسَانِ حَبِيْبِهٖ:

অতঃপর হে আল্লাহর বান্দাগণ! নিশ্চয় আল্লাহ্ সৃষ্টিকুল সৃজন করেছেন তাঁকে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে। তিনি তাঁর হাবীবের যবানীতে বলেন :

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَاَرَدْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ ۝ وَاَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ

আমি গুপ্তধন ছিলাম। তারপর পরিচিত হওয়ার জন্য আমার ইচ্ছা জাগে। তখন আমি সৃষ্টি করি সৃষ্টিকুল। সর্বপ্রথম আল্লাহ্

نُوْرُمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝ وَقَالَ فِيْهِ قَدْ جَاءَ كُمْ مِّنَ اللّٰهِ

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নূর সৃষ্টি করেন। তাঁর ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা বলেন : অবশ্যই এসেছে আল্লাহ্‌র তরফ হতে

نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ ۝ يَهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلَامِ ۝ وَاَيْضًا

তোমাদের নিকট নূর এবং সমুজ্জ্বল কিতাব। যার দ্বারা আল্লাহ্ তাঁর সন্তুষ্টি প্রত্যাশীদের শান্তির পথ দেখান। তিনি আরো বলেন :

قَالَ: اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ۝

আল্লাহ্ আসমান সমূহ ও পৃথিবীর আলো। তাঁর নূরের দৃষ্টান্ত যেমন একটি দণ্ডে রাখা প্রদীপ,

اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ ۝ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ

প্রদীপটি আয়নার ভেতরে, আর আয়নাটি মতির মত চমকানো তারকা সদৃশ, যা আলোকিত করা হয় মুবারক যয়তুন বৃক্ষের তেল দ্বারা,

مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّاشَرْقِيَّةٍ وَّلَاغَرْبِيَّةٍ ۝ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِىْٓءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ

যা পূর্বেরও নয়, পশ্চিমেরও নয়, আগুনের ছোঁয়া না পেলেও যার তেল জ্বলে উঠে;

نَارٌ ۝ نُوْرٌعَلٰى نُوْرٍ ۝ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۝ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ

যেন আলোর উপর আলো। আল্লাহ্ যাকে চান, তাঁর নূরের সন্ধান দেন। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্তের অবতারণা করেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত।

لِلنَّاسِ ۝ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝ وَقَدْخَصَّ اللّٰهُ نَبِيَّهٗ بِالْعِلْمِ وَقَالَ: وَ

আল্লাহ তাঁর নবীকে বিশেষ জ্ঞান দ্বারা বিভূষিত করেছেন, তিনি বলেন :

عَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۝ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ۝ وَقَالَ رَسُوْلُ

আপনি(নবী) যা জানতে না, তিনি আপনাকে তা শিখিয়েছেন। আর আপনার প্রতি আল্লাহ্র বিরাট মেহেরবানী রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُوْتِيْتُ عِلْمَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ۝ وَلِلْعِلْمِ عَشَرَةُ

আমাকে আউয়াল-আখের সবার ইল্ম দান করা হয়েছে। ইল্ম দশ প্রকার।

اَقْسَامٍ ۝ اَعْطَاهُ لِعَشَرَةٍ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ لِكُلِّ مِّنْهُمْ عِلْمٌ وَّاحِدٌ ۝ اِلَّا لِخَاتَمِ

যা দশ জন নবীকে তিনি দান করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের জন্য একটি করে ইল্মের ভাগ পড়েছে। ব্যতিক্রম একমাত্র সর্বশেষ রাসূল।

الْمُرْسَلِيْنَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعْطَاهُ الْعُلُوْمَ جَمِيْعًا ۝ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ فِىْ كِتَابِهٖ:

তাঁকে আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রকার ইল্ম দান করেছেন। তাই তো আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কিতাবে বলেছেন :

خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ۝ وَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۝ وَيُنَزِّلُ

পাঁচটি বিষয় আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। তিনি আরও বলেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট রয়েছে কিয়ামতের বিশেষ লগ্নের ইল্ম।

الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِى الْاَرْحَامِ ۝ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۝ وَمَا

তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি গর্ভাশয়ে যা থাকে, তা জানেন। আগামীকাল কি অর্জন করবে কোন জীব, তা জানে না।

تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ۝ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

ভূ-খণ্ডের কোথায় কার মৃত্যু হবে, তা কেউ জানে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

لِزَوْجَةِ عَمِّهٖ عَبَّاسٍ وَهِىَ حُبْلٰى ۝ يَا اُمَّ الْفَضْلِ - اِذَا وَلَدْتِ فَاْتِ بِوَلَدِكِ

হযরত আব্বাসের অন্তঃস্বত্বা স্ত্রীকে বলেছিলেন : হে ফযলের মা! তোমার সন্তান ভূমিষ্ট হলে তোমার বাচ্চাটি নিয়ে আসবে। পরে ফযলের মার সন্তান ভূমিষ্ট হলে

فَاَتَتْ بِهٖ بَعْدَ الْوِلَادَةِ ۝ فَفَعَلَ بِهٖ مَافَعَلَ ۝ فَصَارَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبَّاسٍ

তাকে নিয়ে হাজির করেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করার ছিল তা করেন। ফলে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَعْلَمَ الصَّحَابَةِ بِبُزَاقِهِ الشَّرِيْفِ الَّذِىْ اَلْقَاهُ فِىْ فَمِهٖ ٥ وَ

সাহাবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম হন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র মুখের লালা মুবারকের বরকতে, যা তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মুখে দিয়েছিলেন।

قَالَ لِاُمِّ الْفَضْلِ ٥ اِذْهَبِىْ عَنِّىْ بِوَلَدِكِ اَبُو السَّلَاطِيْنِ ٥ وَلَاتَدْرِىْ نَفْسٌ

আর উম্মুল ফযলকে বললেন : বাদশাহ্‌দের পিতা তোমার বাচ্চাটি নিয়ে যাও। কোন ব্যক্তি জানে না যে তার মৃত্যু কোন্ ভূ-খণ্ডে হবে।

بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ٥ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَامِرٍ ٥ وَهُوَ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আমীরকে বললেন, (যিনি জ্বিনদের অন্তর্ভুক্ত সাহাবী ছিলেন)

صَحَابِىٌّ مِّنَ الْجِنِّ ٥ يَاعَامِرُ! اَنْتَ تَمُوْتُ فِىْ فَلَاةٍ صَحْرَاءَ لَايَسْكُنُ

হে আমীর! তুমি মরুভূমির শূন্য ময়দানে মৃত্যুবরণ করবে। যেখানে কোন মানুষ বসবাস করে না।

فِيْهَا اَحَدٌ مِّنَ الْاِنْسِ ٥ لٰكِنْ يَّدْفُنُكَ شَخْصٌ هُوَ اَفْضَلُ اَهْلِ الْاَرْضِ فِىْ

তবে তোমাকে তৎকালীন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি দাফন করবে। ঘটনা অনুরূপই ঘটে।

زَمَانِهٖ ٥ فَصَارَ كَذٰلِكَ وَدَفَنَهٗ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ رَضِىَ اللّٰهُ

হযরত আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনে আবদুল আযীয (রা.) তাঁকে দাফন করেছিলেন।

عَنْهُ ٥ وَكَذٰلِكَ قَبْلَ مَعْرِكَةِ بَدْرٍ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুরূপভাবে বদর যুদ্ধের পূর্ব লগ্নে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে দাঁড়ান

وَوَضَعَ يَدَهُ الشَّرِيْفَةَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ ٥ وَقَالَ هٰذَا مَقْتَلُ اَبِىْ جَهْلٍ ٥ وَهٰذَا

এবং তাঁর হাত মুবারক মাটিতে রেখে বলেন : এটা হল আবূ জাহ্‌ল নিহত হওয়ার স্থান

مَقْتَلُ فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقُتِلُوْا هُنَاكَ ٥ وَقَالَتِ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ

এটা অমুকের, ওটা অমুকের। পরে তারা সেখানেই নিহত হয়। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম বলেন :

اَجْمَعِيْنَ ۝ وَاللّٰهِ مَاجَاوَزَ اَحَدٌ مِّنْ مَوْضِعِ قَتْلِهِ الَّذِىْ سَمَّاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ

আল্লাহ্‌র কসম! যেখানে হাত রেখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিহত হওয়ার স্থান চিহ্নিত করেছিলেন

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَضْعِ يَدِهِ الشَّرِيْفَةِ قَدْرَ اَنْمِلَةٍ قُتِلُوْا هُنَاكَ ۝ وَ

তাদের কেউ সেখান থেকে এক আঙ্গুল-অগ্রভাগ পরিমাণও এদিক সেদিক হয়নি। সেখানেই তারা নিহত হয়।

اللّٰهُ خَلَقَ الْخَلْقَ وَجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجَيْنِ مُنِيْرَيْنِ ۝ فَسِرَاجُ السَّمَاءِ هِىَ

আল্লাহ্‌পাক গোটা বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে আলো বিকিরণকারী দুটি প্রদীপ স্থাপন করেছেন। অতএব, আকাশের প্রদীপ সূর্য।

الشَّمْسُ يُضِئُ بِهَا عَالَمُ الْخَلْقِ ۝ وَشَمْسُ النُّبُوَّةِ ضِيَاءُ عَالَمِ الْخَلْقِ وَ

যদ্বারা তিনি সৃষ্টি জগৎ আলোকিত করেন। আর নবুওয়্যাতের সূর্য হল সৃষ্টিজগৎ ও নির্দেশজগতের আলো।

الْاَمْرِ جَمِيْعًا ۝ وَذَكَرَهُمَا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ كَمَا قَالَ تَعَالٰى: تَبَارَكَ الَّذِىْ

তিনি উভয়ের কথা কুরআনে উল্লেখ করেছেন তিনি বলেন ঃ বরকতময় সেই সত্তা, যিনি

جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ۝ وَاَيْضًا قَالَ:

আকাশে কীলক স্থাপন করেছেন আর এতে আরো স্থাপন করেছেন সূর্য-প্রদীপ এবং আলো বিকিরণকারী চাঁদ। তিনি আরও বলেন ঃ

اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا

আমি তোমাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা রূপে, ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁরই নির্দেশে আহ্বানকারী রূপে আর আলো বিকিরণকারী প্রদীপ রূপে প্রেরণ করেছি।

مُّنِيْرًا ۝ وَهُوَ رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِيْنَ ۝ فَكَانَ مِعْرَاجُ الْاَنْبِيَاءِ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ وَ

তিনিই সকল সৃষ্টির করুণা স্বরূপ। সকল নবীর মি'রাজ অনুষ্ঠিত হয় পৃথিবীর বুকে, ভূ-পৃষ্ঠে। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উঠিয়ে নেয়া হয় ফিরিশতাকুল ও ঊর্ধ্বতন খোদায়ী

عُرِجَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى اَعْلَى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ لِيَفُوْزَ

রাজত্বের ঊর্ধ্বদেশে আলমে মালাক ও মালাকূতে।

بِقَدَمِهٖ وَقُدُوْمِهٖ الزَّائِرُوْنَ ۝ وَلِيَحْصُلَ بِهٖ مِعْرَاجُ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَقَالَ اللّٰهُ

যাতে করে সাক্ষাৎকারীরা তাঁর চরণের ও তাঁর আগমনের বরকত দ্বারা কৃতার্থ হতে পারে, যাতে করে উভয় জগতের মি'রাজ হাসিল হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

تَعَالٰى: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ ۝

আলিমুল গায়িব তাঁর গায়িবের খবর জানার সুযোগ কাউকে দেন না। তবে যে রাসূলের প্রতি তিনি রাযী হন তাঁকে।

وَالْمُرَادُ بِالرَّسُوْلِ خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ ۝ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ۝

রাসূল বলতে সর্বশেষ নবীকেই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ আমাদের এবং আপনাদের প্রতি মহান কুরআনের দ্বারা বরকত দান করুন।

وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ

আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে আয়াতসমূহ দ্বারা এবং প্রজ্ঞাময় উপদেশ কিতাব দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান দানশীল সম্ভ্রমশালী সম্রাট,

بَرٌّ رَّءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

অনুগ্রহকারী ও দয়ালু

الخطبة الثالثة لشهر ربيع الثانى

النهى عن الغيبة والغميمة

রবীউস সানী মাসের তৃতীয় খুত্‌বা

পরনিন্দা ও কূটনামী নিষিদ্ধ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝ وَبَعَثَ النَّبِيِّيْنَ مُبَشِّرِيْنَ

সমস্ত তা'রীফ আল্লাহ্‌র। মানুষকে তিনি উত্তম গঠনে পয়দা করেছেন। তিনি সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী করে নবীদেরকে পাঠিয়েছেন।

وَمُنْذِرِيْنَ ۝ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُرْشِدَهُمْ وَيُخْرِجَهُمْ مِنَ

লোকজনকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনার উদ্দেশ্যে তিনি নবীদের সাথে কিতাব নাযিল করেছেন।

الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ ○ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَ

আমি সাক্ষ্য দেই, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আরও আমি সাক্ষ্য দেই, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দাহ এবং রাসূল।

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ○ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيِّيْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا

তিনি পাঠিয়েছেন নিরক্ষরদের মাঝে তাদেরই মধ্য হতে এক মহান রাসূল, যিনি তাদেরকে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান।

عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ

তাদের আত্মশুদ্ধি করেন। তাদেরকে হিকমত ও কিতাবের জ্ঞান দান করেন। যদিও তারা

مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ○ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَ

পূর্বে ছিল স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। হে আল্লাহ্! করুণা করুন, শান্তি দিন আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর বংশধর

اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ○ اَمَّابَعْدُ ! اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ! خَذَلَ اللّٰهُ اَعْدَآئَكُمْ ○

এবং তাঁর সকল সাহাবীগনের প্রতি। অতঃপর হে মুসলিম বৃন্দ! আল্লাহ্ আপনাদের দুশমনকে ব্যর্থ করুন।

اِعْمَلُوا الْاَعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَنَقُّوْا قُلُوْبَكُمْ مِّنَ الْحِقْدِ وَالْحَسَدِ وَالْسِنَتَكُمْ

আপনারা সৎকার্যাদি সম্পাদন করুন। আপনাদের অন্তরকে পরিষ্কার করুন হিংসা-বিদ্বেষ থেকে। রসনাকে পবিত্র করুন

مِنَ الْغِيْبَةِ وَالنَّمِيْمَةِ ○ فَاِنَّ اللّٰهَ قَالَ لَكُمْ: وَلَايَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

পরনিন্দা ও কুটনামী থেকে। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ তোমরা পরস্পরের নিন্দা প্রচার করবে না।

اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ○ لِاَنَّ الْاِنْسَانَ لَايَكُوْنُ

তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে যে, তার মৃত ভাই-এর গোশত সে খাবে? তা তোমরা পছন্দ করবে না। আর এ জন্যে যে, মানুষ পূর্ণ মানুষ হতে পারে না

اِنْسَانًا كَامِلًا حَتّٰى يَتَخَلَّقَ بِالْاَخْلَاقِ الْكَامِلَةِ ○ وَيَجْتَنِبَ مِنَ الْاَخْلَاقِ

যদি না সে উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর দ্বারা চরিত্রবান হয় আর মন্দ চরিত্র থেকে বিরত না থাকে।

السَّيِّئَةِ ٥ لِاَنَّ اللّٰهَ لَيُبَلِّغُ الْعَبْدَ لِحُسْنِ خُلُقِهٖ دَرَجَةَ الصَّائِمِ وَالْقَائِمِ ٥ وَقَدْ আল্লাহ্ তাআলা চরিত্র-মাধুর্য দ্বারা বান্দাহ্‌কে রোযা পালনকারী ও নামাযে দন্ডায়মান ব্যক্তির পর্যায়ে পৌঁছে দেন।
سَاَلَ رَجُلٌ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْاِثْمِ فَقَالَ لَهٗ: اَلْبِرُّ একবার এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নেকী ও বদী সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তখন তিনি (স.) তাকে বলেন :
حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْاِثْمُ مَاحَاكَ فِىْ صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يَّطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ٥ নেকী হল চারিত্রিক মাধুর্য। আর বদী হল যা তোমার অন্তরে ঘোর প্যাঁচ খায়। যা লোকেরা জানতে পারলে তোমার খারাপ লাগবে।
رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِىُّ ٥ وَسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ হাদীসখানা মুসলিমও তিরমীযী বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয় :
اَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ: تَقْوَى اللّٰهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ ٥ وَسُئِلَ عَنْ কোন জিনিসের আধিক্য মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? উত্তরে তিনি বলেন : আল্লাহর ভয় ও চরিত্র মাধুর্য। আবার প্রশ্ন করা হয়
اَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ: اَلْفَمُ وَالْفَرْجُ ٥ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ ٥ وَقَالَ কিসের দরুন অধিকাংশ মানুষ দোযখের আগুনে প্রবেশ করবে? তিনি বলেন: মুখ ও লজ্জাস্থানের কারণে। হাদীসখানা তিরমীযী বর্ণনা করেছেন।
اَيْضًا اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَحَبِّكُمْ اِلَىَّ وَاَقْرَبِكُمْ مِنِّىْ مَنْزِلًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ - قَالُوْا তিনি আরও বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কে আমার অতি প্রিয়, আর রোয হাশরে তোমাদের মধ্যে কে আমার অতি নিকটে থাকবে, সে খবর তোমাদেরকে আমি জানাব কী?
نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ٥ قَالَ اَحْسَنُكُمْ خُلُقًا ٥ رَوَاهُ الْاِمَامُ اَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ ٥ সাহাবীগণ বললেন, জী, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলেন: তোমাদের মধ্যে যে অতি সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। হাদীসখানা ইমাম আহমদ এবং ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেছেন।
وَقَالَ اَبُوْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ হযরত আবূ যর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: আমাকে রাসূলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ٥ وَخَالِقِ النَّاسَ

যেখানেই থাক আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। আর পাপ ঘটলে পরপরই নেকী করে ফেলবে। নেকী পাপকে মিটিয়ে দেবে।

بِخُلُقٍ حَسَنٍ ٥ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ ٥ وَاِيَّاكُمْ وَالْاَخْلَاقَ وَالْاَعْمَالَ الْمُنْكَرَةَ فَقَدْ

লোকজনের সাথে অতি উত্তম ব্যবহার করবে। হাদীসখানা তিরমীযী বর্ণনা করেছেন। অবশ্যই মন্দ ব্যবহার এবং মন্দ কার্যকলাপ পরিহার করে চলবে।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেনঃ হে ঈমানদারগণ! কোন সম্প্রদায় অন্য কোন সম্প্রদায়ের সাথে পরিহাস করবে না।

يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ ٥ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ ٥ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ٥ وَ

তারা তাদের অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর মহিলারা মহিলাদের প্রতি বিদ্রূপ করবে না। তারা তাদের অপেক্ষা শ্রেয় হতে পারে ঃ

لَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ٥ وَقَالَ تَعَالٰى : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ

তোমরা তাদেরকে ইঙ্গিতে তিরস্কার করবে না। আর পরস্পরকে মন্দ খেতাবে ডাকবে না।' আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ হে ঈমানদারগণ!

اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا

অধিক ধারণা পোষণ করা হতে বিরত থাক। সন্দেহ নেই যে, কোন কোন ধারণা পাপ হয়। অপরের দোষ খুঁজে ফিরবে না। তোমরা একে অন্যের কুৎসা রটনা করবে না।

يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ٥ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ٥ وَنَفَعَنَا وَ

মহান কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ যেন আমাদের জন্যও আপনাদের জন্য কল্যাণ দান করেন। আমাদের ও আপনাদেরকে যেন

اِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ٥ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَّءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ٥

আয়াত সমূহ দ্বারা এবং জ্ঞানপূর্ণ নসীহত দ্বারা উপকৃত করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা দানশীল, সম্মানিত বাদশাহ কৃপাময় ও দয়ালু।

الخطبة الرابعة لشهر ربيع الثاني

تعريف الايمان

রবীউস্ সানী মাসের চতুর্থ খুত্বা

ঈমানের পরিচয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَكْرَمَ بَنِىْ اٰدَمَ وَمِنْهُمْ اُمَّةُ خَاتَمِ الْمُرْسَلِيْنَ ० وَفَضَّلَ

তা'রীফ মাত্রই আল্লাহ্‌র, যিনি আদম জাতিকে সম্মানিত করেছেন। আর তাদের মধ্যে রয়েছেন সর্বশেষ নবীর উম্মত।

مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ० وَجَعَلَهُ سَبَبًا لِخَلْقِ

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন সমস্ত সৃষ্টির উপর আর তাঁকে আসমান ও যমীনসমূহ সৃষ্টি করার হেতু করেছেন।

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِيْنَ ० اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ

হে আল্লাহ্! করুণা কর, শান্তি বর্ষিত কর, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বংশধর ও তাঁর সকল সাহাবীগণের প্রতি।

وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ ० اَمَّا بَعْدُ! فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ قَالَ فِيْكُمْ : وَلَقَدْ كَرَّمْنَا

অতঃপর হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেনঃ আমি আদম জাতিকে সম্মান দান করেছি।

بَنِىْ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ ० وَاَفَاضَ

জলে-স্থলে বিচরণ করতে তাদেরকে সক্ষম করেছি এবং পবিত্র বস্তু দ্বারা তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করেছি।

عَلَيْكُمْ نِعْمَةً لَّا تُعَدُّ وَلَا تُحْصٰى ० وَقَالَ فِيْهِ : وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ

তিনি তোমাদের প্রতি বেশুমার নিয়ামত ঢেলে দিয়েছেন। যা পরিসংখ্যানের আওতার অতীত। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ তোমরা যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজি গণনা কর,

لَاتُحْصُوْهَا ٥ وَاَفْضَلُ نِعَمِ اللّٰهِ لَكُمْ نِعْمَةُ الْاِيْمَانِ٥ وَالْاِيْمَانُ لَايَحْصُلُ

তা পরিপূর্ণ ভাবে গণনার আওতায় আনতে পারবে না। আর তোমাদের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ্‌র উত্তম নিয়ামত হচ্ছে ঈমান

بِتَصْدِيْقِ اللّٰهِ الْمَنَّانِ بَلِ الْاِيْمَانُ تَصْدِيْقُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ঈমান শুধু অনুগ্রহ প্রবন আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসের দ্বারা পরিপূর্ণ রূপে অর্জিত হয় না। বরং পরিপূর্ণ ঈমান হল-মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে,

وَبِمَاجَآءَ بِهٖ مِنَ الدِّيْنِ ضَرُوْرَةً ٥ وَالْكُفْرُ تَكْذِيْبُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

তিনি যা নিয়ে এসেছেন সন্দেহাতীতরূপে, তা সহ বিশ্বাস করা। আর কুফ্‌র হল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে

وَسَلَّمَ وَبِمَاجَاءَ بِهٖ مِنَ الدِّيْنِ ضَرُوْرَةً ٥ فَالْاِيْمَانُ تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ بِجَمِيْعِ

তিনি সন্দেহাতীত ভাবে যা নিয়ে এসেছেন তা সহ অবিশ্বাস করা। তাই পরিপূর্ণ ঈমান হল নবীকে তাঁর যাবতীয় গুণাবলী সহ,

اَوْصَافِهِ الَّتِيْ بَعَثَهٗ بِهَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ٥ وَمَنْ رَاٰهُ بِالْبَصِيْرَةِ صَارَ مِنْ

যা দিয়ে তাঁকে সর্বসৃষ্টির প্রতিপালক রাব্বুল আলামীন পাঠিয়েছেন, বিশ্বাস করা। আর যিনি তাঁকে অন্তরদৃষ্টির চোখে দেখেছেন তিনি নবীর পরিত্রাণ প্রাপ্ত সাহাবীগণের অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন।

اَصْحَابِهِ الْمُفْلِحِيْنَ ٥ وَلَايُفِيْدُ رُؤْيَتُهُمْ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ: تَرَاهُمْ يَنْظُرُوْنَ

শুধু তাদের দেখাই যথেষ্ট নয়, আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ তুমি তাদেরকে দেখবে যে, তারা (কাফির-মুনাফিকরা) তোমার দিকে চেয়ে আছে,

اِلَيْكَ وَهُمْ لَايُبْصِرُوْنَ ٥ لِاَنَّ الْكُفَّارَ رَاَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرًا

অথচ তারা অন্তরের চোখে দেখে না। কারণ কাফিররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তাদের মত মানুষ মনে করেছিল।

مِثْلَهُمْ ٥ فَلَا تُفِيْدُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ٥ وَالْمُنَافِقُوْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَبَدُوا

তাই তাদেরকে শাফায়াআতকারীদের সুপারিশ কোন উপকার সাধন করবে না। মুনাফিকরা (বাহ্যতঃ) তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল, আল্লাহ্‌র ইবাদত করেছিল,

اللّٰهَ فَلَا تَنْفَعُهُمْ عِبَادَتُهُمْ٥ لِاَنَّهُمْ كَانُوْا لِاَوْصَافِ النَّبِيِّ مُنْكِرُوْنَ٥ وَبِاَنْبَاءِ

তাদের ইবাদত তাদের উপকারে আসেনি। কারণ তারা নবীর গুণাবলী অস্বীকারকারী ছিল। তারা গায়িবের খবরাদি নিয়ে উপহাস করত।

الْغَيْبِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ كَيْفَ يَعْلَمُ النَّبِىُّ الْغَيْبَ ۝ وَهُوَ خَاصٌ

আর তারা বলতঃ নবী কি করে গায়েব জানতে পারেন, অথচ গায়েব একমাত্র রাব্বুল আলামীনের জন্য নির্দিষ্ট।

لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ فَاِنَّهُ قَالَ: لَايَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّااللّٰهُ ۝ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ: عَالِمُ

তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ গায়েব জানে না। অথচ আল্লাহ্ বলেনঃ তিনি আলিমুল গায়েব।

الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ ۝ وَقَدْ اُجْمِعَ

তাই তিনি কোন ব্যক্তিকে তাঁর গায়েব অবগত হওয়ার অবকাশ দেন না। তবে কোন রাসূলকে তিনি মনোনীত করলে আর এ কথার উপর ইজমা স্থাপিত হয়েছে যে,

عَلٰى اَنَّ مَنِ ارْتَضٰى مِنَ الرَّسُوْلِ هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝ وَاَيْضًا

কোন রাসূলের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হলে- এখানে রাসূল বলতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে।

قَالَ تَعَالٰى: ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۝ فَمَنْ اَنْكَرَهُ فَقَدْ صَارَ

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেছেনঃ এসব হল গায়বের খবর, যা তোমার প্রতি ওহী হিসাবেঅবতীর্ণ করেছি। অতএব, যে তা অস্বীকার করবে

مُنَافِقًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ فِىْ اَوْصَافِهِمْ: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ

মুসলমানদের মাঝে সে মুনাফিক বলে গণ্য হবে। আর মুনাফিকদের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেনঃ আর লোকদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা বলে

اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝ اَىْ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ بَلْ هُمْ

আমরা আল্লাহ্ এবং আখিরাতের দিনে ঈমান এনেছি। অথচ তারা ঈমানদার নয়। অর্থাৎ তারা প্রকৃত মুমিন নয়। বরং তারা

عَابِدِيْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْ عَقَائِدِ الْمُنَافِقِيْنَ ۝ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا

মুসলমানদের পরিচয়ে বাহ্যিক ইবাদতকারী মাত্র। আল্লাহ্ আমাদের মুনাফিকদের ধর্ম বিশ্বাস থেকে আশ্রয় দান করুন। আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং

وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ۝ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝

আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন

اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَّءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الخامسة لشهر ربيع الثانى

حقيقة العبادة والاسلام

রবীউস সানী মাসের পঞ্চম খুত্‌বা

ইসলাম ও ইবাদতের হাকীকত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ اٰدَمَ بِيَدِهٖ مِنْ طِيْنٍ ۝ وَاَمَرَ الْمَلٰئِكَةَ بِالسُّجُوْدِ لَهٗ ۝

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি কর্দম থেকে আদমকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। আর ফিরিস্তাদেরকে তাঁকে সিজদা করার হুকুম দিয়েছেন।

فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ اِلَّا اِبْلِيْسَ ۝ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ

তখন এক সাথে সকল ফিরিস্তা সিজদা করে কেবল ইবলীস ছাড়া। সে অস্বীকার করে, অহংকারে লিপ্ত হয়,

الْكَافِرِيْنَ ۝ فَبَاءَ بِالْخَيْبَةِ وَالْخَسَارَةِ ذٰلِكَ اللَّعِيْنُ ۝ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا

আর কাফিরে পরিণত হয়। ফলে সেই অভিশপ্ত ইবলীস নিষ্ফলতা ও ক্ষতির ভাগী হয়। আর আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই।

اللّٰهُ شَهَادَةً تُنْجِيْنَا مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ۝ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ

এই সাক্ষ্য, যা আমাদেরকে অপমানের আযাব থেকে নাযাত দেবে। আরও সাক্ষ্য দেই যে, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল,

اللّٰهِ صَادِقُ الْوَعْدِ الْاَمِيْنُ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ

তিনি বিশ্বাস ও অঙ্গীকারে সত্যবাদী। হে আল্লাহ! করুণা করুন, সালামতি নাযিল করুন, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি,

وَاَصْحَابِهٖ وَالتَّابِعِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اَمَّا بَعْدُ! فَيَا اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ ۝

তাঁর বংশধর ও তাঁর সাহাবীদের প্রতি, এবং তাঁদের অনুসারীদের প্রতি প্রতিদান দিবস পর্যন্ত। অতঃপর হে মুসলিম বৃন্দ!

اَمَرَكُمُ اللّٰهُ بِالْعِبَادَةِ ۝ وَالْعُبُوْدِيَّةُ اَعْلٰى مَنَازِلِ الصَّالِحِيْنَ ۝ وَجَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ

আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের প্রতি তাঁর ইবাদত করার হুকুম দিয়েছেন; আর দাসত্ব হল সৎকর্মশীলদের সর্বোচ্চ স্থান আর আল্লাহ্ আপনাদের জন্য রেখেছেন

اُسْوَةً فِيْ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ قَالَ تَعَالٰى : وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا

রাসূল কুল প্রধানের মধ্যে উত্তম আদর্শ। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ আমি শুধু আমার ইবাদত করার জন্য জ্বিন ও ইনসান সৃষ্টি করেছি।

لِيَعْبُدُوْنَ ۝ وَغَايَةُ الْعُبُوْدِيَّةِ اَعْطَاهَا لِرَحْمَةٍ لِّلْعَالَمِيْنَ ۝ وَقَالَ تَعَالٰى : اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ

আর ইবাদত তথা দাসত্ব করার সর্বপরি পর্যায় তিনি জগতের করুণা রাহমাতুল্লিল আলামীনকে দান করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ আজিকার দিন

لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۝ فَمَنْ

তোমাদের কল্যাণার্থে আমি তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করেছি। এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ সমাপ্ত করে দিয়েছি। এমতাবস্থায় যে, ইসলামকে তোমাদের জন্য জীবন বিধান হিসেবে পছন্দ করে নিয়েছি।

وَّافَقَ وَاتَّبَعَ فَقَدِ اهْتَدٰى ۝ وَمَنْ لَّمْ يَتَّبِعْهُ فَقَدْ ضَلَّ وَغَوٰى ۝ فَاِنَّ الْاِسْلَامَ

কাজেই যে অনুকূলে চলবে, আর তাবেদারী করবে, সে হিদায়াত পাবে। আর যে আনুগত্য করবে না, সে অবশ্যই পথ হারাবে, ভ্রষ্ট হবে। কারণ প্রকৃত ইসলাম হল

حَقِيْقَةُ الْاِقْتِدَاءِ وَاتِّبَاعُ الرَّسُوْلِ ۝ وَمَنْ تَرَكَ اِقْتِدَائَهُ فَقَدْ حَبِطَتْ

অনুগামী হওয়া এবং রাসূলের অনুসরণ করা। যে তাঁর আনুগত্য বর্জন করবে তার আমল বরবাদ হয়ে যাবে।

اَعْمَالُهُمْ فَلَايُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ۝ كَمَاقَالَ : قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ

সে কারণে আল্লাহ্ এরূপ ব্যক্তিদের জন্য রোজ হাশরে কোন ওজনের ব্যবস্থা করবেন না। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ বলে দাও,

بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ۝ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ

আমলে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের খবর কি তোমাদেরকে দেবো? যাদের প্রয়াস দুনিয়ার জীবনে বিপথগামী হল, অথচ তারা মনে করে যে,

اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ۝ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهٖ فَحَبِطَتْ

তারা ভালই করে যাচ্ছে। তারাই ঐসমস্ত ব্যক্তি, যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনগুলো অস্বীকার করেছে আর তাঁর সাক্ষাতে অবিশ্বাসী হয়েছে।

اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ○ فَاِنَّ مَنْ اَحَبَّ مَايُحِبُّهُ رَسُوْلُ সে কারণে তাদের আমল বরবাদ হয়েছে। তাই তাদের জন্য রোজ হাশরে ওজনের কোন ব্যবস্থা করব না। কাজেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা ভাল বেসেছেন, তা যে ভাল বাসবে
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُؤْمِنًا ○ وَمَنْ اَبْغَضَ شَيْئًا كَانَ يُحِبُّهُ সে-ই মুমিন হবে। আর যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা ভাল বাসতেন তা অপ্রিয় মনে করবে,
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَارَ كَافِرًا ○ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَلَاوَرَبِّكَ সে কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেনঃ অতঃপর তোমার প্রতিপালকের কসম!
لَايُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَاشَجَرَبَيْنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদে তোমাকে ফয়সালাকারী বানাবে। অতঃপর তাদের অন্তরে তুমি যা ফয়সালা করে দেবে
حَرَجًامِمَّاقَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○ فَاعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ○ তা নিয়ে কোনরূপ আপত্তি না করবে। কাজেই আল্লাহ্‌র ইবাদত কর ধর্মকে তাঁর জন্য একনিষ্ঠ করে।
وَاِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ○ قَالَ تَعَالٰى : اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَابَنِىْ اٰدَمَ اَنْ কেননা, গ্রহণীয় দ্বীন আল্লাহ্‌র নিকট ইসলামই। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ হে আদম-সন্তান! আমি কি তোমাদেরকে প্রতিজ্ঞা করাইনি যে,
لَاتَعْبُدُوْا الشَّيْطَانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○ وَاَنِ اعْبُدُوْنِىْ هٰذَا صِرَاطٌ তোমরা শয়তানের অনুসরন করবে না? নিশ্চয়, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন! আর তোমরা আমার আনুগত্য করবে এটাই হল সঠিক সরল পথ।
مُّسْتَقِيْمٌ ○ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ○ وَنَفَعَنَاوَاِيَّاكُمْ আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও
بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ○ اِنَّهُ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○ জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পুণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الاولى لشهر جمادى الاولى

حفظ اللسان

জমাদিউল আউয়াল মাসের প্রথম খুতবা

রসনা সংযত রাখা প্রসঙ্গে

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ ○ وَمَنَحَهُ مِنْ نِعَمِهٖ وَخَيْرِهٖ

সকল তা'রীফ আল্লাহ্‌র, যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আর মানুষকে মনোভাব ব্যক্ত করা শিখিয়েছেন। আর তিনি দান করেছেন তাঁর অনুকম্পা, তাঁর কল্যাণ ও

وَبِرِّهٖ فَصَاحَةَ اللِّسَانِ ○ بِهٖ يَذْكُرُ وَيُمَجِّدُوْهُ وَبِهٖ يَتْلُوْا كَلَامَهُ الْقُرْاٰنَ ○ وَاَشْهَدُ

স্বীয় অনুগ্রহে রসনার পরিশুদ্ধতা, যার দ্বারা মানুষ তাঁর পবিত্রতা ও তাঁর গুণ কীর্তণ করে এবং এর দ্বারা আল্লাহর পবিত্র কালাম বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করে। আর আমি সাক্ষ্য দেই যে,

اَنْ لَّآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَايُحْصِىْ نِعَمَهُ اَحَدٌ مِنَ الْاَنَامِ ○ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا

আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কেউ উপাস্য নেই। কোন মানুষই তাঁর অনুকম্পা শুমার করে শেষ করতে পারবে না। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সাঃ) হলেন

مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ الَّذِىْ حَذَّرَنَا عَنْ زَلَّةِ اللِّسَانِ وَفُحْشِ الْكَلَامِ ○ اَللّٰهُمَّ

আল্লাহর বান্দাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসূল। যিনি আমাদেরকে রসনা-স্খলনের বিষয়ে আর অশ্রাব্য কথা বলার ব্যাপারে সাবধান করেছেন। হে আল্লাহ্‌!

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ حَفِظُوْا اللِّسَانَ

করুণা করুন, শান্তি বর্ষিত করুন, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মাদ (সাঃ), তাঁর বংশধর ও তাঁর সাহাবীদের প্রতি, যাঁরা রসনা সংযত করেছিলেন

وَفَازُوْا بِاَعْلَى الْمَقَامِ ○ اَمَّابَعْدُ! يٰاَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ ○ حَافِظُوْا اللِّسَانَ ○

আর সুউচ্চ মর্যাদা লাভে গৌরবান্বিত হয়েছিলেন। অতঃপর হে মুসলিম বৃন্দ! আপনারা রসনার হিফাজত করুন।

فَاِنَّهٗ مُظْهِرُ الْاِيْمَانِ ○ وَلِاَنَّهٗ فَارِقٌ بَيْنَ النِّفَاقِ وَالْاِيْمَانِ ○ لِاَنَّ عَلَامَةَ

রসনা হল ঈমান ব্যক্তকারী। আর এ জন্য যে, তা ঈমান ও মুনাফিকীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। কেননা নিফাকের নিদর্শন চারটি।

النِّفَاقِ اَرْبَعَةٌ ○ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا فِي اللِّسَانِ. اِذَاحَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَاوَعَدَ غَدَرَ ○

তার তিনটি রয়েছে রসনায়: যখন কথা বলে, মিথ্যা বলবে। আর যখন ওয়াদা করবে, বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

وَاِذَاخَاصَمَ فَجَرَوَالرَّابِعُ اِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ ○ وَقَالَ تَعَالٰى : وَلَاتَقْفُ مَالَيْسَ

আর যখন ঝগড়া করবে, অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করবে। আর চতুর্থটি হল সম্পদ গচ্ছিত রাখা হলে আত্মসাৎ করবে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন:

لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ○ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَوَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ○

যে বিষয়ে তোমার জানা নেই তার পেছনে পড়না। নিশ্চয় কর্ণ, চোখ, অন্তর এর প্রত্যেকটি সম্পর্কে তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

اَيُّهَا الْمُسْلِمُ! اِنَّكَ مَسْئُوْلٌ عَنْ جَمِيْعِ الْاَعْضَاءِ ○ هَلْ تَدْرِى اَتَشْهَدُلَكَ اَمْ

হে মুসলিম! তোমাকে সকল অঙ্গ সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। তুমি জানলা, তারা তোমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেবে,

تَشْهَدُعَلَيْكَ ○ وَقَدْ قَالَ تَعَالٰى : يَوْمَ تَشْهَدُعَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ

না তোমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে! আর আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ স্মরণ কর, যেদিন তাদের রসনা, তাদের হাতগুলো, তাদের পাগুলো তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে-

وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْايَعْمَلُوْنَ ○ فَعَلَى الْمُسْلِمِ اَنْ يَحْفَظَ بَصَرَهٗ وَ سَمْعَهٗ وَلِسَانَهٗ

যা তারা করেছিল সে সম্পর্কে। তাই মুসলিমের কর্তব্য হল, নিজের কর্ণ ও রসনাকে দোষ চর্চা ও কুটনামি থেকে

عَنِ الْغِيْبَةِ وَالنَّمِيْمَةِ وَالْكَلَامِ الْمُحَرَّمِ ○ وَاَنْ يَّحْفَظَ بَصَرَهٗ عَنِ النَّظْرِ اِلٰى

এবং হারাম কথা-বার্তা থেকে বাঁচিয়ে রাখা। আর হারাম দৃশ্য অবলোকন করা থেকে স্বীয় চোখের হিফাযত করা।

الْحَرَامِ وَاَنْ يَّحْفَظَ فُؤَادَهٗ عَنِ الظَّنِّ اِمْتِثَالًا لِّقَوْلِهٖ تَعَالٰى : قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

আর স্বীয় অন্তর অমূলক ধারণা থেকে বাঁচিয়ে রাখা। আল্লাহ্ তাআলার এ নির্দেশ পালনের নিমিত্ত- "বলে দাও মুমিনদেরকে

يَغُضُّوْامِنْ اَبْصَارِهِمْ ○ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ ○ وَيَقُوْلُ

তারা যেন নিজেদের চোখ অবনমিত রাখে। আর মুমিন নারীদেরকে বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে।

اِجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ o اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ o وَاِنَّ اَعْظَمَ الْاَعْضَاءِ خَطْرَةً

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেছেনঃ অধিক ধারণা পোষণ হতে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কোন কোন ধারণা পাপ। আর অঙ্গগুলোর মধ্যে অতি বিপদজনক হল রসনা।

اللِّسَانُ o وَلِهٰذَا كَانَ هُوَ اَوَّلُ الشَّاهِدِيْنَ عَلَى الْمَرْءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ o وَهُوَ

এ জন্যে রোজ হাশরে মানুষের বিরুদ্ধে সাক্ষীদাতাদের মধ্যে প্রথম হবে রসনা।

لَيْسَ كَغَيْرِهٖ مِنَ الْاَعْضَاءِ فَهُوَ يَجُوْلُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ o وَلِهٰذَا قَالَ رَسُوْلُ

রসনা অন্যান্য অঙ্গ হতে স্বতন্ত্র। রসনা সর্ব বিষয়ে চক্কর দিতে থাকে এ জন্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ فِي النَّارِ

রসনার কর্তিত ফসলই তো মানুষকে মুখ উল্টো করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবে।

اِلَّا حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ o وَاَيْضًا قَالَ: لَا يَسْتَقِيْمُ اِيْمَانُ عَبْدٍ حَتّٰى يَسْتَقِيْمَ قَلْبُهٗ

তিনি আরও বলেছেনঃ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বান্দাহর অন্তর সুদৃঢ় না হয়, তার ঈমান সুদৃঢ় হবে না। আর যখন পর্যন্ত কোন বান্দাহর রসনা সুদৃঢ় না হয়,

وَلَا يَسْتَقِيْمُ قَلْبُهٗ حَتّٰى يَسْتَقِيْمَ لِسَانُهٗ o رَوَاهُ مَالِكٌ . وَلَا تَنْسَوْا اَيُّهَا

ততক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তর মজবুত হবে না। ইমাম মালিক (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর হে মুমিনগণ!

الْمُؤْمِنُوْنَ قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ o

তোমরা আল্লাহর বাণী ভুলে যেও না। (তাঁর সম্মান ও প্রতিপত্তি উন্নত হোক) আল্লাহ্ বলেনঃ যে বাক্যই বান্দাহ্ উচ্চারণ করে তার নিকটেই পর্যবেক্ষক প্রস্তুত থাকে।

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ـ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِّضْوَانِ اللّٰهِ لَا

বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেনঃ বান্দাহ্ আল্লাহর রিযামন্দির কোন বাক্য উচ্চারণ করে, যার কোন গুরুত্ব সে অনুভব করে না,

يُلْقِيْ لَهَا بَالًا ـ يَرْفَعُ اللّٰهُ دَرَجَاتٍ o وَاِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ

এরই সুবাদে আল্লাহ্ তাআলা বান্দাহর অনেক মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আর বান্দাহ্ আল্লাহর বিরাগ উদ্রেককারী কোন কথা বলে,

سَخَطِ اللّٰهِ لَايُلْقِىْ لَهَابَالًا يَّهْوِىْ بِهَافِىْ جَهَنَّمَ ٥ وَمِنْ مُحَرَّمَاتِ الْكَلَامِ

যার প্রতি সে কোন গুরুত্বারোপ করে না, তার দরুন সে জাহান্নামের গহিনে নেমে যায়। আর হারাম কথা বার্তার মধ্যে রয়েছে

اَلْفُجُوْرُفِى الْمُخَاصَمَةِ ٥ وَرَوَى التِّرْمِذِىُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِ) لَا تُكْثِرُوْا

ঝগড়া বিবাদে অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করা। তিরমিজি হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ

الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ فَاِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ قَسْوَةٌ لِّلْقَلْبِ ٥

আল্লাহ্‌র যিক্‌র ছাড়া অধিক কথা বলবে না। কারণ আল্লাহ্‌র যিক্‌র ছাড়া অধিক কথা অন্তরে কাঠিন্য আনে।

وَاِنَّ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللّٰهِ الْقَلْبُ الْقَاسِىْ وَفِيْهِ قَالَ تَعَالٰى : فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ

আর কঠিন অন্তরের মানুষ আল্লাহ্ হতে সর্বাপেক্ষা দূরে অবস্থান করে। আর এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ٥ وَقَالَ: لَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا

যাদের অন্তর আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে দূরে থেকে কঠিন হয়েছে, তাদের জন্য ভয়াবহ আযাব রয়েছে। আর এ সকল লোকজনই স্পষ্ট পথ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। তিনি বলেনঃ

قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ٥ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى

যার অন্তরকে আমার যিক্‌র হতে গাফিল করে দিয়েছি তাকে অনুসরণ করবে না। সে নিজের খেয়াল খুশীর পায়রবী করে। আর তার কার্যকলাপ সীমাতিক্রম করে। আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং

الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ٥ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ٥ اِنَّهٗ تَعَالٰى

আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন।

جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَّءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ٥

তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الثانية لشهر جمادى الاولى

تعظيم شعائر الله

জমাদিউল আউয়াল মাসের দ্বিতীয় খুত্‌বা

আল্লাহ্‌র নিদর্শনাদির প্রতি সম্মান প্রদর্শন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَى النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الْقُرْاٰنَ ۝ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি মানুষের হিদায়াতের জন্য আমাদের প্রতি কুরআন নাযিল করেছেন যা পথ নির্দেশনা

وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۝ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الَّذِىْ اَرْسَلَ

এবং ন্যায়-অন্যায় পার্থক্যকারী বিস্তারিত দলীল। আর আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ উপাস্য নেই। তিনি আমাদের প্রতি প্রেরণ করেছেন

اِلَيْنَا رَسُوْلًا شَاهِدًا وَّشَفِيْعًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ ۝ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا

সাক্ষ্যদানকারী ও রোজ হাশরে শাফাআতকারী রাসূল। আরও সাক্ষ্য দেই যে, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সাঃ)

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۝ الَّذِىْ اَرْسَلَهٗ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ

আল্লাহ্‌র বান্দাহ এবং তাঁর রাসূল, যাঁকে তিনি সমস্ত মানুষের প্রতি পাঠিয়েছেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শক রূপে। আর আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীও

بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَ

আলো বিকিরণকারী প্রদীপরূপে। হে আল্লাহ্! করুণা করুন শান্তি দান করুন, সায়্যিদুনা মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বংশধর ও

اَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا لِلدِّيْنِ اَنْصَارًا ۝ اَمَّا بَعْدُ! اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ ۝ كَلِمَةٌ

তাঁর সাহাবীদের প্রতি, যাঁরা ছিলেন দ্বীনের মদদগার। অতঃপর মুসলিমবৃন্দ! একটি বাক্য

طَيِّبَةٌ كَتَبَهَا اللّٰهُ عَلٰى سَاقِ الْعَرْشِ وَبِهَا حَصَلَ الْاَنْبِيَاءُ النُّبُوَّةَ ۝ وَهٰذِهِ الْكَلِمَةُ هِىَ

যা অতি মনোহর, পূ-পবিত্র আল্লাহ্ লিখে রেখেছিল আরশের পায়ায়। আর তা দিয়েই নবুওয়াত অর্জিত হয়েছে। সে বাক্যটি হল

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۝ وَرَوٰى اِبْنُ جَرِيْرٍ فِىْ تَفْسِيْرِهٖ اَنَّ الْخَضِرَ

কালিমা-লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্। ইবনে জারীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন খিজির ও

وَمُوْسٰى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اَقَامَا الْجِدَارَ الَّذِىْ يُرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ ۝ وَكَانَ تَحْتَهٗ

মূসা (আলাইহিমাস সালাম) পতনোন্মুখ একটি দেয়াল নির্মাণ করেন। সেই দেয়ালের নীচে

كَنْزٌ لِّيَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ لَوْحٌ مِّنْ ذَهَبٍ مَّكْتُوْبٌ فِيْهِ: بِسْمِ

শহরের দু' এতিমের গচ্ছিত ধন ছিল। আর তার নীচে একটি স্বর্ণের ফলকে লিখাছিলঃ বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম,

اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ عَجِبْتُ لِمَنْ اَيْقَنَ بِالْقَدْرِ كَيْفَ يَحْزَنُ ۝ وَعَجِبْتُ

আমি অবাক হই তার প্রতি যে অদৃষ্টে বিশ্বাসী, কি করে সে মনোক্ষুণ্ন হয়? অবাক হই তার প্রতি যে মৃত্যুতে বিশ্বাসী

لِمَنْ اَيْقَنَ بِالْمَوْتِ كَيْفَ يَفْرَحُ ۝ وَعَجِبْتُ لِمَنْ اَيْقَنَ بِالدُّنْيَا وَتَقَلُّبِهَا

কি করে সে আনন্দে আত্মহারা হয়? অবাক হই তার প্রতি যে দুনিয়া সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে, যে দুনিয়াবাসী এক অবস্থায় থাকে না

بِاَهْلِهَا كَيْفَ يَطْمَئِنُّ عَلَيْهَا ۝ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۝ فَمَنْ

কি করে সে দুনিয়ার প্রতি আস্থাশীল হয়?" আল্লাহ্ ছাড়া কেউ উপাস্য নেই হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্‌র রাসূল। কাজেই যে মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরবে

تَمَسَّكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى نَالَ الْمَنَازِلَ الْعُلْيَا ۝ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ غَرِقَ ۝

সে অনেক উঁচু মর্যাদার অধিকারী হবে। আর যে তা ছেড়ে দেবে, অবশ্যই সে ডুবে যাবে।

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

আর ইজ্জাৎ-সম্মান আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য, তাঁর রাসূলের প্রাপ্য, আর মুমিনদের প্রাপ্য। কিন্তু মুনাফিক্বরা তা অবগত নয়।

فَالْمُنَافِقُوْنَ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۝ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ: وَمَنْ

অবশ্য মুনাফিকরা মুখে বলে যাবতীয় সম্মান একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। আর আল্লাহ্ বলেনঃ যে আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শনাদির সম্মান করে

يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ۝ فَاِنَّ الْقَلْبَ سُلْطَانُ الْجَوَارِحِ وَ

যা অন্তরে আল্লাহ্ ভীতি হতে উৎপাদিত. কেননা অন্তর হচ্ছে শরীর ও অঙ্গসমূহের রাজা।

الْجَسَدِ ۝ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ فِي الْجَسَدِ

আর রাসূলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ অবশ্যই দেহে রয়েছে একটি গোস্তের টুকরা.

مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا

যখন তা পরিশুদ্ধ হয়ে যায় সমস্ত দেহ পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। আর যখন তা বিনাশ প্রাপ্ত হয় সমস্ত দেহও বিনাশ হয়ে যায়।

وَهِيَ الْقَلْبُ ۝ وَاَيْضًا قَالَ: اِذَا اَذْنَبَ الْعَبْدُ ذَنْبًا كَانَتْ نُقْطَةٌ سَوْدَاءُ عَلٰى

জেনে রাখ তা হলো-অন্তর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেনঃ বান্দাহ্ যখন কোন পাপ করে তা তার অন্তরে কালো ফোঁটার আকার ধারণ করে।

قَلْبِهٖ ۝ فَاِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صَقَلَ قَلْبُهٗ ۝ وَاِنْ زَادَتْ حَتّٰى تَعْلُوْا عَلٰى

পরে সে যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাওবা করে, তখন তার অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়। আর যদি সে আরও অধিক পাপ করে তার অন্তরের কালো দাগও বেড়ে যায়।

قَلْبِهٖ ۝ فَذٰلِكُمُ الرَّانُ الَّذِيْ ذَكَرَ اللّٰهُ فِيْ كَلَامِهٖ: كَلَّا بَلْ سكته رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

শেষাবধি সমগ্র অন্তরে ছেয়ে যায়। বস্তুতঃ তাই হল অন্তরের মরিচা যার কথা আল্লাহ্ তাঁর কালামে বলেছেনঃ মোটেই তা নয়, বরং তাদের অন্তরে মরিচা ধরেছে

مَاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝ وَكَسْبُ الْاِنْسَانِ هُوَ الْعَمَلُ وَثَمَرَةُ الْعَمَلِ بِالنِّيَّاتِ ۝

তাদের কৃত কর্মের দরুন। মানুষের অর্জিত বস্তু হল তার আমল। আর আমলের ফলাফল নির্ধারিত হয় নিয়তের দ্বারা।

كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ۝ وَقَالَ تَعَالٰى:

যেমন নবী আলাইহিস সালাম বলেনঃ কার্যকলাপ নিয়তের নিরিখেই বিচার্য। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ۝ مَنْ عَمِلَ

বলে দাও সকলেই নিজ নিজ আদলে কর্ম করে। তবে তোমার প্রতিপালকই জানেন কে উত্তমরূপে সঠিক পথ পায়। যে নেক আমল করে,

صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۝ وَمَا كَانَ

তা তার নিজের উপকারেই আসবে। আর যে বদ আমল করে, তা তাকেই বিরূপ ফলাফল দেবে। আর কোন বাহক অন্যের বোঝা বহন করে না।

اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِىْ

আর আল্লাহ্ তাদের প্রতি অবিচার করেন না, বরং তারাই নিজেদের প্রতি অবিচার করে। আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে

الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ۝ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّهٗ تَعَالٰى

মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন।

جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পুণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الثالثة لشهر جمادى الاولى

فضيلة الصحابة رضى الله عنهم اجمعين

জমাদিউল আউয়াল মাসের তৃতীয় খুতবা

সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর ফযীলত প্রসঙ্গে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ ۝

সকল তা'রীফ আল্লাহ্‌র, যিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং আলো আঁধার রচনা করেছেন।

اَلَّذِىْ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَيَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ ۝ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

যিনি পয়দা করেন এবং মৃত্যু দেন। এবং কবরবাসীদেরকে পুনরায় উঠাবেন। আর আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই।

اَلَّذِىْ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝ وَيَعْلَمُ مَافِى الصُّدُوْرِ ۝ وَاَشْهَدُ

তিনি আসমান ও জমিনের গায়েব জানেন। অন্তর সমূহের খবর রাখেন। আরও সাক্ষ্য দেই যে,

اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا اَلَّذِىْ صَانَهُ اللّٰهُ مِنَ الْكِذْبِ وَالزُّوْرِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.)-কে তিনি মিথ্যা ও বানানো কথা থেকে পবিত্র রেখেছেন। হে আল্লাহ্! করুণা করুন,

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ رَضِىَ عَنْهُمُ الْعَزِيْزُ

শান্তি নাযিল করুন সায়্যিদুনা মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বংশধর ও তাঁর সাহাবীদের প্রতি যাঁদের প্রতি, ক্ষমাশীল শক্তিমান আল্লাহ্ সন্তুষ্ট।

الْغَفُوْرُ ۝ اَمَّابَعْدُ! فَيَاعِبَادَ اللّٰهِ اِعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ لِخَيْرِ الْاُمَمِ عَذَابَهُ

অতঃপর হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! জেনে রাখ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর শ্রেষ্ঠ উম্মতের জন্য আজাব হারাম করেছেন।

فَاِنَّهُ قَالَ : مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ

তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্ তাদেরকে আজাব দেবেন না, তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায়। তিনি তাদের আযাবদানকারী হবেন না,

يَسْتَغْفِرُوْنَ ۝ وَلٰكِنْ اِذَاظَهَرَ فِيْهِمُ الْفَسَادُ وَظَهَرَ سُوْءُ الْاَعْمَالِ فِىْ

তারা যদি ক্ষমা চাইতে থাকে। তবে তাদের মধ্যে যদি বিনাশকর্ম প্রকাশ পায়, যার ফলে বান্দাহ্দের মধ্যে বদআমল জাহির হয়,

الْعِبَادِ صَبَّ عَلَيْهِمْ سَوْطَ عَذَابٍ ۝ كَمَاقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

তখন তাদের উপর শাস্তির বেত্রাঘাত প্রবাহিত করবেন। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

اِذَا اتُّخِذَ الْفَىْءُ دُوَلًا وَالْاَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ

যখন গনীমতের মাল নিজ সম্পদ বানিয়েফেলা হবে, গচ্ছিত বস্তুকে অনায়াসে লব্ধমাল বানিয়ে ফেলা হবে, যাকাতকে আর্থিক দণ্ড ভাবা হবে, দ্বীনের উদ্দেশ্য ছাড়া ইলম শিক্ষা দেয়া হবে,

الدِّيْنِ وَاَطَاعَ الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهُ وَعَقَّ اُمَّهُ وَاَدْنٰى صَدِيْقَهُ وَاَقْصٰى

পুরুষ তার স্ত্রীর কথা মেনে চলবে, মাতার নাফরমানী করবে, বন্ধুকে নিকটে টেনে নেবে আর পিতাকে দূর করে দেবে

اَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَاُكْرِمَ

নর্তকীও বাদ্যযন্ত্র প্রকাশ্যে দেখা যাবে, মদ্যপান নির্দ্বিধায় চলবে, অন্য এক বর্ণনায় আছে-ক্ষতির আশংকায় মানুষকে

الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهٖ ۝ وَلَعَنَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَوَّلَهَا ۝ فَارْتَقِبُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ

তোষামোদ করা হবে, আর এ উম্মতের শেষাংশ প্রথমাংশের প্রতি অভিসম্পাত করবে- তখন অপেক্ষা করবে লালবরণ তুফানের,

رِيْحًا حَمْرَاءَ ۝ وَزَلْزَلَةً وَّخَسْفًا وَّمَسْخًا وَقَذْفًا ۝ وَاٰيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَمِ

ভূমিকম্পের, আযাবে চেহারা বিকৃতি ঘটার, আকাশ থেকে শিলা পাথরে, আরও অনেক নিদর্শনের যা একাধারে আসতে থাকেবে,

اِنْقَطَعَ سِلْكُهٗ فَتَتَابَعُ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَاعْلَمُوْا اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ :

যেমন মালার সূতা ছিন্ন হলে তার দানাগুলো পর পর পড়তে থাকে। জেনে রেখ, হে মুসলিম বৃন্দ!

اَنْتُمْ اُمَنَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ ۝ اِنْ تَقْتَدُوْا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ تَهْتَدُوْا ۝ فَاِذَا زَلَلْتُمْ

আপনারাই পৃথিবীতে আল্লাহর নিরাপত্তার বস্তু। যদি আপনারা আল্লাহর রাসূলের পদাংক অনুসরণ করেন, সঠিক পথ পাবেন।

عَنْ طَرِيْقَتِهٖ ضَلَلْتُمْ عَنِ السَّبِيْلِ ۝ فَاِنَّ اللّٰهَ قَالَ لَكُمْ : قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ

আর যদি তাঁর নির্দেশিত পথ হতে খসে পড়েন, তা হলে পথহারা হয়ে যাবেন। আল্লাহ্ আপনাদের উদ্দেশ্যে বলেছেনঃ বলে দাও,

بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ۝ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ

যারা আমলে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের খবর তোমাদেরকে জানাব কি? তারা হল যাদের প্রয়াস দুনিয়ার জিন্দগীতে বিভ্রান্ত হয়েছে এবং তারা মনে করে যে,

اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ

তারা ভাল কর্ম করেছে। এরাই আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ ও প্রতিপালকের নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করেছে, তাই তাদের আমলগুলো বরবাদ হয়েছে।

اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ۝ فَاَمَّا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

অতঃপর তাদের জন্য রোজ হাশরে ওজনের কোনই ব্যবস্থা করা হবে না। ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর ব্যাপার হল,

صَارَ مُوْقِنًا اِذَا رَاٰى مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ۝

তিনি আসমান ও জমিনের গায়বী ব্যবস্থাপনা দেখার পর দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়েছিলেন। তাঁর ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেনঃ আর অনুরূপ ইব্রাহীমকে আসমান ও জমিনের গায়বী ব্যবস্থাপনা দেখিয়ে দেইয়াতে সে প্রত্যয়শীল হতে পারে।

وَلٰكِنَّ الصَّحَابَةَ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ صَارُوا مُؤْمِنِيْنَ مُوْقِنِيْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ

পক্ষান্তরে সাহাবীগণ (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি তাঁদের প্রতি হোক) অন্তরে ঈমানদার, প্রত্যয়ী ও

بِقُلُوْبِهِمْ ۝ اِذَا رَاَوْ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝ وَرُؤْيَةُ النَّبِيِّ

দ্বিধাহীন হয়ে ওঠেন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেহারা মোবারক দেখেই

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْلَى الْعِبَادَاتِ ۝ لَا نَظِيْرَ لَهَا فِي الدِّيْنِ ۝ لَقَدْ اٰمَنَ

বস্তুতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দর্শন লাভ সকল প্রকার ইবাদত হতে উত্তম। দ্বীনে তার কোন বিকল্প নেই।

مَنْ رَاٰهُ رَسُوْلًا ۝ وَكَفَرَ مَنْ رَاٰهُ مِثْلَهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ لِاَنَّ اللّٰهَ قَالَ:

আর মুমিন হল যে নবী (সাঃ)-কে রাসূল রূপে দেখল। আর কাফির হল, যে তার নিজের ন্যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আব্দুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদ রূপে দেখল। কেননা, আল্লাহ্‌ বলেছেনঃ

تَرَاهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۝ وَمَعِيَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا

তুমি তাদেরকে দেখবে যে, তারা তোমার প্রতি চেয়ে দেখছে, অথচ তারা (স্বজ্ঞানে) দেখে না। আর সাহাবী হওয়ার জন্য বাস্তবে ও প্রকাশ্যে

لَازِمَةٌ لِكَوْنِ الْمُسْلِمِ صَحَابِيًّا لِاَنَّ اللّٰهَ قَالَ : مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ

নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র রাসূলের সঙ্গলাভ অপরিহার্য। কেননা আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেনঃ মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল।

مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا

আর যারা তার সঙ্গী, তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে অতি কঠোর। কিন্তু পরস্পর বিনম্র ও সহানুভূতিশীল। আল্লাহ্‌র রিযামন্দী অন্বেষণে তুমি তাদেরকে

مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۝ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ۝ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ

রুকু-সিজদায় নিয়ত দেখবে। তাদের চেহারায় তাদের চেনার চিহ্ন থাকবে সিজদার ছাপের কারণে। এটা তাদের নিদর্শন

فِي التَّوْرٰةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۝ فَالصَّحَابَةُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ الْاَنْبِيَاءِ ۝

তাওরাতে এবং এটা তাদের নিদর্শন ইঞ্জিলে। অতএব সাহাবীগণ হলেন নবীদের পর জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সর্বোত্তম মানুষ।

مُبَشَّرُوْنَ بِالْجَنَّةِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ فِيْهِمْ : اَلسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ

যেমন আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের ব্যাপারে বলেছেন ঃ আনসার ও মুহাজিরদের সর্ব প্রথম অগ্রগামীগণ

وَالْاَنْصَارِ٥ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْاهُمْ بِاِحْسَانٍ٥ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুগামী হবে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট।

وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ٥ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا٥ وَقَالَ رَسُوْلُ

আল্লাহ্ তাদের জন্য জান্নাত সমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন। যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত। তারা তথায় চিরস্থায়ী হবে। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا

আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আমার সাহাবীদের ব্যাপারে। আমার পর তাদেরকে আক্রমণের নিশানা বানাবে না।

مِنْ بَعْدِىْ ٥ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ٥

অতএব, যে তাদেরকে ভালবাসবে, আমার প্রতি ভালবাসার দরুণ তাদেরকে ভাল বাসবে। আর যে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে, আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণের দরুণ তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ٥ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَ

করবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণ দান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন।

الذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ٥ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ" ٥

তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الرابعة لشهر جمادى الاولى

هجرة النبى ﷺ

জামাদিউল আউয়াল মাসের চতুর্থ খুত্‌বা

হিজরতে নববী (সাঃ) প্রসঙ্গে

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَعَزَّ الْاِسْلَامَ بِالْهِجْرَةِ ○ وَجَعَلَ ذِكْرَاهَا عِظَةً وَعِبْرَةً ○

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি হিজরতের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন। আর হিজরতের স্মরণীয় বিষয়কে উপদেশ ও শিক্ষণীয় করেছেন।

وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ نَصَرَ بِنَبِيِّهٖ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ السَّكِيْنَةَ ○ وَاَيَّدَهٗ

আর আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য উপাস্য নেই। তিনি তাঁর নবীকে সাহায্য করেছেন, তাঁর উপর প্রশান্তি নাজিল করেছেন,

بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا ○ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

আর তাঁকে অদৃশ্য সেনা দ্বারা শক্তি যোগিয়েছেন। আরও সাক্ষ্য দেই, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল।

وَسَلَّمَ ○ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَنَصَحَ الْاُمَّةَ وَمَحَا الضَّلَالَةَ ○ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

তিনি রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথ পৌঁছে দেন। উম্মতের কল্যাণ সাধন করেছেনও ভ্রষ্টতার অবসান ঘটিয়েছেন। হে আল্লাহ্! করুণা করুন, শান্তি নাজিল করুন,

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مَعَهٗ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَ

আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর বংশধর, তাঁর সাহাবীদের প্রতি, যাঁরা তাঁর সাথে স্ব ভূমি ত্যাগ করে হিজরত করেছেন। আর তাঁকে শক্তি যোগিয়েছেন, তাঁকে সাহায্য করেছেন।

اتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْ اُنْزِلَ مَعَهٗ ○ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ اَمَّا بَعْدُ! فَيَا اَيُّهَا

আর যে নূর তাঁর সাথে নাযিল করা হয়, তাঁরা তা অনুসরণ করেছেন। তাঁরাই হলেন সফলকাম। অতঃপর হে মুসলিমগণ!

الْمُسْلِمُوْنَ ○ تَذَكَّرُوْا اَحْوَالَ النَّبِيِّيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ

নবীগণের এবং সৎকর্মশীলদের হাল-অবস্থা স্মরণ করতে থাকুন। কেননা, নসীহত-পূর্ণ স্মরণ মুমিনদেরকে ফায়দা দেয়,

الْمُؤْمِنِيْنَ وَتَشْرَحُ صُدُوْرَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ فَاِنَّ تِلَاوَةَ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرَ حَبِيْبِ

মুসলমানদের অন্তরকে প্রশস্ত করে। নিশ্চয় কুরআন তিলাওয়াত আর মহান আল্লাহর হাবীবের

الرَّحْمٰنِ شِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۝ وَتَنْوِيْرٌ لِّقُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَتَذَكَّرُوْا

স্মরণ অন্তররোগের উপশম করে, মুমিনদের অন্তরকে আলোকিত করে। আর আপনারা সাহাবীদের অবস্থা স্মরণ করতে থাকুন।

اَحْوَالَ الصَّحَابَةِ فَاِنَّهَا عِبْرَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ لِاَنَّهُمْ مُبَشَّرُوْنَ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

সাহাবীদের অবস্থা প্রত্যয়শীল ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষণীয়। কারণ সাহাবীগণ রাব্বুল আলামীনের তরফ হতে সুসংবাদ প্রাপ্ত।

اَلَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ اُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

তাঁরা ধৈর্যধারণ করেন এবং তাঁদের প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখেন। আর তাঁরা আল্লাহর পথে নিগৃহীত হন।

فَاَوْرَثَهُمْ رَبُّهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ ۝ وَاَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

বিনিময়ে তাঁদের প্রতিপালক তাঁদের অনুগ্রহাপ্লুত জান্নাত সমূহ দান করেছেন। বস্তুত : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীগণকে

اُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ حَتّٰى اسْتَاْذَنُوْا رَسُوْلَ

আল্লাহ্র পথে কষ্ট দেয়া হয়। এমনকি তাঁদের জন্য ধরণী সংকোচিত হয়ে আসে। ফলে, তাঁরা দেশ ছেড়ে হিজরত করে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট অনুমতি চান।

اللّٰهِ لِلْهِجْرَةِ ۝ فَاَذِنَ لَهُمْ لِلْهِجْرَةِ اِلَى الْحَبْشَةِ وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

তখন তিনি তাঁদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করে যেতে অনুমতি দেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الطَّائِفِ رَاجِيًا اَنْ يُّؤْمِنَ اَهْلُهَا فَلَمْ يُؤْمِنُوْا ۝ وَرَجَعَ رَسُوْلُ

তায়েফে চলে যান। আশা ছিল, তায়েফ বাসীরা ঈমান আনবে, কিন্তু তারা ঈমান আনেনি। তাদের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰئِسًا مِّنْ اِيْمَانِهِمْ وَاَتْبَعُوْهُ مِنَ السُّفَهَاءِ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে আসেন। তায়েফ বাসীরা তাঁর পেছনে জ্ঞানহীন দুর্বৃত্ত ও

وَالصِّبْيَانَ ٥ حَتّٰى اَدْمَوْا سَاقَيْهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٥ وَاَوٰى اِلٰى جِدَارِ

দুষ্ট বালকদেরকে উস্কিয়ে দেয় যাতে পাথর মেরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পদযুগল রক্তাক্ত করে দেয়। তিনি আত্মরক্ষা করার জন্য

حَائِطٍ ٥ وَفِيْهِ قَبَّلَ الْعُدَاسُ قَدَمَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا

একটি খেজুর বাগানের প্রাচীর অভ্যন্তরে আশ্রয় নেন। আর ওই প্রাচীর ঘেরা বাগানেই উদাছ নামক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কদম মোবারকে চুমু খান,

سَمِعَ مِنْهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَالْمُسْلِمُوْنَ يَوْمَئِذٍ فِىْ قِلَّةٍ وَّذِلَّةٍ وَّ

যখন নবী (সা.)-এর মুখে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম তিনি শুনতে পান। তখন মুসলমানগণ সংখ্যায় স্বল্প, হেয়,

ضُعْفٍ وَّمَسْكَنَةٍ ٥ يَتَخَطَّفُهُمُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ٥ قَدْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَ

দুর্বল, অসহায় অবস্থায় কালাতিপাত কর ছিলেন। তাঁদেরকে আশপাশ থেকে ছিনতাই করে লোকেরা নিয়ে যেত। তাঁরা তখন দৈহিক নির্যাতন ও সংকটাপন্ন অবস্থায় ছিলেন।

الضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ٥

আর তাঁদেরকে হেলিয়ে ফেলা হয়েছিল। শেষপর্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, রাসূল এবং যাঁরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন, তাঁরা বলে উঠেন, আল্লাহ্‌র মদদ কখন এসে পৌঁছবে? (তখন বলা হয়)

اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ٥ وَمَاتَتْ زَوْجَتُهٗ خَدِيْجَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا ٥ اَلَّتِىْ

জ্ঞাত হও, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র মদদ অতি নিকটে। আর নবীর স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা.) মৃত্যু বরণ করেন।

كَانَ يَجِدُ مُوَاسَاتِهَا لَهٗ رَاحَةً وَّنِعْمَةً ٥ وَكَذٰلِكَ عَمُّهٗ اَبُوْطَالِبِ الَّذِىْ

হযরত খাদীজার (রা.) সহানুভূতির মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শান্তি ও অনুগ্রহ খুঁজে পেতেন। অনুরূপ, নবী (সা.)-এর চাচা আবূ তালিবও

كَانَ يَبْسُطُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْعًا مِّنَ الْحِمَايَةِ ٥

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি আশ্রয়ের হস্ত প্রসারিত করে দিতেন। তিনি নির্যাতনকারীদেরকে বারণ করতেন।

وَيَدْرَاُ عَنْهُ الْمُعْتَدِيْنَ ٥ وَاشْتَدَّ مَظَالِمُ الْكُفَّارِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ:

ক্রমে মুমিন-মুসলমানদের উপর কাফিরদের অত্যাচার অতি মাত্রায় বেড়ে যায়। তখন তাঁরা বলে উঠেন

رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ○ ثُمَّ

হে মোদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পরিপূর্ণ ধৈর্য ধারণের শক্তি দিন। আমাদেরকে দৃঢ়পদ করুন। আমাদেরকে কাফিরদের মুকাবিলায় জয়যুক্ত করুন।

اَجْمَعَتْ قُرَيْشٌ لِّقَتْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ تَعَالٰى : اِذْ

অতঃপর কোরাইশগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে হত্যা করার জন্য একত্রিত হয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْيَقْتُلُوْكَ اَوْيُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَ

স্মরণ কর! কাফিররা যখন তোমাকে নিয়ে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে সে কথা। আপনাকে কয়েদ করবে, অথবা তোমাকে হত্যা করবে অথবা তোমাকে স্বদেশ বের করে দেবে। তারা ষড়যন্ত্র করছিল,

يَمْكُرُ اللّٰهُ ○ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ○ اَمَرَ اَصْحَابَهٗ بِالْخُرُوْجِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ

আর আল্লাহ্ কৌশল অবলম্বন করেন। বস্তুত ঃ আল্লাহ্ উত্তম কৌশল অবলম্বনকারী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথীদেরকে মদীনায় চলে যেতে নির্দেশ দান করেন।

فَهَاجَرُوْا وَهَاجَرَ الرَّسُوْلُ مَعَهُمْ ○ لَايَخَافُ اَحَدًا لِاَنَّ اللّٰهَ ضَمِنَ لَهُ الْحِفْظَ وَ

তখন মুসলমানরা হিজরত করেন। আর তাঁদের সাথে রাসূল ও হিজরত করেন তিনি কাউকে ভয় করেননি। কেননা আল্লাহ্ তাঁর হিফাজতের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

الْعِصْمَةَ مِنَ النَّاسِ ○ وَقَالَ : يَآاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَ

তাঁকে মানুষের হাত হতে রক্ষা করার নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। তাই তিনি বলেছেনঃ হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের তরফ হতে যা তোমার প্রতি নাজিল করা হয়েছে,

اِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ○ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ○ بَارَكَ اللّٰهُ

তা যথাযথ পৌঁছে দাও। যদি তা না কর, তা হলে তুমি পৌঁছে দাওনি আল্লাহর রিসালাতের দায়িত্ব। আর আল্লাহ্ তোমাকে লোকজনের হাত হতে রক্ষা করেন।

لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ○ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ○ اِنَّهٗ

আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন।

تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَّءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পুণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الخامسة لشهر جمادى الاولى

الهجرة الى المدينة

জমাদিউল আউয়াল মাসের পঞ্চম খুত্‌বা

মদীনায় হিজরাত প্রসঙ্গে আরও একটি খুত্‌বা

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَعَزَّ الْاِسْلَامَ بِهِجْرَةِ سَيِّدِ الْاَنَامِ ○ وَرَفَعَ شَانَ الْمُسْلِمِيْنَ

সমস্ত তা'রীফ আল্লাহ্‌র, যিনি মানবের শিরতাজ-এর হিজরত দ্বারা ইসলামকে শক্তি যোগিয়েছেন। আর মুসলমানদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

وَتَوَّجَهُمْ بِتَاجِ النَّصْرِ وَالظَّفَرِ وَالْاِكْرَامِ ○ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ نَصَرَ نَبِيَّهٗ

আর তাঁদের মস্তকে মদদ, বিজয় ও সম্মানের মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন। আর আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি তাঁর নবীকে সাহায্য করেছেন,

وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا ○ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ○ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ

শক্তি যোগিয়েছেন অদৃশ্য সৈন্যদল পাঠিয়ে। আর যারা কাফির হয় তাদের কথাকে তিনি নীচ করে দেন। আর আল্লাহ্‌র কথাই উঁচু।

هِىَ الْعُلْيَا ○ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ الَّذِىْ بَلَّغَ

আল্লাহ্ অজেয়, জ্ঞানময়। আরও সাক্ষ্য দেই যে, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি যথাযথভাবে রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন।

الرِّسَالَةَ وَنَصَحَ الْاُمَّةَ وَمَحَا الضَّلَالَةَ وَصَدَّعَ بِالْاِسْلَامِ بُنْيَانَ الشِّرْكِ وَ

উম্মতের কল্যাণ সাধন করেছেন। ভ্রষ্টতার অবসান ঘটিয়েছেন। আর ইসলামের দ্বারা শিরকের স্থাপনা চুরমার করে দিয়েছেন।

نَكَّسَ اَلْوِيَةَ الْجَهَالَةِ ○ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ

আর জাহিলীযুগের পতাকা অবনমিত করে দিয়েছেন। হে আল্লাহ্! করুণা করুন, শান্তি দিন আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বংশধর,

وَصَحْبِهٖ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مَعَهٗ ○ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْ اُنْزِلَ

তাঁর সাহাবীদের প্রতি, যাঁরা তাঁর সাথে হিজরত করেছেন, তাকে শক্তি যোগিয়েছেন, মদদ দিয়েছেন। আর যে নূর তাঁর সাথে নাজিল করা হয়, তা অনুসরণ করেছেন,

مَعَهُ. اُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ٥ اَمَّا بَعْدُ! فَيَاۤاَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ ٥ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ

আর তাঁরাই সফলকাম। অতঃপর হে মুসলিম বৃন্দ! আল্লাহ্ আপনাদেরকে স্বীয় শক্তিতে সমর্থন দান করুন, সাহায্য করুন।

وَاَيَّدَكُمْ بِقُوَّتِهٖ اِذْضَاقَتْ اَرْضُ مَكَّةَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ بِمَظَالِمِ الْكَافِرِيْنَ٥

যখন কাফিরদের অত্যাচারে মক্কার মাটি মুসলমানদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়।

يَقُوْلُوْنَ بِلِسَانِ الشَّكْوٰى: رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ

তাঁরা তখন অভিযোগের স্বরে বলেনঃ হে আমাদের প্রতিপালকঃ এ বস্তি থেকে আমাদেরকে বের করে নাও, যার বাসিন্দারা জালিম।

لَنَامِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا٥ وَلَقَدْ كَانَتْ هٰذِهِ الدَّعْوَةُ

আর তোমার নিকট হতে আমাদের জন্য অভিভাবক নিযুক্ত কর। আর তোমার পক্ষ হতে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নিয়োগ কর।

تُخَالِفُ مَاكَانَ عَلَيْهِ الْعَرَبُ ٥ لِاَنَّهُمْ كَانُوْا يُقَدِّسُوْنَ الْاَصْنَامَ وَيَتَقَرَّبُوْنَ

এ প্রার্থনা আরবে প্রচলিত রীতির পরিপন্থী ছিল। কেননা, তারা পাথরের গড়া মূর্তিকে পবিত্র মনে করে শ্রদ্ধা করত।

اِلَيْهَا ٥ فَشَقَّتْ عَلَيْهِمْ دَعْوَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِىْ دَعَاهُمْ

আর প্রতিমার নৈকট্য কামনা করত। তাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আহ্বান তাদের অসহনীয় ছিল।

اِلَيْهَا ٥ وَاَخَذُوْا يَضَعُوْنَ فِىْ طَرِيْقَةِ الْعُقَبَاتِ وَيُعَذِّبُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ

তারা তাঁর পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করল। ঈমান আনয়নকারীদেরকে শাস্তি দিতে লাগল। মুমিনরা যদি এ আহ্বানকারীর পথ ছেড়ে না দেয়,

يُنْذِرُوْنَهُمْ بِالشَّرِّ اِنْ لَّمْ يَرْجِعُوْا عَنْ مُتَابَعَةِ هٰذَا الدَّاعِىْ ٥ وَلَمْ يَعُوْدُوْا اِلٰى

আর তাদের কথা বিনা বাক্যে মেনে না নেয়, তা হলে তারা মুমিনদেরকে অনিষ্ট করার ভীতি প্রদর্শন করে।

تَقَالِيْدِهِمْ ٥ وَلَمَّارَاٰى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَنَّ اَهْلَ مَكَّةَ لَمْ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দেখলেন যে, মক্কাবাসীরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে না,

يَرْجِعُوْا اِلَى الْاِسْلَامِ وَلَمْ يَهْتَدُوْا بِهِدَايَتِهٖ وَلَمَّا ايِسَ مِنْهُمْ دَعَا رَبَّهٗ قَائِلًا

আর নবীর প্রদর্শিত পথ ধরে চলছে না, তিনি তাদের থেকে নিরাশ হলেন, তখন তাঁর প্রতিপালককে ডেকে বললেন :

رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ

হে আমার রব! আমাকে সঠিক পথে দাখিল করে দাও। আর সঠিকভাবে বহির্গমন করাও। আর আমার জন্য তুমি তোমার তরফ হতে

سُلْطَانًا نَّصِيْرًا ٥ فَاسْتَجَابَ اللّٰهُ دَعْوَتَهٗ وَاَذِنَ لَهٗ بِالْخُرُوْجِ اِلٰى يَثْرِبَ ٥

সাহায্যপুষ্ট ক্ষমতাধর নিযুক্ত কর। তখন আল্লাহ্ তাঁর দোয়া কবুল করেন! আর ইয়াসরাবে চলে যেতে অনুমতি দেন।

فَهَاجَرَ الرَّسُوْلُ اِلَيْهَا مَعَ صَاحِبِهٖ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ٥ وَفِىْ

তখন রাসূল (সাঃ) তাঁর সঙ্গী আবূ বকর (রা.)-এর সাথে মদীনায় হিজরত করেন। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলার বাণী

ذٰلِكَ نَزَلَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

নাজিল হয়ঃ তোমরা যদি তাঁকে সাহায্য না কর, তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তাঁকে সাহায্য করেছেন যখন তাঁকে কাফিররা বের করে দেয়,

ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ ٥ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ٥

দু'ব্যক্তির দ্বিতীয়জন রূপে যখন তাঁরা গুহায় আশ্রয় নেয়, যখন তাঁর সাথীকে বলেঃ ঘাবড়াবে না, নিশ্চয় আল্লাহ্

فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا ٥ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ

আমাদের সহায়ক। তখনই আল্লাহ্ তাঁর প্রশান্তি নাজিল করেন তাঁর উপর। আর তাঁকে সাহায্য করেন সেনাদল দ্বারা, যা তোমরা দেখতে পাওনি।

كَفَرُوا السُّفْلٰى ٥ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا ٥ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ٥ وَوَصَلَ

আর যারা কাফির হয় তাদের বাক্যকে নিচ করে দেন। আল্লাহ্‌র বাণীই বিজয়ী। আর আল্লাহ্ অজেয়, প্রজ্ঞাময়।

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَتَلَقَّاهُ اَهْلُهٗ فَرِحِيْنَ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় পৌঁছে গেলেন। মদীনা বাসীরা তাঁকে আনন্দ চিত্তে সাদর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলেন।

مُسْتَبْشِرِيْنَ ۝ وَلَمَّا كَثُرَ الْمُسْلِمُوْنَ وَازْدَادَ جُنْدُ اللّٰهِ ۝ كَتَبَ اللّٰهُ الْعِزَّةَ

যখন মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যায়, আর আল্লাহ্‌র সৈনিক অধিক হয় তখন আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের ও মুমিনদের ইজ্জত সম্মান-সমুন্নত করেন।

لِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَعَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى مَكَّةَ فَاتِحًا ۝

আর নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন।

فَدَخَلَ الْكَعْبَةَ وَحَطَّمَ الْاَوْثَانَ ۝ وَعَفَا عَمَّنْ كَانُوْا بِالْاَمْسِ خُصُوْمًا لَّهٗ ۝

তিনি কাবা ঘরে প্রবেশ করেন এবং প্রতিমাগুলো চূর্ণ করে ফেলেন। পূর্বে যারা নবীর শত্রু ছিল তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।

صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَاَعَزَّ جُنْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ ۝ اَلَا

আল্লাহ্ তাঁর প্রতিজ্ঞা নবীকে বাস্তবায়িত করে দেখান। তিনি তাঁর বান্দাহকে বিজয়ী করেন। তাঁর সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করেছেন। সকল দুশমন সেনাদেরকে তিনি একাই পরাস্ত করে দেন।

اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ

জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র দলই কৃতকার্য হয়। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁদের সাথে আছেন যাঁরা তাকওয়া অবলম্বন করে আর যাঁরা হয়

مُّحْسِنُوْنَ ۝ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ۝ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ

অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শনকারী। আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে

بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَّءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন।তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الاولى لشهر جمادى الأخرى

اظهار النبوة صلى الله عليه وسلم

জমাদিউস্ সানী মাসের প্রথম খুত্‌বা

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জুহুরে নবুওয়ত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ بِاِيْجَادِ حَضْرَةِ نَبِيِّنَا اَكْرَمِ الْخَلْقِ ○ وَصَفْوَةِ

সমস্ত তা'রীফ আল্লাহ্‌র। তিনি জগত সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টির সেরা আমাদের সম্মানিত নবী (সাঃ) এবং বিশ্বজগতের নিষ্কলুষ ব্যক্তিকে অস্তিত্ব দানের ওয়াছিলায়।

الْعٰلَمِيْنَ ○ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ○ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ رَحْمَةً لِّلْاَوَّلِيْنَ وَ

আর আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য নেই। তিনি তাঁর রাসূলকে পূর্বাপর সকলের জন্য করুণারূপে প্রেরণ করেছেন।

الْاٰخِرِيْنَ ○ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَشْرَفُ الْخَلْقِ ○ جَاءَ

আরও সাক্ষ্য দেই যে, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সাঃ) হলেন তাঁর বান্দাহ এবং রাসুল ও সৃষ্টির সেরা।

بِاَشْرَفِ الدِّيْنِ ○ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَ

তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন বিধান নিয়ে আগমণ করেছেন। হে আল্লাহ্! করুণা করুন শান্তি নাযিল করুন, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বংশধর ও

اَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ فَازُوْا بِالدِّيْنِ ○ اِعْلَمُوْا اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ ○ لَمَّا بَلَغَ صَلَّى

আসহাবের প্রতি, যাঁরা দ্বীন গ্রহণ করে কৃতকার্য হয়েছেন। তারপর অবগত হোন, হে মুসলিমবৃন্দ! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعُمُرِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ○ نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيْلُ بِالرِّسَالَةِ ○ وَهُوَ

বয়স যখন চল্লিশে উত্তীর্ণ হল, রিসালাতের দায়িত্ব অর্পন করার জন্য তাঁর নিকট জিবরাঈল (আঃ) অবতরণ করেন।

يَعْبُدُ اللّٰهَ فِىْ غَارِ حِرَاءَ ○ فَقَالَ اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ○ خَلَقَ الْاِنْسَانَ

তখন তিনি হেরা গুহায় ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। জিব্রাঈল (আঃ) এসে বললেনঃ যিনি সৃষ্টি করেছেন, আপনার সেই প্রতিপালকের নাম করে পড়ুন।

مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ۝

তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত দ্বারা। পড়ুন, আর আপনার রব অতি সম্মানী. তিনি কলমের সাহায্যে বিদ্যা তালিম দিয়েছেন। মানুষ যা অবহিত ছিল না, তিনি তা মানুষকে শিখিয়েছেন।

فَرَجَعَ النَّبِىُّ اِلٰى زَوْجَتِهٖ خَدِيْجَةَ الْكُبْرٰى ۝ وَاَخْبَرَهَا الْخَبَرَ الَّذِىْ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রী খাদীজাতুল কুবরা-এর নিকট ফিরে আসেন। আর তাঁকে তিনি হিরা গুহায় জিবরাঈলের সাথে

جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ غَارِ حِرَاءَ ۝ فَصَدَّقَتْهُ هِىَ وَاَبُوْبَكْرٍ ۝ وَاٰمَنَا بِمَا

যা ঘটেছে তার খবর দেন। তখন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন হযরত খাদিজা (রা.) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)

اُنْزِلَ عَلَيْهِ مِنْ اٰيَاتِ الْقُرْاٰنِ ۝ فَقَامَ بِاَمْرِ رَبِّهٖ اِلٰى كَافَّةِ الْخَلْقِ بَشِيْرًا وَّ

তাঁরা নবীর প্রতি কুরআনের যে আয়াত সমূহ নাযিল করা হয় তার প্রতি ঈমান আনেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র নির্দেশে সুসংবাদদাতা ও

نَذِيْرًا ۝ وَّدَعَا اَهْلَ مَكَّةَ لِلْاِسْلَامِ وَنَهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْاَصْنَامِ ۝ فَلَمْ

ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে সমস্ত মাখলুকের প্রতি পয়গাম পৌঁছে দিতে উঠে দাঁড়ান। আর মক্কাবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তিনি তাদেরকে মূর্তি পূজা করতে নিষেধ করেন।

يَمْتَثِلُوْا بَلْ اَصَرُّوْا عَلَى الطُّغْيَانِ ۝ وَلَمْ يُقِرُّوْا بِوَحْدَانِيَّةِ اللّٰهِ حَتّٰى اِجْتَمَعَتْ

তারা তাঁর কথা মেনে নেয়নি। বরং তারা সীমালঙ্ঘনে ব্যাপৃত থাকে। তারা আল্লাহ্র একত্ববাদকে মেনে নেয়নি। অনন্তর কোরাইশগণ একমত হয়ে

قُرَيْشٌ ۝ وَدَخَلُوْا دَارَ النَّدْوَةِ لَيْلًا ۝ وَدَبَّرُوْا اُمُوْاَمَرَةً ۝ وَاتَّفَقُوْا اَنْ

পরামর্শ সভা কক্ষে প্রবেশ করে রাত্রিকালে এবং ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করার নিমিত্ত চিন্তা-ভাবনা করে।

يُّخْرِجُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ مَكَّةَ اَوْيَقْتُلُوْهُ قِتْلًا ۝ وَذٰلِكَ حِقْدًا وَّ طُغْيَانًا

তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম-কে মক্কা হতে বের করে দেয়া অথবা তাঁকে হত্যা করে ফেলার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করে। তারা বিদ্বেষ, অতি বাড়াবাড়ি ও

وَّجَهْلًا ۝ كَبِيْرُهُمْ اَبُوْجَهْلٍ ۝ وَالْمُشِيْرُ هُوَ اِبْلِيْسُ اللَّعِيْنُ ۝ وَاَحَاطُوْا بَيْتَ

অজ্ঞতা বশতঃ এরূপ সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের প্রধান ছিল আবু জাহল। আর পরামর্শদাতা ছিল অভিশপ্ত ইবলীস। তারা নবীর গৃহ অবরোধ করে।

النَّبِيّ حَتّٰى حَاصَرُوْهُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝ حَتّٰى اَيِسَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

সবদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে। এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হয়ে চলে যাওয়ার বিষয়ে নিরাশ হয়ে পড়েন।

وَسَلَّمَ عَنِ الْخُرُوْجِ ۝ فَقَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يٰسٓ ۝ وَالْقُرْاٰنِ

পরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূরা ইয়াসীন এর প্রথম থেকে

الْحَكِيْمِ اِلٰى فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَايُبْصِرُوْنَ ۝ وَاَخَذَ كَفًّا مِّنَ التُّرَابِ وَقَالَ :

ফাহুম লা ইউবছিরুন পর্যন্ত পাঠ করেন। আর এক মুষ্টি মাটি উঠিয়ে নেন।

شَاهَتِ الْوُجُوْهُ وَرَمٰى بِهٖ فَدَخَلَ فِىْ اَعْيُنِ الْكُفَّارِ الرَّمْلُ وَسَدَّ اَعْيُنَهُمْ ۝

আর শাহাতিল উজুহ, দোওয়া পাঠ করে মুষ্টিবদ্ধ মাটি নিক্ষেপ করেন। ফলে, কাফিরদের চোখে বালি ঢুকে পড়ে চোখ অন্ধ করে দেয়।

وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مِنْ بَيْتِهٖ وَلَمْ يَرَهُ اَحَدٌ مِّنَ الْكُفَّارِ ۝ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى :

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর হতে বের হয়ে যান। কোন কাফির তাঁকে চোখে দেখেনি। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

وَمَارَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۝ حَتّٰى اِذَا دَخَلَ الْغَارَ اَحَاطَ

যখন তুমি নিক্ষেপ করলে তুমি নিক্ষেপ করনি, নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ্। শেষে তিনি যখন সাওর গুহায় প্রবেশ করেন, কাফিররা গুহাটি ঘিরে ফেলে।

الْكُفَّارُ وَرَاٰى اَبُوْ بَكْرٍ اَقْدَامَهُمْ ۝ وَقَالَ اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ۝ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

হযরত আবু বকর (রাঃ) তাদের পা গুলো দেখতে পান আর বলেনঃ আমরাতো ধরা পড়লাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝ لَاتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۝ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَةً عَلَيْهِمْ

চিন্তা কর না, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। তখন আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করেন।

وَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَّعَهُ فِىْ خَيْمَةِ اُمِّ مَعْبَدٍ ۝

আর রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং যাঁরা তাঁর সাথে ছিলেন তাঁরা উম্মে মা'বাদের তাবুতে গমন করেন

فَاسْتَطْعَمَ فَقَالَتْ مَاعِنْدِیْ شَیْءٌ فَرَاٰی صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ جَزْعَةً رَمَتْ

এবং খাবার চান। উম্মে মা'বাদ বলেনঃ আমার নিকট কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

نَفْسَهَا فِیْ صَحْنِ الْخَیْمَةِ ۝ لَاتَسْتَطِیْعُ الْقِیَامَ عَلَی الْاَرْضِ لِضُعْفِهَا ۝ مَا

তাবুর আঙ্গিনায় একটি বকরি দেখতে পান। দুর্বলতার দারুন বকরিটি উঠতে পারছিল না।

كَانَ فِیْ جَسَدِهَا اِلَّاالْجِلْدُ وَالْعَظْمُ ۝ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهِ عَلَیْهِ

বকরিটির গায়ে চামড়াও হাঁড় ছাড়া আর কিছুই ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

وَسَلَّمَ ۝ اَمَا تَرْضٰی یَااُمَّ مَعْبَدٍ اَنْ اَحْلِبَهَا ۝ فَقَالَتْ کَیْفَ تَحْلِبُهَا وَهِیَ هَزِیْلَةٌ

উম্মে মা'বাদ! তুমি কি রাজী আছ আমি বকরটি দোহন করে নেই? উম্মে মা'বাদ বললেনঃ কি করে আপনি এটি দোহন করবেন? এটিতো একেবারেই দুর্বল মজ্জাহীন কমবয়সী?

صَغِیْرَةٌ لَیْسَ لَهَاضَرْعٌ ۝ ثُمَّ جَاءَتْ بِطَسْتٍ وَاَقَامَهَا اَبُوْ بَكْرٍ ۝ وَحَلَبَهَا

এরতো স্তনও নেই। অতঃপর উম্মে মা'বাদ একটি পাত্র এনে দিলেন। আবু বাকর (রা.) বকরিটি দাঁড় করান এবং

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَجَّبَتْ لِكَثْرَةِ لَبَنِهَا ۝ وَقَالَتْ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোহন করেন। উম্মে মা'বাদ বকরিটির অনেক দুধ দেখে অবাক হয়ে যান। আর বলেন ঃ

عَرِّفُوْنِیْ مِنْ اَیْنَ اَنْتُمْ ۝ فَعَرَّفَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَاٰمَنَتْ

আপনারা কোথা থেকে এসেছেন, আমাকে অবগত করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিচয় দেন। পরে উম্মে মা'বাদ ঈমান এনেছিলেন।

بَعْدُ ۝ قَالَ تَعَالٰی : وَالَّذِیْنَ جٰهَدُوْا فِیْنَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ

আল্লাহ্ বলেন, যারা আমার পথে কষ্ট করেন, আমি তাদেরকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করি।

الْمُحْسِنِیْنَ ۝ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِی الْقُرْاٰنِ الْعَظِیْمِ ۝ وَنَفَعَنَا وَاِیَّاكُمْ

আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের আলোকে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে

بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الثانية لشهر جمادى الأخرى

الخطبة حول الفتنة

জমাদিউস সানী মাসের দ্বিতীয় খুত্‌বা

বিপর্যয় প্রসঙ্গে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ ۝ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۝ قَيِّمًا

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। তিনি তাঁর বান্দাহর প্রতি নাযিল করেছেন কিতাব। আর রাখেননি তার মধ্যে কোনরূপ কুটিলতা, পরিপূর্ণ সেই গ্রন্থ।

لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ

তাঁর বান্দাহ যেন তাঁর পক্ষ হতে মহাসংকটের ভীতি প্রদর্শন করেন। আর সৎকর্মশীল ঈমানদারদেরকে সুসংবাদ দেন যে

اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۝ مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ۝ هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ

তাদের জন্য রয়েছে সুন্দর প্রতিদান, যাতে তারা চিরদিন অবস্থান করবে। তিনিইতো তাঁর রাসূল পাঠিয়েছেন পথের দিশা দিয়ে।

دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۝ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ

আর সঠিক দ্বীন (জীবনবিধান) দিয়ে, যাতে তিনি তা সমস্ত জীবনবিধানের উপর জয়ী করে দেন। আর সাক্ষীরূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। তারপর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,

اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ), আল্লাহ্‌র বান্দাহ এবং রাসূল। হে আল্লাহ! করুণা বর্ষণ করুন, শান্তি নাযিল করুন আমাদের শিরতাজ মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বংশধর ও

عَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ نُجُوْمِ الْهُدٰى ۝ اَمَّا بَعْدُ! اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ تَحَذَّرُوْا مِنْ

তাঁর সাহাবীদের উপর যাঁরা হলেন হিয়াদাতের তারকারাজি। অতঃপর হে মুসলিম বৃন্দ! এ যুগে সাবধানতা অবলম্বন করুন।

هٰذَا الزَّمَانُ الَّذِیْ قَلَّ فِیْهِ الْوَفَاءُ ۝ وَكَثُرَ الْجَفَاءُ ۝ تُرِكَ الصَّالِحُ وَاُحِبَّ

এ যুগে দায়িত্ব পালনের চেতনা কমেছে, আর নিপীড়ন বেড়েছে। সৎকর্মশীলগণ পরিত্যক্ত হয়েছে। এবং পাপীর সমাদর হচ্ছে।

الْفَاجِرُ وَكَثُرَ شَرُّهٗ ۝ وَقَلَّ خَيْرُهٗ وَظَهَرَ الْفِسْقُ وَافْتَخَرَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ

এ যুগে মন্দের আধিক্য হচ্ছে, আর কল্যাণের এসেছে স্বল্পতা, পাপাচার হচ্ছে প্রকাশ্যে। নারী ও পুরুষ কবিরা গুনাহ সম্পাদনে গৌরববোধ করছে।

بِفِعْلِ الْكَبَائِرِ ۝ وَفَشَتِ الْعُيُوْبُ وَقَسَتِ الْقُلُوْبُ وَعَمِيَتِ الْبَصَائِرُ وَ

এবং দূষ-ত্রুটি ছড়িয়ে পড়েছে। অন্তর কঠিন হয়ে গেছে এবং জ্ঞানের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে।

يُكْرَمُ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهٖ ۝ وَيُهَانُ فِيْهِ الصُّلَحَاءُ وَالْاَتْقِيَاءُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۝

অনিষ্ট সাধনের ভয়ে মানুষকে সম্মান দেখানো হচ্ছে। এ যুগে সৎলোক, পরহেজগার, ঈমানদার লাঞ্ছিত হচ্ছে।

زَمَانٌ كَثُرَ فِيْهِ مَوْتُ الْعُلَمَاءِ وَتُرِكَتِ الشَّعَائِرُ وَالْعُلُوْمُ الشَّرْعِيَّةُ ۝

এ যামানায় আলিমদের অধিক মৃত্যু ঘটছে। ধর্মের আচরণ পরিত্যক্ত হচ্ছে, আর শরীয়তের জ্ঞান-বিদ্যা উপেক্ষিত হচ্ছে।

وَازْدَادَ الْجَهْلُ وَالْقِيْلُ وَالْقَالُ ۝ وَاتِّبَاعُ الشَّهَوَاتِ مِنْ غَيْرِ حَيَاءٍ وَّلَا

অজ্ঞতা, অযথা বাদ-প্রতিবাদ ও নির্লজ্জভাবে আল্লাহ্‌কে ভয় না করে খাহেশ চরিতার্থ করা হচ্ছে।

خَوْفٍ مِّنَ اللّٰهِ ۝ وَقَلَّتِ الْاَمَانَاتُ وَكَثُرَتِ الْخِيَانَاتُ وَذَلَّتِ الْمَسَاكِيْنُ وَ

আমানতদারী কমে গেছে। আত্মসাৎ কর্ম বেড়ে গেছে। মিসকীন, ফকীর,

الضُّعَفَاءُ وَالْفُقَرَاءُ ۝ وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ ۝

দুর্বলরা লাঞ্ছনা ভোগ করছে। আর তোমাদেরকে যে বিপদ পেয়ে বসেছে, তা মূলতঃ তোমাদের হাতেরই উপার্জন।

وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيْرٍ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ

আর তিনি অনেক কিছু ক্ষমা করে থাকেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষকে বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে।

يَظْلِمُوْنَ ○ وَيُعْلُوْنَ الْقُصُوْرَ وَيَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ○ وَيَشْرَبُوْنَ الْخُمُوْرَ وَ

তারা বড় বড় দালান উঠাচ্ছে আর মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে। মদ পান করছে ও পাপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে।

يَرْتَكِبُوْنَ الْفُجُوْرَ ○ وَنَسُوْا قَوْلَ الْجَبَّارِ : وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ

তারা পরাক্রমশীল আল্লাহ্‌র উক্তি ভুলে রয়েছে ঃ পার্থিব জীবন তো ধোঁকার সামগ্রী।

الْغُرُوْرِ ○ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ

হে ঈমানদার! তোমাদের সম্পদ, সন্তানাদি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে যেন আত্মভোলা করে না ফেলে।

اللّٰهِ. وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ○ وَمَنْ تَدَبَّرَ وَتَفَكَّرَ سَعٰى

যে এরূপ করবে, সে ক্ষতির সম্মুখীন হবে। আর যে চিন্তা-ভাবনা করবে, সে পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

اِلَى الْاٰخِرَةِ سَعْيًا مَّشْكُوْرًا ○ وَمَنْ تَذَكَّرَ تَزَوَّدَ بِالتَّقْوٰى وَيَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِهٖ

তার প্রয়াস ধন্য হবে। যে ব্যক্তি উপদেশ নেবে সে পরহেযগারীকে সম্বল করে নেবে, আর নিজ পরিজনে সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে যাবে।

مَسْرُوْرًا ○ فَتَدَبَّرُوْا ○ وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ اِذْ اَنْتُمْ بَشَرٌ

তাই চিন্তা করুন। আর আল্লাহ্‌র নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত যে, তিনি আপনাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। তাই আপনারা মানুষ সেজে ছুটাছুটি করছেন।

تَنْتَشِرُوْنَ ○ اَتَعْرِفُوْنَ اَهْلَ الْفَسَادِ تَرَوْنَ وُجُوْهُهُمْ وُجُوْهَ الصُّلَحَاءِ وَ

আপনারা কি বিপর্যয়কারীদের চেনেন? আপনারা তাদের চেহারাকে নেককারদের চেহারার ন্যায় দেখবেন

قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبَ الْاَشْقِيَاءِ ○ فَاتَّقُوا اللّٰهَ عِبَادَ اللّٰهِ تَفُوْزُوْا بِدَارِ النَّعِيْمِ ○ يَوْمَ

তাদের অন্তর নিকৃষ্টদের অন্তর। তাই হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! আল্লাহ্‌কে ভয় করুন, আপনারা অনুকম্পা সিক্ত নিবাস লাভে কৃতকার্য হবেন।

يَقُوْلُ الْكُفَّارُ فَمَالَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ○ وَلَاصَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ○ وَيَقُوْلُ الْجَبَّارُ

যেদিন কাফিরগণ বলবে ঃ হায়! নেই আমাদের জন্য শাফাআতকারী কেউ, আর নেই অন্তরঙ্গ বন্ধু। পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌ বলবেনঃ

لِمَلٰئِكَةِ الْعَذَابِ: وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ ۝ وَاَكْثِرُوْا مِنَ الْحَسَنَاتِ اِنَّ

তাঁর আযাবের ফিরিশতাদেরকে ঃ তাদেরকে দাঁড় করাও, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। আপনারা অধিক হারে নেককাজ করুন।

اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ وَاِنَّهَا

নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। আপনারা ধৈর্য এবং নামাযের দ্বারা সাহায্য কামনা করুন।

لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ

বস্তুতঃ নামায অধিক কষ্টকর কর্ম, তবে খোদাভীরুদের জন্য নয়। যারা ধারণা রাখেন যে, তাঁরা অবশ্যই তাঁদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবেন।

رَاجِعُوْنَ ۝ وَفِي الْحَدِيْثِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنْ فِي

তাঁরা তাঁর নিকট ফিরে যাবেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুনিয়াতে এমনভাবে থাক,

الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْعَابِرُ سَبِيْلٍ ۝ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۝ وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

যেন তুমি বিদেশী বা পথচলা মুসাফির। ইমাম বুখারী (রা.) হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

وَسَلَّمَ : اَرْبَعَةٌ مِّنَ الشَّقَاءِ ـ جُمُوْدُ الْعَيْنِ وَقَسْوَةُ الْقَلْبِ ۝ وَطُوْلُ الْاَمَلِ

নিকৃষ্টাচারের লক্ষণ হল চারটিঃ চোখের অশ্রুহীনতা, অন্তরের কাঠিন্য, দীর্ঘ আশা প্রতিপালন,

وَالْحِرْصُ عَلَى الدُّنْيَا ۝ رَوَاهُ الْبَزَّارُ ۝ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ۝

দুনিয়ার লোভ। এটি বায্যার বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণ দান করুন।

وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ

আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ,

بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

পুণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الثالثة لشهر جمادى الأخرى

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

জমাদিউস্‌ সানী মাসের তৃতীয় খুত্‌বা

সৎকাজে নির্দেশ অসৎ কাজে নিষেধ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَكْرَمَنَا اِذْ هَدَانَا لِلْاِسْلَامِ ۝ وَرَفَعَ قَدْرَنَا حَيْثُ جَعَلَنَا مِنْ

সকল তা'রীফ আল্লাহ্‌র। তিনি ইসলামের পথ দেখিয়ে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। আর আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন,

اُمَّةِ خَيْرِ الْاَنَامِ ۝ وَمَيَّزَنَا عَلٰى سَائِرِ الْاُمَمِ بِفَضِيْلَةِ الْاَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَ

মানবকুলের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্বের উম্মতভুক্ত করে। তিনি ন্যায়ের নির্দেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করার মর্যাদা দান করে আমাদেরকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র অবস্থানে রেখেছেন।

النَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ ۝ فَقَالَ جَلَّ شَانُهٗ تَنْوِيْهًا بِفَضْلِنَا وَتَعْظِيْمًا لِقَدْرِنَا:

তাই আল্লাহ্ (তাঁর মহানত্ব অতি উচ্চ হোক) আমাদের ফযীলতের উৎকর্ষ সাধনে এবং আমাদের মান বড় করে দেখানোর জন্য বলেছেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ জাতি, যাকে মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য আবির্ভূত করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের নির্দেশ দেবে, আর মন্দ কাজে বাধা দান করবে।

وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۝ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۝ جَاءَنَا بِالنُّوْرِ

আর আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখবে। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি উজ্জ্বল আলো নিয়ে এসেছেন।

السَّاطِعِ وَالْبُرْهَانِ الْقَاطِعِ ۝ وَالسَّعَادَةِ التَّامَّةِ فِى الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ ۝ اَللّٰهُمَّ

অকাট্য প্রমাণ নিয়ে এসেছেন আর দ্বীন ও দুনিয়ার পরিপূর্ণ কল্যাণ নিয়ে এসেছেন। হে আল্লাহ্!

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَالتَّابِعِيْنَ اِلٰى يَوْمِ

করুণা করুন, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.), তাঁর বংশধর, তাঁর সাহাবা এবং তাঁদের অনুসারীদের প্রতি, প্রতিদান দিবস পর্যন্ত।

الدِّيْنِ ۞ اَمَّابَعْدُ! فَيَاعِبَادَ اللّٰهِ! اِيَّاكُمْ وَالسُّكُوْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۞ فَاِنَّ

অতঃপর হে আল্লাহর বান্দাগণ! অন্যায় দেখে চুপথাকা হতে নিজেকে রক্ষা করুন।

الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىَ عَنِ الْمُنْكَرِ هُوَاَعْظَمُ فَرِيْضَةِ الدِّيْنِ ۞ وَهِىَ اَمْرٌ

কারণ ন্যায়ের নির্দেশ এবং অন্যায়ের বাধা দেয়া দ্বীন-ইসলামের ফরয কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

مُهِمٌّ لِّلْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ ۞ وَجَاءَ الْعُلَمَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَدْعُوْنَ الْخَلْقَ اِلٰى

তা হচ্ছে নবী-রাসূলগণের বিশেষ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। নবী-রাসূলগণের পর আলিমগণ এসেছেন, লোকজনকে তাঁরা ডেকেছেন-

مَا دَعَا اِلَيْهِ الْاَنْبِيَاءُ اِمْتِثَالًا لِاَمْرِ اللّٰهِ : وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى

যেদিকে নবীগণ ডেকেছিলেন আল্লাহর এই নির্দেশ পালন করতে গিয়ে : তোমাদের মধ্যে এমন একদল থাকা উচিত যারা উত্তম কাজের জন্য আহ্বান জানাবে।

الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۞

আর ন্যায়ের নির্দেশ দেবে। অন্যায়ে বাধা দান করবে, আর তারাই হবে সফলকাম।

وَقَالَ تَعَالٰى يَصِفُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ : بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۞ يَاْمُرُوْنَ

আল্লাহ তায়ালা মুমিন নর-নারীর প্রশংসা করে আরও বলেন : তারা পরস্পরের সহযোগী। ন্যায়ের নির্দেশ দেয়,

بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ ۞ وَقَالَ سُبْحَانَهٗ يَصِفُ

অন্যায়ের বাধা দান করে, নামায কায়িম রাখে। আর এ উম্মতের প্রশংসা করে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

هٰذِهِ الْاُمَّةَ : كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ

তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত। লোকজনের কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে বের করা হয়েছে। তোমরা ন্যায়ের নির্দেশ দেবে। অন্যায়ের বাধা দান করবে।

عَنِ الْمُنْكَرِ ۞ وَقَدْ لَعَنَ اللّٰهُ اَقْوَامًا اَهْمَلُوْا هٰذَا الْوَاجِبَ الْكَبِيْرَ

আর আল্লাহ লানত করেছেন এমন লোকজনকে, যারা অবশ্যকরণীয় গুরুদায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ পালনে অনীহা দেখায়।

وَالْاَمْرُ الْخَطِيْرِ فَاسْتَحَقُّوْا الطَّرْدَ وَاللَّعْنَ وَالْمَقْتَ وَالْغَضَبَ ٥ قَالَ تَعَالٰى :

ফলে বিতাড়ন, লানত, অসন্তোষ ও আল্লাহর গযবের ভাগী হয়। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ٥

দাউদ ও মারইয়াম তনয় ঈসার ভাষায় বনী ইসরাঈলের মাঝে যারা কুফ্‌রী করেছিল, তাদেরকে লানত করা হয়।

ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ٥ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ

এটা এ জন্য যে, তারা নাফরমানী করত, সীমালংঘন করত, যে খারাপ কাজ তারা করত, তা থেকে পরস্পরকে বিরত রাখত না।

بِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ٥ وَهٰذِهٖ غَايَةٌ فِى الزَّجْرِ وَالتَّخْوِيْفِ وَالْوَعِيْدِ وَ

তারা অত্যন্ত জঘন্য কাজ করত। এটা চরম হুশিয়ারী, ভীতি প্রদর্শন, আযাবের ভয় দেখানো ও ধমকিয়ে দেয়া।

التَّهْدِيْدِ ٥ وَعَلَّلَ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى اِسْتِحْقَاقَهُمُ اللَّعْنَةَ بِتَرْكِهِمُ النَّهْىَ عَنِ

তাদের লানতের যোগ্য হওয়ার কারণ বর্ণনা করে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তাদের অন্যায়ের নিষেধ করা ছেড়ে দেয়াকে চিহ্নিত করেছেন।

الْمُنْكَرِ ٥ فَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مَنْ

অতএব, ন্যায়ের নির্দেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করা ওয়াজিব এমন সব ব্যক্তির উপর

يَّدِيْنُ بِشَرِيْعَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَحَرَامٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ اَنْ يَّرٰى ارْتِكَابَ

যারা রাসূলকুলের শিরতাজের শরীআত মেনে চলে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য হারাম হলো, সে আল্লাহর নিষিদ্ধ কর্মগুলো করতে দেখে

حُرُمَاتِ اللّٰهِ وَسَكَتَ عَنِ الرَّدِّ عَلَيْهِ ٥ وَمَا رَوٰى اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ اَنَّهٗ

তাতে বাধাদান না করে চুপ থাকবে। আবূ দাউদ ও তিরমীযী বর্ণনা করেছেন

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَاَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ লোকেরা যখন যালিমকে দেখবে

يَأْخُذُوْا عَلٰى يَدِهٖ ٥ اَوْشَكَ اَنْ يَّعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ ٥ وَقَالَ اَيْضًا:

আর তার হাত ধরে ফেলবে না, অবশ্যই তখন আল্লাহ তাঁর তরফ হতে ব্যাপকভাবে তাদেরকে আযাব দেবেন। তিনি আরও বলেন,

مَارَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ ٥

যা মুসলিম শরীফ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ তোমরা যখনই গর্হিত কর্ম দেখবে, তখনই বল প্রয়োগে তা বদলে দেবে।

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ وَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ ٥ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ

যদি কেউ তা করতে না পারে তা হলে মুখে নিষেধ করবে। তাও যদি করতে না পারে, তা হলে তা অন্তরে বদলে দেয়ার পরিকল্পনা করবে। এর বাইরে বিন্দুমাত্র ঈমানও নেই।

الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ ٥ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ: مَارَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ عَنْ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাদীসখানা হযরত হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে তিরমীযী বর্ণনা করেছেনঃ

حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ٥ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اَتَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ

যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! হয় তো তোমরা ন্যায়ের নির্দেশ দেবে আর অন্যায়ের বাধা দান করবে

عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْلَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهٗ فَلَا

অথবা অচিরেই আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি শাস্তি পাঠাবেন তাঁর তরফ হতে। তখন তোমরা তাঁকে ডাকবে কিন্তু তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া হবে না।

يُسْتَجَابُ لَكُمْ ٥ مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجْتَنِبُوْا مِنَ

ন্যায়ের প্রতি হুকুম দাও। অন্যায় থেকে বারণ কর। আর মন্দ আড্ডা থেকে বেঁচে থাক।

مَجَالِسِ السُّوْءِ وَصُحْبَةِ الْاَشْرَارِ ٥ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ مَّا فَرَطَ مِنْكُمْ ٥

মন্দ লোকের সঙ্গ ত্যাগ কর। তোমাদের যা বিচ্যুতি হয়েছে, আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন।

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ٥ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ

আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকেমহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ

وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَّءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পুণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الرابعة لشهر جمادى الأخرى

الساقط عن الحق كفاعله

জমাদিউস সানী মাসের চতুর্থ খুতবা

অন্যায়ে নীরবতা অবলম্বনকারী অন্যায়কারীর শামিল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۝ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। তিনি প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সব রকম পাপাচার হারাম করেছেন। আর আমি সাক্ষ্য দেই যে,

اِلَّا اللّٰهُ لَعَنَ اَقْوَامًا وَّطَرَدَهُمْ مِّنْ رَحْمَتِهٖ بِسَبَبِ اَنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ

আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই। তিনি বহু জাতিকে লানত দিয়েছেন, নিজ রহমত হতে তাড়িয়ে দিয়েছেন,

عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ فِى السِّرِّ وَالْعَلَنِ ۝ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ

এ জন্য যে, তারা প্রকাশ্যে ও গোপনে যে অন্যায় কাজ করত, তা থেকে বিরত থাকত না। আর আমি সাক্ষ্য দেই যে, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِيْنَا دَاعِيًا بِاَمْرِ اللّٰهِ ۝ وَحَذَّرَنَا مِنْ نِّقْمَتِهٖ ۝

তিনি আল্লাহর নির্দেশে আমাদের মধ্যে আহ্বানকারীর দায়িত্ব পালন করেছেন। আর ভয় দেখিয়েছেন তাঁর প্রতিশোধমূলক প্রতিবিধান থেকে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ

হে আল্লাহ! করুণা করুন, শান্তি দান করুন আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.), তাঁর বংশধর ও তাঁর সাহাবীগণের প্রতি

الْخَوْفِ وَالْحُزْنِ ۝ اَمَّا بَعْدُ! فَيَا اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ ۝ اِنَّ طَرِيْقَ الْحَقِّ وَاحِدٌ لَّا

যাঁরা ভয়মুক্ত ও অনুশোচনা বিমুক্ত। অতঃপর হে মুসলিমবৃন্দ! নিশ্চয় হক পথ একটাই, একাধিক নয়।

يَتَعَدَّدُ وَيَسْلُكُهُ الْمُخْلِصُوْنَ لَايَزِيْغُوْنَ وَلَايَضِلُّوْنَ وَيَتَمَسَّكُوْنَ بِتَعْلِيْمِ

সে পথ ধরে নিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা চলে, তাই তারা বিপথগামী হয় না, বিভ্রান্ত হয় না। তারা শক্ত করে আল্লাহর শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরে।

اللّٰهِ ٥ وَهُوَ اُسْوَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَيَجْتَنِبُوْنَ مَا حَرَّمَهُ فِىْ دِيْنِهٖ ٥ لَيْسَ لَهُمْ

এটাই আল্লাহর রাসূলের আদর্শ। আর আল্লাহ তাঁর দ্বীনে যা হারাম করেছেন, তা থেকে তারা বিরত থাকে।

مَرْجَعٌ يَرْجِعُوْنَ اِلَيْهِ فِىْ اُمُوْرِهِمُ الدِّيْنِيَّةِ سِوَى الْقُرْاٰنِ ٥ وَالْقُرْاٰنُ خُلُقُ نَبِيِّنَا

কুরআন ছাড়া ধর্মীয় বিষয়ে তাদের কোন প্রত্যাবর্তন করার স্থান নেই, যেখানে তারা ফিরে যাবে। কুরআন আমাদের নবী আলাইহিস সালাম-এর চরিত্র।

عَلَيْهِ السَّلَامُ ٥ فَعَلَيْكُمُ التَّمَسُّكُ بِمَا وَسِمَهُ خَيْرُ الْاَنَامِ ٥ وَالْاِقْتِدَاءُ بِعَمَلِ

মানব শ্রেষ্ঠ (নবী) যা প্রচলন করেছেন তা আকঁড়ে ধর। ইসলামের শ্রেষ্ঠ লোকজনের মধ্য হতে

السَّلَفِ مِنْ خِيَارِ اُمَّةِ الْاِسْلَامِ ٥ وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

বিখ্যাত মহাপুরুষগণের আমল অবলম্বন কর। ভয় কর ফিতনাকে, যা একমাত্র তোমাদের মধ্যে যারা অন্যায় করবে তাদেরকেই পেয়ে বসবে না।

مِنْكُمْ خَاصَّةً ٥ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ٥ رَوَى الطَّبْرَانِىُّ عَنْ جَابِرِ

জেনে রাখ, আল্লাহর আযাব অতি কঠোর। তাবরানী বর্ণনা করেছেন, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে। তিনি বলেন

بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ اَسْخَطَ اللّٰهَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মানুষকে সন্তুষ্ট করতে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে

فِىْ رِضَا النَّاسِ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَسْخَطَ عَلَيْهِ مَنْ اَرْضَاهُ فِىْ سَخَطِهٖ ٥ وَ

আল্লাহ তার প্রতি নারায হয়ে যান। যাদেরকে সে খুশী করার জন্য আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করেছে,

مَنْ اَرْضَى اللّٰهَ فِىْ سَخَطِ النَّاسِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ٥ وَاَرْضَى مَنْ اَسْخَطَهٗ

আল্লাহ তার প্রতি সে লোকদের অসন্তুষ্ট করে দেন। আর যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখে, আল্লাহ তার প্রতি খুশি হন। আল্লাহকে খুশী করার জন্য সে যাকে অসন্তুষ্ট করেছে,

فِي رِضَاهُ حَتّٰى يُزَيِّنَهُ وَيُزَيِّنَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ فِي عَيْنِهٖ ○ وَرَوٰى اَبُوْدَاوُدَ عَنْ

তাকেও তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেন। অনন্তর তাকে, তার কথা ও তার আমলকে, উক্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে সুন্দর করে সাজিয়ে দেন। আবূ দাউদ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন,

اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ اَوَّلَ مَا دَخَلَ

তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শুরুতে বনী ইসরাঈলের মধ্যে ত্রুটি অনুপ্রবেশ করে এরূপে ঃ

النَّقْصُ عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُوْلُ يَاهٰذَا ○

একজন অপর জনের সাথে দেখা করে বলত, ওহে ! আল্লাহকে ভয় কর।

اِتَّقِ اللّٰهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَاِنَّهُ لَايَحِلُّ لَكَ ○ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ وَهُوَ عَلٰى

যা করছ, তা থেকে বিরত থাক, এ কাজ তোমার জন্য বৈধ নয়। পরে ওর সাথে পুনরায় পরদিন দেখা করে। লোকটি যথাপূর্ব কর্মই করতে থাকে।

حَالِهٖ ○ فَلَايَمْنَعُهُ ذٰلِكَ اَنْ يَكُوْنَ اَكِيْلَهُ وَشَرِيْبَهُ وَقَعِيْدَهُ ○ فَلَمَّا فَعَلُوْا

কিন্তু তার স্বরূপ-আচরণ সাক্ষাৎকারীকে তার সাথে খেতে, পান করতে এবং তার সঙ্গী হতে বিরত রাখেনি। বনী ইসরাঈলরা যখন এরূপ ভাবে মেলামেশা করতে লাগল,

ذٰلِكَ ضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ○ ثُمَّ قَالَ : لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ

তখন আল্লাহ তাদের অন্তরে অনৈক্য সৃষ্টি করে দেন। অতঃপর তাদের ব্যাপারে তিনি বলেনঃ

اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ○ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا

দাউদ ও মারইয়াম তনয় ঈসার মুখে বনী ইসরাঈলের যারা কুফরী করে তাদের প্রতি লানত করা হয়। এটা এ জন্য হয় যে, তারা পাপাচার করত আর সীমালংঘন করত।

يَعْتَدُوْنَ ○ كَانُوْا لَايَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ○ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ○ وَ

তারা যে অন্যায় কাজ করত, তা থেকে তারা পরস্পরকে বিরত রাখত না। তারা অত্যন্ত খারাপ কাজ করত।

قَدْ اَوْجَبَ الدِّيْنُ عَلَيْكُمْ اِذَا لَمْ تَسْتَطِيْعُوْا مَنْعَ الْمُنْكَرِ اَنْ تَمْنَعُوْا

তোমরা যখন অন্যায়ে বাধা দান করতে সক্ষম না হও, তখন দ্বীন ইসলাম তোমাদের প্রতি কর্তব্য স্থির করেছে যে, তোমরা নিজেদেরকে তা দেখা হতে

اَنْفُسَكُمْ مِنَ التَّوَجُّهِ اِلَيْهِ ο وَقُوْلُوا الْحَقَّ وَلَوْكَانَ مُرًّا ο وَاجْهَرُوْا بِهٖ

এবং সেদিকে দৃকপাত করা থেকে ফিরিয়ে রাখবে। হক কথা বলতে থাকবে তিক্ত হলেও। আর প্রকাশ্যে হক কথা বলবে।

لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى : وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ

কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ তোমাদের কিছু সংখ্যক এমন থাকতে হবে, যারা কল্যাণের দিকে ডাকবে। ন্যায়ের প্রতি নির্দেশ দেবে।

يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ο بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِىْ

অন্যায়ে বাধা দান করবে। আর তারাই হল সফলকাম। আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে

الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ο وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ο اِنَّهٗ تَعَالٰى

মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন।

جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ο

তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الخامسة لشهر جمادى الأخرى

الاستعداد للموت

জমাদিউস সানী মাসের পঞ্চম খুতবা

মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ο وَهُوَ

সমস্ত তা'রীফ আল্লাহর জন্য। তিনি হায়াত-মউত সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে কে উত্তম কার্য সম্পাদন কর, তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য।

الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ο وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الَّذِىْ نَبَّهَ عِبَادَهٗ لِاِسْتِعْدَادِ

তিনিই অজেয় ক্ষমাশীল। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ ইলাহ নেই। তিনি মউতের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন।

الْمَوْتِ o وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ o اَلَّذِىْ هَدَانَا اِلٰى

আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দাহ এবং আল্লাহর রাসূল। তিনি আমাদেরকে সরল-পথ দেখিয়েছেন।

الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ o وَنَهَانَا عَنِ الْفُجُوْرِ o اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

পাপাচার থেকে বিরত রেখেছেন। হে আল্লাহ! করুণা করুন, শান্তি দান করুন আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.),

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ النُّشُوْرِ o اَمَّا

তাঁর বংশধর ও তাঁর সাহাবী এবং যাঁরা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছেন তাঁদের প্রতি পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।

بَعْدُ! اَيُّهَا النَّاسُ اِعْلَمُوْا فَاِنَّ لَكُمْ غَايَةَ الْوَعْظِ فِىْ ذِكْرِ الْمَوْتِ o قَالَ

অতঃপর হে মানুষেরা! জেনে রাখ, মৃত্যুকে স্মরণ করার মধ্যে তোমাদের জন্য অশেষ উপদেশ রয়েছে।

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اُذْكُرُوْا هَادِمَ اللَّذَّاتِ اَىِ الْمَوْتَ o وَاِنَّ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ত্বরিৎগতিতে উপভোগের মজা নির্মূলকারীকে অর্থাৎ মৃত্যুকে স্মরণ কর।

الْمَوْتَ اَشَدُّ الْعَذَابِ لِلنَّاسِ o فَاِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ o وَعِنْدَ الْمَوْتِ لَا

মৃত্যু হল মানুষের কঠিন আযাব। কারণ মৃত্যুর যন্ত্রণায় রয়েছে ভীষণ পীড়ন আর মৃত্যুর সময় মানুষ জ্ঞানহারা হয় না,

يُغْلَبُ عُقُوْلُهُمْ وَلَا يَدْهَشُوْنَ o بَلْ يَسْمَعُوْنَ وَيَعْقِلُوْنَ o وَلَا يَنْظُرُوْنَ وَلَا

বেঁহুশ হয়ে যায় না, তারা শোনে এবং বুঝে। কিন্তু তারা চোখে দেখতে পায় না, উত্তর দিতে পারে না।

يُجِيْبُوْنَ o لِاَنَّهُمْ مُسْتَغْرِقُوْنَ فِىْ هَوْلِ السَّكَرَاتِ وَمَشْغُوْلُوْنَ o اِذِ

কারণ তারা তখন মৃত্যু-যন্ত্রণার বিভীষিকায় আচ্ছন্ন থাকে। বরং তারা নিজ বিষয়ে ব্যাপৃকত থাকে।

الْمَلٰئِكَةُ حَافُّوْنَ حَوْلَهٗ o وَتَقُوْلُوْنَ لَهٗ مَنْ رَاقٍ o هُنَالِكَ يَنْظُرُ اِلٰى رَحْمَةِ اللّٰهِ

কেননা, ফিরিশতারা মরণোন্মুখ ব্যক্তির আশে-পাশে ঘেরাও করে এবং তাকে বলতে থাকেঃ কেউ আছে উদ্ধারকারী? তখন মুমূর্ষ ব্যক্তি আল্লাহর দয়ার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখে,

مَاذَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِهٖ ○ فَلَا يُجِيْبُ وَلَا يَنْظُرُ اِلٰى اَحَدٍ ○ وَيَرَى الْمَلٰئِكَةَ

আল্লাহ তার সাথে কি আচরণ করেন! তাই সে কারো কথার উত্তর দেয় না। কারো প্রতি তাকায়ও না। সে ফিরিশতাদেরকে দেখতে পায় যে,

حَافِّيْنَ حَوْلَهٗ ○ وَقَالَ تَعَالٰى مُخْبِرًا لِاَحْوَالِهِمْ ○ كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيْلَ

তার আশে-পাশে ঘেরাও করে আছে। আর আল্লাহ তায়ালা এরূপ মুমূর্ষ ব্যক্তির অবস্থার খবর দিয়ে বলেনঃ কখনো নয়, যখন আত্মা তার কণ্ঠনালীতে পৌঁছে যাবে, আর বলা হবে,

مَنْ ۜ رَاقٍ ○ وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ نِ الْمَسَاقُ ○ وَقَالَ

কেউ কি রক্ষাকারী আছে? পা পায়ের সাথে জড়াতে থাকবে, সেদিন তোমার পালনকর্তার নিকট যেতে হবে।

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اَحْوَالِ السَّكَرَاتِ ○ وَاللّٰهِ لَوْ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যু-যন্ত্রণা সম্পর্কে বলেছেনঃ আল্লাহর কসম!

تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا ○ وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ

আমি যা অবগত তা তোমরা অবগত হলে স্বল্প হাসতে এবং অধিক কাঁদতে। আর আরামের বিছানায় স্ত্রীদের সাথে সম্ভোগে লিপ্ত হতে না।

عَلَى الْفُرُشَاتِ وَلَخَرَجْتُمْ فِي الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ اَوْ كَمَا قَالَ ○ وَ

পাহাড়-পর্বতে বের হয়ে যেতে। আর কাতর অবস্থায় আল্লাহর নিকট দুআ চাইতে।

اَيْضًا قَالَ اللّٰهُ لِرَسُوْلِهٖ : وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيْهِمُ الْعَذَابُ ○ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেনঃ ভয় দেখাও লোকজনকে যেদিন তাদের আযাব উপস্থিত হবে, তখন যারা অন্যায়াচরণ করেছে, তারা বলবে,

ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ○ اَوَلَمْ

হে আমাদের রব! উপস্থিত মৃত্যু থেকে আমাদেরকে কিছুটা সময় দাও, আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দেবো। রাসূলগণকে অনুসরণ করব।

تَكُوْنُوْا اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَالَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ○ فَاِنَّ خَلْقَ الْاِنْسَانِ فِي الدُّنْيَا

আরে, তোমরা কি পূর্বে কসম করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই? নিশ্চয়ই পরীক্ষা করার জন্য দুনিয়াতে মানুষের সৃষ্টি।

لِابْتِلَائِهِمْ وَاَشَدَّ الْبَلَاءِ عِنْدَ الْمَوْتِ ٥ وَاَنَّ الْحَيَاةَ لَغَنِيْمَةٌ اَغْنَمَهَا اللّٰهُ

কঠিন পরীক্ষা হয় মৃত্যু কালে। জীবন অপার করুণা, যা আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন।

لِلنَّاسِ ٥ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فِىْ حَدِيْثِهٖ اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ وَفِيْهِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে বলেছেন, পাঁচটি বিষয়কে অপূর্ব সুযোগ মনে করবে।

حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ٥ وَالْمَوْتُ لَازِمٌ لِكُلِّ نَفْسٍ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ : كُلُّ

তার মধ্যে তোমার জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে অপূর্ব নিআমত মনে করবে। মৃত্যু সকল জীবের জন্য অবধারিত।

نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ٥ وَقَالَ تَعَالٰى : قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ প্রতিটি জীব মৃত্যুর স্বাদ নেবে। আল্লাহ আরও বলেনঃ তোমরা যে মৃত্যু হতে পালিয়ে বেড়াও,

مُلَاقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

তা অবশ্যই তোমাদের মুখোমুখী হবে। অতঃপর তোমাদেরকে গায়েব ও উপস্থিত বিষয়ে জ্ঞাত সত্তার নিকট ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে যা কিছু তোমরা করেছিলে, তার

تَعْمَلُوْنَ ٥ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ٥ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ

খবর অবহিত করবেন। আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে

بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ٥ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ٥

নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الاولى لشهر رجب

الاحسان بالوالدين

রজব মাসের প্রথম খুতবা

পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَصّٰى بِالْوَالِدَيْنِ فَقَالَ تَعَالٰى : اَنِ اشْكُرْلِىْ وَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। তিনি পিতা-মাতার ব্যাপারে নির্দেশ জারি করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমার কৃতজ্ঞ থাক এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাক।

لِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ۝ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ

আমার নিকটই ফিরে আসতে হবে। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَ اَنَّ الصَّدَقَةَ

এবং আমি এও সাক্ষ্য দেই যে, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। তিনি খবর দিয়েছেন যে,

لِلْوَالِدَيْنِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا بِرٌّ لَّهُمَا كَبِيْرٌ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য সাদকা করা মহত্তম নেকীর কাজ। হে আল্লাহ! করুণা করুন, শান্তি দিন

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْهَادِيْنَ وَالْمُهْتَدِيْنَ ۝ اَمَّا بَعْدُ! فَقَدْ

আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বংশধর ও তাঁর হিদায়াতকারী ও হিদায়াত প্রাপ্ত সাহাবগীণের প্রতি।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ كَلَامِهِ الْمَجِيْدِ : وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْآ اِلَّا اِيَّاهُ

অতঃপর আল্লাহ তাআলা কালামে পাকে বলেছেন ঃ ফয়সালা করে দিয়েছেন তোমার প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তোমরা কারো ইবাদত করবে না।

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۝ اَيُّهَا النَّاسُ ! اِنَّ وَالِدَيْكَ اَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ

আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। হে মানবমন্ডলী! সমস্ত মানুষের মধ্যে নিশ্চয় তোমার পিতা-মাতা তোমার উত্তম ব্যবহার,

مُعَاشَرَتِکَ ٥ وَجَمِيْلِ بِرِّکَ وَاِحْسَانِکَ لِعَظِيْمِ فَضْلِهِمَا عَلَيْکَ ٥ وَکَثْرَةِ

তোমার সুন্দর আনুগত্য ও তোমার দয়া পাওয়ার অধিক হকদার। তোমার প্রতি তাঁদের বিরাট অনুগ্রহ,

اِحْسَانِهِمَا اِلَيْکَ ٥ وَشِدَّةِ عِنَايَتِهِمَا بِکَ فِى الصِّغَرِ ٥ وَحِرْصِهِمَا دَائِمًا عَلٰى

অত্যধিক দয়া, শিশুকালে তোমার প্রতি তাঁদের অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি, তোমাকে সর্বদা আরামে রাখার জন্য তাঁদের প্রত্যাশা,

رَاحَتِکَ وَسَعَادَتِکَ فِىْ جَمِيْعِ اَطْوَارِ حَيَاتِکَ ٥ وَتَقَرُّ اَعْيُنُهُمَا بِوَجْهِکَ

তোমার জীবনের সর্বস্তরে তোমার জন্য তাঁদের কল্যাণ কামনার দরুন তাঁরা এরূপ আচরণের বিশেষ দাবীদার। তাঁদের নয়ন জুড়ায় তোমার চেহারা দেখে।

وَيَنْشَرِحُ صُدُوْرُهُمَا بِرُؤْيَتِکَ ٥ وَهُمَا رَبَّاکَ وَاَرْشَدَاکَ اِلٰى مَايَنْفَعُکَ فِىْ

তাঁদের অন্তর প্রশান্তি পায় তোমাকে দেখে। তাঁরা তোমাকে প্রতিপালন করেছেন আর দ্বীন ও দুনিয়ায় যাতে তোমার কল্যাণ হয়, তোমাকে তাঁরা সে পথ দেখিয়েছেন।

دِيْنِکَ وَدُنْيَاکَ ٥ اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ مِنْ اَفْحَشِ السَّيِّئَاتِ ٥

হে লোকজন! পিতা-মাতার অবাধ্যতা নিকৃষ্টতম মন্দ কাজ। আর পাপসমূহের বড়পাপ,

وَاَکْبَرِ الذُّنُوْبِ الَّتِىْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ عُقُوْبَتَهَا فِى الدُّنْيَا قَبْلَ الْاٰخِرَةِ ٥ وَهُوَ

যার সাজা পরকালের আগেই এ দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলা তরান্বিত করে দেন।

کُفْرَانٌ بِالنِّعْمَةِ وَمُقَابَلَةُ الْاِحْسَانِ بِالْاِسَائَةِ ٥ وَفِى الْحَدِيْثِ: کُلُّ الذُّنُوْبِ

এটা অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা আর দয়া প্রদর্শনের প্রতি মন্দাচারের প্রতিদান। হাদীসে এসেছে :

يُؤَخِّرُ اللّٰهُ مِنْهَا مَاشَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ ٥ فَاِنَّ اللّٰهَ

যাবতীয় পাপাচারের মধ্যে যা চান, আল্লাহ তা রোয কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত করে থাকেন। ব্যতিক্রম হল পিতা-মাতার নাফরমানী।

يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهٖ فِى الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ ٥ وَطَاعَتُهُمَا مِنْ اَفْضَلِ

নিশ্চয়ই আল্লাহ এরূপ ব্যক্তির জন্য মৃত্যুর পূর্বেই এ জীবনে শাস্তি ত্বরান্বিত করে দেন। আর পিতা-মাতার আনুগত্য উত্তম ইবাদত।

الطَّاعَاتِ ٥ وَلِهٰذَا قَرَنَ اللّٰهُ حَقَّهُمَا بِحَقِّهٖ ٥ وَشُكْرَهُمَا بِشُكْرِهٖ ٥ فَقَالَ

এ জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের হক্বকে তাঁর হক্বের সাথে এবং তাঁদের কৃতজ্ঞতাকে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করেছেন।

تَعَالٰى. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصَالُهٗ فِىْ

আল্লাহ তাআলা বলেন : আর মানুষকে হুকুম দিয়েছি তার পিতা-মাতার ব্যাপারে। তার মা তাকে উদরে ধারণ করেছেন পরপর দৈহিক দুর্বলতা সহ্য করে। আর তার দুধ খাওয়ার পর্ব

عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ٥ فَمِنْ حُقُوْقِهِمَا عَلَيْكَ اَنْ

দু বছর। তাই আমার কৃতজ্ঞ থাক এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। শেষাবধি আমার নিকটেই আসতে হবে। তোমার প্রতি তাঁদের বিশেষ হক্ব হল,

تُكْرِمَهُمَا وَتُحْسِنَ اِلَيْهِمَا ٥ وَتَبْذُلَ نَفْسَكَ وَمَالَكَ فِىْ مَصْلَحَتِهِمَا ٥ وَاِنْ

তুমি তাঁদেরকে সম্মান করবে, তাঁদের প্রতি ভাল আচরণ করবে। আর তাঁদের কল্যাণে তোমার জান-মাল ব্যয় করবে।

بَلَغَا عِنْدَكَ الْكِبَرَ فَالْطُفْ بِهِمَا وَلَا تَزْجُرْهُمَا وَاَحْسِنْ اِلَيْهِمَا فِىْ حَالِ

তাঁরা যদি তোমার সামনে বার্ধক্যে পৌঁছে যান, তখন তুমি তাঁদের সাথে বিনম্র ব্যবহার করবে। তাদেরকে ধমকিয়ে কথা বলবে না। তাঁদের প্রতি দুর্বল অবস্থায় এবং বার্ধক্যে দয়া

الضُّعْفِ وَالْكِبَرِ كَمَا اَحْسَنَا اِلَيْكَ فِىْ حَالِ الْعَجْزِ وَالصِّغَرِ ٥ وَكُنْ بِهِمَا

দেখাবে, যেমন তোমার প্রতি তাঁরা উভয়ে তোমার অক্ষম অবস্থায় শিশুকালে দয়া প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের প্রতি তুমি

رَءُوْفًا رَّحِيْمًا ٥ كَمَا قَالَ تَعَالٰى : اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا

সহানুভূতিশীল ও দয়াপরবশ থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যদি তোমার সামনে তাঁরা কেউ বা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হন তখন তাদের প্রতি উফ্ শব্দও প্রয়োগ করবে

فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ٥ وَاَخْرَجَ التِّرْمِذِىُّ

না আর তাদেরকে ধমক দেবে না। বলবে তাঁদের উদ্দেশ্যে সম্মানসূচক বাক্য। তিরমীযী উল্লেখ করেছেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِضَا اللّٰهِ فِىْ رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি. পিতার অসন্তুষ্টিতে

اللّٰهِ فِىْ سَخَطِ الْوَالِدِ ۝ وَعَلَيْكَ حُقُوْقُهُمَا فِى الدَّارَيْنِ كَمَا قَالَ تَعَالٰى :

আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত আর ইহকালে ও পরকালে তোমার উপর তাঁদের প্রাপ্য রয়েছে। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ

দয়াপরবশ হয়ে তাঁদের প্রতি বিনম্র বাহু অবনমিত কর। আর বল ঃ হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের প্রতি দয়া করুন; আমাকে যেমন তাঁরা বাল্যকালে লালন-পালন করেছেন।

صَغِيْرًا ۝ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ۝ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ

আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণ দান করুন। আর আমাদেরকে আপনাদেরকে নিদর্শনসমূহ ও

وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান দানশীল,বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الثانية لشهر رجب

المذمة الغيبة

রজব মাসের দ্বিতীয় খুতবা

গীবতের নিকৃষ্টতা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ وَاَكْرَمَهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَفَضَّلَهُمْ

সকল প্রশংসা আল্লাহর। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে যাবতীয় সৃষ্টির উপর সম্মানিত বানিয়েছেন।

بِحُسْنِ الْخُلُقِ عَلَى الْاَوَّابِيْنَ ۝ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ الْمَخْلُوْقِيْنَ

তিনি মানুষকে সুন্দর চরিত্রগুণের দ্বারা আল্লাহর প্রতি আকৃষ্টদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর করুণা ও শান্তি হোক সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রতি।

وَفِيْهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا

যাঁর মধ্যে রয়েছে মুমিনদের জন্য সুন্দর আদর্শ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.)

عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ০ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ

তাঁর বান্দাহও রাসূল! হে আল্লাহ! করুণা করুন, শান্তি নাযিল করুন, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বংশধর ও তাঁর সকল সাহাবীর প্রতি।

اَجْمَعِيْنَ ০ اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ : اِجْتَنِبُوْا مِنَ الْغِيْبَةِ وَالنَّمِيْمَةِ ০ فَاِنَّهٗ سَبَبُ

অতঃপর হে মুসলিমবৃন্দ! অগোচরে দোষচর্চা এবং কুটনামী করা হতে বিরত থাক।

الذِّلَّةِ وَالْخُسْرَانِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ০ فَاِنَّهٗ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

তা ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত ও অপমানিত হওয়ার কারণ হয়। সে কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِيَّاكُمْ وَسُوْءَ الظَّنِّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَا

তোমরা নিজেদেরকে কুধারণা পোষণ হতে বাঁচিয়ে রাখবে। কুধারণা অত্যন্ত মিথ্যাবচন। তোমরা অনুমান নির্ভর ত্রুটি তালাশ করবে না।

تَجَسَّسُوْا وَلَا تَنَافَسُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا

গোপন বিষয় অবগত হওয়ার চেষ্টা করবে না। লোভে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে না। ঈর্ষা প্রবণ হবে না। বিদ্বেষ পোষণ করবে না। ছিদ্রান্বেষণ করবে না।

عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا ০ كَمَا اَمَرَكُمْ: اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ ০ لَا يَظْلِمُهٗ وَلَا

আল্লাহর বান্দাহ ভাই ভাই হয়ে যাবে। যেমনটি নির্দেশ করেছেন তোমাদের প্রতি আল্লাহর রাসূল (সা.) মুসলমান মুসলমানের ভাই। তার প্রতি অন্যায় করবে না।

يَخْذُلُهٗ وَلَا يَحْقِرُهٗ ০ اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا وَاَشَارَ اِلٰى صَدْرِهٖ ০ بِحَسْبِ - امْرِئٍ مِنَ

বিপদে তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না। তাকে হেয় করবে না। তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে নবী (সা.) তাঁর সিনা মুবারকের প্রতি ইশারা করে এ কথাগুলো বলেন।

الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ ০ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهٗ وَمَالُهٗ

আপন মুসলমান ভাইকে হেয় প্রতিপন্ন করাই কোন মানুষের অনিষ্টকর হওয়ার জন্য যথেষ্ট। মুসলমানের যাবতীয় বিষয় ঃ তার রক্ত, তার সম্পদ, তার সম্মান সবই মুসলমানের জন্য

وَعِرْضُهٗ ০ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ ০ وَاِيَّاكُمْ وَالْغِيْبَةَ وَهِىَ اَنْ يَّذْكُرَ

হারাম। হাদীসখানা বুখারী ও মুসলিম (র.) বর্ণনা করেছেন। আপনারা গীবত হতে বেঁচে থাকুন। গীবত হল অনুপস্থিতিতে অন্যের দোষ বর্ণনা করা।

اَلْاِنْسَانُ عَيْبَ غَيْرِهٖ فِىْ غَيْبَتِهٖ سَوَاءٌ كَانَ بِاللَّفْظِ اَمْ بِالْاِشَارَةِ اَمْ بِغَيْرِهِمَا ۝

তা বাক্য প্রয়োগে হোক, ইঙ্গিতে হোক, অথবা অন্য কোন উপায়ে হোক।

فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ قَالُوْا اللّٰهُ

কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা কি জান যে, গীবত (কুৎসা) কি?

وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ ۝ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ ۝ قِيْلَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ

সাহাবীগণ বল্লেনঃ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই উত্তম জানেন। তিনি বললেনঃ তোমার ভাই যা পছন্দ করবে না তা বর্ণনা করা। জানতে চাওয়া হলঃ আপনি দেখুনতো,

مَا اَقُوْلُ ۝ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهٗ ۝ وَاِنْ لَّمْ تَكُنْ فِيْهِ مَا

আমি যা বলি তা যদি আমার ভাই এর মধ্যে থাকে? তিনি বললেনঃ তুমি যা বলবে তা যদি তার মধ্যে থাকে তবুও তা তার কুৎসা করলে। আর যদি তার মধ্যে তুমি যা বললে তা

تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهٗ اَىْ كَذَبْتَ وَافْتَرَيْتَ عَلَيْهِ ۝ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۝ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

না থাকে, তা হলে তুমি তার প্রতি অমূলক মিথ্যা দোষারোপ করলে। অর্থাৎ মিথ্যা বললে, তার প্রতি মিছামিছি দোষ চাপালে। হাদীসটি মুসলিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আর

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَصْحَابِهٖ : اَتَدْرُوْنَ اَرْبَى الرِّبَا عِنْدَ اللّٰهِ ۝ قَالُوْا اللّٰهُ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেনঃ তোমরা কি জান যে, আল্লাহ্‌র নিকট রিবা তথা সুদ অপেক্ষা জঘন্য পাপ কী? তারা বললেন ঃ

وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ ۝ قَالَ فَاِنَّ اَرْبَى الرِّبَا عِنْدَ اللّٰهِ اِسْتِحْلَالُ عِرْضِ اِمْرِئٍ مُّسْلِمٍ

আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল উত্তম জানেন। তিনি বললেনঃ সুদ অপেক্ষা অধিক পাপ আল্লাহ্‌র নিকট হচ্ছে, কোন মুসলমান ব্যক্তির সম্মানকে বৈধ মনে করা।

ثُمَّ قَرَاَ قَوْلَهٗ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ

অতঃপর তিনি আল্লাহ্ তাআলার এ কালাম পাঠ করেন ঃ যারা মুমিন নর-নারীকে পীড়া দেয় তারা জড়িত নয় এমন বিষয়ে,

مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ۝ رَوَاهُ اَبُوْ يَعْلٰى ۝ فَيَجِبُ

তা হলে তারা বহন করল ভিত্তিহীন মিথ্যাচার এবং নির্ঘাত পাপাচার। হাদীসখানা আবূ ইয়ালা (রা.) বর্ণনা করেছেন।

عَلٰى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنكُمْ اَنْ يُّفَتِّشَ عَمَّا فِىْ نَفْسِهٖ مِنَ الْعُيُوْبِ ٥ وَيَعْمَلَ

তাই আপনাদের প্রত্যেকের অপরিহার্য কর্তব্য হল, নিজের দোষ-ত্রুটি খতিয়ে দেখা আর বিনষ্ট আমলের সংশোধন করা।

عَلٰى اِصْلَاحِ الْفَاسِدِ ٥ وَتَقْوِيْمِ الْمُعَوَّجِ ٥ وَيَجْتَهِدَ فِىْ نَظِيْرِهَا مِنَ

যে আমল বাঁকা হয়ে গেছে তা বিশুদ্ধ করে নেয়া এবং অনুরূপ নিকৃষ্ট চরিত্র সংশোধনে নিয়োজিত হওয়া।

الْاَخْلَاقِ الدَّنِيْئَةِ وَيَشْتَغِلَ بِنَفْسِهٖ عَنْ غَيْرِهٖ ٥ وَاِيَّاكُمْ وَالْبُهْتَانَ ٥ فَقَدْ

অন্যের ছিদ্রান্বেষণ বাদ দিয়ে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা। আর অবশ্যই আপনারা ভিত্তিহীন মিথ্যারোপ করা থেকে নিজেদের দূরে রাখবেন।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٥ مَنْ ذَكَرَ امْرَءً بِشَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ কাউকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য কেউ যদি কারো এমন দোষ বর্ণনা করে, যা তার মধ্যে নেই,

لِيَعِيْبَهٗ بِهٖ حَبَسَهُ اللّٰهُ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ ٥ حَتّٰى يَاْتِىَ بِنَفَادِ مَاقَالَ فِيْهِ ٥ رَوَاهُ

তাকে আল্লাহ্ জাহান্নামের আগুনে বন্দী করে রাখবেন। যতক্ষণ সে ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে যা বলেছে, তা নিষ্পত্তি করার মত প্রমাণ না আনবে, ততক্ষণ তাকে জাহান্নামে আটক করে রাখা

الطَّبْرَانِىُّ ٥ وَاَيْضًا قَالَ فِىْ حَدِيْثٍ اٰخَرَ ٥ مَنْ قَالَ فِىْ مُؤْمِنٍ مَالَيْسَ فِيْهِ

হবে। হাদীসখানা তাবরানী বর্ণনা করেছেন। অন্য হাদীসে নবী (সা.) বলেছেনঃ কোন মুমিনের মধ্যে যা নেই তা যদি কেউ বলে,

اَسْكَنَهُ اللّٰهُ دَرْغَةَ الْخَبَالِ اَىْ عُصَارَةَ اَهْلِ النَّارِ ٥ حَتّٰى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ ٥

তাকে আল্লাহ্ ঠিকানা দেবেন 'দারগাতুল খাবাল' নামক স্থানে যেখানে দোযখবাসীদের স্খলিত রক্ত ও পুঁজ জমা হয় সে স্থানের নাম দারগাতুল খাবাল বা পুঁজপুঞ্জ। যতক্ষণ সে যা

رَوَاهُ اَبُوْدَاوٗدَ ٥ وَاَيْضًا قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ ٥ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَتَّاتٌ ٥

বলেছে তার দায়মুক্ত না হবে, ততক্ষণ সেখানে থাকবে। এ হাদীসখানা আবু দাঊদ বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ কোন কুৎসা রটনাকারী জান্নাতে

رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ ٥ اِتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً ٥

যাবে না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে ঃ কোন ছিদ্রান্বেষণকারী জান্নাতে যাবে না বুখারী (রা.) এ হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। তোমরা ফিতনাকে ভয় কর, যা শুধু তোমাদের মধ্যকার যারা

وَاعْلَمُوْآ اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ

অন্যায় করেছে তাদেরকেই পাবে না। জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কঠোর শাস্তি প্রদানকারী। আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের আলোকে কল্যাণদান করুন।

وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ

আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান দানশীল, সম্মশালী সম্রাট

مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

অনুগ্রহকারী ও দয়ালু।

الخطبة الثالثة لشهر رجب

الاسراء من مكة الى بيت المقدس

রজব মাসের তৃতীয় খুত্বা

ইসরা ঃ নবী (সা.)-এর মক্কা থেকে বায়তুল মাকদাস গমন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ سُبْحَانَهٗ اِذَا

সমস্ত স্তুতি মহান আল্লাহ্র, যাঁর হাতে সবকিছুর অদৃশ্য ব্যবস্থাপনা আর তাঁর নিকটই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। তিনি অতীব পবিত্র।

قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝ اَشْهَدُ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الَّذِىْ

যখন তিনি কোন কর্ম করার সিদ্ধান্ত নেন, সে উদ্দেশ্যে বলেন ঃ হও, তখন তা' হয়ে যায়। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلٰى حَضْرَةِ الْمَعْبُوْدِ ۝ وَاَشْهَدُ اَنَّ

যিনি তাঁর বান্দাহ্কে রাত্রিকালে মাসজিদ-ই-হারাম থেকে মা'বূদের সকাশে নিয়ে যান। আরও আমি সাক্ষ্য দেই যে,

مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَ

মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র বান্দাহ্ এবং রাসূল। হে আল্লাহ্! করুণা করুন, শান্তি দিন আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর বংশধর এবং

اَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا بِمُعْجِزَاتِ نَبِيِّهِ وَحَصَلَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ السُّكُوْنُ ۝

তাঁর সাহাবীগণের প্রতি, যাঁরা আল্লাহর নবীর মু'জিযাগুলো বিশ্বাস করেছেন। যাঁদের অন্তরে স্বস্তি সৃষ্টি হয়েছে।

اِعْلَمُوْا اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ ۝ اِنَّ الْاِسْرَاءَ ابْتِلَاءٌ لِّلنَّاسِ ۝ فَمَنْ اٰمَنَ صَدَّقَ وَ

তারপর জেনে রাখুন, হে মুসলিমবৃন্দ! নিশ্চয়ই বায়তুল মাকদাস সফরটি লোকজনের জন্য পরীক্ষার ব্যাপার ছিল। যে বিশ্বাস করেছে, সে ঈমানদার হয়েছে।

مَنْ اَنْكَرَ كَفَرَ ۝ لٰكِنَّ كُفَّارَ مَكَّةَ اَقَرُّوْا بِصِدْقِ الْمِعْرَاجِ ۝ اِذَا سَأَلُوْهُ عَنِ

আর যে অস্বীকার করেছে সে কাফির হয়েছে। অবশ্য মক্কার কাফিররা মি'রাজের ঘটনাকে স্বীকার করেছে যখন তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মাসজিদ-ই-আকসা

الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى ۝ فَاَجَابَ وَبَيَّنَ مَافِيْهِ ۝ وَاِذَا سَئَلَ مَلِكُ الرُّوْمِ لِاَبِىْ

সম্পর্কে প্রশ্ন করে আর তিনি জবাব দান করেন। মসজিদ-ই-আকসায় যা কিছু ছিল তা তিনি পুংখানুপুংখ রূপে বয়ান করেছেন। রোম সম্রাট

سُفْيَانَ اَسْئِلَةً عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ۝ هَلْ هُوَ صَادِقٌ فِىْ قَوْلِهِ اَمْ هُوَ كَاذِبٌ ۝

আবু সুফিয়ানকে আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেন। প্রশ্ন করেন, তিনি তাঁর বচনে সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী?

فَقَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ هُوَ صَادِقٌ فِى الْاَقْوَالِ ۝ مَا كَذَبَ قَطُّ ۝ وَلٰكِنَّهُ قَوْلٌ وَاحِدٌ

আবু সুফিয়ান বলল ঃ তিনি তাঁর যাবতীয় বচনে সত্যবাদী। কোন দিন মিথ্যা বলেন নি। তবে একটি ব্যতিক্রম।

اِذَا سَمِعْتَهُ نَظَرْتَ فِيْهِ اَهُوَ صَادِقٌ اَمْ هُوَ كَاذِبٌ ۝ قَالَ الْمَلِكُ وَمَا هُوَ ۝

আপনি যদি তা শুনেন তা হলে তাতে তিনি সত্যবাদী কি মিথ্যাবাদী, তা বিবেচনা করতে পারবেন। সম্রাট বললেন ঃ সে কথাটি কী?

قَالَ فَاِنَّهُ يَدَّعِىْ اَنَّهُ ذَهَبَ مِنْ مَكَّةَ اِلٰى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ وَعَادَ مِنْهُ اِلٰى

আবু সুফিয়ান বলল ঃ তিনি দাবী করেন যে, তিনি এক রাতেই মক্কা থেকে বায়তুল মাকদাস গমন করেছেন

مَكَّةَ فِىْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ ۝ قَالَ بَطَارِقَةُ الْمَلِكِ اَيُّهَا الْمَلِكُ ۝ هُوَ صَادِقٌ فِىْ

এবং পুনরায় সেখান থেকে মক্কায় ফিরে এসেছেন। সম্রাটের ধর্মযাজকগণ বললেনঃ হে সম্রাট! তিনি তাঁর কথায় সত্যবাদী।

قَوْلِهٖ o قَالَ الْمَلِكُ كَيْفَ عَلِمْتُمْ o قَالَ كُنْتُ مِنْ خُدَّامِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ o

সম্রাট বললেনঃ আপনারা কি করে তা অবগত হলেন? ধর্মযাজক বললেনঃ আমি বায়তুল মাকদাসের খাদিমদের একজন ছিলাম।

وَكُنَّا نَسُدُّ الْاَبْوَابَ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ o وَفِىْ لَيْلَةٍ مِّنَ اللَّيَالِىْ لَمْ نَقْدِرْ عَلٰى

আমরা প্রতি রাতে দরজাগুলো বন্ধ করে দিতাম। এক রাতে আমরা একটি দরজা বন্ধ করতে পারলাম না।

سَدِّ بَابٍ مِّنَ الْاَبْوَابِ o وَاجْتَمَعَ الْخُدَّامُ وَدَعَوُا النَّجَّارَ فَلَمْ يَقْدِرُوْا عَلٰى

খাদিমগণ সবাই একত্রিত হলেন। তাঁরা মিস্ত্রি ডেকে আনলেন। তবু তাঁরা দরজাটি বন্ধ করতে পারলেন না।

سَدِّ الْبَابِ o فَقَالَ النَّجَّارُ خَلُّوا الْبَابَ مَفْتُوْحًا اَنْظُرُ غَدًا o فَلَمَّا اَصْبَحْنَا

পরে মিস্ত্রি বললঃ দরজাটি খোলা রেখে দিন। আগামী কাল দেখে নেব। আমরা সকালে উঠে

رَاَيْنَا فِى الصَّخْرَةِ الَّتِىْ اَمَامَ الْمَسْجِدِ كُوَّةً كَحُجْرِ الْاَنَامِلِ فِيْهَا اٰثَارُ

মসজিদের সামনের পাথরটিতে আঙুলের চিহ্ন দেখতে পাই। পাথরটিতে দড়ির চিহ্নও ছিল।

الْحَبْلِ كَاَنَّهٗ رُبِطَ بِهٖ مَرْكَبٌ مِّنَ الْحَيْوَانِ o وَعِنْدَ الصَّخْرَةِ اٰثَارُ قَدَمِهٖ o وَلَمْ

যেন রশি দিয়ে কোন পশু বাহন বেঁধে রাখা হয়েছিল। পাথরটির নিকটে সোয়ারীর পদচিহ্ন বিদ্যমান ছিল।

يُوْجَدْ مِثْلُهَا فِى الدُّنْيَا o فَسَمِعْنَا بَعْدَ اَيَّامٍ o اَنَّ نَبِىَّ اٰخِرِ الزَّمَانِ اُسْرِىَ بِهٖ

তাতে অতঃপর আমরা ক'দিন পর শুনতে পাই, আখিরী যামানার নবীকে রাতে মক্কা থেকে বায়তুল মাকদাসে নিয়ে আসা হয়েছিল।

مِنْ مَّكَّةَ اِلٰى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ o وَصَلّٰى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ عُرِجَ بِهٖ اِلَى السَّمَاءِ

তিনি বায়তুল মাকদাসে দু রাকআত নামায পড়েন। পরে তাঁকে উর্ধ্ব আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়

وَرَاٰى فِىْ مَسْرَاهُ مِنَ الْاٰيَاتِ وَالْعَجَائِبَاتِ تَسْتَحِيْرُ فِيْهَا الْعُقُوْلُ وَ

আর তাঁর রাতের সফরে তাঁকে বহু নিদর্শন ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী দেখানো হয়, যাতে জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি হতভম্ব হয়।

الْاَفْهَامِ ○ وَاَمَّ الْاَنْبِيَاءَ فِى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى ○ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে আকসায় নবীদের নামাযে ইমাম হন। অতঃপর তিনি নবীদের উদ্দেশ্যে বলেন

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْاَنْبِيَاءِ: كُلُّكُمْ اَثْنٰى عَلٰى رَبِّكُمْ وَاِنِّىْ مُثْنٍ عَلٰى رَبِّىْ ○

আপনারা সকলেই প্রতিপালকের স্তুতি ব্যক্ত করেছেন। আমিও আমার প্রতিপালকের স্তুতি বর্ণনা করব।

فَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَرْسَلَنِىْ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ○

তিনি বলেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, তিনি আমাকে সকল সৃষ্টির জন্য করুণা করে পাঠিয়েছেন। আমাকে সকল মানুষের জন্য রাসূল বানিয়েছেন, সুসংবাদদাতা ও ভীতি

اَنْزَلَ عَلَىَّ الْفُرْقَانَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ○ وَجَعَلَ اُمَّتِىْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ

প্রদর্শনকারী বানিয়েছেন। আর আমার প্রতি সুস্পষ্টবাণী নাযিল করেছেন সকল বিষয়ে সুব্যক্ত করে। আর আমার উম্মতকে মানুষের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত করেছেন, উত্তম উম্মত

لِلنَّاسِ ○ وَجَعَلَ اُمَّتِىْ اُمَّةً وَّسَطًا وَّجَعَلَ اُمَّتِىْ هُمُ الْاَوَّلُوْنَ وَهُمُ الْاٰخِرُوْنَ

বানিয়েছেন, মধ্যপন্থী উম্মত আখ্যা দিয়েছেন। আমার উম্মতকেই সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ উম্মত বানিয়েছেন।

وَشَرَحَ لِىْ صَدْرِىْ وَوَضَعَ عَنِّىْ وِزْرِىْ وَرَفَعَ لِىْ ذِكْرِىْ وَجَعَلَنِىْ فَاتِحًا وَّ

তিনি আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিয়েছেন। তিনি আমার বোঝা লাঘব করে দিয়েছেন। আমার আলোচনাকে উর্ধ্বে তুলেছেন আর আমাকে বিজয়ী ও

خَاتِمًا ○ فَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: بِهٰذَا فَضَّلَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا ○ بَارَكَ اللّٰهُ

শেষ নবী করেছেন। তাঁর বক্তব্য শেষে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বলেন ঃ এরূপে আল্লাহ্ মুহাম্মদ (সাঃ)-কে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে

لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ○ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ○

মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন।

اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَّءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পুণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الرابعة لشهر رجب

معراج النبى صلى الله عليه وسلم

রজব মাসের চতুর্থ খুতবা

মি'রাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَرَجَ بِنَبِيِّهٖ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى ○ وَجَعَلَ مَسْرَاهُ اِلَى الْجَنَّةِ

সমস্ত তা'রীফ আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর নবীকে উঠিয়ে নিয়েছেন ঊর্ধ্ব জগতের দরবারে আর তাঁর সফরকে

الْمُعَلّٰى ○ وَسَرَّ بِقُدُوْمِهِ الْمَلٰئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ وَحَمَلَةُ الْعَرْشِ الْمُعَلّٰى ○ وَ

জান্নাতে মুআল্লা (সর্বোচ্চ বেহেশত) পর্যন্ত করে দিয়েছেন। তাঁর আগমনে খুশী হয়েছে। অতি নিকটের ফিরিশতাকুল ও আরশে মুআল্লা বহনকারীগণ।

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ

সালাত ও সালাম হোক রাসূলদের শিরোমনি, নবীদের সর্বশেষ-খাতামুন্নাবিয়্যীন এবং তাঁর বংশধর ও তাঁর সকল সাহাবীগণের প্রতি।

اَجْمَعِيْنَ ○ اَمَّابَعْدُ! فَاِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ نَبِيَّهٗ اَفْضَلَ الْمَخْلُوْقَاتِ وَاَعْطَاهُ

অতঃপর নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবীকে সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ করেছেন। তাঁকে দান করেছেন

اَعْجَبَ الْمُعْجِزَاتِ مِنْهَا مَسِيْرُهٗ السَّمٰوٰتِ ○ فَاِنَّهٗ رَقِىَ فِى الْمِعْرَاجِ فَوْقَ

আশ্চার্যজনক মু'জিযা। তার মধ্যে তাঁর আকাশ ভ্রমণ অন্তর্ভূক্ত। তিনি মি'রাজে সাত আসমানের উপর উঠে যান।

سَبْعِ سَمٰوٰتٍ ○ وَجَاوَزَهَا وَانْتَهٰى اِلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ○ وَهِىَ شَجَرَةٌ تَخْرُجُ

সাত আসমান অতিক্রম করেন আর সিদারাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত পৌঁছে যান। তা হচ্ছে একটি বৃক্ষ।

مِنْ اَصْلِهَا اَنْهَارٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ○ وَاَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ○ وَ

যার গোড়া থেকে স্বচ্ছ পানির নহরগুলো বের হয়। আর দুধের নহর গুলো, যার স্বাদ নষ্ট হয় না।

اَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِيْنَ ٥ وَاَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ٥ وَهِيَ شَجَرَةٌ

শরাবের নহর সমূহ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। পরিচ্ছন্ন মধুর নহরাদি। তা হল এমন বৃক্ষ,

يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ ظِلِّهَا سَبْعِيْنَ عَامًا لَّا يَقْطَعُهَا ٥ ثُمَّ رَاَى الْجَنَّةَ وَمَا

যার ছায়ায় আরোহণকারী সত্তর বছর ভ্রমণ করেও তা অতিক্রম করতে পারবে না। অতঃপর তিনি (সা.) বেহেশত দেখেন।

فِيْهَا مِنَ النِّعَمِ ٥ مَا لَا عَيْنٌ رَاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ

বেহেশতে যা কিছু নিয়ামত (ভোগ্য সামগ্রী) রয়েছে তা দেখেন; যা কখনো কোন চোখ দেখেনি, কোন কানও শুনেনি,

اَحَدٍ مِّنَ الْاَنَامِ ٥ ثُمَّ وَصَلَ لِمُسْتَوٍى سَمِعَ فِيْهِ صَرِيْفَ الْاَقْلَامِ ٥ تَجْرِيْ

কোন মানুষের হৃদয়ে যার ধারণাও আসেনি। অতঃপর তিনি এক সমতল তটে পৌঁছে যান তিনি সেখানে কলমের আওয়াজ শুনতে পান।

بِمَا اَرَادَ اللّٰهُ مِنْ اَحْكَامٍ ٥ فَلَمَّا هَبَّتْ عَلَيْهِ نَسَمَاتُ التَّجَلِّيْ وَاَشْرَقَتْ

আল্লাহ্ যে হুকুম নাযিল করতে চান তার লিখন কাজে কলমগুলো চলে। তাঁর উপর দিয়ে যখন তাজাল্লীর হাওয়া প্রবাহিত হয়ে যায়

عَلَيْهِ نَفَحَاتُ التَّدَلِّيْ ٥ وَقَفَ جِبْرِيْلُ الْاَمِيْنُ وَقْفَةَ الْخَاضِعِيْنَ ٥ وَقَالَ هٰهُنَا

তখন নিকটে পৌঁছে যাওয়ার সুগন্ধিময় সৌরভ ফুটে উঠে। জিবরীল আমীন বিনয়াবনত হয়ে থেমে যান আর বলেনঃ এখানে আমার শেষ অবস্থান।

غَايَةُ مَقَامِيْ ٥ فَتَقَدَّمْ اَنْتَ يَا ذَا الْقَدْرِ السَّامِيْ اِلٰى مُشَاهَدَةِ مَوْلَاكَ اَكْرَمِ

তাই হে উচ্চ মর্যাদাবান! আপনি আপনার অতি মর্যাদাবান বন্ধুর সাক্ষাতের জন্য সামনে অগ্রসর হোন।

الْاَكْرَمِيْنَ ٥ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَهٰكَذَا يَتْرُكُ الْخَلِيْلُ

তখন জিবরীলকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ এ অবস্থায় কি কোন বন্ধু তার বন্ধুকে রেখে যায়?

خَلِيْلَهٗ ٥ فَقَالَ: جِبْرِيْلُ لَوْ تَقَدَّمْتُ قَدْرَ اَنْمُلَةٍ لَّاُحْرِقْتُ يَا صَاحِبَ الْكَرَامَةِ وَ

জিবরীল বললেনঃ হে সম্মানের অধিকারী মর্যাদার মালিক! আমি যদি এক আঙুলও অগ্রসর হই, তা হলে জ্বলে যাব।

الْفَضِيلَةِ ۝ وَمَامِنَّا اِلَّا وَلَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ۝ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

বস্তুতঃ আমাদের সবার জন্য স্থান নির্ধারিত। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ পথে ধাবিত হন।

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرِيْقَهٗ ۝ وَدَنٰى فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۝ وَغَمَرَتْهُ

আর নিকটে পৌছে তিনি অতি নিকটবর্তী হয়ে যান। যখন দূরত্ব থেকে যায় ধনুকের প্রান্ত পরিমাণ বা তারও কম

اَنْوَارُ اللّٰهِ فَاَحَسَّ اَنَّهٗ فِى الْحَضَرَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ ۝ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

আর তাঁকে ঢেকে ফেলে আল্লাহ্‌র জ্যোতি। তিনি অনুভব করেন, তিনি প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ۝ فَرَدَّ اللّٰهُ تَحِيَّتَهٗ بِقَوْلِهٖ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ

আল্লাহ্‌র প্রতি অশেষ সালাম, তাঁর জন্যই নামায আর তাঁর জন্যেই মালের উৎকৃষ্ট ইবাদতসমূহ। তখন আল্লাহ্ তাআলা রাসূলের সালামের উত্তর দেন এ বাক্যে সালাম হোক আপনার

اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ۝ فَاَحَبَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ

প্রতি হে নবী! আর আল্লাহ্‌র করুণা ও বরকতসমূহ। সে স্থানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাইলেন

يَّكُوْنَ لِعِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ نَصِيْبٌ فِىْ هٰذَا الْمَقَامِ ۝ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا

যে সৎকর্মশীল আল্লাহ্‌র বান্দাগণও যেন এ সালামের ভাগী হন। তাই তিনি বললেন ঃ সালাম আমাদের প্রতি

وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ۝ فَقَالَ جَمِيْعُ اَهْلِ السَّمٰوٰتِ: اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ

এবং আল্লাহর নেক বান্দাহদের প্রতি। তখন আসমানে অবস্থানকারীগণ বললেন ঃ এই সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ ইলাহ নেই।

اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۝ ثُمَّ اَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى

আরও সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র বান্দাহ ও রাসূল। অতঃপর তিনি তাঁর বান্দাহ্‌র প্রতি যা ওহী করার ছিল, তা ওহী করেন।

وَفَرَضَ عَلَيْهِ وَعَلٰى اُمَّتِهٖ فِىْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ خَمْسِيْنَ صَلَوَاتٍ ۝ ثُمَّ رَدَّهَا اِلٰى

সে রাতে তিনি নবীর উপর এবং তাঁর উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেন। অতঃপর তা কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করে দেন।

خَمْسٍ ٥ فَقَالَ اللّٰهُ لَهٗ: هُنَّ خَمْسٌ" فِى الْعَمَلِ وَخَمْسُوْنَ فِى الثَّوَابِ ٥

পরে তাঁকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বলেন : কার্যত তা পাঁচ ওয়াক্ত নামায। আর সাওয়াবের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান।

اَمْضَيْتُ فَرِيْضَتِىْ وَخَفَّفْتُ عَلٰى عِبَادِىْ ٥ وَمَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَا اَنَا

এবং আমার ফরয জারি করে দিলাম। আমার বান্দাহ্‌দের বোঝা লাঘব করে দিলাম। আর আমার নিকট ফরমান বদলানো হয় না।

بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ٥ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ٥ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ

আমি বান্দাহদের প্রতি যুলুমকারী নই। আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে

بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ٥ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ٥

নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পুণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الخامسة لشهر رجب

معراج النبى صلى الله عليه وسلم

রজব মাসের পঞ্চম খুত্‌বা

মি'রাজ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ

সকল তা'রীফ মহান আল্লাহ্‌র যিনি তাঁর বান্দাহ্‌কে নিয়ে গেছেন রাত্রিকালে শাম দেশে মসজিদ-ই-আকসায়।

الْاَقْصٰى بِالشَّامِ ٥ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَعْطٰى نَبِيَّهٗ مِنَ النِّعَمِ وَ

আর আমি সাক্ষ্য দেই, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ ইলাহ নেই। তিনি তাঁর নবীকে দান করেছেন বহু অনুগ্রহ এবং সম্মান।

الْاِكْرَامِ ٥ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ عَرَجَ وَحَيَّاهُ

আরও আমি সাক্ষ্য দেই, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ এবং তাঁর রাসূল, যাঁকে তিনি মি'রাজে নিয়েছেন।

الْمَلٰئِكَةُ الْكِرَامُ ○ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ

আর সম্মানিত ফিরিশতাগণ তাঁকে জানিয়েছেন অভিবাদন। হে আল্লাহ্ ! করুণা করুন, স্বস্থি দান করুন, আমাদের শিরতাজ মুহা. (আ.) তাঁর বংশধর

وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ فَازُوْا بِاَعْلَى الْمَقَامِ ○ اَمَّا بَعْدُ ! فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ ○ قَوِّمُوْا

ও তাঁর সাহাবীগণের প্রতি যাঁরা উচ্চ মর্যাদা লাভে ধন্য হয়েছেন। অতঃপর হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ!

عَقَائِدَ الْاِسْلَامِ ○ وَعَظِّمُوْا لَيْلَةَ مِعْرَاجِ نَبِيِّكُمْ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ○

ইসলামের আকীদাগুলো ঠিক কর। তোমাদের নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এর মি'রাজ রজনীকে সম্মান কর।

وَاَحْيُوْهَا تَحْيٰى قُلُوْبُكُمْ يَوْمَ الزِّحَامِ ○ وَصُوْمُوْا يَوْمَهَا تَنَالُوْا الْمَنْزِلَةَ بِدَارِ

সে রাত ইবাদতে অতিবাহিত কর। তোমাদের অন্তর ভীড়পূর্ণ (হাশর) দিবসে যিন্দা থাকবে। আর তোমরা মি'রাজ দিবসে রোযা রাখ। এর জন্য শান্তিনিবাস বেহেশতে উচ্চ মর্যাদা

السَّلَامِ ○ وَاَكْثِرُوْا مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ

লাভ করবে। অধিক বার এ দোয়া পাঠ কর : পবিত্রতা গাই আল্লাহ্‌র আর সকল স্তুতি আল্লাহ্‌র জন্য। নেই কোন ইলাহ এক আল্লাহ্ ছাড়া। আল্লাহ্ই সবার উর্ধ্বে। কোন উপায়

اَكْبَرُ ○ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ○ فَقَدْ رُوِىَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

নেই, কোন সামর্থ্য নেই এক আল্লাহ্ ছাড়া, যিনি মহান মর্যাদাশীল। এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَاَيْتُ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ

যে রাতে আমাকে মি'রাজ ভ্রমণে নেয়া হয়, সে রাতে আমি ইবরাহীম আলায়হিস সালামকে দেখতে পাই,

فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ ! اِقْرَاْ اُمَّتَكَ مِنِّى السَّلَامَ ○ وَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ الشُّرْبَةِ

তখন তিনি বলেন : হে মুহাম্মদ! আমার সালাম তোমার উম্মতকে পৌঁছে দিবেন আর তাদেরকে সংবাদ দিয়ে দেবেন, জান্নাতের পানীয় অতি মনোরম

عَذْبَةُ الْمَاءِ وَاَنَّهَا قِيْعَانٌ ○ وَغِرَاسُهَا سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ

এবং সুস্বাদু আর জান্নাত হল খালি মাঠ। তার লাগানো চারা হলো : সুবহানাল্লাহী ওয়াল্ হামদুলিল্লাহী ওয়া লা

إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ٥ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ٥ رَوَاهُ

ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। এ হাদীস তাবরানী বর্ণনা করেছেন।

الطَّبْرَانِىُّ ٥ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يَاعِبَادَ اللّٰهِ ٥ وَتَصَدَّقُوْا وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا

তাই আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! দান-খয়রাত কর আর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে উত্তম ঋণ দান কর।

حَسَنًا ٥ فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَاَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে রাতে আমাকে মি'রাজের সফরে নিয়ে যাওয়া হয় সে রাতে আমি

عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوْبًا اَلصَّدَقَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا ٥ وَالْقَرْضُ بِثَمَانِ عَشَرَ ٥

বেহেশতের দ্বারে লিখিত দেখতে পাই ঃ দান-খয়রাতের বিনিময় দশ গুণ। আর ঋণের বিনিময় আঠার গুন। তখন আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করি।

فَقُلْتُ يَاجِبْرِيْلُ مَابَالُ الْقَرْضِ اَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ ٥ قَالَ لِاَنَّ السَّائِلَ

ঋণ দান খয়রাত অপেক্ষা উত্তম হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন ঃ ভিক্ষুক হাত পেতে দাতাকে বিব্রত করে।

يَسْئَلُ عِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ اِلَّا عَنْ حَاجَةٍ ٥ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فِىْ

আর ঋণ গ্রহীতা প্রয়োজনেই ঋণ গ্রহণ করে। ইবনে মাজা হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।

سُنَنِهٖ ٥ فَانْتَهُوْا رَحِمَكُمُ اللّٰهُ وَمَاتُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ

তাই সাবধান হোন! আল্লাহ্ আপনাদের প্রতি রহম করুন। আর যা কিছু উত্তম কাজ আপনারা আপনাদের জন্য আগে পাঠিয়ে দেবেন,

اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ٥ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا

তা আপনারা আল্লাহ্‌র নিকট পাবেন আরও উত্তম রূপে-পরিপূর্ণ প্রতিদান রূপে। আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন।

وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ٥ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ٥

আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الاولى لشهر شعبان

سوء الاثر للزمان

শা'বান মাসের প্রথম খুত্‌বা

যামানার মন্দ প্রভাব প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ o عَالِمِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। তিনি আমাদেরকে সত্য পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ্‌ আমাদের পথ না দেখালে আমরা পথ খুঁজে পেতাম না।

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ o هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ

তিনি গায়িব ও চাক্ষুষ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত, অজেয় ও কর্মকুশলী। তিনিই প্রথম ও সর্বশেষ। তিনি প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে বিরাজমান।

بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ o وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنَامِ o وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ

আর তিনিই সর্ববিষয় জ্ঞাত। করুণা ও শান্তি হোক মানবকুল শিরোমনির প্রতি। তাঁর বংশধর

اَصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ o يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاهْتَدُوْا سَوَاءَ

ও তাঁর পুণ্যবান সম্মানিত সাহাবীগনের প্রতি। অতঃপর হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সোজা পথ অবলম্বন কর।

السَّبِيْلِ o وَاسْلُكُوْا طُرُقَ الْاَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ o وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ o

নবী ও সৎকর্মশীলদের রাস্তা ধরে চল আর সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।

لِاَنَّ الْمَرْءَ مَعَ مَنْ اَحَبَّهٗ o وَقُوْلُوْا بِصَمِيْمِ الْفُؤَادِ : اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ o

কেননা, মানুষ যাকে ভালবাসে, তার সাহচর্য পায়। আর অন্তর দিয়ে বল : আমাদেরকে সরল পথ দেখাও,

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ o وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

তাদের পথ, যাঁদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

كَيْفَ تَهْلِكُ اُمَّةٌ اَنَا اَوَّلُهَا وَالْمَهْدِىُّ اَوْسَطُهَا وَالْمَسِيْحُ اٰخِرُهَا ٥ لٰكِنَّ بَيْنَ

এমন উম্মত কি করে ধ্বংস হতে পারে, যার প্রথমে আমি, মধ্যখানে মাহদী, শেষে মাসীহ (ঈসা) (আ) রয়েছেন? তবে এর মধ্যেই রয়েছে বহু লোক,

ذٰلِكَ فَيْجٌ اَعْوَجُ لَيْسُوْا مِنَّا وَلَا اَنَا مِنْهُمْ ٥ اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ ٥ فِىْ اٰخِرِ

যারা আমাদের মধ্যে গণ্য নয়। আর আমিও তাদের মধ্যে গণ্য নই। হে মুসলমানগণ! আখেরি যামানায়

الزَّمَانِ يَسْتَخِفُّ بِالْقُرْاٰنِ ٥ وَيَتَهَاوَنُ النَّاسُ بِالْاَدْيَانِ فَيُطِيْعُوْنَ الشَّيْطٰنَ

কুরআনকে অবহেলা করা হবে আর লোকেরা ধর্ম-কর্মে অনীহা দেখাবে। তারা শয়তানের অনুসরণ করবে।

وَيَعْصُوْنَ رَبَّهُمُ الدَّيَّانَ ٥ وَتَسْتَيْقِظُ الْفِتْنَةُ وَيَعُمُّ الْاِمْتِحَانُ ٥ وَيَتَكَلَّمُ

মহান দাতারবের অবাধ্য হবে। ফিতনাগুলো সজাগ হয়ে যাবে। পরীক্ষামূলক বিপদাপদ সাধারণ হয়ে যাবে। অজ্ঞজন কথা বলবে

الْجَاهِلُ وَيَسْكُتُ الْعَالِمُ ٥ وَيَظْهَرُ الْبَاطِلُ لِلْعَيَانِ ٥ وَالنَّاسُ لَهٗ اَعْوَانٌ ٥

আর জ্ঞানীজন চুপ করে থাকবে। অসত্য প্রকাশ্যে দেখা যাবে এবং লোকেরা তার প্রতি সহযোগিতা করে যাবে।

وَيَخْفُتُ صَوْتُ الْحَقِّ وَلَا يَنْطِقُ بِهٖ لِسَانٌ ٥ وَتَنْصَرِفُ عَنْهُ الْقُلُوْبُ وَتَصُمُّ

আর সত্যের আওয়াজ দমিত হয়ে যাবে, কোন রসনা তা উচ্চারণ করবে না। এবং অন্তর ও তা থেকে বিমুখ হয়ে যাবে।

دُوْنَهُ الْاٰذَانُ وَتَحِلُّ الْمَزَامِيْرُ وَالْعِيْدَانُ مَحَلَّ تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَالْاَذَانِ ٥

হক্ব কথা শ্রবণে কর্ণ বধির হয়ে যাবে। বাদ্যযন্ত্র ও চাপাতি ধ্বনি আযান ও কুরআন তিলাওয়াতের স্থান দখল করবে।

وَتَتَحَكَّمُ النِّسْوَانُ فِىْ ذَوِى الْعَمَائِمِ وَالتِّيْجَانِ ٥ وَذٰلِكَ يَوْمٌ يَتَشَبَّهُ الرِّجَالُ

নারীরা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠবে পাগড়ীধারী আলিম ও মুকুটধারী ক্ষমতাধরদের মধ্যে। আর তা ঘটবে যেদিন পুরুষরা নারীর বেশ ধারণ করবে

بِالنِّسَاءِ ٥ وَتَتَشَبَّهُ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ ٥ كَيْفَ بِكَ اَيُّهَا الْمُسْلِمُ اِذْ وُسِّدَ الْاَمْرُ

নারীরা পুরুষের বেশ ধারণ করবে। হে মুসলিম! যখন ক্ষমতা অযোগ্য লোকের কাছে হস্তান্তর করা হবে,

اِلٰى غَيْرِ اَهْلِهٖ ٥ وَاتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوْسًا جُهَّالًا ٥ فَاَفْتَوْهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ٥ فَضَلُّوْا

লোকেরা মূর্খ নেতাদেরকে বরণ করে নেবে। তারা জ্ঞান ছাড়াই ফরমান জারি করবে, নিজেরা বিপথগামী হবে এবং অন্যকেও বিপথগামী বানাবে-

وَاَضَلُّوْا ٥ وَلَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ ٥ لَا يَضُرُّهُمْ مَّنْ

তখন তোমার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াবে? এ উম্মতের একটি অংশ হক্বের উপর অবিচল থাকবে। তারা জয়ী হবে। যারা তাঁদের বিরোধিতা করবে,

خَالَفَهُمْ وَخَذَلَهُمْ حَتّٰى يَاْتِيَ اَمْرُ اللّٰهِ ٥ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ٥

তাঁদেরকে লাঞ্ছিত করবে, তারা তাঁদের ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। এরই মধ্যে আল্লাহ্‌র নির্দেশ এসে যাবে। আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র পানাহ্‌ চাই।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ

যারা মুমিন নর-নারীদের বিপদে ফেলে, অতঃপর তওবা করে না, তাদের জন্যই জাহান্নামের আযাব।

وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ٥ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا وَ

তাদের জন্যই জ্বলন্ত আগুনের আযাব। আল্লাহ্‌ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন।

اِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ٥ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَّءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ٥

আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الثانية لشهر شعبان

الاخلاص والخشوع فى الصلوة

শা'বান মাসের দ্বিতীয় খুত্‌বা

নামাযের একাগ্রতা ও নিমগ্নতা প্রসঙ্গ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ لَنَا الصَّلٰوةَ مُكَفِّرَةً لِّلسَّيِّاٰتِ ٥ وَجَعَلَ لَنَا الصَّلٰوةَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি নামাযকে আমাদের কল্যাণে পাপকার্যাদি বিমোচনকারী বানিয়েছেন আর নামাযকে

اَفْضَلَ الْعِبَادَاتِ ○ وَاَفَاضَ عَلَيْنَا اَعْلَى الْحَسنَاتِ ○ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

অতি উত্তম ইবাদত বানিয়ে দিয়েছেন। আমাদের প্রতি উত্তম নেক কাজের অনুগ্রহ প্রবাহিত করেছেন। দরূদ ও সালাম

عَلٰى رَسُوْلِهٖ اَفْضَلِ الْمَخْلُوْقَاتِ ○ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ كَوَاكِبِ

তাঁর সৃষ্টিকুল-শ্রেষ্ঠ রাসূলের প্রতি। তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের প্রতি যাঁরা হলেন উজ্জ্বল তারকারাজি তুল্য।

الْمُنِيْرَاتِ ○ اَمَّابَعْدُ! فَقَدْقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذِكْرُهٗ : قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ

অতঃপর আল্লাহ্ (তাঁর স্মরণ মহিমান্বিত হোক) বলেছেন ঃ যে মু'মিনগণ সফল হয়েছেন

الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلٰوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ○ وَالصَّلٰوةُ الْكَامِلَةُ الْمَبْنِيَّةُ عَلٰى

যারা তাদের নামাযে নিমগ্ন। বস্তুতঃ পরিপূর্ণ নামায, যার বুনিয়াদ স্থাপিত একাগ্রতা ও মন বিগলিত নিমগ্নতার উপর,

الْخُشُوْعِ وَالْخُضُوْعِ ○ تَشْرَحُ الْقَلْبَ وَتُهَذِّبُ النَّفْسَ وَتُعَلِّمُ الْعَبْدَ اٰدَابَ

তা অন্তরকে প্রফুল্ল করে, আত্মাকে করে মার্জিত, বান্দাহ্‌দেরকে শেখায় ইবাদতের আদব-কায়দা

الْعُبُوْدِيَّةِ وَوَاجِبَاتِ الرُّبُوْبِيَّةِ ○ بِمَا تَغْرِسُهٗ فِىْ قَلْبِهٖ مِنْ جَلَالِ اللّٰهِ وَ

এবং প্রতিপালকের প্রতি নিবেদিত কর্তব্যাদি সাধনের নিয়ম। যা বান্দাহ্‌র অন্তরে রোপন করে আল্লাহ্‌র মহাপ্রতাপ ও মহিমা।

عَظْمَتِهٖ ○ وَتَتَجَلّٰى بِمَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ ○ كَالصِّدْقِ وَالْاَمَانَةِ وَالْقَنَاعَةِ وَ

বান্দাহ্ মহান চরিত্রে সুসজ্জিত হয়। যথা সততা, আমানতদারী, অল্পে তুস্টি,

الْوَفَاءِ وَالْحِلْمِ وَالتَّوَاضُعِ وَالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ ○ وَتُوَجِّهُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَحْدَهٗ

বিশ্বাসযোগ্যতা, সহিষ্ণুতা, বিনম্রতা, ন্যায়পরায়ণতা, হীতকামিতা এবং ইহা বান্দাকে একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঝুঁকিয়ে দেয়। তখন এসব গুণ আল্লাহ্‌র প্রতি বান্দাহ্‌র আত্মিক

فَتُكَثِّرُلَهٗ مُرَاقَبَتَهٗ وَخَشْيَتَهٗ حَتّٰى تَعْلَمَ بِذٰلِكَ هِمَّتَهٗ وَتُزَكِّىْ نَفْسَهٗ

দর্শন ও ভয়-ভীতি বাড়িয়ে দেয়। এতে করে এ সবের দরুন তুমি বান্দাহ্‌র মনোবল অবগত হতে পারবে। তা বান্দাহ্‌র আত্মাকে পবিত্র ও নির্মল করে।

فَيَبْتَعِدُ عَنِ الْكِذْبِ وَالْخِيَانَةِ وَالشَّرِّ وَالْقَذْرِ وَالْغَضَبِ وَالْكِبْرِ ۝ وَ

তখন বান্দাহ্ মিথ্যাচার, অবিশ্বাস্যতা, মন্দাচার, অশ্লীলতা, ক্রোধ ও অহংকার হতে দূরে থাকবে।

تَتَرَفَّعُ عَنِ الْبَغْيِ وَالْعُدْوَانِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ ۝ فَيَتَحَقَّقُ بِذٰلِكَ قَوْلُ

আর সীমালংঘন, বাড়াবাড়ি, পাপাচার ও নাফরমানী হতে সরে থাকবে। নামায সম্পর্কে আল্লাহর উক্তি বাস্তবে পরিণত হবে।

اللّٰهِ فِي الصَّلٰوةِ: اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۝ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ

আল্লাহ্ বলেনঃ নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও নিন্দনীয় কর্ম হতে বিরত রাখে। আর অবশ্যই আল্লাহ্‌র স্মরণ অতি গুরুত্বপূর্ণ

اَكْبَرُ ۝ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ۝ وَالصَّلٰوةُ الصَّحِيْحَةُ هِيَ الدَّوَاءُ الشَّافِيْ

আর তোমরা যা করছ আল্লাহ্ তা জানেন। বস্তুতঃ নিখুঁত নামায হচ্ছে অন্তরের যাবতীয় বিমারী এবং

مِنْ اَمْرَاضِ الْقُلُوْبِ وَفَسَادِ النُّفُوْسِ ۝ وَالنُّوْرُ الْمُزِيْلُ لِظُلُمَاتِ الذُّنُوْبِ

প্রবৃত্তির বিনাশে শিফা দানকারী ঔষধ। তা' হল আলো, যা পাপাচার-অন্ধকার সমূহকে দূরীভূত করে দেয়।

وَالْاٰثَامِ ۝ رَوَى الْبُخَارِيُّ وَالْمُسْلِمُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ:

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম-কে

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ

বলতে শুনেছেন ঃ তোমাদের কারো বাড়ীর সামনে যদি নহর থাকে আর সে তাতে প্রতিদিন

يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ۝ هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْءٌ" ۝ قَالُوْا لَا

পাঁচ বার গোসল করে, তবে কি তার গায়ে ময়লার নামমাত্রও থাকতে পারে? সবাই বলেন, তার গায়ে ময়লার বিন্দুমাত্র থাকবে না।

يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْءٌ" ۝ قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُوا اللّٰهُ بِهِنَّ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বল্লেনঃ এটাই হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দৃষ্টান্ত। আল্লাহ্ তা' দ্বারা পাপগুলো মিটিয়ে দেন।

الْخَطَايَا ○ اَقُوْلُ اِنَّ الصَّلٰوةَ غَايَةُ التَّقَرُّبِ اِلَى اللّٰهِ ○ وَبِهٖ تَحْصُلُ السَّكِيْنَةُ

আমি বলবঃ নামায হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের চরম পর্যায়। নামায দ্বারাই অন্তরের প্রশান্তি আসে।

كَمَاقَالَ تَعَالٰى ذِكْرُهٗ : اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ○ اِذَامَسَّهُ الشَّرُّجَزُوْعًا ○

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মালে লোভী ও বিপদে অস্থিরচিত্ত করে। তাকে অ-সুখকর অবস্থা পেয়ে বসলে হা-হুতাশ করে।

وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُمَنُوْعًا ○ اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلٰوَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ ○

আর যখন মালামাল নাগালে আসে তখন চরম কৃপণ হয়ে যায়। এর ব্যতিক্রম নামাযীরা, যারা বিধানমত রীতিমত নামায পড়ে।

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ○ وَنَفَعَنَاوَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ

আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন।

الْحَكِيْمِ ○ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَّءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الثالثة لشهرشعبان

فضيلة لية النصف من شعبان

শা'বান মাসের তৃতীয় খুত্‌বা

শা'বান মাসের মধ্যবর্তী রজনীর ফযীলত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْنَا الْقُرْاٰنَ ○ وَاَعَادَ عَلَيْنَا عَوَائِدَ الْمِنَنِ

সমস্ত তা'রীফ আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি কুরআন নাযিল করেছেন এবং পুনঃ আমাদের প্রতি বারবার আগত অনুকম্পা ও দয়া প্রদর্শন করেছেন।

وَالْاِحْسَانِ ○ وَاَفَاضَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ بِاَنْوَاعِ الْبِرِّ وَالْاِحْسَانِ ○ وَاَكْرَمَ عَلٰى

তিনি সমস্ত সৃষ্টির প্রতি নানা রূপ অনুগ্রহ ও অনুকম্পা প্রবাহিত করেন। তিনি আদমের বংশকে সকল সৃষ্টির উপর সম্মান দান করেছেন।

الْخَلَائِقِ بَنِى اٰدَمَ ۝ وَاَنْعَمَ عَلَيْهِمْ نِعَمًا مَّخْصُوْصَةً مِّنْهَا لَيْلَةُ

তাদের প্রতি বহু নিয়ামত দান করেছেন, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শা'বান মাসের মধ্যরাত।

النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ۝ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَفْضَلِ الْخَلَائِقِ مِنَ الْاِنْسِ

দুরূদ ও সালাম মানব ও জ্বিন জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপর।

وَالْجَانِّ ۝ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ بَشَّرَلَهُمُ الْقُرْاٰنُ ۝ اَمَّابَعْدُ! فَقَدْ قَالَ

তাঁর বংশধর ও তাঁর সাহাবীগণের প্রতি, যাঁদের সম্পর্কে কুরআন সুসংবাদ প্রদান করেছে। অতপর, অবশ্যই আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّااَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّامُنْذِرِيْنَ ۝ فِيْهَايُفْرَقُ كُلُّ

কুরআন একটি মহিমাময় রাতে নাযিল করেছি। অবশ্যই আমি ভীতি প্রদর্শনকারী। ওই রাতে জ্ঞানানুগ যাবতীয় নির্দেশ বিন্যস্ত করা হয়।

اَمْرٍ حَكِيْمٍ ۝ فَيَاعِبَادَ اللّٰهِ ۝ اُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِىْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَطَاعَتِهٖ ۝ وَقَدْ

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! আমি আমাকে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্য এবং তাঁর হুকুম মেনে চলার জন্য উপদেশ দিচ্ছি।

اَعَانَ عَلَيْكُمْ بِبَرَكَةِ نَبِيِّكُمْ بِاَيَّامٍ وَّلَيَالٍ وَّسَاعَةٍ مَّخْصُوْصَةٍ ۝ فَاِنَّ طَاعَتَكُمْ

তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন, তোমাদের নবীর বরকতে বিশেষ বিশেষ কিছু দিন রাত ও সময় দান করেছেন।

فِيْهَا كَعِبَادَةِ اَعْوَامٍ سِوَاهَا ۝ مِنْهَا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ۝ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ

কেননা, এই বিশেষ লগ্নে তোমাদের ইবাদত অন্যান্যদের বহু বছর ইবাদত করার সমান। এরূপ সময়ের মধ্যে রয়েছে শা'বান মাসের মধ্য রাত্রি।

عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا كَانَتْ

হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ۝ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا ۝ فَاِنَّ اللّٰهَ

যখন শা'বান মাসের মধ্যরাত আসে, তখন তোমরা সে রাতে ইবাদত করবে। সেদিন রোযা রাখবে। কেননা,

تَعَالٰى يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوْبِ الشَّمْسِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ۝ فَيَقُوْلُ اَلاَ مِنْ

সূর্য অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে রাতে আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসেন আর বলেন ঃ কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি.

مُسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرَ لَهٗ اَلاَ مِنْ مُسْتَرْزِقٍ فَاَرْزُقَهٗ ۝ اَلاَ مِنْ مُبْتَلاً فَاُعَافِيَهٖ ۝ اَلاَ كَذَا

যাকে আমি ক্ষমা করে দেব? কেউ রিযিক তলবকারী আছে কি? যাকে আমি রিযক দান করব? কেউ অসুস্থ আছে কি? যাকে আমি রোগমুক্ত করে দেব.

اَلاَ كَذَا ۝ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝ رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ ۝ وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ

ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত এরূপভাবে ডাকতে থাকেন। হাদীসখানা ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত.

رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ اللّٰهَ

তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা

لَيَطْلُعُ فِىْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ۝ فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلْقِهٖ اِلَّا الْمُشْرِكِ وَ

শা'বান মাসের মধ্যবর্তী রাতে সমুদ্ভাসিত হন। মুশরিক ও হিংসুক ছাড়া সকল মানুষকে ক্ষমা করে দেন।

الْمُشَاحِنِ ۝ وَفِىْ رِوَايَتِهٖ وَقَاتِلَ نَفْسٍ ۝ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ ۝ وَعَنِ ابْنِ

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে ঃ আর আত্মহত্যাকারী ছাড়া। হাদীসখানা ইমাম আহমদ ও ইবনে মাযাহ বর্ণনা করেছেন।

عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে আরও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন.

اللّٰهَ يَقْضِى الْاَقْضِيَةَ فِىْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ۝ وَيُسَلِّمُهَا اِلٰى اَرْبَابِهَا

আল্লাহ্ তাআলা শা'বান মাসের মধ্যবর্তী রাতে যা করার তার সিদ্ধান্ত নেন। আর কদরের রাতে তা কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেন।

فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ رَوَاهُ الْبَغَوِىُّ ذَاكِرًا فِىْ تَفْسِيْرِهٖ وَلِمَنْ قَالَ كَيْفَ يَثْبُتُ

ইমাম বাগাবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে প্রমাণ স্বরূপ বর্ণনা করেছেন.

نُزُوْلُ الْقُرْاٰنِ فِیْ لَیْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ٥ وَقَدْ اَجْمَعَ الْاُمَّةُ عَلٰی نُزُوْلِ

শা'বান মাসের অর্ধরাতে কুরআন নাযিল হওয়ার কথা আপনি কি করে সাব্যস্ত করেন, অথচ উম্মত সর্বসম্মত মত পোষণ করেন যে,

الْقُرْاٰنِ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ فِیْ رَمَضَانَ ٥ وَقَدْ فَسَّرَهُ الْمُفَسِّرُوْنَ بِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی

রামাদ্বান মাসে ক্বদরের রাতে কুরআন নাযিল হয়? তাফসীরকারগণ এর তাফসীরে বলেছেন,

اَفَاضَ الْقُرْاٰنَ الْكَرِیْمَ عَلٰی جِبْرِیْلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِیْ لَیْلَةِ النِّصْفِ مِنْ

শা'বান মাসের মধ্যবর্তী রাতে আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীম অবতীর্ণ করেছেন জিবরীলের প্রতি।

مِنْ شَعْبَانَ ٥ وَاَنْزَلَهٗ جِبْرِیْلُ عَلَیْهِ السَّلَامُ اِلَی السَّمَآءِ الدُّنْیَا فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ

জিবরীল (আ.) তা রামাদ্বান মাসের কদরের রাতে নিম্নতম আকাশে অবতীর্ণ করেছেন।

مِنْ رَّمَضَانَ ٥ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِی الْقُرْاٰنِ الْعَظِیْمِ وَنَفَعَنَا وَاِیَّاكُمْ

আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে

بِالْاٰیَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِیْمِ ٥ اِنَّهٗ تَعَالٰی جَوَّادٌ كَرِیْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَّءُوْفٌ رَّحِیْمٌ ٥

নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الرابعة لشهر شعبان

اندر اتار کی الصلوة

শা'বান মাসের চতুর্থ কুত্‌বা

নামায তরক করার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ رِضَاهُ وَرَحْمَتَهٗ لِمَنْ اَطَاعَهٗ ۝ وَغَضَبَهٗ وَعَذَابَهٗ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, তিনি স্বীয় সন্তুষ্টি ও রহমত রেখেছেন তাঁর নির্দেশ মান্যকারী লোকদের জন্য। আর তাঁর গযব ও আযাব রেখেছেন

لِمَنْ عَصَاهُ وَخَالَفَ اَمْرَهٗ ۝ وَهُوَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ ۝ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا

তাদের জন্য যারা তাঁর নাফরমানী করে এবং তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে। বস্তুত ঃ তিনিই সকল হুকুম দাতাদের অন্যতম।

اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ ۝ فَرَضَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَلَى

আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি মুমিনদের প্রতি দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দিয়েছেন।

الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَفْضَلُ الْعَابِدِيْنَ وَ

আর এ সাক্ষ্যও দেই যে, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দাহ্ ও রাসূল, শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী এবং নিষ্ঠাবানদের ইমাম।

اِمَامُ الْمُخْلِصِيْنَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

হে আল্লাহ! করুণা করুন, শান্তি নাযিল করুন, বরকত দান করুন, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বংশধর, এবং

اٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الرَّاكِعِيْنَ وَالسَّاجِدِيْنَ ۝ اَمَّا بَعْدُ! فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ ۝ اُوْصِيْكُمْ

তাঁর রুকূকারী ও সিজদাকারী সাহাবীগণের প্রতি। অতঃপর হে আল্লাহ্ বান্দাহগণ! সর্বপ্রথম আমি আমাকে এবং আপনাদেরকে

وَنَفْسِىْ اَوَّلًا بِتَقْوَى اللّٰهِ وَطَاعَتِهٖ ۝ اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ نَحْنُ نَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ

আল্লাহ্‌কে ভয় করার এবং তাঁর হুকুম মেনে চলার জন্য নসীহত করছি। হে মুসলমানগণ! আমরা কুরআন করীম তিলাওয়াত করি।

الْكَرِيْمَ وَنَرَاهُ يُسَمِّي تَارِكَ الصَّلٰوةِ مُجْرِمًا وَيَسْلُكُهُ فِي عَدَدِ

এতে দেখতে পাই কুরআন নামায তরকারীকে অপরাধী বলেছে আর তাদেরকে জাহান্নামে অবতরণকারী মুসলমানদের মধ্যে গণ্য করেছে।

الْمُسْلِمِيْنَ الْهَابِطِيْنَ اِلَى الْجَحِيْمِ ۝ كَمَا قَالَ تَعَالٰى ذِكْرُهُ: كُلُّ نَفْسٍ . بِمَا

আল্লাহ্ (তাঁর স্মরণ উচ্চতর হোক) বলেছেন ঃ সকল ব্যক্তিই কৃতকর্মের জন্য দায়গ্রস্ত থাকবে।

كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۝ اِلَّا اَصْحَابَ الْيَمِيْنِ ۝ فِيْ جَنّٰتٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

ব্যতিক্রম মাত্র ডান দিকের লোকজন। তারা জান্নাত সমূহে অবস্থান করবে। তারা অপরাধীদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবে.

مَاسَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرٍ ۝ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۝ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ

বলবে ঃ তোমাদেরকে কিসে নরকে নিয়ে গেলো? তারা বলবে ঃ আমরা নামায পড়িনি। অনাথদের অন্নদান করিনি।

الْمِسْكِيْنَ ۝ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ ۝ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝

অনর্থক পরচর্চায় মত্তদের সাথে ছিলাম। আর আমরা প্রতিদান দিবসের কথা মিথ্যা মনে করতাম।

حَتّٰى اَتَانَا الْيَقِيْنُ ۝ فَمَاتَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ ۝ قَالَ الرَّازِيُّ فِيْ

শেষাবধি আমাদের প্রত্যয় জন্মেছে। অনন্তর সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের জন্য কোন কাজে আসবে না। ইমাম রাযী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেছেন ঃ

تَفْسِيْرِهٖ ۝ اَلسَّائِلُوْنَ مِنَ الْجَنَّةِ ذَرَارِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ لَاحِسَابَ لَهُمْ وَ

প্রশ্নকারীরা হয় মুমিনদের জান্নাতবাসী নাবালিগ সন্তানাদি। যাদের কোন হিসাব-নিকাশ নেই।

يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ فَيَسْئَلُوْنَ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَا

তারা বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তখন তারা মুসলমান অপরাধীদের ব্যাপারে প্রশ্ন করবে এবং বলবে ঃ

سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرٍ ۝ فَيُجِيْبُوْنَ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ اَيْ كُنَّا تَارِكِي الصَّلٰوةِ

তোমাদেরকে কিসে নরকে নিয়ে গেল? তারা উত্তরে বলবে ঃ আমরা নামাযী ছিলাম না। অর্থাৎ আমরা যাকাত ও নামায তরককারী ছিলাম।

وَالزَّكٰوةِ وَكُنَّا مُعْتَرِضِيْنَ عَلَى الْاِسْلَامِ وَكُنَّانُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ٥ قَالَ

ইসলামের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতাম। আর আমরা প্রতিদান দিবসকে মিথ্যা মনে করতাম,

الرَّازِىُّ ۔ تَكْذِيْبُ يَوْمِ الدِّيْنِ بَاعِثٌ" لِتَرْكِ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَبَاقِى

রাযী (র.) বলেন, বিচার দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা নামায তরক করা, যাকাত আদায় না করা সহ অন্যান্য পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে ছিল।

الْعِصْيَانِ ٥ لِاَنَّ ذِكْرَالْمَوْتِ غَايَةُ عِظَةٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ٥ لِهٰذَاقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

কেননা, মৃত্যুকে স্মরণ করা মুমিনের জন্য চরম উপদেশ। এ জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُذْكُرُوْاهَادِمَ اللَّذَّاتِ اَىِ الْمَوْتَ ٥ وَذِكْرُالْمَوْتِ

স্বাদ নির্মূলকারীকে স্মরণ কর অর্থাৎ মউতের কথা স্মরণে আন। মউতের কথার স্মরণ অন্তরকে স্বচ্ছ করে তোলে।

صِقَالَةٌ" لِّلْقُلُوْبِ ٥ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ

আর আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ বলে দাও, যে মাউত হতে তোমরা পালিয়ে বেড়াও তা অবশ্যই তোমাদের সাক্ষাতে আসবে।

فَاِنَّهٗ مُلَاقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

অতঃপর তোমাদেরকে অদৃশ্য, প্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত আল্লাহ্‌র নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে খবর দেবেন।

تَعْمَلُوْنَ ٥ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَاوَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَاوَاِيَّاكُمْ

মহান কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাদের ও আপনাদের জন্য কল্যাণ দান করুন। কুরআনের আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দ্বারা

بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِالْحَكِيْمِ ٥ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَّءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ٥

আমাদেরও আপনাদের উপকৃত করুন। নিশ্চয়ই তিনি মহান, অতি দানশীল, সম্মানিত সম্রাট, অনুগ্রহ প্রবণ ও দয়াময়।

الخطبة الخامسة لشهر شعبان

الخطبة الترحيبية لقدوم رمضان

শা'বান মাসের পঞ্চম খুত্‌বা

রামাদ্বান আগমনে স্বাগত ভাষণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ شَهْرَ رَمَضَانَ مَوْسِمًا لِلطَّاعَاتِ ٥ وَاَفَاضَ عَلٰى

সমস্ত তা'রীফ আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি রামাদ্বান মাসকে নানারূপ ইবাদতের উৎসব মাস করেছেন আর নেককারদের প্রতি প্রবাহিত করেছেন

الصَّالِحِيْنَ نَعِيْمَ الرِّضْوَانِ ٥ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الَّذِىْ اُنْزِلَ

সন্তুষ্টির অনুগ্রহ। করুণা ও শান্তি, বর্ষিত হোক তাঁর রাসূলের প্রতি, যাঁর উপর নাযিল করা হয় কুরআন,

عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ ٥ الَّذِىْ اِشْتَاقَ لِقُدُوْمِهٖ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ ٥ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

যাঁর আগমন প্রত্যাশী ছিল মহান আল্লাহ্‌র আরশ। করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক, রাসূলগণের শিরতাজ এর প্রতি,

عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَعَلٰى مَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ

তাঁর বংশধর ও আসহাবের প্রতি। আর যাঁরা তাঁদেরকে অনুসরণ করেছে নিষ্ঠার সাথে তাদের প্রতি, প্রতিদান দিবস পর্যন্ত।

اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ٥ اَمَّا بَعْدُ! فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ ٥ اُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّ

অতঃপর হে আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌গণ! আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্য উপদেশ দিচ্ছি। কেননা

الْمُتَّقِىْ اَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ ٥ وَقَدْ اَكْرَمَكُمْ بِشَهْرٍ مِّنْ شُهُوْرِ اللّٰهِ سَمَّاهُ

আপনাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট অতি সম্মানিত হলো পরহেযগার ব্যক্তি। আর আল্লাহ্ আপনাদেরকে সম্মানিত করেছেন আল্লাহ্‌র মাসগুলোর মধ্যে বিশিষ্ট মাস দ্বারা যার

رَمَضَانَ ٥ وَخَصَّهٗ بِالذِّكْرِ فِى الْقُرْاٰنِ ٥ كَمَا قَالَ تَعَالٰى ذِكْرُهٗ: شَهْرُ رَمَضَانَ

নামকরণ করেছেন তিনি রামাদ্বান। তিনি বিশেষভাবে কুরআনে এ মাসের উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি, (তাঁর স্মরণ মহিমান্বিত হোক) বলেন : রামাদ্বানের মাসে

الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ٥ اَيُّهَا

কুরআন নাযিল করা হল। পথের সন্ধান এবং ন্যায় অন্যায়ে ফারাক করার জন্য পরিষ্কার প্রমাণ কুরআন।

الْمُسْلِمُوْنَ! هٰذَا شَهْرُ شَعْبَانَ قَدْ قَوَّضَ بِالرَّحِيْلِ خِيَامَهُ ٥ وَاٰذَنَ بِالْفِرَاقِ

হে মুসলমানগণ! এ শা'বান মাস অচিরেই সফর শুরু করে ছেড়ে যাবে তার তাঁবু-নিবাসে। কালচক্রের ডাকে সাড়া দিয়ে শা'বান বিদায় জানাচ্ছে।

لِدَائِرَةِ الزَّمَانِ ٥ وَجَائَتْ بَشَائِرُ بِقُدُوْمِ رَمَضَانَ ٥ وَلَمْ يَبْقَ اِلَّا اَيَّامٌ قَلَائِلُ

নানারূপ সুবার্তা নিয়ে রামাদ্বান সমাগত। রামাদ্বান মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার মাত্র ক'দিন বাকী।

عَلٰى حُلُوْلِ غُرَّةِ شَهْرِ رَمَضَانَ ٥ سَيَهِلُّ عَلَيْكُمْ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ ٥ وَ

অচিরেই আপনাদের সামনে রামাদ্বান মাসের চাঁদ দেখা দেবে আর আপনাদের প্রতি

يَتَجَلّٰى رَبُّكُمْ بِالرَّحْمَةِ وَ الْغُفْرَانِ ٥ فَتَشْهَدُوْنَ الْخَيْرَ وَالْفَضْلَ مِنَ اللّٰهِ

পরওয়ারদিগার রহমত ও মাগফিরাতের সওগাত নিয়ে প্রকাশিত হবেন। তখন আপনারা করুণাময় আল্লাহর কৃপা ও

الْمَنَّانِ ٥ اِذْ تُسْتَطْوٰى صَفَحَاتُ شَعْبَانَ ٥ وَتُفْتَحُ لَكُمْ صَفَحَاتُ رَمَضَانَ ٥

কল্যাণ প্রত্যক্ষ করবেন। শা'বান মাসের নথিপত্র তুলে রাখা হবে আর রামাদ্বান মাসের নথি খোলা হবে।

وَتُنَادِيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ حُوْرُ الْجِنَانِ مِنْ شُرُفِ الْجِنَانِ ٥ تَقُوْلُ يَا بَاغِىَ

জান্নাত সমূহের উঁচুস্তর হতে জান্নাতী হূররা আপনাদের ডেকে বলবেন ঃ হে অবিমৃষ্যকারী! ক্ষান্ত হও।

الشَّرِّ اَقْصِرْ ٥ وَيَا بَاغِىَ الْخَيْرِ اَقْبِلْ ٥ فَقَدْ اَتَاكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ ٥ شَهْرُ بَرَكَةٍ وَ

হে কল্যাণপ্রয়াসী! অগ্রসর হও। কারণ তোমাদের নিকট রামাদ্বান এসেছে বরকতের মাস, দয়া প্রদর্শনের মাস।

اِحْسَانٍ ٥ يُنْزِلُ اللّٰهُ فِيْهِ بِالرَّحْمَةِ وَيَعُمُّكُمْ بِالْفَضْلِ وَالنِّعْمَةِ ٥ اَلَا

আল্লাহ্ এ মাসে রহমত নাযিল করেন। আর তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুকম্পার বিস্তার ঘটান।

فَاسْتَعِدُّوا الصَّوْمَ هٰذَا الشَّهْرِ ۝ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ:

হে লোকজন! এ মাসের রোযা রাখার জন্য প্রস্তুত হও। হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اٰخِرِ يَوْمٍ مِّنْ شَعْبَانَ ۝ فَقَالَ

শা'বান মাসের শেষ দিনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ভাষণ দান করে বলেন :

يَا اَيُّهَا النَّاسُ ۝ قَدْ اَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ شَهْرٌ مُّبَارَكٌ ۝ شَهْرٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ

হে লোকজন! একটি মহান ও কল্যাণময় মাস তোমাদের সন্নিকটে। এ মাসে একটি রাত রয়েছে, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।

اَلْفِ شَهْرٍ ۝ شَهْرٌ جَعَلَ اللّٰهُ صِيَامَهٗ فَرِيْضَةً وَقِيَامَ لَيْلِهٖ تَطَوُّعًا ۝ مَنْ

আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি এ মাসের রোযা ফরয করেছেন। রাতে দাঁড়িয়ে নামায পড়াকে অতিরিক্ত ইবাদত করেছেন।

تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ ۝ وَهُوَ

এ মাসে কেউ যদি কোন উত্তম কাজ করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করে, তা হবে অন্য মাসে ফরয আদায় করার ন্যায়।

شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ ۝ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيْهِ رِزْقُ

তা হচ্ছে ধৈর্যের মাস। আর ধৈর্যের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত। তা হচ্ছে সহানুভূতির মাস। এমন মাস, যে মাসে মুমিনের রিযিক বাড়িয়ে দেয়া হয়।

الْمُؤْمِنِ ۝ مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِّذُنُوْبِهٖ وَعِتْقَ رَقَبَةٍ مِّنَ النَّارِ ۝

যে এ মাসে রোযাদারকে ইফতার করাবে, তা' তার জন্য তার গুনাহসমূহের মাগফিরাতের কারণ হবে। আর দোযখের আগুন হতে নাজাত লাভের উসীলা হবে।

وَكَانَ لَهٗ مِثْلُ اَجْرِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُّنْقَصَ مِنْ اَجْرِهٖ شَيْءٌ ۝ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

তাকে রোযাদারের সমতুল্য প্রতিদান দেয়া হবে। এতে রোযাদারের সওয়াব কিছুমাত্র কমবে না। যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন দ্বারা কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে

مِنْ كَسْبِ حَلَالٍ ۝ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ لَيَالِيَ رَمَضَانَ ۝ وَصَافَحَهٗ

তার জন্য ফিরিশতাগণ রামাদ্বানের রজনীগুলোতে দুআ করতে থাকবে। আর তার সাথে জিবরীল (আ.) ক্বদরের রাতে মুসাফাহা করবেন।



جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ۝ وَمَنْ صَافَحَهُ جِبْرِيْلُ يَرِقُّ قَلْبُهُ وَكَثُرَ

আর যার সাথে জিবরীল (আ.) মুসাফাহা করবেন তার অন্তর বিগলিত হয়ে যাবে। চোখ অশ্রুতে সয়লাব হয়ে যাবে।

دُمُوْعُهُ ۝ قَالَ سُلْمَانُ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَرَاَيْتَ مَنْ لَّمْ يَكُنْ عَنْهُ ۝ فَقَالَ

হযরত সালমান ফারসী (রা.) বলেন : আমি আরজ করলাম : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার কি মত যার অনুরূপ সঙ্গতি না হয়?

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِى اللّٰهُ هٰذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : আল্লাহ্ এ সওয়াব দান করবেন তাকেও যে রোযাদারকে একটি খেজুর দ্বারা বা পানীয় দ্বারা

عَلٰى تَمْرَةٍ اَوْ شُرْبَةِ مَاءٍ اَوْ مَذْقَةِ لَبَنٍ ۝ وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةٌ ۝ وَاَوْسَطُهُ

বা এক ঢোক দুধ দ্বারা ইফতার করাবে। আর তা এমন মাস যার প্রথমে রহমত, মধ্যখানে ক্ষমা ও শেষে রয়েছে, দুযখ হতে পরিত্রাণ।

مَغْفِرَةٌ ۝ وَاٰخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النِّيْرَانِ ۝ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَّمْلُوْكِهِ فِيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ

যে কেউ এ মাসে অধীনস্থের কার্যভার লাঘব করবে আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দেবেন। তাকে দোযখের আগুনমুক্ত করে দেবেন।

لَهُ وَاَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ ۝ فَاَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَتُوْبُوْا اِلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ

কাজেই সবাই আল্লাহ্‌র আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিন। আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করুন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, দয়াময়।

الرَّحِيْمُ ۝ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۝ وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ

আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই বিতাড়িত শয়তান থেকে। যখন আপনার নিকট আমার বান্দাহ্‌রা আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন আমি নিকটেই থাকি।

فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ۝ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ۝ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ

আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ

وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَّءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الاولى لشهر رمضان

رغبة صوم رمضان

রামাদ্বান মাসের প্রথম খুত্‌বা

রামাদ্বানের রোযার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি প্রসঙ্গে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَفْرَغَ عَلَى الصَّائِمِيْنَ حُلَلَ الْكَرَامَةِ ٥ وَاَحَلَّهُمْ مِنْ فَضْلِهٖ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি রোযাদারদের উপর সম্মানের পরিধেয় বস্ত্র বিস্তৃতি করেছেন। আর নিজ করুণায় তাদেরকে স্থায়ী বাসস্থানে অবস্থান করিয়েছেন,

دَارَ الْمُقَامَةِ وَلَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا لُغُوْبٌ ٥ وَ

যেখানে তাদেরকে কোন ক্লেশ পাবে না, সেখানে ক্লান্তিও অনুভূত হবে না।

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ جَعَلَ الصَّوْمَ طَهَارَةً لِّلْقُلُوْبِ ٥ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا

এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ্‌ নেই। তিনি রোযাকে অন্তর পবিত্রকরণের উপায় করেছেন। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে,

مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ الْمُجْتَبٰى لِطَاعَةِ عَلَّامِ الْغُيُوْبِ ٥ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র সম্যকরূপে গায়িব অবগত সত্তার হুকুম পালনের জন্য উত্তম ব্যক্তি রূপে নির্বাচিত। হে আল্লাহ্‌! করুণা করুন, শান্তি নাযিল করুন,

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ٥

আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি এবং তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের প্রতি, যাঁরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে অনুসরণ করেছেন।

فَرَضِىَ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ٥ اَمَّا بَعْدُ! فَيَا اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ : اِنَّ اللّٰهَ مَنَّ عَلَيْكُمْ

ফলে, তাঁদের সবার প্রতি তিনি রাযী হয়েছেন। অতঃপর হে মুসলমানগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ আখেরী যামানার নবীকে পাঠিয়ে

بِبَعْثَةِ نَبِيِّ اٰخِرِ الزَّمَانِ ٥ ثُمَّ اَحْسَنَ عَلَيْكُمْ بِنُزُوْلِ الْقُرْاٰنِ ٥ وَاَعْطَاكُمْ

আপনাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। অতঃপর তিনি আপনাদের প্রতি দয়া দেখিয়েছেন কুরআন নাযিল করে।

نِعْمَةً مِّنَ الشُّهُوْرِ شَهْرُ رَمَضَانَ ٥ اَلَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ ٥ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ

আর বিশেষ নিয়ামত স্বরূপ তিনি মাসগুলোর মধ্য হতে রামাদ্বান মাসটি আপনাদের দান করেছেন, যে মাসে মানুষকে পথ দেখানোর জন্য এবং

بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ٥ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ٥ فَاِنَّ

পথ নির্দেশ ও হক্ব-বাতিলের পৃথকীকরণের জন্য স্পষ্ট প্রমাণাদি রূপে কুরআন নাযিল করেছেন। তাই তোমাদের যে এই মাসটি প্রত্যক্ষ করবে, সে অবশ্যই এ মাসে রোযা পালন করবে।

اَلصَّوْمَ جُنَّةٌ مِّنَ النِّيْرَانِ ٥ تُفْتَحُ فِيْهِ اَبْوَابُ الْجِنَانِ ٥ وَتُغْلَقُ اَبْوَابُ

রোযা দুযখ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঢাল স্বরূপ। রামাদ্বান মাসে বেহেশ্‌তের সকল কপাট খুলে দেয়া হয়। আর দোযখের যাবতীয় দরজা বন্ধ রাখা হয়।

النِّيْرَانِ ٥ وَيُصَفَّدُ بِالسَّلَاسِلِ وَالْاَغْلَالِ جُنُدُ الشَّيْطَانِ ٥ شَهْرٌ يُفَرِّقُ بَيْنَ

শয়তানের সেনাদেরকে শিকলে ও গলায় বেড়ী পরিয়ে কয়েদ করে রাখা হয়। রামাদ্বান মাসে

الصَّادِقِيْنَ وَغَيْرِ الصَّادِقِيْنَ ٥ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ ٥ قَالَ اللّٰهُ

নিষ্ঠাবান মুসলমান ও নিষ্ঠাহীন মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। মুনাফিক ও মুমিনের মধ্যে পৃথক রেখা টানা হয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

تَعَالٰى : الٓمّٓ ٥ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ٥

আলিফ-লাম-মীম, লোকেরা কি ধারণা পোষণ করে যে, ঈমান এনেছি বললেই তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হবে আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ٥ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا

নিশ্চয়ই তাদের পূর্ববর্তীদেরকে পরীক্ষা করেছি। অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন তাদেরকে, যারা সত্য বলেছে,

وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ ٥ وَجَعَلَ اللّٰهُ غُرَّةً فِى الشُّهُوْرِ شَهْرَ رَمَضَانَ ٥

আর তাদেরকেও, যারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ তাআলা মাসগুলোর মধ্যে রামাদ্বান মাসকে বিশেষ একটি উজ্জ্বল মাস করেছেন।

وَفَضَّلَ اَيَّامَهُ عَلٰى اَيَّامِ الْعَامِ ٥ وَفِيْهِ لَيْلَةٌ هِىَ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ٥ وَ

আর রামাদ্বানের দিনগুলোকে বছরের সকল দিনের উপর ফযীলত দান করেছেন। রামাদ্বান মাসে রয়েছে একটি রাত, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।

لَفْظُ الْخَيْرِ يَسَعُ طُوْلَ الْمُدَّةِ وَالزَّمَانِ ٥ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا

আর 'উত্তম' শব্দটি সময়কালের দৈর্ঘ্য এবং কালের ব্যাপকতার অর্থ বুঝায়। এ রাতে সাধারণ ফিরিশতাগণ এবং 'রূহ' নামক

بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ٥ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ٥ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكٰوةٌ

বিশেষ ফিরিশ্‌তা অবতরণ করেন যাবতীয় নির্দেশ নিয়ে। শান্তি বর্ষিত হয়, আর তা' ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। প্রত্যেক বিষয়েরই যাকাত আছে।

كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيْثِ وَ زَكٰوةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ ٥ الصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ

অনুরূপ হাদীসে এসেছে ঃ শরীরের যাকাত হল রোযা। রোযা ধৈর্যের অর্ধেক আর ধৈর্যের প্রতিদান জান্নাত।

ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ ٥ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ وَوِقَايَةٌ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ ٥ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

রোযা ঢাল-মানে আল্লাহ্‌র আযাব হতে রক্ষা পাওয়ার উপায়। বিতাড়িত শয়তান হতে আমি আল্লাহ্‌র পানাহ্ চাচ্ছি।

الرَّجِيْمِ ٥ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٥ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ

বস্তুত ঃ ধৈর্য ধারণকারীদের প্রতিদান পূর্ণভাবে দেয়া হবে গণনার বাইরে। আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে

فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ٥ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ٥ إِنَّهٗ تَعَالٰى

মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান,

جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ٥

দানশীল, বাদশাহ, পুণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الثانية لشهر رمضان

اهمية رمضان

রামাদ্বান মাসের দ্বিতীয় খুত্‌বা

রামাদ্বানের গুরুত্ব

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٥ حَمْدًا يُّوَافِىْ نِعَمَهُ ٥ وَيُكَافِىْ مَزِيْدَهُ ٥ اَلَّذِىْ

সমস্ত তা'রীফ সকল সৃষ্টির পালনকর্তা আল্লাহ্‌র জন্য, যে তা'রীফ দ্বারা পরিপূর্ণ ভাবে তাঁর অনুগ্রহগুলোর হক আদায় হয়।

اَعْطَانَا مِنْ فَضْلِهٖ لِنَبِيِّنَا وَلِاُمَّتِهٖ غَايَةَ الْاِحْسَانِ ٥ وَاَمَنَّنَا بِعِنَايَتِهٖ شَهْرَ

আর তিনি নিজ মেহেরবানীতে তাঁর নবীকে এবং তাঁর নবীর উম্মতকে অশেষ অনুগ্রহের দ্বারা আমাদের প্রতি চূড়ান্ত করুনা প্রদান করেছেন। তিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে

رَمَضَانَ ٥ اَلَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ ٥ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ

রামাদ্বান মাস দান করে কৃপা ভারে ধন্য করেছেন। মানুষের হিদায়াতের জন্য এবং হিদায়াতের ও হক্ব-বাতিলের পৃথকীকরণের স্বরূপ পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরার জন্য রামাদ্বান মাসে কুরআন নাযিল করা

الْفُرْقَانِ ٥ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ الَّذِيْنَ

হয়েছে। দরূদ ও সালাম আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি ও তাঁর বংশধর, তাঁর সাহাবীগণের প্রতি, যাঁরা

هُمْ اَفْضَلُ الْاِنْسِ وَالْجَانِّ ٥ اَمَّا بَعْدُ! فَيَا اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ ! اِعْلَمُوْا اَنَّ

জ্বিন ও ইনসানের মধ্যে সর্বোত্তম। অতঃপর হে মুসলিমবৃন্দ! জেনে রাখুন!

الْفَرْضَ مِنَ الصَّوْمِ هُوَ تَهْذِيْبُ النَّفْسِ وَصِيَانَتُهَا مِنَ الْحَرَامِ ٥ وَاَنْ

রোযার জন্য আবশ্যক হল আত্মশুদ্ধি লাভ করা, প্রবৃত্তিকে হারাম হতে বাঁচিয়ে রাখা।

تَخْتَارُوْا التَّقْوٰى فِىْ كُلِّ عَمَلٍ وَالْاِخْلَاصَ فِىْ كُلِّ فِعْلٍ ٥ فَاِنَّ اللّٰهَ

আর আপনারা যেন প্রতিটি কাজে-কর্মে তাকওয়া এবং একনিষ্ঠতা অবলম্বন করেন।

تَعَالٰى لَمْ يَشْرَعِ الصَّوْمَ لِلْاِمْتِنَاعِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ٥ وَاِنَّمَا شَرَعَ

বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাআলা শরীয়তে রোযার বিধান শুধু খানাপিনা হতে বিরত থাকার জন্য প্রবর্তন করেননি। বরংরোযা প্রবর্তন করেছেন

لِلْاِمْتِنَاعِ عَنْهَا وَعَنِ الْحَرَامِ وَلِلْبُعْدِ عَنِ الْاٰثَامِ ٥ وَعَنْ كُلِّ زُوْرٍ وَبُهْتَانٍ ٥

খানাপিনা হতে এবং হারাম কাজ হতে বিরত থাকার জন্য, পাপ হতে সরে থাকার জন্য, সকল প্রকার মিথ্যা ও অমূলক কুৎসা হতে দূরে থাকার জন্য।

فَفِى الْحَدِيْثِ: لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ٥ اِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ

হাদীসে রয়েছে, শুধু পানাহার থেকে বিরত থাকা রোযা নয়। রোযা হচ্ছে বেহুদা কথাবার্তা ও পাপাচার হতে বিরত থাকা।

وَالرَّفَثِ ٥ فَيَجِبُ عَلَى الصَّائِمِ اَنْ لَّا يُؤْذِىَ اَحَدًا بِبَصَرِهٖ اَوْ سَمْعِهٖ اَوْ

তাই রোযাদারের কর্তব্য নিজ চোখ, কান বা রসনা দ্বারা কাউকে কষ্ট না দেয়া।

لِسَانِهٖ ٥ فَفِى الْحَدِيْثِ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ : مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ

ইমাম বুখারী যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে রয়েছে, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং মিথ্যার উপর আমল করা ত্যাগ করেনি,

بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ ٥ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ:

সে তার পানাহার ত্যাগ করুক এর কোন প্রয়োজন আল্লাহ্‌র নেই। আর ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন ঃ

اَلصَّائِمُ الْمُحْتَسِبُ لَا يَرُدُّ اللّٰهُ دَعْوَتَهٗ ٥ فَفِى الْحَدِيْثِ : ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ

পুণ্যবান রোযাদারের দু'আ আল্লাহ্ রদ করেন না। অন্য হাদীসে এসেছে ঃ তিন ব্যক্তির দুআ বিফলে যায় না

دَعْوَاتُهُمْ ٥ اَلصَّائِمُ حَتّٰى يُفْطِرَ وَالْاِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ ٥ رَوَاهُ

রোযাদার যতক্ষণ ইফতার না করে, ন্যায়পরায়ণ শাসক ও নিপীড়িতের দু'আ।

التِّرْمِذِىُّ ٥ وَبِهٖ تَطْهُرُ الْاَنْفُسُ ٥ وَلِكُلِّ شَىْءٍ زَكٰوةٌ ٥ كَمَا وَرَدَ فِى الْحَدِيْثِ

হাদীসখানা তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। আর রোযা দ্বারা আত্মা পবিত্র হয়। যেমন হাদীসে রয়েছে ঃ সবকিছুর যাকাত আছে।

وَ زَكٰوةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ ٥ وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ ٥ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَالصَّوْمُ

দেহের যাকাত রোযা। রোযা সবরের অর্ধেক আর সবরের প্রতিদান বেহেশত।

جُنَّةٌ وَوِقَايَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ ٥ وَهُوَ مَوْسِمُ التَّقْوٰى وَعِيْدُ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ وَفِيْهِ

রোযা আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঢাল। আর তা হচ্ছে পরহেযগারীর মৌসুম।

تُنْشَرُ الْجِنَانُ وَتُغْلَقُ النِّيْرَانُ ٥ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ٥ اِنَّ اللّٰهَ

মুমিনদের খুশীর বিষয়। রোযায় বেহেশত খোলা রাখা হয়। দোযখ বন্ধ করে দেয়া হয়। আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্ চাই।

مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ٥ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যারা তাকওয়া অবলম্বন করে আর যারা নেককর্মশীল হয়, তাদের সাথে আছেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন।

الْعَظِيْمِ ٥ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ٥ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ

আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল,

كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ٥

বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الثالثة لشهر رمضان

الصوم و مسائلة

রামাদ্বান মাসের তৃতীয় খুত্‌বা

রোযা ও রোযার মাসআলা মাসাইল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَرَضَ رَمَضَانَ عَلٰى اُمَّةِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ ٥ كَمَا فَرَضَ الصِّيَامَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি সৃষ্টির সেরা ব্যক্তিত্বের উম্মতের উপর রামাদ্বান মাসের রোযা ফরয করেছেন। যেমন তিনি

عَلٰى جَمِيْعِ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ فِى الشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّةِ ٥ وَاَعَزَّ الْمُؤْمِنِيْنَ

বিগত সকল উম্মতের প্রতি রোযা ফরয করেছিলেন আসমানী বিধানগুলোতে। তিনি তাঁর যাবতীয় মখলুকের উপর মুমিনদের ইয্‌যত দান করেছেন

بِعُبُوْدِيَّةٍ عَلٰى سَائِرِ الْخَلْقِ ٥ وَخَصَّهُمْ بِالْرَّاضِيَةِ ٥ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

তাঁর ইবাদত করার কারনে। বিশেষ অনুগ্রহ দানে তাদেরকে বাধিত করেছেন। আর দরূদ ও সালাম তাঁর রাসূলের প্রতি

عَلٰى رَسُوْلِهٖ الَّذِىْ جَعَلَهٗ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ٥ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

যাঁর প্রতি তিনি রাযী। হে আল্লাহ্! করুণা করুন আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.).

وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ الَّذِيْنَ فَازُوْا بِالْجَنَّةِ الْعَالِيَةِ ٥ اَمَّا بَعْدُ! فَيَا اَيُّهَاالَّذِيْنَ

তাঁর বংশধর ও তাঁর সাহাবীগণের প্রতি, যাঁরা সুউচ্চ বেহেশত লাভে কৃতার্থ হয়েছেন। অতঃপর হে ঈমানদারগণ!

اٰمَنُوْا رَحِمَكُمُ اللّٰهُ ٥ اِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ ٥ هُوَ

আল্লাহ্ আপনাদের প্রতি রহম করুন। নিশ্চয়ই রামাদ্বান মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, তা ঐ মাস,

الَّذِىْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْنَا صِيَامَهٗ وَاَوْجَبَ تَعْظِيْمَهٗ وَاِحْتِرَامَهٗ ٥ فُرِضَ

যে মাসে আমাদের প্রতি আল্লাহ্ রোযা ফরয করেছেন, যার প্রতি সম্মান দেখানো ও সমীহ্ করা ওয়াজিব করে নিয়েছেন।

الصِّيَامُ فِى السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ٥ وَالدَّلِيْلُ عَلٰى فَرْضِيَّتِهٖ

হিজরতে নববীর দ্বিতীয় মাসে রামাদ্বানের রোযা ফরয করে দেয়া হয়। রোযা ফরয হওয়ার দলীল হল আল্লাহ্ তাআলার কালাম

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى

হে, ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করা হল, যেমন তাদের প্রতি ফরয করা হয়, যারা তোমাদের পূর্বে ছিল।

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ٥ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ ٥ وَعَيَّنَ اَيَّامَهٗ بِقَوْلِهٖ

যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পারবে। মাত্র গণনার ক'টি দিন। আর আল্লাহ্ তাআলা উল্লিখিত ক'টি দিন নির্দিষ্ট করে দেন

فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ০ يَعْنِى مَنْ اَدْرَكَ مِنكُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ

তাঁর কালামে অতএব তোমাদের মধ্যে যে রামাযান মাসে উপস্থিত থাকবে সে অবশ্যই রোযা রাখবে। অর্থাৎ তোমাদের যে রামাযান মাস পাবে

وَكَانَ صَحِيحَ الْجِسْمِ مُقِيمًا فِى وَطَنِهِ فَعَلَيْهِ اَنْ يَّصُوْمَهُ ০ وَمَنْ كَانَ

আর শারীরিক ভাবে সুস্থ থাকবে, নিজ দেশে অবস্থান করবে, তার উপর রোযা রাখা কর্তব্য।

مَرِيضًا الَّذِى يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ بِاَنْ يَتَضَرَّرَ بَدَنُهُ بِسَبَبِ الصَّوْمِ ০ اَوْ مُسَافِرًا

যে অসুস্থ হবে, তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা বৈধ হবে। যেমন রোযা রাখলে তার শারীরিক ক্ষতির কারণ হলে বা মুসাফির হলে-

يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلٰوةَ ০ فَقَدْ رَخَّصَ اللّٰهُ لَهُ اَنْ يُّفْطِرَ ০ ثُمَّ يَصُوْمُ الْمَرِيْضُ

যে সফরে নামায কসর করা যায়, এরূপ ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্ তাআলা রোযা না রাখার অবকাশ দিয়েছেন। অতঃপর অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার পর রোযা রাখবে।

بَعْدَ شِفَائِهِ وَالْمُسَافِرُ بَعْدَ اِيَابِهِ ০ وَاَمَّا الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ فَيُحْرَمُ

মুসাফির ফিরে এসে রোযা পালন করবে। ঋতুবতী মহিলা ও প্রসূতির জন্য রোযা রাখা নিষিদ্ধ।

عَلَيْهِمَا الصِّيَامُ ০ رَوَى الْبُخَارِىُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنَّا

বুখারী (র.) বর্ণনা করেন হযরত আয়িশা (রা.) থেকে, তিনি বলেন :

نَحِيْضُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ০ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ

আমরা আল্লাহ্‌র রাসূলের যামানায় ঋতুবতী হতাম। তখন রোযা কাযা করার জন্য আমরা নির্দেশিত হতাম।

الصَّوْمِ ০ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلٰوةِ ০ وَاَمَّا مَنْ اَفْطَرَ بِكِبَرٍ اَوْ مَرَضٍ لَا

আর নামায কাযা করার জন্য আমাদের হুকুম দেয়া হত না। যারা অতি বয়স্ক হওয়ার কারণে বা

يُرْجٰى شِفَائُهُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ০ وَالْكَفَّارَةُ هِىَ اِطْعَامُ

যে অসুস্থতা হতে সুস্থ হওয়ার আশা নেই, এমন রোগে আক্রান্ত হওয়ার দরুন রোযা ভঙ্গ করে, তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে, রোযা রাখতে হবে না। কাফ্ফারা হল :

مِسْكِيْنٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ ○ وَهٰذَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللّٰهِ بِخَلْقِهٖ لِئَلَّا يَجْعَلَ عَلَيْهِمْ فِيْ

প্রতিদিন এক জন মিসকীনকে খোরাক দিতে হবে। এটা মখলুকের প্রতি আল্লাহ্‌র তরফ হতে বিশেষ দয়া, যাতে তিনি আপনাদের জন্য ধর্ম-কর্ম পালনে অসুবিধা সৃষ্টি না করেন।

الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ○ وَاِنَّهٗ سُبْحَانَهٗ تَعَالٰى لَمْ يُكَلِّفْ عِبَادَهٗ مَا يَعْجِزُوْنَ عَنِ

আর পাক-পবিত্র মহিমান্বিত আল্লাহ্, যা পালন করতে তাঁর বান্দারা অক্ষম, তা করতে দায়িত্ব দেন না।

الْقِيَامِ بِهٖ ○ وَلَمْ يَحْمِلْ عَلَيْهِمْ مَا لَا يُطِيْقُوْنَ ○ وَقَالَ تَعَالٰى ذِكْرُهٗ : لَا

বান্দার শক্তির ঊর্ধ্বে তিনি বোঝা চাপিয়ে দেননি। আর আল্লাহ্ (তাঁর স্মরণ মহিমাময় হোক) বলেন :

يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ○ وَفِي الْحَدِيْثِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ : مَنْ لَّمْ يَدَعْ

আল্লাহ্ কোন প্রাণীকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কার্যভার অর্পণ করেন না। হাদীসে এসেছে যা বুখারী বর্ণনা করেন : যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ছাড়ল না,

قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ ○ اَعُوْذُ

মিথ্যার উপর আমল করা বাদ দিল না, সে তার পানাহার পরিহার করুক, আল্লাহ্‌র এতে কোন প্রয়োজন নেই।

بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ○

আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই বিতাড়িত শয়তান হতে। যাদের জন্য রোযা রাখা কষ্টকর হয়, তাদের উপর বিকল্প ব্যবস্থা-একজন মিসকীনকে খাবার দেয়া।

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ○ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ

আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন।

الْحَكِيْمِ ○ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পুণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الرابعة لشهر رمضان

فضيلة شهر رمضان

রামাদ্বান মাসের চতুর্থ খুত্‌বা

রামাদ্বান মাসের ফযীলত সম্পর্কে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ الْخَلْقَ ٥ وَجَعَلَ اَكْرَمَ الْخَلْقِ مِنْهُمُ الْاِنْسَانَ ٥ وَجَعَلَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি সৃষ্টির স্রষ্টা। আর তিনি মানুষকে সমস্ত সৃষ্টির উপর সম্মানিত করেছেন।

خَيْرَ الْاُمَمِ اُمَّةَ نَبِيِّهٖ نَبِيِّ اٰخِرِ الزَّمَانِ ٥ وَاَنْعَمَ لَهُمْ اِنْعَامًا لَا نَظِيْرَ وَلَا مَثِيْلَ

তিনি তাঁর আখেরী যামানার নবীর উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বানিয়েছেন। আর তিনি তাদের প্রতি নানারূপ করুণা করেছেন, যার কোন দৃষ্টান্ত নেই,

بِغَيْرِهِمْ فِى الْاُمَمِ ٥ وَمِنْهَا فِى الشُّهُوْرِ شَهْرُ رَمَضَانَ ٥ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

নেই কোন সাদৃশ্য অন্যান্য উম্মতের সাথে। এর মধ্যে রয়েছে মাস সমূহের মধ্যে রামাদ্বানের মাস। দরূদ ও সালাম

عَلٰى حَبِيْبِهٖ سَيِّدِ الْخَلَائِقِ مَا يَكُوْنُ وَمَا كَانَ ٥ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ

আল্লাহ্‌র হাবীবের প্রতি, যিনি সমস্ত সৃষ্টির মুকুট, যা হবে বা হয়েছে, এর প্রতীক। আর তাঁর বংশধর ও সাহাবীদের প্রতি যাদেরকে

بَشَّرَهُمْ رَبُّهُمْ بِالرِّضْوَانِ ٥ اَمَّا بَعْدُ ٥ فَيَا اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ! اِنَّ اللّٰهَ اَفَاضَ

সন্তুষ্টির খোশ-খবর দিয়েছেন তাঁদের প্রতিপালক। অতঃপর হে মুসলমানগণ! নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রবাহিত করেছেন

عَلَيْنَا عَوَائِدَ الْاِحْسَانِ ٥ مِنْهَا اَفْضَلُ الْكُتُبِ كِتَابُ اللّٰهِ الْقُرْاٰنُ ٥ وَاَنْزَلَهٗ

আমাদের প্রতি বারবার প্রদত্ত অনুগ্রহ। তার মধ্যে রয়েছে শ্রেষ্ঠ কিতাব আল্লাহর কিতাব আল কুরআন,

فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ ٥ كَمَا قَالَ تَعَالٰى ذِكْرُهٗ : شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ

তিনি রামাদ্বান মাসে তা নাযিল করেন। যেমন আল্লাহ্ (তাঁর স্মরণ মহিমাময় হোক) বলেন ঃ রামাদ্বান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়

الْقُرْاٰنُ ۝ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۝ اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ! مَا

মানুষের জন্য পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত। আর পথের দিশা দানে এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণরূপে। হে মুসলমানগণ!

اَعْظَمُ شَهْرُ رَمَضَانَ ۝ شَهْرُ النُّوْرِ وَالْبُرْهَانِ ۝ شَهْرُ الطَّاعَةِ وَالرِّضْوَانِ ۝ شَهْرٌ

কী মহান রামাদ্বানের মাস! আলোময় মাস! অকাট্য প্রমাণের মাস! ইবাদত ও সন্তুষ্টির মাস!

تُفْتَحُ فِيْهِ اَبْوَابُ الْجِنَانِ ۝ وَتُغْلَقُ اَبْوَابُ النِّيْرَانِ ۝ شَهْرٌ تَنْتَشِرُ فِيْهِ الْمَلَائِكَةُ

যে মাসে বেহেশতের দরজাগুলো উন্মুক্ত করা হয় আর দুযখের কপাটগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। যে মাসে ফিরিশতারা ছড়িয়ে পড়েন।

تُبَشِّرُ عِبَادَهٗ عِبَادَ الرَّحْمٰنِ ۝ تُبَشِّرُهُمْ بِمَغْفِرَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ ۝ جَنَّاتٌ

করুণাময় আল্লাহ্‌র বান্দাদের তারা খুশখবর প্রদান করেন। তাদেরকে আল্লাহ্‌র ক্ষমা এবং সন্তুষ্টির সুসংবাদ দেন।

لَهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ لَا فَانٍ ۝ مَدَحَهُمُ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهِ الْكَرِيْمِ : وَعِبَادُ

তাদের জন্য জান্নাতগুলো রয়েছে, যাতে রয়েছে স্থায়ী, অবিনাশী নিয়ামতরাজি। আল্লাহ্ তাঁর সম্মানিত কিতাবে তাদের প্রশংসা করে বলেছেন ঃ

الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا

আর আল্লাহ্‌র বান্দাহগণ যারা মাটিতে বিনম্র পদে চলে এবং যখন অজ্ঞরা তাদেরকে সম্বোধন করে, তারা বলে ঃ

سَلَامًا ۝ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ۝ قُلُوْبُهُمْ شَاكِرَةٌ ۝ وَلِسَانُهُمْ

শান্তি চাই। আর যারা তাদের রবের সামনে রুকূ ও সিজদারত অবস্থায় রাত যাপন করে, যাদের অন্তর কৃতজ্ঞতায় মুখর। যাদের জিহ্বা সমূহ আল্লাহর যিকরে রত।

ذَاكِرَةٌ ۝ وَجَوَارِحُهُمْ خَاشِعَةٌ ۝ كَمَا قَالَ تَعَالٰى : تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ

যাদের অঙ্গাদি শ্রদ্ধাবনত। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ তুমি তাদেরকে রুকূ-সিজদায় রত

فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۝ سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ۝ وَمَا

আল্লাহ্‌র কৃপা ও সন্তুষ্টি অন্বেষণকারী দেখতে পাবে। তাদের পরিচয় হল সিজদার আভা থাকবে তাদের চেহারায় পরিস্ফুট।

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اُعْطِيَتْ اُمَّتِىْ فِىْ شَهْرِ

বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : রামাদ্বান মাসে আল্লাহ্ আমার উম্মতকে

رَمَضَانَ خَمْسًا لَّمْ يُعْطَهُنَّ نَبِىٌّ قَبْلِىْ ○ اَمَّا الْاُوْلٰى فَاِنَّهُ اِذَا كَانَ اَوَّلُ لَيْلَةٍ

পাঁচটি জিনিস দান করেছেন, যা ইতিপূর্বে কোন নবীকে দান করা হয়নি। তার প্রথমটি হল : যখন রামাদ্বান মাসের প্রথম রাত আসে, আল্লাহ্ এ উম্মতের প্রতি নযর করেন।

مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ○ نَظَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَيْهِمْ وَمَنْ نَظَرَ اللّٰهُ اِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ

আর যার প্রতি আল্লাহ্ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, কখনো তাকে তিনি আযাব দেবেন না।

اَبَدًا ○ وَاَمَّا الثَّانِيَةُ فَاِنَّ خَلُوْفَ اَفْوَاهِهِمْ حِيْنَ يُمْسُوْنَ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ

দ্বিতীয়টি হল : রোযাদাররা যখন শেষ বেলায় উপনীত হয়, তাদের মুখের গন্ধ তাঁর নিকট মৃগনাভীর-কস্তুরী অপেক্ষা অধিক প্রিয় মনে হয়।

رِيْحِ الْمِسْكِ ○ وَاَمَّا الثَّالِثَةُ فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ○

আর তৃতীয়টি হল : ফিরিশতারা তাদের জন্য দিনরাত দু'আ করতে থাকেন।

وَاَمَّا الرَّابِعَةُ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَاْمُرُ جَنَّتَهُ فَيَقُوْلُ لَهَا اِسْتَعِدِّىْ وَتَزَيَّنِىْ

চতুর্থটি হল : আল্লাহ্ তাআলা (তার ইয্‌যত ও প্রতিপত্তি সর্বোচ্চ থাক) জান্নাতকে নির্দেশ দিয়ে বলেন : প্রস্তুতি নাও, সজ্জিত হও

لِعِبَادِىْ ○ اَوْشَكَ اَنْ يَسْتَرِيْحُوْا مِنْ تَعَبِ الدُّنْيَا اِلٰى دَارِىْ وَكَرَامَتِىْ ○ وَاَمَّا

আমার বান্দাহদের জন্য। অচিরেই তারা দুনিয়ার ক্লেশ হতে মুক্ত হয়ে আমার ঘরে আমার সম্মানের পাদদেশে আরাম করার জন্য আসবে।

الْخَامِسَةُ فَاِنَّهُ اِذَا كَانَ اٰخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُمْ جَمِيْعًا ○ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ

পঞ্চমটি হল : যখন রামাদ্বানের শেষ রাত হয় তখন সকলকে আল্লাহ্ তাআলা মাফ করে দেন। উপস্থিত লোকজনের মধ্য হতে একজন বললেন :

الْقَوْمِ اَهِىَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ○ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ○ اَلَمْ تَرَ

তা কি ক্বদরের রাত্রি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : না, দেখছ না যে

اِلَى الْعُمَّالِ يَعْمَلُوْنَ ० فَاِذَا فَرَغُوْا مِنْ اَعْمَالِهِمْ وُفُّوْا اُجُوْرَهُمْ ० وَاَيْضًا قَالَ

শ্রমিকদের ব্যাপারে? তারা কাজ করে, যখন তারা কাজ সমাপ্ত করে তখন তাদের পূর্ণ পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়।

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَّمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন : কেউ যদি প্রদত্ত অবকাশ ও অসুস্থতা ব্যতীত একদিনও রামাদ্বানের রোযা ভঙ্গ করে

مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهٖ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهٖ ० رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَغَيْرُهٗ ० اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ

জীবনভর রোযা রাখলেও তার পরিপূরক হবে না। এ হাদীস তিরমীযী ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। আমি আল্লাহ্‌র পানাহ চাই

الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ० وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ

বিতাড়িত শয়তান থেকে। তাদেরকে একমাত্র এ নির্দেশ দেয়া হয় যে, তারা যেন এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করে দ্বীন তার জন্য নিরংকুশ করে একাগ্রচিত্তে।

وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ० بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ

আর তারা যেন নামায কায়িম করে, যাকাত দেয়। তাই হলো প্রকৃত দ্বীন। আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন।

فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ० وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ० اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ

আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল,

كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ०

বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الخامسة لشهر رمضان

خطبة جمعة الوداع

রামাদ্বান মাসের পঞ্চম খুত্‌বা

জুমআতুল বিদার ভাষণ

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْاَحَدِ الْحَنَّانِ الْمَنَّانِ ٥ اَلَّذِىْ اَدَارَ عَلَيْنَا الشُّهُوْرَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। তিনি এক, অদ্বিতীয়, স্নেহময়, কৃপাশীল। তিনি মাস, কাল, সময় কে আমাদেরমাঝে আবর্তিত করেন।

وَالدُّهُوْرَ وَالزَّمَانَ ٥ وَخَلَقَ الْاَعْوَامَ وَقَالَ : كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ٥ وَاَكْرَمَ عَلٰى

আর মাসগুলো সৃষ্টি করেন। তিনি বলেন ঃ যা কিছু বিশ্বে রয়েছে তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তিনি আখেরী যামানার নবীকে পাঠিয়ে সৃষ্টির প্রতি অনুকম্পা দেখিয়েছেন।

الْعٰلَمِيْنَ بِنَبِيِّ اٰخِرِ الزَّمَانِ ٥ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ

হে আল্লাহ্! করুণা করুন, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি, তাঁর বংশধরগণের প্রতি এবং তাঁর সাথীগণের প্রতি সবসময়-সর্বক্ষণ।

فِىْ كُلِّ حِيْنٍ وَّاٰنٍ ٥ اَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ! اَفْنَاكُمُ الْفَوْتُ وَاَمَامُكُمُ الْمَوْتُ ٥

অতঃপর হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! বিলুপ্তি আপনাদের অস্তিত্ব নির্মূল করে-দেবে আর মৃত্যু আপনাদের সামনে।

لَا تَنْفَعُكُمُ الدُّنْيَا وَمَتَاعُهَا اِلَّا الْاِحْسَانُ ٥ فَتَحَسَّرُوْا عَلٰى فَوْتِ رَمَضَانَ ٥

নেক আমল করা ছাড়া দুনিয়া এবং দুনিয়ার উপভোগ্য সামগ্রী আপনাদের কোন কাজে আসবে না। তাই রামাদ্বান হাতছাড়া হওয়ার দরুন আক্ষেপ করুন।

فَاِنَّ الْحَسْرَةَ عَلٰى فَوْتِهَا لِعِبَادِهٖ عَلَامَةُ الْاِيْمَانِ ٥ وَقُوْلُوْا مِنْ صَمِيْمِ الْفُؤَادِ

নিশ্চয় রামাদ্বান হাতছাড়া হওয়ার দরুন আক্ষেপ করা ঈমানের নিদর্শন। তাই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বলুনঃ

آه عَلٰى فِرَاقِ شَهْرِ رَمَضَانَ ٥ آه عَلٰى فِرَاقِ شَهْرِ الْمَغْفِرَةِ وَّالرِّضْوَانِ ٥

আহা! রামাদ্বান চলে গেল! আহা মাগফিরাত ও সন্তুষ্টির মাস চলে গেল!

يَا عِبَادَ اللّٰهِ اِنَّ الْحَسْرَةَ عَلٰى فَوَاتِ الْعِبَادَاتِ مَحْبُوْبٌ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ ٥

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! নিশ্চয় ইবাদতগুলো হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ দয়াময় আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয়।

وَاشْتَغِلُوْا بِكَثْرَةِ طَاعَةِ اللّٰهِ فِىْ اٰخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ ٥ فَاِنَّ الْعِبْرَةَ بِالْاَوَاخِرِ ٥

আপনারা রামাদ্বান মাসের শেষাংশে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন হোন। কারণ মূল্যায়ন হয় শেষ কার্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে।

فَاجْتَهِدُوْا رَحِمَكُمُ اللّٰهُ ٥ وَاَكْثِرُوْا فِيْمَا بَقِىَ مِنْ هٰذَا الشَّهْرِ مِنَ الطَّاعَةِ

তাই তৎপর হোন। আল্লাহ্ আপনাদের প্রতি রহম করুন। আর এ মাসের অবশিষ্ট অংশে ইবাদত,

وَالذِّكْرِ وَالْاِعْتِكَافِ وَالْاِسْتِغْفَارِ ٥ وَاقْتَدُوْا بِنَبِيِّكُمْ فِى الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ وَ

যিক্‌র, ইতিকাফ, ইস্‌তিগফার অধিক মাত্রায় করুন। রোযা, নামায,

الصَّدَقَةِ وَالْخَيْرِ وَالْبِرِّ وَالْاِنْعَامِ ٥ وَاَقْبِلُوْا عَلٰى فَرَائِضِ اللّٰهِ وَتَقَرَّبُوْا اِلَيْهِ

দান-খয়রাত, সৎকর্ম ও অনুদান-প্রদানের কাজ সম্পাদনে আপনারা আপনাদের নবীকে অনুসরণ করুন। আর আল্লাহ্‌র ফরয সমূহ সম্পাদনে অগ্রসর হোন।

بِكَثْرَةِ تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ ٥ فَاعْبُدُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ٥ وَاتَّقُوْهُ فِىْ جَمِيْعِ

অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করুন। তাঁর ইবাদত করুন তাঁরই জন্য দ্বীন নিরংকুশ করে। আর সর্বাবস্থায় তাঁকে ভয় করুন।

الْاَحْوَالِ ٥ وَاعْلَمُوْا اَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ قَدْ مَضٰى وَمَا بَقِىَ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنَ

অবগত হোন, রামাদ্বান মাস চলে গেল। মাত্র অল্প সময় বাকী আছে।

الزَّمَانِ ٥ اٰه عَلٰى فِرَاقِ شَهْرِ رَمَضَانَ ٥ اَلْوَدَاعُ اَلْوَدَاعُ يَا شَهْرَ رَمَضَانَ ٥

আক্ষেপ! রামাদ্বান অতিবাহিত হয়ে গেল। বিদায়, বিদায় হে মাহে রামাদ্বান!

وَهُوَ اِمَّا حَامِدٌ لِّصَنِيْعِكُمْ اَوْ ذَامٌّ لِّتَضْيِيْعِكُمْ ٥ فَيَا سَعَادَةَ مَنْ اَحْسَنَ

আর রামাদ্বান হয় তো আপনাদের কর্মের প্রশংসা করবে, না হয় আপনাদের সময় অপচয় করার নিন্দা করবে। তাই কী সৌভাগ্যের অধিকারী তারা,

صِيَامَهُ وَقِيَامَهُ ۝ وَالْتَزَمَ تَعْظِيمَهُ ۝ وَيَا خَسَارَةُ مَنْ اَسَاءَ فِيْهِ الصِّيَامَ

যারা রামাদ্বানের রোযা ও নামায সুন্দর করে আদায় করেছে। আর তার প্রতি যথাযথ সম্মান দেখিয়েছে। আর কতই না ক্ষতি সাধিত হয়েছে তার,

وَالْقِيَامَ ۝ وَقَضَاهُ بَيْنَ اللَّهْوِ وَالْمَنَامِ ۝ وَقُوْلُوْا حَسْرَةً لِّفِرَاقِ شَهْرِ رَمَضَانَ ۝

যে রামাদ্বানের রোযা ও নামায খারাপভাবে সম্পাদন করেছে আর তা অবহেলা ও নিদ্রায় কাটিয়ে অতিবাহিত করেছে। রামাদ্বান মাসের বিদায় লগ্নে আপনারা বলুন :

اَلْوِدَاعُ اَلْوِدَاعُ يَا شَهْرَ رَمَضَانَ ۝ فَيَا اَيُّهَا الصَّائِمُوْنَ ۝ تَدَارَكُوْا مَا فَرَطَ

বিদায়, বিদায়, হে মাহে রামাদ্বান! অতএব, হে রোযাদারগণ! আপনাদের দ্বারা যে বিচ্যুতি হয়েছে

مِنْكُمْ بِالتَّوْبَةِ وَصَالِحِ الْاَعْمَالِ ۝ فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ ۝ وَصِلُوْا الْاَرْحَامَ

তাওবা ও নেক-আমল দ্বারা তা শোধরানোর চেষ্টা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাওবাকারীদের ভালবাসেন। আত্মীয়দের প্রতি সদাচার করুন।

وَوَاسُوا الْاَرَامِلَ وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنَ ۝ وَرَوٰى الْاِمَامُ اَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ

বিধবাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করুন। এতীম-মিসকীনদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন। হযরত আয়িশা (রা.) থেকে

وَالتِّرْمِذِىُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ইমাম আহমদ ও ইমাম তিরমিযী (র.) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাদ্বানের

اَنَّهُ كَانَ يَجْتَهِدُ فِىْ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَّمَضَانَ مَالَا يَجْتَهِدُ فِىْ غَيْرِهَا ۝

শেষ দশ দিন রামাদ্বানের অন্যান্য দিন অপেক্ষা অধিক তৎপরতা দেখাতেন।

وَذَالِكَ خَوَاتِمُ هٰذَا الشَّهْرِ الْمُبَارَكِ ۝ وَاِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِخَوَاتِمِهَا ۝ وَيَا أَسَفًا!

এটা ছিল কল্যাণময় মাসের শেষের আমল। বস্তুতঃ আমলের মূল্যায়ন হয় তার শেষের দিক বিবেচনায়।

هٰذَا الشَّهْرُ مُرْتَحِلٌ مِّنَّا ۝ وَالْحَسْرَةُ لِلْمُؤْمِنِ لِلْفِرَاقِ ۝ اَلْوِدَاعُ اَلْوِدَاعُ

আফসোস! এ রামাদ্বান আমাদেরকে ছেড়ে যাচ্ছে! রামাদ্বানের বিদায় বিরহে মুমিনদের জন্য পরিতাপ!

يَا شَهْرَ رَمَضَانَ ۝ فَيَا حَسْرَةً عَلٰى فِرَاقِ شَهْرِ رَمَضَانَ ۝ شَهْرٌ اَوَّلُهٗ رَحْمَةٌ

বিদায় হে মাহে রামাদ্বান! আফসোস, রামাদ্বান মাস চলে গেল! মাসটির প্রথমে রহমত,

وَاَوْسَطُهٗ مَغْفِرَةٌ وَّاٰخِرُهٗ عِتْقٌ مِّنَ النِّيْرَانِ ۝ اَلْوِدَاعُ اَلْوِدَاعُ يَا شَهْرَ رَمَضَانَ ۝

মধ্যে ক্ষমা প্রদর্শন! শেষে নরক মুক্তি। বিদায়! বিদায় হে মাহে রামাদ্বান! তারাবীহ্‌র মাস!

شَهْرُ التَّرَاوِيْحِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ ۝ اَلْوِدَاعُ اَلْوِدَاعُ يَا شَهْرَ رَمَضَانَ ۝ يَا شَهْرَ اللّٰهِ

হে কুরআন তেলাওয়াতের মাস বিদায়, বিদায়! হে মাহে রামাদ্বান! হে আল্লাহ্‌র মুবারক মাস!

الْمُبَارَكِ اِشْهَدْ لَنَا وَلَا تَشْهَدْ عَلَيْنَا عِنْدَ الرَّحْمٰنِ ۝ اَلْوِدَاعُ اَلْوِدَاعُ يَا شَهْرَ

দয়াময়ের নিকট আমাদের সপক্ষে সাক্ষ্য দিও। আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিও না! বিদায়! বিদায় হে মাহে রামাদ্বান!

رَمَضَانَ ۝ سَلَامٌ عَلَيْكَ مِنَّا وَمِمَّنْ اٰمَنَ مِنَ الْاِنْسِ وَالْجَانِّ ۝ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ

আমাদের পক্ষ হতে এবং জ্বিন-ইনসান সবার পক্ষ হতে যারা ঈমান এনেছে, তোমার প্রতি সালাম। আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই

الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۝ وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا

বিতাড়িত শয়তান থেকে। আর আপনার নেক আমল করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ নেক আমলকারীদের ভালবাসেন।

وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ۝ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّهٗ تَعَالٰى

আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন।

جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الاولى لشهر شوال

مذمة السيئات بعد الحسنات

শাওয়াল মাসের প্রথম খুত্‌বা

নেক আমলের পর বদ আমলের জন্য ধিক্কার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الدَّائِمِ الْبَاقِيْ ○ فَلَا يَزُوْلُ وَلَا يَتَغَيَّرُ ○ اَلْحَكِيْمُ الَّذِىْ جَعَلَ فِىْ

সমস্ত তা'রীফ আল্লাহ্‌র, যিনি অব্যয়, অক্ষয়। তাই তিনি শাশ্বত-পরিবর্তনহীন। আর তিনি জ্ঞানময়, যিনি মাসগুলোর সমাপ্তিতেও

اِنْقِضَاءِ الشُّهُوْرِ وَتَقَلُّبِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عِبْرَةً لِّمَنْ تَفَكَّرَ ○ وَجَعَلَ الْفَلَاحَ

রাত দিনের গমনাগমনে রেখেছেন চিন্তাশীলদের জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শন। আর তিনি সফলতা রেখেছেন তাদের জন্য,

لِمَنْ عَمِلَ بِاَحْكَامِهٖ ○ وَفَتَحَ اَبْوَابَ رَحْمَتِهٖ لِمَنْ دَامَ عَلٰى طَاعَتِهٖ ○ اَشْهَدُ

যারা তাঁর নির্দেশ মেনে চলেছে। তিনি তাঁর রহমতের দ্বার খুলে দিয়েছেন তার প্রতি, যে তাঁর আনুগত্যে সর্বদা অবিচল থেকেছে।

اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। এবং আমি এই সাক্ষ্যও দেই যে, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রাসূল, মুত্তাকীদের ইমাম,

سَيِّدُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ ○ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ

নবী-রাসূলগণের সরদার। হে আল্লাহ্‌! করুণা করুন আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি, তাঁর বংশধর ও

وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ وَعَلٰى مَنْ تَمَسَّكَ بِالدِّيْنِ ○ اَمَّا بَعْدُ! اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ ○ قَدْ

সাথীগণের প্রতি শান্তি দান করুন, আর যাঁরা দ্বীনকে শক্ত করে ধারণ করেছে তাদের প্রতি। অতঃপর হে মুসলমানগণ!

رَحَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَقَدِمَ شَوَّالُ ○ فَاللّٰهُ حَىٌّ اَبَدِىٌّ سَرْمَدِىٌّ لَا يُدْرِكُهٗ زَوَالٌ ○

রামাযান মাস গত হয়েছে এবং শাওয়াল এসেছে। অথচ আল্লাহ্‌ চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর। তাঁর কোন বিলুপ্তি নেই।

وَلَا يُفْنِيهِ تَدَاوُلُ الْاَوْقَاتِ وَتَعَاقُبُ الْاَهِلَّةِ هِلَالٌ بَعْدَ هِلَالٍ ۝ هَلْ يَلِيقُ بِكَ

সময়ের পরপর আগমন এবং চাঁদের পর চাঁদের উদয় তাঁকে বিলীন করে দেয় না।

بَعْدَ مَا كُنْتَ مِنْ جُمْلَةِ الطَّائِعِيْنَ الْمَرْحُوْمِيْنَ اَنْ تَصِيْرَ فِيْ زُمْرَةِ الْعَاصِيْنَ

আপনি ছিলেন দয়াপ্রাপ্ত অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর কি আপনার জন্য অপরাধী পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া শোভা পায়?

الْمُجْرِمِيْنَ ۝ اَيُّهَا الْمُسْلِمُ! اِنْ كُنْتَ تَعْبُدُ رَبَّكَ الَّذِىْ سَيَرَاكَ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ

হে মুসলিম! যদি আপনার রবের ইবাদত করে থাকেন, যিনি সর্বক্ষণ সকল মুহূর্তে আপনাকে দেখেন,

وَّحِيْنٍ ۝ فَقَدْ اَمَرَكَ بِطَاعَتِهٖ فِيْ عُمُوْمِ الشُّهُوْرِ وَالسِّنِيْنَ ۝ فَمَا بَالُكَ تَعْصِى

তবে তিনি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমভাবে মাস ও বছরগুলোয় তাঁর আনুগত্য করতে। তা হলে আপনারএ অবস্থা কেন যে,

اللّٰهَ بَعْدَ طَاعَتِهٖ ۝ وَتَضِلُّ بَعْدَ الْهِدَايَةِ وَتَعْوَجُ بَعْدَ اِسْتِقَامَةٍ ۝ وَتَكْفُرُ بَعْدَ

তাঁর আনুগত্য করার পর তাঁর নাফরমানী করছেন? আর হিদায়াত পাওয়ার পর পথ হারিয়ে ফেলছেন? সোজা হওয়ার পর বাঁকা হয়ে যাচ্ছেন?

الْاِيْمَانِ ۝ اِنَّ هٰذَا لَمِنَ الْغَرَائِبِ وَاَعْجَبِ الْعَجَائِبِ ۝ اَيُّهَا الْمُسْلِمُ ۝ اِسْتَقِمْ

ঈমানের পর কুফরী-কর্ম করছেন? নিশ্চয় এ অবস্থা বিস্ময়কর এবং হতবাক করে দেয়ার মত আচরণ। হে মুসলিম! •

عَلٰى دِيْنِكَ وَاتَّبِعْ سُنَّةَ نَبِيِّكَ ۝ وَكُنْ مُسْلِمًا حَقًّا وَّمُؤْمِنًا صِدْقًا ۝ تَعْبُدُ

নিজ দ্বীনের উপর দৃঢ় হয়ে থাকুন। আপনার নবীর সুন্নত অবলম্বন করুন আর ন্যায়পরায়ণ মুসলিম হোন, সত্যিকারের মুমিন হোন।

اللّٰهَ فِيْ كُلِّ حِيْنٍ حَتّٰى تَكُوْنَ مِنْ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ

সর্বদা আল্লাহ্‌র ইবাদত করুন। ফলে হয়ে যাবেন তাঁদের মধ্যে গণ্য, যাঁরা কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেন এবং উত্তম কথা অনুসরণ করেন।

اَحْسَنَهٗ ۝ وَمِنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهٗ

আল্লাহ্‌র যিক্‌র যখন করা হয়, তখন যাদের অন্তর ভীত হয়ে যায় তাঁদের মধ্যে গণ্য হবেন। আর যখন তাঁদের নিকট আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়,

زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ۝ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ

তখন তাঁদের ঈমান বেড়ে যায়। তাঁরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করেন। আর ঈমানদার, যাঁরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করেন।

وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ

অতঃপর দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার হন না। আর তাঁরাই জান মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করেন। তাঁরা সত্যবাদী।

هُمُ الصَّادِقُوْنَ۝ وَاعْلَمْ اَنَّ الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ۝ فَاتَّقِ اللّٰهَ وَخُذْ مِنْ دُنْيَاكَ

জেনে রাখুন! দুনিয়া আখিরাতের ক্ষেতবিশেষ। তাই আল্লাহ্‌কে ভয় করুন। আর দুনিয়া থেকে আখিরাতের জন্য পাথেয় নিয়ে নিন।

لِلْاٰخِرَةِ۝ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ وَمِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ غِنَاكَ لِفَقْرِكَ۝

আপনার জীবন থেকে পাথেয় নিন আপনার মরণের জন্য। আপনার সুস্থ অবস্থা থেকে অসুস্থ অবস্থার জন্য সামান সংগ্রহ করুন। প্রাচুর্য থেকে নিঃস্বতার জন্য সঞ্চয় গ্রহণ করুন।

وَتَزَوَّدْ لِلسَّفَرِ الطَّوِيْلِ۝ وَاسْتَعِدْ لِحِسَابٍ عَسِيْرٍ وَهَوْلٍ عَظِيْمٍ۝ يَوْمَ يَنْظُرُ

দীর্ঘ সফরের জন্য প্রস্তুতি নিন। আর কঠিন হিসাবের জন্য তৈয়ার হোন। মহা আতংকের জন্য উদ্যোগ নিন। যেদিন মানুষ দেখতে পাবে,

الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۝ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ نَادِمًا عَلٰى مَا جَنَاهُ۝

তার হস্তদ্বয় পূর্বে কি প্রেরণ করেছে। যেদিন যালিম ব্যক্তি হাত কামড়ে খাবে অনুতপ্ত হয়ে নিজ কৃত কর্মের দরুন।

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۝

যেদিন পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে বদলে দেয়া হবে। আসমানগুলো পাল্টে দেয়া হবে। লোকজন অপ্রতিহত এক আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হবে।

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ۝ سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ

আপনি অপরাধীদেরকে শৃঙ্খলে জুড়ে দেয়া অবস্থায় দেখতে পাবেন সে দিন। তাদের বসন হবে আলকাতরার।

تَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ۝ لِيَجْزِىَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ۝ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ

তাদের মুখমণ্ডল আবৃত করে ফেলবে দুযখের আগুন। যাতে করে আল্লাহ্ সকল প্রাণীকে তাদের কৃতকর্মের প্রাপ্য দিতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সত্ত্বর হিসাব নেবেন।

الْحِسَابِ ۝ هٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۝

এটা মানুষের জন্য বিজ্ঞপ্তি। আর এর মাধ্যমে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা গেল। তারা যেন জেনে নেয় যে, তিনি এক আল্লাহ্।

وَلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ۝ وَنَفَعَنَا

যাতে জ্ঞানীগণ উপদেশ গ্রহণ করেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণ দান করুন।

وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পুণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الثانية لشهر شوال

تاكيد اداء الصلوة كما حقه

শাওয়াল মাসের দ্বিতীয় খুত্বা

যথাযথভাবে নামায আদায়ের তাকীদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ الصَّلٰوةَ كَنَهْرٍ يَغْتَسِلُ فِيْهِ اَحَدُنَا فِى الْيَوْمِ

সকল তা'রীফ মহান আল্লাহ্র, যিনি নামাযকে নহরের মত করে দিয়েছেন, যাতে আমাদের কেউ প্রত্যহ পাঁচ বার গোসল করা হয়ে থাকে।

الْوَاحِدِ خَمْسَ مَرَّاتٍ ۝ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ شَهَادَةَ مَنْ وَعَاهَا ۝

আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, সাক্ষ্য এমন ব্যক্তির যে নামাযের যাবতীয় দিক রক্ষা করে,

لَا يَقْصُرُ فِىْ اَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ ۝ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ

নামাযের ওয়াজিবগুলো আদায় করতে ত্রুটি করে না। আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্র বান্দাহ্

رَسُوْلُهٗ ۝ الَّذِىْ كَانَ قُرَّةَ عَيْنَيْهِ فِى الصَّلٰوةِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

এবং তাঁর রাসূল, যাঁর তৃপ্তি ছিল নামাযে। হে আল্লাহ! দয়া করুন, শান্তি নাযিল করুন আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি।

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَمَنْ تَبِعَهُمْ اِلٰى يَوْمِ التَّنَادِ o اَمَّا

তাঁর বংশধররের প্রতি, তাঁর সাহাবীগণের প্রতি আর যাঁরা তাঁদেরকে অনুসরণ করবে বিচার দিবস পর্যন্ত।

بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ o رَحِمَكُمُ اللّٰهُ o اِنَّ الصَّلٰوةَ عِمَادُ الدِّيْنِ وَمَنْ ضَيَّعَهَا

অতঃপর হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! আপনাদের প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন। নিশ্চয় নামায দ্বীনের খুঁটি।

فَقَدْ هَدَمَ الدِّيْنَ o وَهِيَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ o وَهِيَ خَمْسُ

আর যে তা বিনষ্ট করেছে সে দ্বীন বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। আর নামায ফাহেশা কাজ ও মন্দ কর্ম হতে বিরত রাখে।

صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ o فُرِضَتْ لَيْلَةَ الْاِسْرَاءِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ o وَهِيَ

আর রাত-দিনে পাঁচটি নামায। হিজরতের পূর্বে মি'রাযের রাতে নামায ফরয হয়।

اَوَّلُ مَا فَرَضَهَا اللّٰهُ عَلَى الْعِبَادِ مِنَ الْعِبَادَاتِ o وَقَدْ خَاطَبَ اللّٰهُ رَسُوْلَهٗ

আর নামায হল আল্লাহ্‌র বান্দাহদের প্রতি আল্লাহ্‌র ইবাদত সমূহে সর্বপ্রথম ফরয।

بِهَا مُبَاشَرَةً بِدُوْنِ وَاسِطَةٍ o اَلَا حَافِظُوْا عَلَيْهَا وَاَدُّوْهَا فِيْ اَوْقَاتِهَا

আর আল্লাহ্ সরাসরি কোন মাধ্যম ছাড়াই তাঁর রাসূলকে নামাযের কথা বলেন। সতর্ক হোন! নামাযের হিফাযত করুন।

بِخُشُوْعٍ وَّخُضُوْعٍ o وَعَلٰى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ o وَقَدْ اَمَرَنَا اللّٰهُ بِالْمُحَافَظَةِ

সময় মত নামায আদায় করুন বিনয় ও আন্তরিকতার সাথে, সম্পূর্ণ পবিত্রতার সাথে। আল্লাহ্ আমাদেরকে নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখতে বলেছেন।

عَلَيْهَا فَقَالَ: حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ

তিনি বলেন ঃ তোমরা নামাযগুলোর প্রতি যত্নবান হবে। বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি। আর দণ্ডায়মান হও আল্লাহ্‌র সামনে সবিনয়ে,

قَانِتِيْنَ o فَاِنَّ الصَّلٰوةَ وَاسِطَةٌ بَيْنَ اللّٰهِ وَعِبَادِهٖ لِحُصُوْلِ نِعَمِ الدَّارَيْنِ o لِاَنَّ

কারণ নামায উভয় জগতের নিয়ামত সমূহ হাসিল করার জন্য আল্লাহ্ এবং বান্দাহ্‌র মধ্যে যোগসূত্র।

الْمُصَلِّي إِذَا قَامَ لِلصَّلٰوةِ عِنْدَ اللّٰهِ مُقِرًّا لِّلذُّنُوْبِ عَاقِدًا يَدَيْهِ كَالْمُلْزِمِ

কেননা নামাযী যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ্‌র নিকট অপরাধ স্বীকার করে অন্যায়কারী আসামীর ন্যায় দু'হাত বেঁধে দাঁড়ায়।

ثُمَّ عَاذَ مِنْ عَدُوِّهِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ ثُمَّ حَصَلَ الْبَرَكَةَ بِالتَّسْمِيَةِ ○ وَ

অতঃপর সে বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চায়। অতঃপর সে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করে বরকত হাসিল করে।

بِهَا حَصَلَ مِفْتَاحَ الْجَنَّةِ ○ ثُمَّ حَمِدَ اللّٰهَ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهٖ وَبِهٖ يَحْصُلُ زِيَادَةَ

আর নামায দ্বারাই বেহেশ্‌তের চাবি করায়ত্ব হবে। অতঃপর সে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে।

النِّعَمِ ○ وَبِالرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَسْتَحِقُّ رَحْمَةً فِي الدُّنْيَا ○ وَبِهٖ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ

আর তার মাধ্যমে সে আরও অধিক করুণা অর্জন করে। আর সে আর-রহমানির রাহীম বলে তার প্রতিপালকের দুনিয়ার রহমতের হকদার হয়ে যায়। আর তা' দ্বারা সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে।

وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ يَقُوْلُ اللّٰهُ لَقَدْ أَكْمَلَ عَبْدِيْ إِيْمَانَهٗ ○ قَالَ

আর নামাযী যখন 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' বলে আল্লাহ্ বলেন : নিশ্চয় আমার বান্দা নিজ ঈমান পরিপূর্ণ করে নিয়েছে।

النَّيْسَابُوْرِيُّ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى ذِكْرُهٗ : يَا عَبْدِيْ رَفَعْتُ الْحِجَابَ بَيْنِيْ وَ

নিশাপুরী বলেছেন : অতঃপর আল্লাহ্ (তার সম্মান মহিমান্বিত হোক) বলেন : হে বান্দাহ্! তোমার ও আমার মাঝখানের পর্দা আমি উঠিয়ে দিলাম। তাই তুমি যা চাও বল।

بَيْنَكَ ○ فَقَالَ مَا شِئْتَ ○ فَيَقُوْلُ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○ فَيَقُوْلُ

তখন বান্দা বলে : ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন-একমাত্র তোমারই ইবাদত করি আর তোমার নিকটই সাহায্য চাই।

الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : هٰذَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَئَلَ ○ لِأَنَّ

তখন উত্তরে পালনকর্তা আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন : এটা আমার ও আমার বান্দাহ্‌র মধ্যে বিভাজিত। আর আমার বান্দাহ্‌র জন্য সে যা চায় তা পাবে।

الْعُبُوْدِيَّةَ أَعْلَى الْمَنَاصِبِ لَا دَرَجَةَ فَوْقَهَا ○ فَيَسْئَلُ الْعَبْدُ مَا يُصْلِحُ

কারণ রবের দাসত্ব হল-সর্বোচ্চ সম্মান, যার উপর আর কোন স্তর নেই। তখন বান্দাহ ইহকাল ও পরকালে যা কাম্য তা চায়।

لِلدَّارَيْنِ ○ لِاَنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ مَقْصُوْدُ الْعَبْدِ فِى الدَّارَيْنِ○ صِرَاطَ

কেননা সরল পথ উভয়কালে বান্দাহ্র ইবাদওযোগ্য বিষয়। আর পথ তাঁদের যাঁদের প্রতি তোমার করুণা হয়েছে"-

الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ○ وَبِهٰذَا حَصَلَتِ الْمَعِيَّةُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَ

বাক্য দ্বারা নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলগণের সাথে সঙ্গ অর্জিত হয়,

الشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ○ فَفَازَ الْعَبْدُ فِى الدَّارَيْنِ○ فَلِهٰذَا قَالَ: اَلصَّلٰوةُ

ফলে বান্দাহ্ উভয় জগতে কৃতকার্য হয়। আর এ জন্যই তিনি (সা.) বলেছেনঃ

مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ○ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

নামায হল মুমিনের মি'রায। আমি আল্লাহ্র আশ্রয় নেই বিতাড়িত শয়তান হতে। হে ঈমানদারগণ!

لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ○ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُوْلٰئِكَ

তোমাদের বিষয়-সম্পদ, সন্তানাদি তোমাদেরকে যেন আল্লাহ্র স্মরণ হতে গাফিল করে না দেয়। যে এই কাজ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ○ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ

আর নামায কায়েম কর। যাকাত দান কর। রাসূলের আনুগত্য কর। তাহলে তোমাদের প্রতি করুণা করা হবে।

تُرْحَمُوْنَ○ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ○ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ

আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ

وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ○ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ○

ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পুণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الثالثة لشهر شوال

حق الجار

শাওয়াল মাসের তৃতীয় খুত্‌বা

প্রতিবেশীর হক প্রসঙ্গে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ ० ثُمَّ

সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্‌র যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান-যমীন, আলো-আঁধার।

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ० وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ

তবু যারা কাফির তারা তাদের রবের সাথে শরীক করে। আর আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ ইলাহ নেই, তাঁর হাতেই রয়েছে সবকিছুর ব্যবস্থাপনা।

شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ० وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ الَّذِىْ خَتَمَ بِهِ

আর তোমাদেরকে তাঁর নিকটই ফিরিয়ে নেয়া হবে। আরও সাক্ষ্য দেই যে, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রাসূল, যাঁর দ্বারা নবুওয়াতের সমাপ্তি হয়েছে।

النُّبُوَّةَ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنَ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ०

আর তাঁর প্রতি কুরআন নাযিল করা হয়েছে-মানুষের জ্ঞানের ব্যাপ্তির জন্য, পথের দিশা দানের জন্য, আর আস্থা স্থাপনকারী সম্প্রদায়ের জন্য রহমত স্বরূপ।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَمَنْ تَبِعَهُمْ

হে আল্লাহ্‌! করুণা করুন, শান্তি নাযিল করুন, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি। তাঁর প্রিয় সাহাবীগণের প্রতি,

بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ० وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : قَدْ جَائَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ

আর যাঁরা পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবেন, তাঁদের উপর। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তোমাদের নিকট এসেছে আলো

كِتَابٌ مُّبِيْنٌ ० يَهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلَامِ ० وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ

এবং স্পষ্ট কিতাব। আল্লাহ্‌ তা দ্বারা যে তাঁর সন্তুষ্টি অনুসরণ করে, তাকে শান্তির পথ দেখান। আর তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোয় বের করে আনেন।

الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ o وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ o اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ:

আর তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেন। হে মুসলমানগণ!

بَعَثَ اللّٰهُ فِيْكُمْ رَسُوْلَهٗ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ o فَاَنَارَ السَّبِيْلَ وَبَيَّنَ

আপনাদের মধ্যে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন। তিনি এসে পথ আলোকিত করেছেন।

لَكُمُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ o وَدَلَّكُمْ عَلٰى مَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ o وَحَثَّكُمْ عَلَى الْبِرِّ

আর আপনাদের জন্য হালাল-হারাম বর্ণনা করেছেন। আর আপনাদেরকে উত্তম চরিত্রের সন্ধান দিয়েছেন। আর সততা ও আনুগত্যের প্রতি

وَالطَّاعَةِ o وَاَوْصَاكُمْ بِالْاِحْسَانِ اِلَى الْجَارِ الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ o فَقَالَ تَعَالٰى:

আপনাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। আপনাদের নিকটবর্তী প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا o وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى

আল্লাহ্‌র ইবাদত কর আর তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না। আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। আর আত্মীয়-স্বজন,

وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ

এতীম, নিঃস্বজন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সফরসঙ্গী, মুসাফির

وَابْنِ السَّبِيْلِ o وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ o اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا

এবং তোমাদের মালিকানাধীনদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আত্মম্ভরী-অহংকারীকে আল্লাহ্ ভালবাসেন না।

فَخُوْرًا o وَقَدْ اَمَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاِكْرَامِ الْجَارِ وَالْاِحْسَانِ اِلَيْهِ

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিবেশীর প্রতি সম্মান দেখাতে এবং সহানুভূতি দেখাতে নির্দেশ দিয়েছেন।

فَقَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهٗ o رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

তিনি বলেন : যে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং পরকাল দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে। এ হাদীসখানা বুখারী ও মুসলিম (র.) বর্ণনা করেছেন।

وَمُسْلِمٌ ٥ وَاَيْضًا قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُحْسِنْ اِلٰى

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন ঃ যে আল্লাহ্‌র প্রতি ও পরকাল দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি দেখায়।

جَارِهٖ ٥ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ٥ وَاَيْضًا قَالَ: خَيْرُ الْاَصْحَابِ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهٖ

হাদীসখানা মুসলিম (রা.) বর্ণনা করেছেন। রাসূল(সা.) আরও বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র নিকট উত্তম সাথী সে, যে তার সঙ্গীর কাছে উত্তম বলে সাব্যস্ত।

وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهٖ ٥ رَوَاهُ الْبَزَّارُ ٥ وَاَوْصٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আর উত্তম প্রতিবেশী সে, যে প্রতিবেশীর জন্য উত্তম। এ হাদীসখানা বায্‌যার উল্লেখ করেছেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিবেশীর ব্যাপারে বহু উপদেশ দিয়েছেন।

بِالْجَارِ كَثِيْرًا ٥ فَقَالَ: مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهٗ

তিনি বলেন ঃ জিবরীল (আ.) আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে জোর তাকীদ দিতে থাকেন। আমার ধারণা জন্মে যে, আল্লাহ হয়তো প্রতিবেশীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে দেবেন।

سَيُوَرِّثُهٗ ٥ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ ٥ وَاَمَرَ اَنْ يُنْزِلَ الْاِنْسَانُ الْجَارَ مَنْزِلَةَ نَفْسِهٖ

হাদীসখানা বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। আর তিনি নির্দেশ দেন যে, মানুষ যেন প্রতিবেশীকে তার নিজের জায়গায় মনে করে।

فَيُحِبُّ لَهٗ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ ٥ وَنَفَى الْاِيْمَانَ عَمَّنْ خَالَفَ ذٰلِكَ ٥ فَقَالَ

আর নিজের জন্য যা চায় তা যেন প্রতিবেশীর জন্য কামনা করে। আর যে এর ব্যতিক্রম করে তার ঈমান নেই। তিনি আরও বলেন ঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ ٥ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُحِبَّ لِجَارِهٖ اَوْ قَالَ لِاَخِيْهِ مَا

যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ! কোন বান্দাহ্‌ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ সে তার প্রতিবেশীর জন্য (অপর বর্ণনায় এসেছে- তার ভাইয়ের জন্য) তা না চাইবে, যা সে নিজের জন্য

يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ ٥ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ٥ وَقَدْ جَعَلَ الْاِسْلَامُ لِلْجَارِ عَلٰى جَارِهٖ حُرْمَةً

চায়। এ হাদীস মুসলিম (রা.) বর্ণনা করেছেন। আর ইসলাম প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর উপর কিছু আচরণ নিষিদ্ধ করেছে, যা লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্তব্য।

تَجِبُ رِعَايَتُهَا ٥ وَحُقُوْقًا اَوْصٰى عَلٰى تَأْدِيَتِهَا ٥ وَحَقُّ الْجَارِ عَلٰى جَارِهٖ اِذَا

আর কিছু দাবী রেখেছে, যা পূরণ করার জন্য উপদেশ দিয়েছে। আর প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর হক হল ঃ

سَأَلَهُ اَنْ يُّعْطِيَهُ ۝ وَاِذَا اسْتَعَانَهُ اَنْ يُّعِيْنَهُ ۝ وَاِذَا اسْتَقْرَضَهُ اَنْ يُّقْرِضَهُ ۝

যদি তার নিকট কিছু চায়, তা হলে তাকে দেবে। যদি সহযোগিতা কামনা করে সহযোগিতা করবে। ঋণ চাইলে ঋণ দেবে।

وَاِذَا افْتَقَرَ اَنْ يُّوْسِعَ عَلَيْهِ ۝ وَاِذَا مَرِضَ اَنْ يَّعُوْدَهُ وَاِذَا مَاتَ اَنْ يَّتْبَعَ

যদি গরীব হয়ে যায়, তাকে সম্পদ দান করবে। যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাকে দেখতে যাবে। যদি মারা যায়, তার জানাযায় যোগদান করবে।

جَنَازَتَهُ ۝ وَاَنْ لَّا يَسْتَطِيْلَ عَلَيْهِ بِالْبُنْيَانِ فَيَحْجُبُ عَنْهُ الرِّيْحَ اِلَّا بِاِذْنِهِ ۝

আর দালান নির্মাণে তার উপরে উঠবে না যার ফলে তার জন্য হাওয়া রুদ্ধ হয়ে পড়ে; তবে তার অনুমতিক্রমে করা যাবে।

وَلَا يُؤْذِيْهِ بِقُتَارِ رِيْحِ قِدْرِهٖ اِلَّا اَنْ يَّغْرِفَ لَهُ مِنْهَا ۝ وَاِنِ اشْتَرٰى فَاكِهَةً

আর প্রতিবেশীকে রন্ধন-পাত্রের গন্ধ দ্বারা কষ্ট দেবে না। তবে প্রতিবেশীর জন্য রান্না-বস্তু হাদিয়া করতে হবে।

فَلْيُهْدِ لَهُ مِنْهَا ۝ وَاِنْ لَّمْ يَفْعَلْ فَلْيُدْخِلْهَا سِرًّا ۝ وَلَا يَخْرُجُ بِهَا وَلَدُهٗ لِيَغِيْظَ

আর ফল-ফলাদি ক্রয় করলে তা থেকে কিছুটা উপহার পাঠাবে। তেমন করা না গেলে তা গোপনে রাখবে। তা প্রকাশ্যে নিয়ে যেন তার সন্তান বের না হয়।

بِهَا وَلَدَ جَارِهٖ ۝ وَلَا يَجُوْزُ لِاَحَدٍ اَنْ يَّتَمَتَّعَ بِمَا لَذَّ وَطَابَ مِنَ الطَّعَامِ

যাতে করে তার প্রতিবেশীর সন্তানের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হবে। আর কারো জন্য জায়িয নয় যে সে সুস্বাদু মোহনীয় পানাহার গ্রহণ করবে,

وَالشَّرَابِ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّ جَارَهٗ لَا يَجِدُ مَا يَسُدُّ بِهٖ رَمَقَهٗ ۝ فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ

অথচ তার অবগতিতে থাকবে যে, তার প্রতিবেশী জীবন রক্ষার জন্য সামান্য খাবার পাচ্ছে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اٰمَنَ بِيْ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهٗ جَائِعٌ اِلٰى

আমার প্রতি ঈমান আনেনি সে, যে পেট ভরে খেয়ে রাত্রি যাপন করে, আর পাশেই তার পড়শী অভুক্ত রয়েছে তার অবগতিতে।

جَنْبِهٖ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهٖ ۝ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ ۝ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ

এ হাদীস তাবরানী ও বাযযার বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে

اَلْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ο وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ο اِنَّهٗ تَعَالٰى

মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান,

جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ο

দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الرابعة لشهر شوال

ذم الكبر

শাওয়াল মাসের চতুর্থ খুত্‌বা

অহংকারের নিন্দা জ্ঞাপন

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَظِيْمِ الَّذِىْ تَفَرَّدَ بِالْعَظْمَةِ وَالْجَلَالِ ο اَلْعَلِيِّ الَّذِىْ تَنَزَّهَ عَنِ

মহান আল্লাহ্‌র জন্য যাবতীয় প্রসংশা, যিনি মহিমা ও প্রতাপে অনন্য। যিনি সবার অতি উর্ধ্বে।

الشَّبِيْهِ وَالنَّظِيْرِ وَالْمِثَالِ ο وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالُ ο

সদৃশ, বিকল্প ও উপমা হতে তিনি বিমুক্ত। আর আমি সাক্ষ্য দেই, সবার উর্ধ্বে বড়-মহৎ আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ο مُعَلِّمُ اَحْسَنِ الْخِصَالِ ο اَللّٰهُمَّ صَلِّ

আরও সাক্ষ্য দেই যে, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রাসূল ও উত্তম চরিত্র শিক্ষাদানকারী। হে আল্লাহ্‌!

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ مَادَامَتِ الْاَيَّامُ وَاللَّيَالُ ο

করুণা করুন, শান্তি বর্ষিত করুন আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি। তাঁর বংশধর ও সাহাবীদের প্রতি যতক্ষণ কাল দিন ও রাত বিদ্যমান থাকে।

اَمَّا بَعْدُ! فَيَا اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ ο اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ ο وَزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ

অতঃপর হে মুসলমানগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় করার ন্যায্যতানুযায়ী তাঁকে ভয় করুন।

بِطَاعَتِهٖ وَمَرْضَاتِهٖ ○ وَابْتَعِدُوْا عَنِ الْكِبْرِيَاءِ ○ وَاجْتَنِبُوا الْفَخْرَ وَالْخُيَلَاءَ ○

তাঁর আনুগত্য করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি দ্বারা নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করুন। দাম্ভিকতা থেকে দূরে থাকুন। আত্মম্ভরিতা ও অহংকার হতে বেঁচে থাকুন।

وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ حِلْمُ اللّٰهِ فَتَجَمَّرُوْا عَلٰى مَعْصِيَتِهٖ ○ فَاِنَّهٗ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○ يُمْهِلُ

আল্লাহ্ তাআলার সহ্যগুণে কোনক্রমে বিভ্রান্ত হবেন না, যার ফলে আপনারা আল্লাহ্র নাফরমানীতে ঝাঁকিয়ে বসবেন। সন্দেহ নেই, আল্লাহ্ কঠিন সাজা দানকারী।

الْعُصَاةَ وَيُمْلِى الظَّالِمَ ثُمَّ يَأْخُذُهٗ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ○ فَلَا يُفْلِتُهٗ وَكَيْفَ

তিনি অপরাধীদেরকে সময় দেন এবং যালিমকে শিথিল ভাবে ছেড়ে দেন। অতঃপর তিনি শক্ত হাতে পাকড়াও করেন। তখন যালিমকে ছাড় দেবেন না।

يَغْتَرُّ الْاِنْسَانُ بِنَفْسِهٖ وَيَتَكَبَّرُ عَلٰى مَنْ هُوَ مِنْ طِيْنَةٍ ○ فَلَا يَعْلَمُ اَنَّ اَوَّلَهٗ

মানুষ কি করে নিজের সম্পর্কে ধোঁকায় পড়ে স্বীয় স্বভাব-সুলভ অহংকারে মেতে উঠে? মানুষ কি জানে না যে,

نُطْفَةٌ مَّذِرَةٌ ○ وَاٰخِرُهٗ جِيْفَةٌ قَذِرَةٌ ○ وَهُوَ فِيْمَا بَيْنَ هٰذَا وَذَاكَ يَحْمِلُ الْعَذِرَةَ ○

তার সূচনা ভ্রূণ থেকে আর মাটি থেকে? আর সমাপ্তি পঁচা মৃতদেহ রূপে? আর এরি মাঝে মানুষ অবস্থান করে পাপের বোঝা বহন করে।

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ○ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ○ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ

তাই মানুষের লক্ষ্য করা উচিত কি দিয়ে তার সৃষ্টি? তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে মেরুদণ্ড ও বক্ষপঞ্জর হতে সবেগে নির্গত পানি দ্বারা।

وَالتَّرَائِبِ ○ ثُمَّ لِيَنْظُرْ اِلٰى اَىِّ شَىْءٍ يَصِيْرُ اِلٰى اَيَّةِ غَايَةٍ يَّنْتَهِىْ اِنَّهٗ

অতঃপর তার লক্ষ্য করা দরকার, সে শেষ পর্যন্ত কিসে পরিণত হতে চলেছে?। তার শেষ পরিণতি কি?

سَوْفَ يَصِيْرُ جُثَّةً هَامِدَةً ○ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ ○ ثُمَّ يَنْتَهِىْ اِلٰى حُفْرَةٍ ضَيِّقَةٍ

সে তো অচিরেই নিষ্প্রাণ মৃতদেহে পরিণত হবে। লা-হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্। অতঃপর সে একটি সংকীর্ণ গর্তে পৌছবে

خَالِيَةٍ مِّنْ كُلِّ اَثَاثٍ وَّرِيَاشٍ مُّوْحِشَةٍ مِّنْ كُلِّ اَنِيْسٍ ○ مَالَهٗ فِيْهَا مِنْ

যেখানে কোনরূপ গৃহসামগ্রী নেই, নেই আরামদায়ক বস্তু। সকল সহানুভূতিশীল বন্ধু হতে শূন্য ভয়াবহ স্থান। তার জন্য সেখানে থাকবে না কোন শক্তি,

قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ○ تَعْبَثُ فِى جِسْمِهِ الْاَلَامُ فَلَا يَسْتَطِيْعُ رَدَّهَا ○ وَتَعْبَثُ بِهِ

থাকবে না তার জন্য কোন সাহায্যকারী। তার দেহ নিয়ে কীটেরা খেলা করবে, যা তাড়িয়ে দেয়ার ক্ষমতাও তার থাকবে না।

الْهَوَامُّ وَالْحَشَرَاتُ فَلَا يُطِيْقُ دَفْعَهَا ○ ثُمَّ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ○ وَحُصِّلَ

তাকে নিয়ে পোকা-মাকড় ও মাটিতে বিচরণকারী কীট-পতঙ্গ খেলা করবে। তখন সে তা' দূর করার শক্তি পাবে না। তারপর যখন কবরবাসীদেরকে উঠানো হবে আর

مَا فِى الصُّدُوْرِ ○ وَوَقَفَ بَيْنَ يَدَىِ الْعَزِيْزِ الْجَبَّارِ ○ الَّذِىْ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ

অন্তরে যা ছিল তা প্রকাশ করা হবে এবং মানুষ মহাপ্রতাপশালী শক্তিমান সত্তার সামনে দাঁড়াবে,

شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ ○ وَشَهِدَتْ عَلَيْهِ جَوَارِحُهٗ فِيْمَا اَسْلَفَ

যাঁর নিকট আসমান ও যমীনের কোন কিছুই অজ্ঞাত নয়। বিগত দিনে সে কি করেছে, মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের অঙ্গাদি সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে,

فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ○ فَاَمَّا مَنْ كَانَ عَمَلُهٗ صَالِحًا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا

তখন যার আমল নেক হবে, তার সামান্য হিসাব-নিকাশ করা হবে।

يَّسِيْرًا ○ وَيَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ○ وَمَنْ كَانَ عَمَلُهٗ سَيِّئًا فَسَوْفَ يَدْعُوْا

আর সে তার পরিবার-পরিজনে আনন্দচিত্তে ফিরে যাবে। আর যার আমল খারাপ হবে, সে নিশ্চয় হায়-হুতাশ করবে

ثُبُوْرًا وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ○ اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ○ بَلٰى اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ

এবং জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে। সে তো ধারণা করেছিল যে, অবস্থার অবনতি ঘটবে না। হ্যাঁ, তার রব তাকে উত্তম পর্যবেক্ষণে রেখেছিলেন।

بَصِيْرًا ○ فَاِنَّ الْعَاقِلَ مَنْ لَّا تَغُرُّهُ الدُّنْيَا بِزُخْرُفِهَا وَيَعْلَمُ اَنَّ كُلَّ مَا فِيْهَا

বস্তুতঃ জ্ঞানী সেই, যাকে দুনিয়া নিজ চাকচিক্য দ্বারা ধোঁকায় ফেলতে পারেনি। আর সে জেনে নেয় যে, পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে

ظِلٌّ زَائِلٌ وَّلَا يَدُوْمُ لَهَا حَالٌ ○ اَلْعَاقِلُ مَنْ تَمَسَّكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى

তা সবই অস্থায়ী ছায়ার মত যার, কোন স্থিতি নেই। আর জ্ঞানী সেই, যে মযবুত হাতল ধারণ করেছে।

وَاعْتَصَمَ بِحَبْلِ التَّوَاضُعِ فِيْ اَقْوَالِهِ وَاَفْعَالِهِ ۝ وَاقْتَدٰى بِالنَّبِيِّ ۝ وَرُوِيَ اَنَّهُ

আর নিজ কথাবার্তা ও কার্যকলাপে বিনম্রতার রশি মযবুত করে ধরে রেখেছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পদাংকানুসরণ করেছে।

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيْ سَفَرٍ وَاَمَرَ اَصْحَابَهُ بِاِحْضَارِ شَاةٍ لِيَذْبَحَهَا

এক বর্ণনায় এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে ছিলেন। তিনি যবেহ করার জন্য তাঁর সাথীগণকে একটি বকরী আনতে বললেন।

فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ۝ عَلَيَّ ذَبْحُهَا ۝ وَقَالَ اٰخَرُ عَلَيَّ سَلْخُهَا ۝ وَقَالَ

তখন এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বকরীটি যবেহ করার দায়িত্ব আমি নিলাম। অন্য একজন বললেন, আমার দায়িত্বে রইল তার চামড়া খুলে নেয়া।

اٰخَرُ عَلَيَّ طَبْخُهَا ۝ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ اَنْ اَجْمَعَ

অন্যজন বললেন, বকরীটি রান্না করার দায়িত্ব আমি নিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : আমি তোমাদের জন্য লাকড়ি সংগ্রহ করব।

الْحَطَبَ لَكُمْ ۝ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَكْفِيْكَ الْعَمَلَ ۝ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

তখন সাহাবীগণ আরয করলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্ আপনার কাজ করার ব্যাপারে যথেষ্ট ব্যবস্থা করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝ عَلِمْتُ اَنَّكُمْ تَكْفُوْنَنِيْ ۝ وَلٰكِنِّيْ اَكْرَهُ اَنْ اَتَمَيَّزَ عَلَيْكُمْ ۝

আমি জানি যে তোমরা আমার কাজ সমাধা করে নেবে; কিন্তু আমি তোমাদের উপর স্বতন্ত্র অবস্থান গ্রহণ করাকে অপছন্দ করি।

وَاَنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ تَعَالٰى يَكْرَهُ مِنْ عَبْدٍ اَنْ يَّرَاهُ مُتَمَيِّزًا بَيْنَ اَصْحَابِهِ ۝

পাক-পবিত্র আল্লাহ্ তাআলা অপছন্দ করেন কোন বান্দাহ তার সাথীদের মধ্যে স্বতন্ত্র অবস্থান নিয়েছে দেখলে।

هٰذَا مِثَالٌ مِّنْ تَوَاضُعِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝ وَقَالَ مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ

এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিনয়-ব্যবহারের দৃষ্টান্ত। তিনি বলেছেন : যে বিনয়ী ও অবনত হয় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য, তাকে আল্লাহ্ উচ্চ মর্যাদা দান করেন।

اللّٰهُ ۝ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَاَيْضًا قَالَ: وَلَا تُصَعِّرْ

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন : তুমি তোমার বাহু মুমিনদের জন্য অবনমিত রাখ। তিনি আরও বলেন : মানুষের সামনে তোমার গাল ফুলিয়ে রেখো না।

خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ

আর মাটিতে সদম্ভ পদে চলবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল অহংকারী দাম্ভিককে ভালবাসেন না।

فَخُوْرٍ ۝ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ۝ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ

আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণ দান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও

وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পুণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الخامسة لشهر شوال

جزاء الاعمال

শাওয়াল মাসের পঞ্চম খুত্‌বা

প্রতিদান প্রসঙ্গে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝ وَجَعَلَ نَسْلَهٗ فِيْ قَرَارٍ

সমস্ত তা'রীফ মহান আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন কর্দমের নির্যাস দ্বারা। তাদের সন্তান রেখেছেন স্থায়ী অবস্থানে।

مَّكِيْنٍ ۝ وَّجَعَلَ الْمُفْسِدِيْنَ فِيْ اَسْفَلِ سَافِلِيْنَ ۝ وَفَضَّلَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِيْنَ

উপদ্রবকারীদেরকে নিম্নস্তরের লোকজনেরও নিচে নামিয়ে দিয়েছেন আর মানুষের মধ্য হতে একনিষ্ঠ ও সৎ কর্মশীলদেরকে মর্যাদাবান করেছেন।

الصَّالِحِيْنَ ۝ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَنَا مِنْ اُمَّةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

আমি সাক্ষ্য দেই, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি আমাদেরকে রাসূলকুল শিরোমনির উম্মতভুক্ত করেছেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ ۝ اَمَّا

হে আল্লাহ্! করুণা করুন, শান্তি দান করুন আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি। তাঁর বংশধর ও সকল সাহাবীগণের প্রতি।

بَعْدُ! يَا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ لَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ

অতঃপর হে মুমিনগণ! নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ যে নেকীর কাজ করবে, সে নিজের জন্য করবে

وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۝ وَقَالَ تَعَالٰى: وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۝ اِلَّا

আর যে খারাপ কাজ করবে, তা নিজের প্রতিকূলেই যাবে। আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন ঃ কালের কসম! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তাদের ছাড়া,

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ ۝ فَاِنَّ جَزَاءَ الْاَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ فِىْ الْاٰخِرَةِ

যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে। কারণ, পরকালে নেক আমলের প্রতিদান নির্ভর করে ঈমানের উপর।

مَدَارُهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ۝ فَاِنَّ الْكَافِرِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ فَيُجْزٰى لَهُمْ فِىْ

কেননা কাফিররাও পুণ্যের কাজ করে। তাদেরকে ইহকালে প্রতিদান দেয়া হয়।

الدُّنْيَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ جَزَاءُ الصَّالِحَاتِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۝ وَقَالَ: مَنْ عَمِلَ

আর ঈমানদারদের নেক আমলের প্রতিদান দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেছেন ঃ নারী পুরুষ যে-ই নেক আমল করবে,

صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ

প্রতিদানে অবশ্যই তাকে সুখময় জীবন দান করব। আর তারা যে নেক আমল করে থাকবে, তার চেয়ে উত্তমাকারে অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব।

مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ فَاِنَّ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ يَحْصُلُ لِلْاِنْسَانِ

বস্তুতঃ নেকীর কার্যাদি করলে আর মন্দ কার্যাদি পরিহার করলে, মানুষের জন্য উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়।

الْمَعَارِجُ ۝ وَبِخِلَافِهٖ يَحْصُلُ الْهَوَانُ وَالذِّلَّةُ ۝ وَقَالَ تَعَالٰى: وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ

আর তার ব্যতিক্রম হলে অর্জিত হয় অপমান ও যিল্লাতী। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ আর যে আল্লাহ্কে ভয় করবে

يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۝ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ

তার জন্য আল্লাহ্ নির্গমনের পথ বের করে দেবেন। তাকে তিনি তার ধারণার বাইরে রিযক দান করবেন। আর যে আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখবে,

فَهُوَ حَسْبُهُ ۝ وَالْقُرْاٰنُ يَهْدِى لِلْمُتَّقِيْنَ اِلٰى سَوَاءِ السَّبِيْلِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى :

তার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট হবেন। আর কুরআন পরহেযগারদেরকে সরল পথ দেখায়। আল্লাহ্‌ বলেছেন :

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

এ কিতাব মানুষকে পথ দেখায়, যারা গায়িবের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে আর নামায কায়েম করে এবং তাদেরকে যে রিয্‌ক দান করেছি, তা থেকে দান-খয়রাত করে।

يُنْفِقُوْنَ ۝ وَرَوَى الشَّيْخَانُ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ

আবু মূসা আশআরী (রা.) থেকে বুখারী (র.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ

সাল্লাম বলেছেন : মুমিনরা প্রাসাদের ন্যায় পরস্পরকে ধরে রাখেন।

بَعْضُهُ بَعْضًا ۝ وَرُوِىَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا

আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করা হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ ۝ وَلِلْاِنْسَانِ فَلَاحٌ فِىْ

তোমাদের কেউ ঈমানদার বলে গণ্য হবে না, যদি না নিজের জন্য যা কামনা করে, তা আপন ভাই এর জন্য কামনা করে।

الصَّلَاحِ ۝ قَالَ تَعَالٰى: وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ وَاَيْضًا قَالَ : وَمَنْ

আর মানুষের কৃতকার্য নিহিত রয়েছে শুভ আকাঙ্ক্ষা ও সৎ কাজের ভেতরে। আর আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন :

اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

যে আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান জানায় আর নেক আমল করে এবং বলে যে, আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত, তার চেয়ে উত্তম কথা আর কে বলবে?

وَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا

আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন : হে মানুষেরা ! তোমাদেরকে একজন নর ও নারীর মাধ্যমে আমি সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে গোত্রে ও শাখা-গোত্রে বিভক্ত করেছি।

وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ۝ إِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ ۝ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَعْرُجُ

যাতে তোমরা পরিচিত হতে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে পরহেযগার ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র নিকট অতি সম্মানিত। কারণ মানুষের অগ্রগতি

اِلَّا بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ ۝ وَلَا يَنْزِلُ اِلَّا بِعَمَلِ السُّوْءِ ۝ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا

একমাত্র নেক আমলের দ্বারা হয় এবং অধোগতি খারাপ কাজের দ্বারা হয়।

يَا اُوْلِي الْاَلْبَابِ ۝ وَقَالَ: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۝ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا

তাই হে জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ! আল্লাহ্‌কে ভয় করুন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ যে নেক কাজ করবে,তা নিজের জন্য করবে। আর যে পাপের কাজ করবে, তাও তার নিজের জন্য।

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ۝ وَنَفَعَنَا

তোমার রব বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন না। আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন।

وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ

আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান,দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়,

رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الاولى لشهر ذى القعدة

ترغيب اداء الحج

যিলক্বদ মাসের প্রথম খুত্‌বা

হজ্জ পালনে আগ্রহ সৃষ্টির ভাষণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى سَهَّلَ طَرِيْقَ السَّعَادَةِ لِلسَّالِكِيْنَ ○ وَاَنَارَ سَبِيْلَ الْهِدَايَةِ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র, যিনি সৌভাগ্যের পথ সহজ করে দিয়েছেন পথিকদের জন্য, জগদ্বাসীদের জন্য হিদায়াতের রাস্তা আলোকিত করেছেন।

لِلْعٰلَمِيْنَ ○ وَدَعَا اَحِبَابَهُ الْاَبْرَارَ لِزِيَارَةِ بَيْتِهٖ ○ فَلَبُّوْا دَعْوَتَهٗ مُسْرِعِيْنَ ○

আর তাঁর পুন্যবান প্রিয়জনকে তাঁর ঘর দেখার জন্য ডাক দিয়েছেন। তাই তারা ত্বরিৎ তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছেন।

وَفَارَقُوْا لِاَجْلِ رِضَاهُ الْاَهْلَ وَالْبَنِيْنَ ○ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ

আর পরিবার ও সন্তানাদি রেখে চলে যান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। আমি সাক্ষ্য দেই যে, সুস্পষ্ট সত্য শাহানশাহ আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই।

الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ○ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَادِقُ الْوَعْدِ الْاَمِيْنِ ○

আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রাসূল। প্রতিজ্ঞা পালনে সত্যবাদী-বিশ্বাসী তিনি।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ ○

হে আল্লাহ! করুণা করুন, শান্তি দান করুন আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি। তাঁর পূত-পবিত্র নিষ্কলুষ বংশধর ও তাঁর সাহাবীগণের প্রতি।

وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ○ اَمَّا بَعْدُ فَيَا اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ !

আর তাঁদের প্রতি, যাঁরা তাঁদেরকে অনুসরণ করবেন প্রতিদান দিবস পর্যন্ত। অতঃপর হে মুসলমানগণ!

نَصَرَكُمُ اللّٰهُ عَلٰى اَعْدَائِكُمْ وَاَيَّدَكُمْ عَلٰى طَاعَتِهٖ ○ فَيَا سَعَادَةَ مَنْ وَفَّقَهٗ

আল্লাহ্ আপনাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আপনাদেরকে জয়যুক্ত করুন। তাঁর হুকুম মেনে চলার জন্য আপনাদেরকে সাহায্য করুন। অতএব কতো সৌভাগ্যবান সে,

اللّٰهُ لِحَجِّ بَيْتِ الْحَرَامِ۝ اَلَّذِيْنَ يَأْتُوْنَ مِنْ جَمِيْعِ بِقَاعِ الْاَرْضِ مُهِلِّيْنَ

যাকে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সম্মানিত ঘরে হজ্জ পালনের তওফীক দান করেছেন। তারা আসে সকল ভূ-খণ্ড থেকে কলিমা উচ্চারণ করে,

مُكَبِّرِيْنَ خَاشِعِيْنَ لِلّٰهِ خَاضِعِيْنَ رَافِعِيْنَ اَصْوَاتَهُمْ۝ يَرْضٰى بِهٖ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ۝

আল্লাহু আকবার বলে, আল্লাহ্র প্রতি অবনত অনুরাগী হয়ে ধ্বনি তুলে, যাতে গায়িব জ্ঞাত আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন।

قَائِلِيْنَ: لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ۝ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ

তারা বলে : তোমার ডাকে সাড়া দিচ্ছি হে আল্লাহ্! তোমার ডাকে সাড়া দিচ্ছি! সাড়া দিচ্ছি, তোমার কোন শরীক নেই, তোমার ডাকে সাড়া দিচ্ছি। নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা এবং উপভোগ-সামগ্রী

لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ۝ فَعِنْدَ رُؤْيَتِهٖ رَفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيْرِ

তোমারই, আর রাজত্ব তোমার। তোমার কোন শরীক নেই। অতএব, আল্লাহ্র ঘর চোখে পড়ামাত্র মহান সর্বোচ্চ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তাঁরা ধ্বনি তোলেন।

لِلّٰهِ الْكَبِيْرِ الْمُتَعَالِ۝ وَضَجَّتْ مِنْهُمُ الْاَصْوَاتُ بِالدَّعْوَاتِ۝ وَهُنَالِكَ تَرٰى بَيْنَ

দোয়ায় তাঁদের করুণ আবেদন উত্থিত হয়। তখন মুসলমানদের মধ্যে সাম্যের উপস্থিতি দেখতে পাবে।

الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسَاوَاتِ۝ فَتَرَى الْغَنِيَّ وَالْفَقِيْرَ وَالْاَمِيْرَ وَالْحَقِيْرَ سَوَاءً۝

দেখবে ধনী-গরীব, ক্ষমতাধর ও হেয় সবাই বরাবর।

وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْحَجَّ الْمَبْرُوْرَ هُوَ الَّذِيْ لَا رَفَثَ فِيْهِ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ۝ لَيْسَ

জেনে রাখুন, পুণ্যময় হজ্জ তাই, যার মধ্যে নেই নারী সম্ভোগের সংস্রব, পাপাচার ও ঝগড়া-বিবাদ।

لَهٗ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةَ۝ رَوٰى مَالِكٌ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ

এরূপ হজ্জের একমাত্র প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত। ইমাম মালিক, বুখারী ও মুসলিম (রা.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে,

اللّٰهُ عَنْهُ۝ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : এক উমরা হতে অপর উমরা পর্যন্ত মধ্যখানের পাপমুক্তি হয়ে যায়।

كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ۝ وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةَ ۝ رَوٰى

আর পুণ্যময় হজ্জের প্রতিদান একমাত্র বেহেশত্।

اَلْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ

বুখারী ও মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আমি (আবূ হুরায়রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি।

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ مِنْ ذُنُوْبِهٖ

তিনি বলেন : যে হজ্জ করল, আর নারী সম্ভোগের সংস্পর্শে গেল না, পাপে লিপ্ত হল না, সে তার মাতৃ উদর হতে

كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ ۝ رَوٰى الْاَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ بِاِسْنَادَيْنِ صَحِيْحَيْنِ عَنْ

ভূমিষ্ট হওয়ার দিনের মত পাপমুক্ত হয়ে ফিরে আসে। ইমাম আহমাদ এবং ইবনে মাযাহ

جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ ۝ صَلٰوةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا

হযরত জাবির (রা.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (সা.) বলেছেন :

خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ صَلٰوةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ۝ وَصَلٰوةٌ فِى الْمَسْجِدِ

আমার এ মসজিদে একটি ওয়াক্ত নামায অন্য মসজিদে এক হাজার ওয়াক্ত নামায অপেক্ষা উত্তম। ব্যতিক্রম হল মসজিদে হারাম।

الْحَرَامِ اَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ اَلْفِ صَلٰوةٍ فِيْمَا سِوَاهُ ۝ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

মসজিদে হারামে এক ওয়াক্ত নামায অন্য মসজিদে এক লাখ ওয়াক্ত নামায অপেক্ষা উত্তম।

الرَّجِيْمِ ۝ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۝ وَمَنْ

আল্লাহ্র আশ্রয় চাই বিতাড়িত শয়তান হতে। আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার সংগতি সম্পন্ন ব্যক্তির উপর বায়তুল্লাহ্ শরীফে হজ্জ করা কর্তব্য।

كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ

যে অস্বীকার করল, (জেনে রাখা প্রয়োজন) তা হলে আল্লাহ্ সমগ্র সৃষ্টি হতে বে-নিয়ায। আল্লাহ্ মহান কুরআনের মাধ্যমে আমাদের জন্য ও আপনাদের জন্য কল্যাণ দান করুন।

وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ٥ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ

আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ,

بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ٥

পুণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الثانية لشهر ذى القعدة

اثر الزمان

যিলক্বদ মাসের দ্বিতীয় খুত্‌বা

কালের প্রভাব

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ ٥ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ اَحْوَالِ اَهْلِ الضَّلَالِ ٥ نَسْاَلُهُ

সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র। আমরা পানাহ্ চাই আল্লাহ্‌র নিকট, ভ্রষ্টদের যাবতীয় অবস্থা থেকে।

اَلْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَةَ الدَّائِمَةَ فِى الْحَالِ وَالْمَالِ ٥ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا

আল্লাহ্‌র নিকট চাই ক্ষমা, প্রশান্তি, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে চাই স্থায়ী রোগমুক্তি। আমি সাক্ষ্য দেই,

اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ عَالِمُ السِّرِّ وَالْعَلَنِ ٥ وَبِيَدِهِ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ٥

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। গোপনীয়, প্রকাশ্য সকল বিষয়ে পরিজ্ঞাত। সৃষ্টির মালিক তিনি, নির্দেশ দানের কর্তা তিনি।

وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الْمُؤَيَّدُ بِالنَّصْرِ وَالْمُخْبِرُ

আরও সাক্ষ্য দেই, সায়্যিদুনা মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্‌র বান্দা ও আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি বিজয় দানে সাহায্যপ্রাপ্ত,

بِمُغَيَّبَاتِ الدَّهْرِ اَلْقَائِلُ يَاْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ اَلصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهٖ

যুগের অদৃশ্য বিষয়ের খবরাদাতা উক্তিকারী। মানুষের নিকট এমন যামানা আসবে, সেকালে দ্বীনের উপর টিকে থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার

كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ ٥ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَ

হাতের মুঠোয় ধারণ করার ন্যায় হবে। হে আল্লাহ্! করুণা করুন আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি। তাঁর বংশধর ও

اَصْحَابِهٖ صَلٰوةً وَّسَلَامًا دَائِمَيْنِ بِدَوَامِ الْاَيَّامِ وَاللَّيَالِىْ ٥ اَمَّا بَعْدُ! فَيَا

সাহাবীদের প্রতি দরূদ ও সালাম সর্বদা বর্ষিত হোক, রাত দিন যত কাল থাকে। অতঃপর হে ঈমানদারগণ!

اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ : تَمَسَّكُوْا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ فَاِنَّ فِيْهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ٥ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদর্শকে শক্ত হাতে ধরুন। কেননা তাঁর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ

تَعَالٰى : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللّٰهَ ٥ وَ

নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শ, যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির আশা পোষণ করে।

اَيْضًا قَالَ : مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ٥ اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ ٥ لَا تَتْرُكُوْا

আরও বলা হয়েছে ঃ যে রাসূলকে অনুসরণ করল সে অবশ্যই আল্লাহ্‌কে অনুসরণ করল। হে মুসলমানগণ! আল্লাহ্‌র রাসূলের রশি ছেড়ো না।

حَبْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ فَاِنَّ الْفِتْنَةَ تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبِحَارِ ٥ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى :

কারণ, ফিতনা সমুদ্রের ঢেউ-এর ন্যায় তরঙ্গায়িত হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ٥ فَاِنَّ

লোকদের মধ্যে যারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি । পরকাল দিবসের প্রতি; অথচ তারা ঈমানদার নয়।

اَلْاِيْمَانُ تَصْدِيْقُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا جَاءَ بِهٖ مِنَ الدِّيْنِ

কারণ ঈমান হল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আর তিনি দ্বীনের ব্যাপারে অকাট্য ভাবে যা নিয়েএসেছেন, তা বিশ্বাস করা।

ضَرُوْرَةً ٥ وَالْكُفْرُ تَكْذِيْبُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِمَا جَاءَ بِهٖ مِنْ

আর কুফরী হল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করা আর তিনি অকাট্য ভাবে যা নিয়ে এসেছেন, তা অস্বীকার করা।

الَّذِيْنَ ضَرُوْرَةً ٥ وَقَدْ نَبَّهَنَا اللّٰهُ بِقَوْلِهٖ: وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সাবধান করে বলেছেন : ওয়কর ঐ ফিতনাকে, যা বিশেষভাবে তোমাদের মধ্যে যারা যুলুম করেছে

ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً ٥ فَاِنَّ الْمُوَحِّدِيْنَ قَبْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

তাদেরকেই পাবে না (বরং অন্যদেরকেও পাবে)। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বে

وَسَلَّمَ كَانُوْا يُقِرُّوْنَ بِوَحْدَانِيَّةِ اللّٰهِ ٥ وَالْمُسْلِمُ مَنْ اٰمَنَ بِالرَّسُوْلِ بِتَصْدِيْقِ

এক আল্লাহ-এ বিশ্বাসীরা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করত। মুসলমান সেই, যে মৌখিক ও আন্তরিক ভাবে রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

اللِّسَانِ وَالْجَنَانِ ٥ اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ: بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ فِتْنَةً كَقِطَعِ اللَّيْلِ

হে মুসলমান! অন্ধকার রাতের ন্যায় ফিতনার পূর্বে আমল করে ফেল।

الْمُظْلِمِ ٥ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِىْ كَافِرًا ٥ وَيُمْسِىْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ

সকালে মানুষ ঈমানদার থাকবে, বিকালে কাফির হয়ে যাবে। বিকালে (ঈমানদার) থাকবে, সকালে কাফির হয়ে যাবে।

كَافِرًا ٥ وَلَا يَفْتِنَنَّكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَنِ الْاِيْمَانِ فَيَبِيْعُ اَحَدُكُمْ دِيْنَهٗ بِعَرَضٍ

কোন ক্রমেই যেন যারা কাফির হয়েছে তারা তোমাদেরকে ঈমানের ব্যাপারে ফিতনায় ফেলতে না পারে। অন্যথায় তোমাদের কেউ

مِنَ الدُّنْيَا قَلِيْلٍ ٥ فَيُصْبِحُ خَاسِرًا ٥ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ

দুনিয়ার সামান্য কিছুর বিনিময়ে নিজ দ্বীন বিক্রি করে দেবে এবং ক্ষতির সম্মুখীন হবে। আর যারা নিজেদের ধর্মকে

هُزُوًا وَّلَعِبًا ٥ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا حَتّٰى صَارَ عَامِلُهُمْ فَاجِرًا ٥ وَعَابِدُهُمْ

খেল-তামাশা বানিয়ে ফেলেছে আর তাদেরকে দুনিয়ার জীবন ধোঁকায় ফেলেছে; ফলে তাদের বহু নেক আমলকারী পাপীতে পরিণত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ইবাদতকারী প্রবঞ্চক সেজেছে।

مَاكِرًا ٥ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ اِلَى اللّٰهِ صَائِرُوْنَ ٥ وَبَيْنَ يَدَيْهِ مَسْئُوْلُوْنَ عَمَّا كُنْتُمْ

তোমরা তাদের ন্যায় হবে না। জেনে রাখুন! নিশ্চয়ই আপনারা আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবেন। আর যা কিছু করে যাচ্ছ সে ব্যাপারে আল্লাহর সামনে আপনাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

تَعْمَلُوْنَ ۝ وَفِى الْحَدِيْثِ عَنِ الصَّادِقِ الْاَمِيْنِ ۝ اِذَا عَظَّمَتْ اُمَّتِى الدُّنْيَا

আর হাদীসে এসেছে, বিশ্বাসী-সত্যবাদী মহানবী (সা.)-এর বাণী : আমার উম্মত যখন দুনিয়াকে বড় মনে করবে,

تَزَعْزَعَتْ مِنْهُمْ هَيْبَةُ الْاِسْلَامِ ۝ وَاِذَا تَرَكَتِ الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىَ عَنِ

তখন তাদের থেকে ইসলামের ভীতি উঠিয়ে নেয়া হবে। যখন ন্যায়ের নির্দেশ এবং অন্যায়ের বাধাদান করা ছেড়ে দেবে,

الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةُ الْوَحْيِ ۝ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۝ قُلْ فَلِلّٰهِ

তখন ওহীর বরকত হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে। আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে পানাহ্ চাই। বলে দাও,

الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا

অতঃপর আল্লাহর রয়েছে চূড়ান্ত প্রমাণ। তাই তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তিনি তোমাদের সবাইকে হিদায়াত দিতে পারেন। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর।

سَدِيْدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۝ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

আর সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল পরিপাটি করে দেবেন, তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর যে আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের কথা মেনে চলবে, সে নিশ্চয়ই বিরাট সাফল্য অর্জন

فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَاوَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ۝ وَنَفَعَنَا

করবে। আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন।

وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ

আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الثالثة لشهر ذى القعدة

عاقبة من لم يؤد الحج

যিলকদ মাসের তৃতীয় খুতবা

হজ্জ আদায় না করার পরিনতি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ۝ وَفَرَضَ الْحَجَّ عَلٰى

সমস্ত তারীফ মহান আল্লাহর জন্য, যিনি বায়তুল হারাম (সম্মানিত ঘর) কে সওয়াব অন্বেষনের মাধ্যম ও শান্তির আঙ্গিনা বানিয়েছেন।

عِبَادِهٖ كَرَمًا وَّاِحْسَانًا ۝ وَجَعَلَهٗ حِجَابًا بَيْنَ النَّاسِ وَالنَّارِ رَحْمَةً مِّنْهُ وَ

তিনি তাঁর বান্দাহদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন সম্মানিত করার জন্য, অনুগ্রহ প্রদর্শন করার জন্য আর হজ্জকে করেছেন মানুষ ও জাহান্নামের মধ্যে প্রতিবন্ধক

لُطْفًا وَّمَنًّا ۝ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ شَهَادَةً تُنْجِىْ

নিজ করুণায়, দয়ায় ও অনুগ্রহে। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়াই কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, যে সাক্ষ্য উচ্চারণকারীকে নাজাত দান করে

قَائِلَهَا وَتُحَصِّلُ لَهٗ اَمْنًا ۝ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ

এবং নিরাপত্তা দেয়। আরও সাক্ষ্য দেই যে, আমাদের শিরতাজ, আমাদের নবী, আমাদের অভিভাবক মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দাহ

وَرَسُوْلُهٗ ۝ الَّذِىْ فَضَّلَهٗ عَلَى الْعَالَمِيْنَ كَرَمًا وَّنِعْمًا ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

এবং আল্লাহর রাসূল, যাঁকে আল্লাহ সম্মান প্রদর্শন করে, করুণা করে সমস্ত সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। হে আল্লাহ! করুণা করুন, শান্তি দান করুন

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَعَلٰى مَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ ۝ اَمَّا

আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর। তাঁর বংশধরের উপর। তাঁর সাহাবীগণের উপর। আর যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণ করেছে, তাঁদের উপর।

بَعْدُ! فَيَا اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ ۝ وَقَالَ : اِنَّ اَوَّلَ

অতঃপর হে মুসলমানগন! নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই মানুষের জন্য

بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ فِيْهِ اٰيَاتٌ بَيِّنَاتٌ

সর্বপ্রথম ঘর নির্মাণ করা হয়েছে, যা মক্কায় অবস্থিত, কল্যাণ ও সমস্ত জগতের পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত। তাতে রয়েছে বহু স্পষ্ট নিদর্শনাদি

مَّقَامُ اِبْرَاهِيْمَ ۝ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۝ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ

মাকামে ইবরাহীম। যে কোন লোক সেখানে প্রবেশ করবে, নিরাপত্তা পেয়ে যাবে। আল্লাহর উদ্দেশে বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর হজ্জ করা কর্তব্য।

اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۝ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَقَدْ فَرَضَ

যে অস্বীকার করবে তবে আল্লাহ যাবতীয় সৃষ্টি হতে বে-নিয়ায।

اللّٰهُ الْحَجَّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۝ وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِىُّ

যে মুমিনগণ কাবাঘরে পৌঁছার সামর্থ্য রাখেন আল্লাহ তাঁদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। বায়হাকী আবূ উমামাহ বাহিলী (রা.) হতে

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَّمْ

বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যাকে প্রকাশ্যে কোন প্রয়োজন আটকে না রাখবে বা

يَحْبِسْهُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ ۝ اَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ اَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ

কোন প্রতিবন্ধক রোগে আক্রান্ত না হবে অথবা কোন যালিম বাদশাহ নিষেধ না করবে আর সে হজ্জ করবে না,

اِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا وَاِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا ۝ رَوَى التِّرْمِذِىُّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ

ইচ্ছা করলে সে ইহুদী বা খৃস্টান রূপে মৃত্যু বরণ করতে পারে। আলী ইবনে আবূ তালিব (রা.) হতে তিরমিযী বর্ণনা করেছেন,

طَالِبٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ مَلَكَ زَادًا وَّرَاحِلَةً

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি পাথেয় ও বাহনের মালিক হয়, যে বাহন

تُبَلِّغُهٗ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ اَنْ يَّمُوْتَ يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا ۝

তাকে বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে আর সে হজ্জ না করবে, সে ইহুদী বা নাসারা হয়ে মৃত্যুবরণ করলেও তার ব্যাপারে কোন কৈফিয়ত নেই।

وَجَعَلَ الصَّلٰوةَ فِى الْبَيْتِ الْحَرَامِ كَمِأَةِ الْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ ٥ مَنْ اَجَابَ

আল্লাহ বায়তুল্লাহর-হারামে নামায পড়াকে অন্যত্র নামায পড়া অপেক্ষা এক লাখ নামাযের ন্যায় করেছেন।

اَذَانَ خَلِيْلِهٖ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَحْضُرُ لِلْحَجِّ وَمَنْ لَّا فَلَا ٥ وَ

বস্তুতঃ যে ইবরাহীম খলীলুল্লাহর আযান শুনে জবাব দিয়েছিল, সেই হজ্জে উপস্থিত হবে। আর যে জবাব দেয়নি, সে হজ্জে যাবে না।

اِعْلَمُوْا اَنَّ اِتْمَامَ الْحَجِّ بِزِيَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٥ لِاَنَّهٗ قَالَ : مَنْ

জেনে রাখুন, হজ্জ পূর্ণতা পায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাতের মাধ্যমে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে হজ্ব করল অথচ আমার যিয়ারত করল না সে আমাকে

حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِىْ فَقَدْ جَفَانِىْ ٥ وَاَيْضًا قَالَ : مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهٗ

কষ্ট দিল। তিনি আরও ফরমান, যে আমার কবর যিয়ারত করল, তার জন্য আমার শাফাআত অবধারিত হয়ে গেল।

شَفَاعَتِىْ ٥ اُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٥ اَنْ لَّا

আমি আপনাদেরকে তাকওয়া অবলম্বনের উপদেশ দিচ্ছি। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ فِىْ بِلَادِهٖ وَعِبَادِهٖ ٥ فَاِنَّهٗ تَعَالٰى قَالَ لِىْ وَلَكُمْ : تِلْكَ

আল্লাহর রাজত্বে এবং আল্লাহর বান্দাহদের মাঝে আল্লাহর উপর উঠবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন আমার উদ্দেশ্য এবং আপনাদের উদ্দেশ্য ঃ

الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ٥

ঐ আখিরাতে নিবাস করে দিয়েছি তাদের জন্য, যারা পৃথিবীতে প্রাধান্য চায় না এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করে না।

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ٥ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ٥ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا

পরকালের জীবন মুত্তাকীদের জন্য। তিনি বলেছেন ঃ জাহান্নাম কি অহংকারীদের ঠিকানা নয়? আল্লাহ আমাদেরকে

وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ٥ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ٥

এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন।

اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ ٥

তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পুণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الرابعة لشهر ذى القعدة

حق الجار

যিলকদ মাসের চতুর্থ খুতবা

প্রতিবেশীর হক

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بَدِيْعِ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتِ ٥ يُعِزُّ مَنْ تَمَسَّكَ بِاَشْرَفِ الْعَادَاتِ ٥

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি অপূর্বরূপে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। তিনি সম্মান দান করেন তাকে, যে উত্তম চরিত্রগুণ আঁকড়ে ধরে থাকে।

وَيُكْرِمُ مَنْ تَعَلَّقَ بِاَكْرَمِ الصِّفَاتِ ٥ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ نَهٰى عَنْ

তিনি মর্যাদা দেন তাকে, যে মর্যাদার শ্রেষ্ঠ গুণের সাথে সম্পৃক্ত। আমি সাক্ষ্য দেই, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই।

اَعْمَالِ السَّيِّئَاتِ ٥ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ٥ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ

তিনি নিকৃষ্ট কার্যকলাপ করতে নিষেধ করেছেন। আমি সাক্ষ্য দেই, নিশ্চয়ই আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তাঁকে তাঁর যাবতীয় আচরণে কৌশল দান করেছেন

وَفَصْلَ الْخِطَابِ فِيْ جَمِيْعِ الْعَادَاتِ ٥ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

এবং স্পষ্ট বাকশক্তি প্রদান করেছেন। হে আল্লাহ! করুণা করুন, শান্তি বর্ষন করুন সাইয়্যিদুনা মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি।

مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ الَّذِيْنَ تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ نَبِيِّهِمْ وَتَمَسَّكُوْا بِهٖ فِيْ جَمِيْعِ

তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের প্রতি, যাঁরা তাঁদের নবীর চরিত্রে চরিত্রবান ছিলেন, আর তাঁর যাবতীয় আমলে মযবুতভাবে তাঁকে আঁকড়ে ধরেছিলেন।

الْعَادَاتِ فَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ٥ اَمَّا بَعْدُ! اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ: اِعْلَمُوْا اَنَّ

যার ফলে তাঁদের সবার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন। অতঃপর হে মুসলমানগণ! জেনে রাখুন,

عُرُوْجَ النَّاسِ فِىْ الدُّنْيَا بِالْاِنْفَاقِ ○ وَبِاللِّئَامِ يَهْبِطُ النَّاسُ اِلَى اَسْفَلِ

দুনিয়ায় মানুষের উন্নতি হয় সৎপথে ব্যয় দ্বারা। আর নিকৃষ্ট নিচতার দরুণ মানুষ সর্বনিম্নস্তরে নেমে যায়।

سَافِلِيْنَ ○ وَاَقْدَمُهُمْ فِى الْاِحْسَانِ ذُو الْقَرَابَةِ وَالْجَارُ الْمُقَرَّبُوْنَ ○ وَقَدْ قَالَ

আর উত্তম ব্যবহার পাওয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকার রয়েছে আত্মীয়দের আর নিকট পড়শীদের। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهٗ جَائِعٌ ○

পড়শী অভুক্ত থাকলে কোন মুমিনের জন্য উদর ভরে আহার করা বৈধ নয়।

وَنَهَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَذَى الْجَارِ ○ وَاَيْضًا قَالَ : مَنْ كَانَ

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়শীকে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন ঃ

يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهٗ ○ وَاَيْضًا قَالَ : وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ

যে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, আর আখিরাতের দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন আপন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। তিনি আরও বলেছেনঃ আল্লাহর কসম সে ঈমান রাখে না,

وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ ○ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ ○ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ○ قَالَ الَّذِىْ لَا يَأْمَنُ

আল্লাহর কসম সে ঈমান রাখে না-জিজ্ঞেস করা হয়, হে আল্লাহর রাসূল! কে ঈমান রাখে না? তিনি বলেনঃ যার বাওয়াঈক (অনিষ্ট) থেকে তার পড়শী নিরাপদ নয়।

جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ ○ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا بَوَائِقُهٗ ○ قَالَ شَرُّهٗ ○ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

উপস্থিত লোকজন জানতে চান হে আল্লাহর রাসূল! বাওয়াঈক বলতে কি বুঝায়? তিনি বলেনঃ অনিষ্ট সাধন। হাদীসটি বুখারী ও

وَمُسْلِمٌ ○ وَقَالَ اَيْضًا : اَلْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ

মুসলিম বর্ণনা করেছেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন ঐ ব্যক্তি হচ্ছে প্রকৃত মুমিন যার থেকে সাধারণ জনগণ নিরাপদ থাকে, আর মুসলমান হচ্ছে ঐ ব্যক্তি

مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ ○ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوْءَ ○ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا يَدْخُلُ

যার রসনা ও হাত হতে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে। আর পরিহারকারী সে, যে মন্দ কাজ পরিহার করেছে। আর যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! জান্নাতে যাবে না এমন ব্যক্তি,

الْجَنَّةَ عَبْدٌ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ ○ رَوَاهُ الْحَاكِمُ ○ وَقَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

যার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। হাদীসটি হাকিম বর্ণনা করেছেন। কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল!

فُلَانَةٌ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ وَتُؤْذِىْ جِيْرَانَهَا ○ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

অমুক মহিলা দিনে রোযা রাখে, আর রাতে নামায পড়ে, আর তার প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়। নবী (সা.) বললেনঃ

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِىَ فِى النَّارِ ○ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فُلَانَةٌ تُصَلِّىْ

মহিলাটি জাহান্নামে যাবে। তাঁরা বললেনঃ অমুক মহিলা ফরয নামায আদায় করে

الْمَكْتُوْبَاتِ وَتَتَصَدَّقُ بِالْاَثْوَارِ وَلَا تُؤْذِىْ جِيْرَانَهَا ○ قَالَ هِىَ فِى الْجَنَّةِ ○

এবং দান খয়রাত করে। আর তার প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয় না। নবী (সা.) বললেনঃ মহিলাটি জান্নাতে যাবে।

رَوَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ○ لَيْسَ الْجَارُ مَنْ كَانَتْ دَارُهُ مُلَاحِقَةً بِدَارِ جَارِهِ

হাদীসটি আবু বাকর ইবনে আবি শায়বা বর্ণনা করেছেন। বস্তুতঃ প্রতিবেশী শুধু সে নয়, যার ঘর অন্য পড়শীর ঘরের সাথে লাগা রয়েছে।

فَقَطْ ○ وَاِنَّمَا الْجَارُ مَنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ اَرْبَعُوْنَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ○ وَالدَّلِيْلُ

প্রকৃতপক্ষে পড়শী সেও, যার মাঝে ও তোমার মাঝে চল্লিশটি বাস গৃহ বিদ্যমান রয়েছে চতুর্দিকে। এর প্রমাণ হল

عَلٰى ذٰلِكَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْسَلَ اَبَابَكْرٍ وَعَلِيًّا يَاْتِيَانِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর ও আলী (রা.) কে মসজিদে যেতে বলেন।

الْمَسْجِدَ ○ فَيَقُوْمَانِ عَلٰى بَابِهِ فَيَصِيْحَانِ ○ اَلَا اِنَّ اَرْبَعِيْنَ دَارًا جَارٌ ○ وَلَا

আর মসজিদের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে হুকুম দেন, তারা দু'জনে যেন বলেন চল্লিশ ঘর প্রতিবেশী বলে গণ্য।

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ خَافَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ○ رَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ ○ فَاتَّقُوْا عِبَادَ اللّٰهِ

আর যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে জান্নাতে যাবে না। হাদীসটি তাবরানী বর্ণনা করেছেন। অতএব, আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহকে ভয় করুন।

وَلْيُحْسِنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ اِلٰى جَارِهٖ مَا اسْتَطَاعَ ○ وَلْيُؤَدِّ لَهٗ حَقَّهٗ ○ وَلْيَحْذَرْ اَنْ

আর যথা সম্ভব সকলেই নিজনিজ প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করবেন। আর প্রতিবেশীর হক্ব আদায় করবেন। আর প্রতিবেশীর সম্পদ ও পরিজনের ব্যাপারে কষ্ট দেয়া হতে বেঁচে থাকবেন।

يُؤْذِيَهٗ فِىْ مَالِهٖ وَعِيَالِهٖ ○ وَلْيُوَاظِبْ عَلٰى بِرِّهٖ وَصِلَتِهٖ ○ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ

আর নিয়মিত প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার ও সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সঙ্গে যারা আল্লাহকে ভয় করে

اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ○ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ○ وَنَفَعَنَا

আর যারা উত্তম ব্যবহার করে। আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন।

وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ○ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الخامسة لشهر ذى القعدة

حق ذوى القربى و الرحم

যিলকদ মাসের পঞ্চম খুতবা

আত্মীয় স্বজনের হক্ব

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَمَرَ بِبِرِّ الْاَقْرَبِيْنَ ○ وَقَدَّمَهُمْ عَلَى الْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ

সমস্ত তারীফ মহান আল্লাহর, যিনি নিকট আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করার জন্য হুকুম দিয়েছেন। তাদেরকে ইয়াতিম-মিসকীনদের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ○ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا

তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন নিকট আত্মীয়দের মিসকীন ও মুসাফিরকে তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও এবং আমি সাক্ষ্য দেই,

اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَنْزَلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ بِالْبِرِّ وَ الْاِحْسَانِ ○ فَبَدَاَ بِالْاَقْرِبَاءِ وَاَحَقِّهِمْ

আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি লোকজনকে সদাচারণ ও ওয়াদাপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের নিজনিজ স্থানে রেখেছেন। তাই তিনি প্রথমে উল্লেখ করেছেন আত্মীয়-স্বজনের কথা।

بِالرَّحْمَةِ وَالْحَنَانِ ۝ وَقَالَ تَعَالٰى : يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۝ قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ

আর দয়া প্রদর্শন ও স্নেহ-মমতায় তাদেরকে অধিক হকদার সাব্যস্ত করেছেন। আর আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ তারা কি খরচ করবে তা নিয়ে আপনাকে প্রশ্ন করে। বলে দাও, তোমরা উত্তম যা কিছু খরচ

خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۝ وَمَا

কর, তা তোমাদের পিতা-মাতার জন্য, নিকট আত্মীয়ের জন্য। ইয়াতিমদের জন্য, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য।

تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۝ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ

আর তোমরা যে দান খয়রাত কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা ভাল রূপে জ্ঞাত। আর আমি সাক্ষ্য দেই যে, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দাহ ও

وَرَسُوْلُهٗ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَ

তাঁর রাসূল। হে আল্লাহ! করুণা করুন শান্তি দান করুন সাইয়্যিদুনা মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি। তাঁর বংশধর ও সহাবীদের প্রতি

بَارِكْ وَسَلِّمْ ۝ اَمَّا بَعْدُ ! فَيَا اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ ۝ خَذَلَ اللّٰهُ اَعْدَائَكُمْ ۝ اِعْمَلُوْا

বরকত ও শান্তিদান করুন। অতঃপর হে মুসলমাগণ! আল্লাহ আপনাদের শত্রুদেরকে পরাভূত করুন আপনারা নেক আমল করুন।

الْاَعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا ۝

হিংসা ও বিদ্বেষ করবেন না। আর আল্লাহর বান্দাহ ভাই-ভাই হয়ে থাকুন। আর আপনাদের

وَاَحْسِنُوْا بِاَقْرِبَائِكُمْ وَلَا تَبْخَلُوْا فَاِنَّ الْبُخْلَ سَبَبٌ الذِّلَّةِ وَالْهَوَانِ ۝ وَفِيْهِ

নিকট আত্মীয়দের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন। কার্পণ্য করবেন না। কারণ জিল্লতি ও অপমানের কারণ হল কৃপণতা।

قَالَ تَعَالٰى: وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ وَقَالَ : وَلَا تَجْعَلْ

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ আর যে স্বীয় প্রবৃত্তির কৃপণতা হতে রক্ষা পেল, সে-ই পরিত্রাণ পেল। তিনি আরও বলেনঃ

يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَحْسُوْرًا ۝

তুমি তোমার হাত গলায় বেঁধে রাখবে না এবং তা একবারে খুলে ও দেবেনা। ফলে তুমি নিন্দিত অক্ষম রূপে বসে থাকবে।

وَبِالْاِنْفَاقِ يَحْصُلُ اَعْلَى الْمَنَازِلِ لِلْاِنْسَانِ ٥ وَرَتَّبَهُ اللّٰهُ فِىْ اٰيَةِ الْقُرْاٰنِ ٥

বস্তুতঃ দান-খয়রাত দ্বারা মানুষের উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়। আর কুরআনের আয়াতে আল্লাহ তাআলা দান-খয়রাতের পর্যায় নির্ণয় করেছেন।

كَمَا قَالَ: وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا ٥ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ٥ وَبِذِى

তিনি বলেনঃ আল্লাহর ইবাদত কর। আর তার সাথে কাউকে শরীক কর না। আর পিতা-মাতার সাথে দয়াপূর্ণ আচরণ কর।

الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ ٥ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٥

নিকট আত্মীয়, ইয়াতিম, মিসকীনের সাথে দয়া দেখাও। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ ٥ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ٥ قَالَ

আল্লাহর কসম! ঈমান রাখে না, আল্লাহর কসম ঈমান রাখে না, আল্লাহর কসম ঈমান রাখে না, বলা হয় কে? "হে আল্লাহর রাসূল!" তিনি বলেনঃ

مَنْ لَّا يَاْمَنُ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ ٥ وَقَالَ الرَّسُوْلُ عَنْ رَّبِّهٖ اَنَّهٗ قَالَ: اَنَا اللّٰهُ وَاَنَا

যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ নয়। আর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর রব-এর বরাতে বলেছেনঃ যে, আল্লাহ বলেছেন– আমি আল্লাহ,

الرَّحْمٰنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا اِسْمًا مِّنْ اِسْمِىْ ٥ فَمَنْ وَّصَلَهَا وَصَلْتُهٗ ٥

আমি দয়াবান। আমি বাচ্চাদানী-রেহেম সৃষ্টি করেছি। আর আমার নামের অংশ বিশেষ বিচ্ছিন্ন করে রেহেম কে দিয়েছি। তাই যে রেহেমের সম্পর্ক বজায় রাখবে, আমি তার সাথে আমার সম্পর্ক ঠিক

وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهٗ ٥ اَلَا تَرَى الرَّسُوْلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اَلرَّحِمُ

রাখব। আর যে, রেহেমের সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমি তার সম্পর্ক ছিন্ন করব। আপনারা কি লক্ষ্য করেন না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ঃ

مُتَعَلِّقَةٌ بِالْعَرْشِ ٥ تَقُوْلُ مَنْ وَّصَلَنِىْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِىْ قَطَعَهُ اللّٰهُ ٥

রেহেম আল্লাহর আরশে ঝুলন্ত রয়েছে। রেহেম বলতে থাকেঃ যে আমার সম্পর্ক বজায় রাখবে, আল্লাহ তার সম্পর্ক বজায় রাখবেন। আর যে আমাকে বিচ্ছিন্ন করবে, আল্লাহ তার

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِىْ بَعَثَنِىْ بِالْحَقِّ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ

সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দেবেন। আর রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কসম তাঁর, যিনি আমাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেনঃ আল্লাহ এমন ব্যক্তির দান-খয়রাত গ্রহণ করেন না,

صَدَقَةً مِنْ رَّجُلٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُّحْتَاجُوْنَ اِلٰى صَدَقَتِهٖ وَيَصْرِفُهَا اِلٰى غَيْرِهِمْ ٥

যার নিকট আত্মীয় দান-খয়রাতের মুখাপেক্ষী থাকে, আর সে দান খয়রাত অন্যদেরকে দিয়ে দেয়।

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٥ وَاَيْضًا قَالَ صَلَّى اللّٰهُ

আর যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! কিয়ামতের দিন এরূপ ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর তাকাবেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেনঃ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يُّبْسَطَ لَهٗ فِىْ رِزْقِهٖ وَاَنْ يَسْأَلَهٗ فِىْ اَثَرِهٖ فَلْيَصِلْ

যার মনস্ত হয় যে, তার রিযক প্রশস্থ হোক, তার মৃত্যুর পরে তার ব্যপারে লোকেরা বলাবলি করুক, তবে সে যেন আত্মীয়দের প্রতি সম্পর্ক বজায় রাখে।

رِحْمَهٗ ٥ وَفِى الْحَدِيْثِ ٥ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ ٥

হাদীসে আরও এসেছেঃ যে আল্লাহ এবং আখিরাতের দিনে ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান দেখায়।

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَصِلْ رِحْمَهٗ ٥ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ

আর যে আল্লাহ এবং পরকাল দিবসে বিশ্বাস রাখে, সে যেন আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা করে। আর যে আল্লাহ এবং পরকাল দিবসে ঈমান রাখে,

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَصْمُتْ ٥ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ اَبِىْ

সে যেন ভাল কথা বলে, নতুবা চুপ থাকে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।

هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ٥ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ٥ وَنَفَعَنَا

আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন।

وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ٥ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ٥

আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পুণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الاولى لشهر ذى الحجة

الاطاعة لله والرسول

যিলহজ্জ মাসের প্রথম খুতবা

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ ۝ عَالِمِ

সমস্ত প্রসংশা আল্লাহর যিনি আমাদেরক এ দ্বীনের পথ দেখিয়েছেন। আর আমরা হিদায়াত লাভ করতাম না, যদি না আমাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করতেন।

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَنَّانُ

তিনি গায়েব ও উপস্থিত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত, পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। আর আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ উপাস্য নেই, তিনি অতি দয়ালু

الْكَرِيْمُ ۝ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۝ الَّذِىْ جَعَلَنَا اللّٰهُ بِهٖ

সম্মানিত। আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.)-তাঁর বান্দা ও রাসূল, যার মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সম্মানীত করেছেন।

مِنَ الْمُفَضَّلِيْنَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

হে আল্লাহ করুনা করুন, শান্তি দান করুন আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.)এর প্রতি। তাঁর বংশধর ও সকল সাহাবীদের প্রতি

اَجْمَعِيْنَ ۝ اَمَّا بَعْدُ! فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ ۝ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَكُمْ بِيَدِهٖ وَنَفَخَ فِيْكُمْ مِنْ

অতঃপর হে আল্লাহর বান্দাগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাদেরকে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনাদের মধ্যে তাঁর রূহ বিশেষ ফুঁকে দিয়েছেন।

رُّوْحِهٖ وَجَعَلَكُمْ مِنَ الْمُكَرَّمِيْنَ ۝ خَلَقَ لَكُمُ الْاَرْضَ وَمَا فِيْهَا ۝ وَقَالَ: هُوَ

আর আপনাদেরকে সম্মানিত করেছেন। আপনাদের উপকারার্থে যমীন এবং যমীনের যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا لِتَكُوْنُوْا مِنَ الشَّاكِرِيْنَ ۝ وَقَالَ:

তিনিই তোমাদের জন্য যমীনের যাবতীয় বস্তু পয়দা করেছেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। তিনি আরও বলেনঃ যদি তোমরা শুকুর গুজারী কর,

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ ٥ فَشُكْرُ النِّعْمَةِ لَازِمٌ لِلْعَبْدِ بِاِجَابَةِ دَعْوَاتِ

তা হলে তোমাদেরকে বাড়িয়ে দেব। তাই আল্লাহর নিয়ামতের শুকরগুজারী করা, অনুগ্রহকারীর আহ্বানে সাড়া দেয়া বান্দাহদের জন্য অপরিহার্য।

الْمُنْعِمِ ٥ كَمَا قَالَ : اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যখন জুমআর দিন নামাযের জন্য ডাকা হয়, তখনই তোমরা আল্লাহর স্মরণের উদ্দেশ্যে দৌড়ে আসবে।

اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ٥ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٥ وَالْمُؤْمِنُوْنَ مِنْ

বেচা-কেনা পরিত্যাগ করবে। তোমাদের এ কর্ম তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে, যদি তোমরা জ্ঞাত হও।

بَنِىْ اٰدَمَ يُجِيْبُوْنَ دَعْوَةَ اللّٰهِ ٥ وَيَعِيْشُوْنَ فِىْ عُبُوْدِيَّةِ اللّٰهِ ٥ فَلِهٰذَا صَارُوْا

আর আদমের বংশধরদের মধ্যে মুমিনরা আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দেয়, আর আল্লাহর বন্দেগী করে জীবন যাপন করে।

خَلِيْفَةَ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ ٥ فَاِنَّ الْعُبُوْدِيَّةَ غَايَةُ دَرَجَاتِ الْعِبَادِ ٥ فَلِهٰذَا قَالَ

আর এ জন্যেই তারা পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা হয়েছে। বস্তুতঃ বন্দেগী হচ্ছে বান্দাদের মর্যাদাগুলোর শেষ সীমা।

اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ شَانِ نَبِيِّهٖ اِذَا عُرِجَ بِهٖ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى : سُبْحَانَ الَّذِىْ

এজন্যই নবী (সা.) কে যখন মিরাজ নেয়া হয় তখন আল্লাহ নবীর শানে বলেছেন ঃ পবিত্র তিনি,

اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى ٥ وَقَالَ فِىْ

যিনি তাঁর বান্দাহকে মসজিদ-ই-হারাম থেকে মসজিদ-ই-আকসা পর্যন্ত রাতে ভ্রমণ করিয়েছেন।

شَانِ خَضِرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ٥ اٰتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ

আর তিনি খিযির (আ.)-এর শানে বলেছেন: তখন তারা পেলেন আমার বান্দাহদের মধ্যে একজন বান্দাহকে

عِنْدِنَا ٥ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ٥ اِعْلَمُوْا اَنَّ الْعِبَادَةَ اٰثَارُ الْعُبُوْدِيَّةِ ٥ وَ

যাকে আমি আমার তরফ হতে অনুগ্রহ ও বিশেষ ইলম দান করেছি। জেনে রাখুন, ইবাদত দাসত্বের নিদর্শন।

اَلْعُبُوْدِيَّةُ تَسْلِيْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ لِمَرْضَاتِ اللّٰهِ ۝ مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ اللّٰهُ لَهُ ۝ وَ

আর দাসত্ব হল বান্দাহ নিজেকে আল্লাহর মর্জির সামনে অর্পণ করা। যে আল্লাহর হয়ে যায়, আল্লাহ তার হয়ে যান।

اَلْعُبُوْدِيَّةُ سَبَبُ الْمَحَبَّةِ ۝ وَالْمَحَبَّةُ سَبَبُ الْاِطَاعَةِ ۝ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ : تَعْصِىْ

আর দাসত্ব হচ্ছে মহব্বতের একমাত্র অবলম্বন। আর মহব্বত হল মানুষ্যত্বের অবলম্বন। যেমন কবি বলেছেনঃ

الْاِلٰهَ وَتُظْهِرُ حُبَّهُ ۝ هٰذَا لَعَمْرِىْ فِى الْفِعَالِ بَدِيْعٌ ۝ لَوْ كُنْتَ صَادِقًا فِىْ

আল্লাহর নাফরমানী কর আর মহব্বত ও প্রকাশ কর? কসম করে বলি, এরূপ আচরণ অনন্য রকমের। তুমি যদি তাঁর প্রেমে সত্যবাদী হয়ে থাকতে,

حُبِّهٖ لَاَطَعْتَهُ ۝ اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُّحِبُّ مُطِيْعٌ ۝ وَحُبُّ اللّٰهِ لَا يَحْصُلُ اِلَّا

তা হলে অবশ্যই তুমি তাঁর আনুগত্য করতে। কারণ প্রেমিক যাকে ভালবাসে তার কথা মেনে চলে। আর আল্লাহর মহব্বত একমাত্র রাসূলের মহব্বত দ্বারা অর্জিত হয়।

بِحُبِّ الرَّسُوْلِ ۝ فَالْاِطَاعَةُ دَالَّةٌ عَلَى الْحُبِّ ۝ وَلِذَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : قُلْ

তাই আনুগত্য মহব্বত আছে বলে প্রমাণ করে। এজন্যে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ বলে দাও,

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ۝ مَنْ اَحَبَّ الرَّسُوْلَ اَحَبَّهُ اللّٰهُ

তোমরা যদি আল্লাহ কে ভালবাস, তা হলে আমার আনুগত্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। যে রাসূলকে ভালবাসবে তাকে আল্লাহ ভালবাসবেন।

وَمَنْ اَحَبَّهُ اللّٰهُ فَازَ فِى الدَّارَيْنِ ۝ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

আর যাকে আল্লাহ ভালবাসনে, সে ইহকালে ও পরকালে কৃতকার্য হবে। যেমন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

وَسَلَّمَ : لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهُ ۝ فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ

বান্দাহ নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। শেষে আমি তাকে ভালবাসি। আমি তাকে ভালবাসলে

سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ ۝ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُ بِهٖ وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا

আমি তার কর্ণে পরিণত হই, যা দ্বারা সে শোনে। তার চোখ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে। তার হাত হয়ে যাই, যা দ্বারা সে ধরে।

وَرِجْلَهُ الَّذِىْ يَمْشِىْ بِهَا ٥ فَبِالْعُبُوْدِيَّةِ يَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ لِمَوْلَاهُ ٥ وَالتَّقَرُّبُ لَا

তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। কাজেই বন্দেগী দ্বারা বান্দাহ তার মাওলার নিকটে পৌঁছে যায়। আর নৈকট্য লাভে একাত্ম হওয়ার ব্যাপারে শেষ পরিসীমা নেই।

غَايَةَ فِى الْاِتِّصَالِ ٥ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ٥ وَنَفَعَنَا

আল্লাহ আমাদের জন্য ও আপনাদের জন্য মহান কুরআনের মাধ্যমে বরকত দান করুন।আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন।

وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ٥ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ ٥

আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الثانية لشهر ذى الحجة

فوت السنة الحال

যিলহজ্জ মাসের দ্বিতীয় খুতবা

বর্তমান সাল অতিবাহিত হওয়া প্রসঙ্গ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি রাত ও দিনকে পরপর রেখেছেন, যারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায় বা কৃতজ্ঞ হতে চায়, তাদের জন্যে।

شُكُوْرًا ٥ اَحْمَدُهٗ وَاَشْكُرُهٗ ٥ وَهَدَى الْاِنْسَانَ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ٥

আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি, তাঁর শুকুরগুজারী করছি, যিনি মানুষকে পথ দেখিয়েছেন, কেউ কৃতজ্ঞ কেউ অকৃতজ্ঞ।

وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ فِىْ تَحَوُّلِ الْاَعْوَامِ عِبْرَةً ٥ وَاَشْهَدُ

আর আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ উপাস্য নেই। তিনি বর্ষ পরিক্রমায় রেখেছেন শিক্ষনীয় বিষয়। আর আমি সাক্ষ্য দেই যে,

اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ٥ الَّذِىْ شَرَّفَهُ اللّٰهُ وَعَظَّمَ قَدْرَهٗ ٥ اَللّٰهُمَّ

আমাদের শিরতাজ মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর বান্দাহ এবং তাঁর রাসূল, যাঁকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন এবং তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। হে আল্লাহ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ عَدَدَ مَا كَانَ وَمَا

করুণা করুন, শান্তি দান করুন আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর। তাঁর বংশধর এবং তাঁর সাহাবীদের উপর যা হয়েছে এবং হবে সে সবের সংখ্যানুযায়ী।

يَكُوْنُ ۝ اَمَّا بَعْدُ! فَيَا اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ ۝ تَنَبَّهُوْا فَاِنَّ الدُّنْيَا ظِلٌّ زَائِلٌ وَ

অতঃপর হে মুসলমানগণ! সচেতন হোন। কেননা দুনিয়া বিলুপ্ত মুখী ছায়ামাত্র। আর আপনাদের জীবনও শেষ হয়ে যাচ্ছে

عُمْرُكُمْ فَانٍ بِاَنْفَاسِكُمْ كَالثَّلْجِ ۝ لَا يَعُوْدُ مَا فَاتَ ۝ وَلَا اِعْتِبَارَ لِمَا بَقِيَ وَ

আপনাদের শ্বাস-নিঃশ্বাসের সাথে বরফের ন্যায়। যা হাতছাড়া হয়েছে তা আর ফিরে আসবে না। আর অবশিষ্ট জীবন যা আসবে তারও কোন ভরসা নেই।

مَا اٰتٍ ۝ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدَّمَ ذِكْرَ الْمَوْتِ عَلَى الْحَيَاةِ ۝ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى :

কেননা আল্লাহ্ তাআলা জীবনের আগে মৃত্যুকে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ

পুণ্যময় তিনি যাঁর হাতে রয়েছে রাজ্য। আর তিনি সবকিছুরই উপর শক্তিমান। তিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন,

وَالْحَيٰوةَ ۝ ثُمَّ ذَكَرَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝ فَاِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلٰى

তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আমল করে, তা পরীক্ষা করার জন্য। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন

ظَهْرِ الْاَرْضِ لِاِبْتِلَائِهٖ بِالْاَعْمَالِ مِنَ النِّيَّاتِ ۝ فَاِنَّ اَوَّلَ حَدِيْثٍ رَوٰى

নিয়্যতের সাথে আমল পরীক্ষা করে দেখার জন্য। প্রথম যে হাদীস ইমাম বুখারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন তাহলো

الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ فِيْ كِتَابِهٖ قَوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ :

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উক্তি, তিনি বলেছেনঃ আমলের বিচার হবে নিয়্যতের প্রেক্ষিতে।

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ۝ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَّا نَوٰى ۝ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ

আর সকল মানুষই যা প্রত্যয় নিবে তা তার জন্য থাকবে। তাই যার হিযরত দুনিয়া হাসিল করার নিমিত্তে হবে অথবা

اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا ○ اَوْ اِلٰى اِمْرَأَةٍ يَّنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ ○

কোন মহিলাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে হবে, তার হিযরত সে উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে।

فَاٰخِرُ اِبْتِلَاءِ الْاِنْسَانِ عِنْدَ السَّكَرَاتِ وَاِنَّهَا اَشَدُّ الْعَذَابِ فِى الدَّارَيْنِ ○

অতঃপর সবশেষে মানুষের পরীক্ষা হবে মৃত্যুযন্ত্রণার সময়। আর মৃত্যুযন্ত্রণা ইহকাল ও পকালের কঠিন আযাব।

لِاَنَّ اللّٰهَ ذَكَرَهَا فِىْ كَلَامِهِ الْقَدِيْمِ : وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ ○

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অবিনশ্বর কালামে বলেছেনঃ ভীতিপ্রদর্শন কর সে দিনের যেদিন মানুষের সামনে আসবে আযাব।

فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ○ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ

তখন যারা জুলুম করেছে তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে সন্নিকটস্থ মৃত্যুলগ্ন পর্যন্ত সময় পিছিয়ে দাও, আমরা আপনার ডাকে সাড়া দেব এবং রাসূলদের অনুসরণ করব।

الرُّسُلَ ○ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَالَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ○ فَاعْتَبِرُوْا يَا اُولِى

তোমরা কি পূর্বে কসম করতে না যে, তোমাদের বিলুপ্তি নেই। তাই উপদেশ গ্রহণ করুন হে জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ!

الْاَلْبَابِ ○ اَيْنَ مَنْ كَانَ فِى الدُّنْيَا فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ مَّرْضِيَّةٍ ○ وَاَيْنَ مَنْ كَانَ

তারা কোথায়, যারা দুনিয়াতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করত? আর আপনাদের দেশে যারা অতীতে ছিল, তারা কোথায়?

فِىْ دِيَارِكُمْ فِى الْاَيَّامِ الْمَاضِيَةِ ○ اَفْنَاهُمُ الْفَوْتُ وَاَبْلَاهُمُ الْمَوْتُ ○ رَوٰى

তাদেরকে অবলুপ্তি নিঃশেষ করে দিয়েছে। আর তাদেরকে মৃত্যু পুরাতন বস্তুতে পরিণত করেছে।

اَبُوْ دَاوٗدَ فِىْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ ○ وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ عَنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ

একটি দীর্ঘ হাদীসে আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেনঃ অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদের মন হতে তোমাদের ভয় ভীতি উঠিয়ে নেবেন।

مِنْكُمْ ○ وَلَيَقْذِفَنَّ فِىْ قُلُوْبِكُمُ الْوَهْنَ ○ قَالَ قَائِلٌ ○ مَا الْوَهْنُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ○

আর তোমাদের অন্তরে দুর্বলতা ঢেলে দেবেন। এক ব্যক্তি বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! ওয়াহন বলতে কি বুঝায়?

قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ ٥ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ٥ كُلُّ

তিনি বললেন, দুনিয়ার মহব্বত এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা। আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই, বিতাড়িত শয়তান হতে।

مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ٥ وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ٥ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا

এ বিশ্বের মাঝে যা রয়েছে, তা সবই বিলীন হয়ে যাবে। আর অক্ষয় থাকবে সম্মান দানের মালিক ও প্রতিপত্তিশালী তোমার রবের সত্ত্বা। আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে

وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ٥ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ٥ اِنَّهٗ

মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি

تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ ٥

মহান, দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الثالثة لشهر ذى الحجة

مذمة الفخر

জিল্‌হজ্জ্ব মাসের তৃতীয় খুত্‌বা

মানুষের অহংকারের নিন্দা প্রসঙ্গে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ طِيْنٍ ٥ ثُمَّ جَعَلَهٗ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ٥

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তারপর একে বীর্য আকারে নির্ধারিত স্থানে রেখেছেন।

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ ٥ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ

তারপর একে বিন্যস্ত করেছেন এবং স্বীয় প্রাণশক্তি হতে এর মাঝে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। তিনিই তোমাদের জন্য কান, চোখ এবং অন্তর সৃষ্টি করেছেন,

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ٥ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ ذُو الْقُوَّةِ

যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হবে। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, যিনি স্রষ্টা ও রিযিক দাতা, এবং সুদৃঢ় শক্তির মালিক।

الْمَتِيْنُ ۝ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ سَيِّدُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ۝

এবং আমি এ সাক্ষ্যও দিচ্ছি যে, সাইয়িদুনা মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র রাসূল, যিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সর্দার।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الطَّيِّبِيْنَ

হে আল্লাহ্! দুরূদ ও শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপর এবং তাঁর পরিবার পরিজনদের উপর, যাঁরা মর্যাদাশীল ও পবিত্র।

الطَّاهِرِيْنَ ۝ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اَمَّا بَعْدُ! اَيُّهَا النَّاسُ ۝

আর তাঁর সাথে যাঁরা ইহসানের সাথে তাঁর অনুসরণ করেছেন, তাঁদের উপর কিয়ামতের দিবস পর্যন্ত। অতঃপর হে লোক সকল!

لَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۝ فَاِنَّ سَبَبَ الْغُرُوْرِ طُوْلُ الْاَمَلِ ۝ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ

আপনাদেরকে যেন দুনিয়ার জীবন প্রতারণা না করে। কেননা, অহংকারের কারণ হলো দীর্ঘ আশা করা। আর আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেনঃ

تَعَالٰى : يَا اَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝ اَلَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ

হে মানব কূল! কিসে তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে তোমার মর্যাদাশীল রব থেকে, যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাকে বিন্যস্ত করেছেন।

فَعَدَلَكَ فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝ فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ ۝ مَا اَعْظَمَ اٰيَاتِ اللّٰهِ

এবং অভিপ্রেত আকৃতি মোতাবেক বিন্যাস করেছেন, সমন্বয় করেছেন। সুতরাং হে আল্লাহ্র বান্দাহ্গণ! আল্লাহ্র কত শত নিদর্শন

الدَّالَّةِ عَلَى عَظْمَتِهٖ فِىْ خَلِيْقَتِهٖ ۝ وَمَا اَكْثَرَ بَرَاهِيْنَهُ النَّاطِقَةَ عَلٰى قُدْرَتِهٖ

তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব-মহত্বকে তুলে ধরেছে এবং তাঁর প্রতিপালনের শক্তির ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছে।

فِىْ رُبُوْبِيَّتِهٖ ۝ وَمَا اَظْهَرَ دَلَائِلَهُ عَلٰى اَنَّهُ بَدِيْعٌ مَّعْدُوْمُ النَّظِيْرِ فِىْ

এবং কী সব প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এ কথার উপর যে, তিনিই প্রথম সৃষ্টিকারী এবং তাঁর সৃষ্টির কোন নজীর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

صَنَاعَتِهٖ ۝ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۝ وَيُحْيِ

তিনি মৃত হতে জীবিতদের আবির্ভাব ঘটান এবং জীবিত হতে মৃত বের করেন এবং মাটি মৃত্যুর পর তার প্রাণ ফিরে পায়।

اَلْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ○ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ○ خَلَقَكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ ضَعِيْفًا

অনুরূপভাবেই তোমাদেরকে বের করা হবে। তিনি তোমাদেরকে নিকৃষ্ট দুর্বল ও অক্ষম রূপে বিক্ষিপ্ত পানি থেকে পয়দা করেছেন।

هٰؤُلَا لَا تَنْطِقُوْنَ وَلَا تَقُوْمُوْنَ ○ وَهُوَ رَزَقَكُمْ اِذْ كُنْتُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ ○

তখন তোমরা না কথা বলতে পারতে, না দাঁড়াতে পারতে। তিনিই তোমাদেরকে রিযিক দান করেছেন, যখন তোমরা মায়েদের উদরে ছিলে।

وَقَدْ قَالَ تَعَالٰى: وَكُنْتُمْ اَجِنَّةً فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ اَىْ جُنُوْنٌ مِنْكَ اَنْ تَسْعٰى

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ পাক ঘোষণা করেছেনঃ তোমরা তোমাদের মায়েদের উদরে পেরেশান প্রায় ছিলে। তুমি তোমার রিযিকের জন্য ছিলে ব্যাকুল।

لِرِزْقٍ وَيُرْزَقُ فِىْ غِشَاوَتِهِ الْجَنِيْنَ ○ وَنَبَّهَنَا اللّٰهُ بِقَوْلِهٖ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ

সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারেই তিনি তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। তাই এই বলে আল্লাহ্‌ আমাদেরকে সতর্ক করছেন যে,

خُلِقَ ○ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ○ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ○ مِنْ هٰذَا

মানুষের উচিত কিসের দ্বারা তার সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য করা। প্রক্ষিপ্ত পানি থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যা বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশ হতে বের হয়।

خَلَقَكَ وَجَعَلَكَ بَشَرًا سَوِيًّا ○ وَاَنْتَ بَدَّلْتَ الْجُحُوْدَ ○ وَذَكَرَ اللّٰهُ

এর দ্বারাই তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাকে সুবিন্যস্ত মানুষ বানিয়েছেন। এরপরও তুমি দানকে অস্বীকার দ্বারা বদল করে ফেলছ।

الْاِنْسَانَ فِى الْقُرْاٰنِ فَقَالَ : وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ○ ثُمَّ

আল্লাহ্‌ পাক আল কুরআনে মানুষ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, ইরশাদ হয়েছেঃ অবশ্যই আমি মানুষকে ঠনঠনে শুকনো মাটি থেকে পয়দা করেছি।

جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ○ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ

তারপর একে নির্দিষ্ট স্থানে বীর্য আকারে রেখে দিয়েছি। তারপর বীর্যকে রক্তপিণ্ড করেছি। তারপর রক্তপিণ্ডকে গোশতের টুকরায় পরিণত করেছি।

مُضْغَةً ○ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا ○ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ○ ثُمَّ اَنْشَاْنَاهُ خَلْقًا

তারপর সেই টুকরাকে হাড়ে রূপান্তরিত করেছি। তারপর সেই হাড়কে গোশতের প্রলেপ দিয়েছি। তারপর তাকে আমি অন্য এক সৃষ্টিরূপ দান করেছি।

اٰخَرَ ○ فَتَبَارَکَ اللّٰہُ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ ○ اَیُّھَا النَّاسُ! مَنِ اعْتَبَرَ وَتَنَبَّہَ نَجَا ○

সুতরাং উত্তম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহপাক কত মহান। হে লোক সকল! যে ব্যক্তি পর্যালোচনা করেছে এবং সতর্ক হয়েছে সে পরিত্রাণ লাভ করেছে।

وَمَنْ غَفَلَ وَسَھَا فَقَدْ ھَلَکَ ○ لِقَوْلِہٖ تَعَالٰی اِنَّ فِیْ ذٰالِکَ لَذِکْرٰی لِمَنْ کَانَ

এবং যে অসচেতন হয়েছে এবং ভুল করেছে, সে ধ্বংস হয়েছে। এর প্রমাণ আল্লাহ্‌র বাণীতে দেয়া হয়েছে এভাবে যে, নিশ্চয়ই এগুলোর মাঝে (সতর্ক) অন্তর সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য উপদেশ রয়েছে

لَہٗ قَلْبٌ اَوْاَلْقَی السَّمْعَ وَھُوَ شَھِیْدٌ ○ بَارَکَ اللّٰہُ لَنَا وَلَکُمْ فِی الْقُرْاٰنِ

অথবা শ্রবণেন্দ্রিয়কে জেনে শুনেই ফেলে দিয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে

الْعَظِیْمِ ○ وَنَفَعَنَا وَاِیَّاکُمْ بِالْاٰیَاتِ وَالذِّکْرِ الْحَکِیْمِ ○ اِنَّہٗ تَعَالٰی جَوَّادٌ

কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান,

کَرِیْمٌ مَلِکٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِیْمٌ ○

দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الرابعة لشهر ذى الحجة

مداورة الحال والفتنة فى الدين

জিলহজ্জ মাসের চতুর্থ খুতবা

পরিবর্তনশীল হাল-অবস্থা এবং দ্বীনে ফিৎনা সৃষ্টির প্রসঙ্গে

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ وَفَّقَنَا لِلْاِیْمَانِ ○ وَجَعَلَنَا مِنْ اُمَّۃِ نَبِیِّ اٰخِرِ الزَّمَانِ ○ اَشْھَدُ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদেরকে ঈমান আনার তাওফীক দান করেছেন। আর আমাদেরকে আখেরী জামানার নবীর উম্মত করেছেন।

اَنْ لَّا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ ○ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দাহ্ ও রাসূল। হে আল্লাহ্! করুণা ও শান্তি নাযিল করুন

عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ فِىْ كُلِّ حِيْنٍ وَّاٰنٍ ۝ اَمَّا بَعْدُ! فَيَا عِبَادَ

মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি। তাঁর বংশধরের প্রতি তাঁর সাহাবীদের প্রতি সব সময় ও সর্বক্ষণ। অতঃপর হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ!

اللّٰهِ ۝ اِذَا رَاَيْتُمْ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ الْاٰنَ مِنْ فَسَادِ الْاَخْلَاقِ وَمُجَاهَرَةِ الْفُسَّاقِ

বর্তমানে আমরা যে অবস্থায় আছি তা যদি লক্ষ্য করেন যেমন চরিত্রের বিকৃতি এবং মুনাফিকী গুণাবলীতে ফাসিকদের প্রকাশ্য আচরণ দেখতে পাবেন

بِاَوْصَافِ النِّفَاقِ ۝ رَاَيْتُمُ التَّفْرِيْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ وَالصُّلَحَاءُ يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ

মুসলমানদের মধ্যে দ্বিধা বিভক্তি রয়েছে। নেককারদের মধ্যে অনেকে আছেন, যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে এবং অধিকহারে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে।

وَيَذْكُرُوْنَهٗ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝ وَلَا يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ وَمَا هُمْ لَهٗ ذَاكِرُوْنَ ۝ وَمَا

কিন্তু তারা নবীর প্রতি দুরূদ পাঠ করে না। তারা নবীকে স্মরণ করে না।

هُمْ لَهٗ مُؤْمِنُوْنَ ۝ بَلْ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ فَقَطْ وَيَسْتَدِلُّوْنَ بِالْقُرْاٰنِ وَيُنْكِرُوْنَ الْحَدِيْثَ

আর নবীর প্রতি যথাযথ ঈমান রাখে না। বরং তারা কেবল আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখে। তারা কুরআনের দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করে এবং হাদীস অস্বীকার করে।

وَيَقُوْلُوْنَ نَحْنُ الْمُوَحِّدُوْنَ ۝ وَيَقُوْلُ جَلَّ ذِكْرُهٗ : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا

তারা বলেঃ আমরাই তাওহীদ পন্থী। অথচ, আল্লাহ্ (তাঁর স্মরণ মহিমাময় হোক) বলেনঃ লোকজনের মধ্যে এমনও রয়েছে যারা বলে,

بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَيَقُوْلُوْنَ نَحْنُ بِكَلَامِ اللّٰهِ مُوْقِنُوْنَ ۝

আমরা আল্লাহ্ এবং পরকাল দিবসের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ তারা ঈমানদার নয়। তারা বলেঃ আমরা আল্লাহ্‌র কালামে বিশ্বাসী।

وَمَا نُؤْمِنُ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْاَكْبَرِ ۝ وَمَا نُؤْمِنُ بِالْحَدِيْثِ ۝ فَاِنَّهٗ قَوْلُ الْبَشَرِ

আমরা একমাত্র মহান সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখি। আমরা হাদীসে বিশ্বাস করি না। কারণ হাদীস মানুষের বচন।

وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى ۝ هُمْ يَقُوْلُوْنَ

অথচ আল্লাহ্ তাআলা বলেছেনঃ আর তিনি (নবী সাঃ) মনগড়া কথা বলেন না। যা বলেন তা ওহী, যা তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়েছে।

إِنْ كَانَ الْحَدِيثُ وَحْيًا مِّنَ اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمُ الْحَقَّ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا

তারা আরও বলে: হাদীস যদি আল্লাহ্র ওহী হত, তা হলে তো আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সত্য অঙ্গীকার করেছেন যে, আমিই নসীহত গ্রন্থ (কুরআন) নাযিল করেছি

الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝ فَقَدْ وَفَى وَعْدَهُ بِالْقُرْآنِ فَحَفِظَهُ بِالْحَافِظِيْنَ

এবং আমিই তার সংরক্ষণকারী। তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণভাবে রক্ষা করেছেন হাফিজদের দ্বারা

وَالْكِتَابَةِ ۝ وَلَمْ نَرَ فِي الْحَدِيثِ ذٰلِكَ ۝ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

এবং লেখনীর মাধ্যমে তিনি কুরআনের হিফাযত করেছেন। কিন্তু হাদীসের ব্যাপারে তা দেখতে পাই না। আর রাসূলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

وَسَلَّمَ ۝ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ ۝ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا ۝ كِتَابَ اللّٰهِ وَ

আমি তোমাদের মধ্যে দুটি বস্তু রেখে গেলাম। যতদিন তোমরা তা ধরে থাকবে কখনও পথ হারাবে না। তা হলো আল্লাহ্র কিতাব

سُنَّةَ رَسُولِهِ ۝ رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّا ۝ وَيَظْهَرُ الْفِتْنَةُ مِنْ شِرَارِ عُلَمَاءِ الدِّيْنِ ۝

এবং তাঁর রাসূলের তরীকা। হাদীসটি মুআত্তা গ্রন্থে বর্ণিত। আর ফিতনা প্রকাশিত হবে দ্বীনের নিকৃষ্ট আলিমদের দ্বারা।

وَيَضِلُّ بِهِمُ الْمُسْلِمُونَ وَيَأْتِ الْعَذَابُ بِأَعْمَالِ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ

আর মন্দ আলিমদের দ্বারা মুসলমানগণ পথভ্রষ্ট হবে। আর আজাব আসবে মুসলমানদের আমলের কারণে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝ إِذَا كَانَ أُمَرَائُكُمْ خِيَارَكُمْ ۝ وَأَغْنِيَائُكُمْ

তোমাদের কর্মকর্তা যখন তোমাদের উত্তম লোকজন হবে। আর তোমাদের ধনী শ্রেণী যখন তোমাদের দানশীল ব্যক্তিবর্গ হবে।

سُمَحَائُكُمْ ۝ وَأَمْرُكُمْ شُورٰى بَيْنَكُمْ ۝ فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِّنْ بَطْنِهَا ۝

এবং তোমাদের রাষ্ট্রীয় কর্ম পরামর্শ ক্রমে সম্পন্ন হবে। তখন পৃথিবীর উপরের ভাগ তোমাদের জন্য ভিতরের অংশ অপেক্ষা উত্তম হবে।

وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ أَشْرَارَكُمْ ۝ وَأَغْنِيَاءُكُمْ بُخَلَائَكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ

আর তোমাদের কর্মকর্তাবৃন্দ যখন তোমাদের নিকৃষ্ট লোকজন হবে। তোমাদের ধনীরা কৃপণ শ্রেণীর হবে। আর তোমাদের কার্যাদি যখন নারীদের দ্বারা সম্পাদিত হবে।

فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا ० رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ ० وَاللّٰهِ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ

তখন পৃথিবীর ভিতরের অংশ উহার পৃষ্ঠ হতে তোমাদের জন্য উত্তম হবে। হাদীসটি তিরমীযী বর্ণনা করেছেন। খোদার কসম! কিয়ামত কায়েম হবে

اِلَّا عَلٰى شِرَارِ خَلْقِ اللّٰهِ ० وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَعَلَى الْاَرْضِ مَنْ يَّقُوْلُ: اَللّٰهُ

আল্লাহ্‌র মাখলুকদের মধ্যে একমাত্র নিকৃষ্ট লোকদের উপর। আর কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ পৃথিবীতে 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলার কেউ থাকবে।

اَللّٰهُ ० وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُرْفَعَ الْقُرْاٰنُ ० وَلَا يَحُجُّوْنَ بَيْتَ اللّٰهِ وَحَتّٰى

এবং কিয়ামত কায়েম হবে না যতদিন কুরআন উঠিয়ে নেয়া না হবে এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফে লোকজন হজ্জ করতে যাবেনা।

يَظْهَرَ الْجِدَالُ وَيَكْثُرَ الْقِتَالُ ० فَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ لِلْخَمْسِيْنَ

আর শেষাবধি ঝগড়া-বিবাদ প্রকাশিত হয়ে পড়বে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ অধিক মাত্রায় আরম্ভ হবে। পুরুষরা কমে যাবে।

اِمْرَاَةً اِلَّا الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ ० وَكَذَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا

ফলে পঞ্চাশজন মহিলার তত্ত্বাবধানের জন্য মাত্র একজন পুরুষ থেকে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেনঃ

ذَهَبَ الصِّدْقُ ० وَرُفِعَتِ الْاَمَانَةُ وَاسْتُخِفَّ بِالصَّلٰوةِ ० وَظَهَرَ اللِّوَاطَةُ وَالزِّنَا

যখন সততা উঠে যাবে, আমানতদারী উঠিয়ে নেয়া হবে, নামাযের প্রতি অবহেলা দেখানো হবে,

وَيُشَبَّهُ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ وَفَاضَ الْمَالُ عِنْدَ السُّفَهَاءِ ० فَانْتَظِرُوْا اَمْرَ اللّٰهِ ०

সমকামিতা ও ব্যভিচার প্রকাশ পাবে, পুরুষেরা নারীর মূর্তি ধারণ করবে, আর জ্ঞানশূণ্য লোকজনের হাতে সম্পদ সয়লাব হয়ে আসবে,

قَالَ تَعَالٰى : وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ ० فَحَاسَبْنَاهَا

তখন (কিয়ামতের ব্যাপারে) আল্লাহ্‌র নির্দেশ আসার অপেক্ষা করবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ বহু জনবসতি আল্লাহ্‌র নির্দেশ হতে বিদ্রোহ করেছে

حِسَابًا شَدِيْدًا ० وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا ० فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ

এবং তাদের রাসূলের কথা অমান্য করেছে। ফলে আমি তাদের কঠোর হিসাব চুকিয়ে দিয়েছি। আর তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক আজাব দিয়েছি। ফলে নিজেদের কর্মফলের ভয়াবহতা আস্বাদন করেছে।

اَمْرِهَا خُسْرًا ○ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ○ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ

আর সে বস্তির জনপদের পরিণাম ক্ষতিগ্রস্ততায় পর্যবসিত হয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে

بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ○ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ ○

নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পুণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الخامسة لشهر ذى الحجة

معرفة المتقى

জিলহজ্জ মাসের পঞ্চম খুত্‌বা

মুত্তাকী বা খোদাভীরুর পরিচয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَعَاذَنَا مِنْ سُوْءِ الْاَخْلَاقِ ○ وَسِيْرَةِ الظَّالِمِيْنَ ○ وَجَعَلَ مِنْ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে মন্দ চরিত্র হতে হিফাযতে রেখেছেন। আর জালিমদের আচরণ হতে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

اُمَّةِ نَبِيِّهٖ زُمْرَةَ الصَّالِحِيْنَ ○ وَجَعَلَهُمْ رَحْمَةً لِّلْاَرْضِ وَالسَّاكِنِيْنَ ○ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

আর আমাদেরকে তাঁর নবীর নেক উম্মতের মধ্যে শামিল করেছেন। আর উম্মতে মুহাম্মদীকে বিশ্ব ও বিশ্ববাসীদের জন্য করেছেন করুণা স্বরূপ।

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ ○ اَمَّا بَعْدُ! فَقَدْ

হে আল্লাহ! দরূদ ও সালাম নাজিল করুন আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি তাঁর বংশধর ও সকল সাহাবীদের প্রতি।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى

অতঃপর নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে অবশ্যই একজন নর ও একজন নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছি।

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ○ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ ○

আর তোমাদেরকে বিভিন্ন শাখা ও গোত্রে বিভক্ত করেছি পরিচয় পাওয়ার জন্যে। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে অধিক পরহেজগার ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত।

وَالْمُتَّقِيْ مَنْ يَّتَّقِي الشِّرْكَ وَالْمَعَاصِيْ ٥ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

আর মুত্তাকী সে, যে শির্‌ক ও পাপাচার হতে বেঁচে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا ٥ وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهٖ اِلَى الْقَلْبِ ٥ وَاَيْضًا قَالَ : اِنَّ

তাক্‌ওয়া এখানে। তিনি আঙ্গুল দ্বারা অন্তরের প্রতি ইঙ্গিত করেন। তিনি আরও বলেনঃ

اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى اَعْمَالِكُمْ وَلَا اِلٰى صُوَرِكُمْ وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ ٥

আল্লাহ্ তোমাদের (প্রকাশ্যে) আমলের প্রতি দেখেন না এবং তোমাদের সূরত ও দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর সমূহ দেখেন।

فَصَارَ الْقُلُوْبُ مَرْكَزَ التَّقْوٰى ٥ وَلَا يَنْتَفِعُ بِالْقُرْاٰنِ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ فَاِنَّ تَقْوٰى

তাই, অন্তরগুলো তাক্‌ওয়ার কেন্দ্র। আর একমাত্র মুত্তাকীগণই কুরআন দ্বারা উপকৃত হতে পারে। সে জন্যে অন্তরের তাক্‌ওয়া

الْقَلْبِ لَازِمٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ٥ وَتَعْظِيْمُ شَعَائِرِ اللّٰهِ مِنَ التَّقْوٰى ٥ كَمَا قَالَ تَعَالٰى : وَمَنْ يُّعَظِّمْ

মুমিনদের জন্য অপরিহার্য। আর আল্লাহ্‌র নিদর্শনাদির প্রতি সম্মানদান তাকওয়ার জন্যে জরুরী। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেছেনঃ

شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ٥ وَالشَّعَائِرُ مَا يُوْجَدُ فِيْهِ اٰثَارُ الْقُبُوْلِ ٥

যে আল্লাহ্‌র নিদর্শনাদির প্রতি সম্মান দেখায়, তা হবে আন্তরিক তাক্‌ওয়ার বিকাশ। যার মধ্যে গ্রহণযোগ্য হওয়ার আলামত রয়েছে তাকে নিদর্শনাদি বলে।

كَمَا قَالَ تَعَالٰى : اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ٥ وَغَايَةُ الشَّعَائِرِ عِنْدَ

যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেছেনঃ সাফা ও মারওয়া হল অবশ্যই আল্লাহ্‌র নিদর্শনাদির মাঝে গণ্য।

اللّٰهِ رَحْمَةٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ اِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আর সর্বোচ্চ নিদর্শন হলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন, ইমামুল মুরসালীন আমাদের শিরতাজ মুহাম্মাদ (সাঃ)।

فَاِنَّهٗ مَنْ اَكْرَمَهٗ فَازَ ٥ وَمَنْ اَهَانَهٗ فَقَدْ كَفَرَ ٥ فَاِنَّ فِيْ كِتَابِ الْاَشْبَاهِ : وَ

তাই যে তাঁকে সম্মান দেখাবে, সফল কাম হবে। আর যে তাঁর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। কেননা, আল আশবাহ গ্রন্থে আছে ঃ

يَكْفُرُ اِذَا شَكَّ فِىْ صِدْقِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٥ اَوْ سَبَّهُ اَوْ نَقَّصَهُ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্যবাদী হওয়ার ব্যাপারে যে সন্দেহ পোষণ করবে, অথবা তাঁকে গালি দেবে অথবা তাঁকে হেয় করবে অথবা তাঁর মর্যাদা খাটো করে দেখাবে সে কাফির হয়ে

اَوْ صَغَّرَهُ ٥ وَقَالَ اللّٰهُ فِيْهِمْ : اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِىْ

যাবে। আর এরূপ লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ যারা আল্লাহ্কে এবং তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেবে তাদের প্রতি ইহকালেও

الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ٥ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ٥ وَاِيْذَاءُ الرَّسُوْلِ بِالتَّنْقِيْصِ وَ

পরকালে আল্লাহ্ তাআলা অভিসম্পাত করবেন। আর তাদের জন্য অপমানজনক আজাব প্রস্তুত রেখেছেন। বস্তুতঃ রাসূলকে কষ্ট দেয়া হলো,

الْعَيْبِ ٥ فَمَنْ نَقَّصَ شَانَ رَسُوْلِ اللّٰهِ فَقَدْ صَارَ مَلْعُوْنًا فِى الدَّارَيْنِ ٥ وَمَنْ

তাঁকে অপমানিত করলে, তাঁর দোষ বের করলে অবশ্যই তা কুফরী হবে। তাই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা খাটো করে, সে অবশ্যই দুজাহানে অভিশপ্ত।

عَظَّمَ شَانَهُ دَخَلَ فِىْ قَلْبِهِ التَّقْوٰى ٥ وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ

আর যে তাঁর মর্যাদার প্রতি সম্মান দেখাবে, তাঁর অন্তরে তাক্ওয়া প্রবেশ করবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ যে আল্লাহ্কে ভয় করবে, আল্লাহ্ তার জন্য উপায় করবেন।

مَخْرَجًا ٥ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ٥ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ

আর তাকে ধারণার বাইরে রিযিক দান করবেন। আর যে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হবেন।

حَسْبُهُ ٥ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ ٥ وَالْعَمَلَ الَّذِىْ يُبَلِّغُنِىْ

হে আল্লাহ্! আমি তোমার ভালবাসা চাই। আর যে তোমাকে ভালবাসে তার ভালবাসা চাই। আর এমন আমল চাই, যা আমাকে তোমার মহব্বতে পৌঁছে দেবে।

حُبَّكَ ٥ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ٥ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ

আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ

وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ٥ اِنَّهُ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ٥

ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পুণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الجمعة

জুমআ' প্রসঙ্গে বিশেষ খুতবা

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَعَادَ عَلَيْنَا الْعَوَائِدَ عِيْدًا بَعْدَ عِيْدٍ ٥ وَنَبَّهَنَا عَنِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের প্রতি বারবার ফিরে আসার দিন গুলোকে ফিরিয়ে আনেন ঈদের পর ঈদ রূপে। আর আমাদেরকে সতর্ক করেছেন।

الْخُسْرَانِ بِوَعِيْدٍ بَعْدَ وَعِيْدٍ ٥ وَجَنَّبَنَا مِنْ عِبَادَةِ الْاَوْثَانِ بِمَعَالِمِ التَّوْحِيْدِ ٥

ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া থেকে ভীতির পর ভীতি প্রদর্শন করে। আর আমাদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন মূর্তিপূজা হতে, তাওহীদের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাত করে।

وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَفْضَلِ خَلْقِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ٥ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ

আর দরূদ ও সালাম পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহ্‌র সর্বোত্তম সৃষ্টির উপর এবং তাঁর বংশধর ও

صَحْبِهٖ اِلٰى يَوْمِ الْوَعِيْدِ ٥ اَمَّا بَعْدُ! اِعْلَمُوْا اَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ ٥ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ

তাঁর সাহাবীদের উর প্রতিশ্রুত কিয়ামত দিবস পর্যন্ত। অতঃপর জেনে রাখুন হে মুসলিমবৃন্দ! আল্লাহ্ আপনাদেরকে

عَلٰى اَعْدَائِكُمْ وَاَعْدَاءِ الدِّيْنِ ٥ فَاِنَّ الْجُمُعَةَ عِيْدٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَوَعِيْدٌ

দ্বীনের দুশমন ও আপনাদের দুশমনদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করুন) নিশ্চয় জুমআ মুমিনদের জন্য ঈদ। আর কাফিরদের জন্য ভীতির দিন।

لِّلْكَافِرِيْنَ ٥ كَمَا رَوٰى مَالِكٌ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ رَضِىَ اللّٰهُ

যেমন ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে সাব্বাক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম মালিক ও ইমাম ইবনে মাযা বর্ণনা করেন

عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ جُمُعَةٍ مِّنَ الْجُمَعِ ٥

যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক জুমআর খুতবায় বলেছেনঃ



يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ اِنَّ هٰذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللّٰهُ عِيْدًا ۝ فَاغْتَسِلُوْا وَمَنْ كَانَ

হে মুসলমানগণ! নিশ্চয় আল্লাহ্‌ এ দিনকে ঈদে পরিণত করেছেন। তাই এ দিন গোসল করবে এবং যার কাছে

عِنْدَهُ طِيْبٌ فَلَا يَضُرُّهُ اَنْ يَمَسَّ مِنْهُ ۝ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ ۝ رَوٰى اَبُوْ دَاوُدَ

খুশবু থাকবে তা ব্যবহারে যেন ক্ষতি না দেখে। আর তোমরা অবশ্যই মেসওয়াক করবে। আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে,

اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ اِلَّا

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক মুসলমানের উপর জুমআ আদায় করা ওয়াজিব।

عَلٰى اَرْبَعَةٍ ۝ عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ اَوْ اِمْرَاَةٌ اَوْ صَبِيٌّ اَوْ مَرِيْضٌ ۝ وَرَوٰى مُسْلِمٌ اَنَّهُ

চারজন ছাড়া ঃ তারা হচ্ছে কৃতদাস, মহিলা, বাচ্চা অথবা অসুস্থ ব্যক্তি। আর মুসলিম (র.) বর্ণনা করেছেন যে,

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ رَجُلًا يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ ۝ ثُمَّ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমি দৃঢ় ইচ্ছা করেছি যে, কোন ব্যক্তিকে লোকদের নামাযে ইমামতি করার হুকুম দেব।

اُحْرِقَ عَلٰى رِجَالٍ يَّتَخَلَّفُوْا عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوْتَهُمْ ۝ وَرَوٰى الْبُخَارِيُّ وَاَبُوْ

পরে যারা জুমআর নামায ফেলে ঘরে বসে থাকে, আমি পেছন থেকে তাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেব। আর বুখারী ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন যে

دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ۝ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ

(শব্দগুলো আবূ দাউদের) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করে

الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ اَحْسَنَ مِنْ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ اِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ اَتٰى

এবং ভাল কাপড় পরিধান করে, কোন খুশবু ব্যবহার করে যদি তার নিকট থাকে, অতঃপর জুমআয় আসে।

الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ اَعْنَاقَ النَّاسِ ۝ ثُمَّ صَلّٰى مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ ۝ ثُمَّ اَنْصَتَ

আর মানুষকে ডিংগিয়ে আগে আসে না। পরে আল্লাহ্‌ তার যে নামায ফরয করেছেন, তা পড়ে নেয়, তারপর চুপ থাকে

إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلٰوتِهٖ كَانَ كَفَّارَةً لِّمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ

যখন তার ইমাম বের হয়ে আসেন তাঁর নামায শেষ করা পর্যন্ত, তা হলে জুমআ হতে বিগত জুমআ পর্যন্ত মধ্যখানের গুনাহের জন্য (এগুলো) কাফ্‌ফারা হয়ে যায়।

الَّتِىْ قَبْلَهَا ۝ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۝ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِىَ

আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই বিতাড়িত শয়তান থেকে। হে ঈমানদারগণ! যখন নামাযের জন্য আযান দেয়া হয়

لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۝ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ

জুমআর দিনে, তখন আল্লাহ্‌র স্মরণে তড়িৎ চলে যাবে। আর বেচা-কেনা বন্ধ করে দেবে। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে, যদি তোমরা অনুধাবন কর।

تَعْلَمُوْنَ ۝ وَفِى الْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ اَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ۝ اِنَّ فِى

আর বুখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ নিশ্চয়ই জুমআর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে,

الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَّا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُّسْلِمٌ يَّسْئَلُ اللّٰهَ فِيْهَا خَيْرًا اِلَّا اَعْطَاهُ

কোন মুসলমান বান্দাহ যদি সে সময় কোন কল্যাণ কামনা করে, তা হলে তা আল্লাহ্ দান করেন।

اِيَّاهُ ۝ وَرَوٰى مُسْلِمٌ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهٗ قَالَ ۝

আবূ মূসার ছেলে আবূ বুরদাআ (রাঃ) থেকে মুসলিম (র.) বর্ণনা করেন যে,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِىْ شَانِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ:

তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন জুমআর দিনের বিশিষ্ট সময় সম্পর্কে

وَهِىَ مَا بَيْنَ اَنْ يَّجْلِسَ الْاِمَامُ اِلٰى اَنْ يَّقْضِىَ الصَّلٰوةَ ۝ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا

তা হল ইমাম খুতবার জন্য বসার পর নামায শেষ করা পর্যন্ত। আল্লাহ আমাদেরকে

وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ۝ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّهٗ

এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি

تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

মহান, দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

الخطبة الثانية لجميع الخطب

সাপ্তাহিক সানী খুতবা

[জুমআর সকল খুত্‌বার সানী খুত্‌বা]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝ حَمْدًا يُّوَافِيْ نِعَمَهٗ ۝ وَيُكَافِيْ مَزِيْدَهٗ ۝ وَالصَّلٰوةُ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সর্বসৃষ্টির পালনকর্তা, এমন প্রশংসা যা তাঁর করুণাগুলোর হক পরিপূর্ণভাবে আদায়ে সমর্থ হয় এবং তাঁর বর্ধিত করুণার জন্যও যথেষ্ট হয়। দরূদ

وَالسَّلَامُ عَلٰى اَفْضَلِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ ۝ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ ۝

ও সালাম নবী রাসূলদের শ্রেষ্ঠ সত্তার প্রতি। আর তাঁর বংশধর ও সকল সাহাবীদের প্রতি।

يَا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا ۝ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَكُمْ بِاَمْرٍ

হে ঈমানদারগণ! শুনুন এবং মানুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ একটি কর্ম নিজে প্রথমে সম্পাদন করে আপনাদেরকে তা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

بَدَأَ فِيْهِ بِنَفْسِهٖ ۝ وَثَنّٰى بِمَلَائِكَتِهِ الْمُسَبِّحَةِ لِقُدْسِهٖ ۝ وَثَلَّثَ بِكُمْ اَيُّهَا

আর দ্বিতীয় পর্যায়ে তা করতে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনাকারী ফিরিশতাগণকে তিনি হুকুম দিয়েছেন। আর তৃতীয় পর্যায়ে তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন হে জ্বীন ও মানব জাতির ঈমানদারগণ! তিনি মহিমাময়,

الْمُؤْمِنُوْنَ مِنْ بَرِيَّةِ جِنِّهٖ وَاِنْسِهٖ ۝ فَقَالَ تَعَالٰى مُخْبِرًا وَّاٰمِرًا : اِنَّ اللّٰهَ وَ

খবর দান করে এবং নির্দেশ দিয়ে বলেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশতাকুল করুণা কামনা করেন নবীর জন্য।

مَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۝ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দুরূদ ও যথাযথ সালাম পাঠ কর। হে আল্লাহ্! করুণা করুন, শান্তিদান করুন,

تَسْلِيمًا ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ

কল্যাণ করুন আমাদের শিরতাজ আমাদের নবী, আমাদের অভিবাবক মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি, তাঁর বংশধর ও

وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ ۝ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَ

তাঁর সাহাবীদের প্রতি। আরও করুণা করুন, শান্তি নাযিল করুন মুমিন ও মুসলিম নর-নারীর প্রতি।

الْمُسْلِمَاتِ ۝ خُصُوْصًا عَلٰى اَفْضَلِ الْبَشَرِ بَعْدَ الْاَنْبِيَاءِ بِالتَّحْقِيْقِ ۝

বিশেষ করে নবীদের পর সকল মানুষের শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন আল্লাহ্‌র রাসূলের খলীফা আমাদের শ্রদ্ধেয়

خَلِيْفَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدِنَا اَبِىْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقِ ۝ وَعَلٰى

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর প্রতি।

الزَّاهِدِ الْاَوَّابِ ۝ النَّاطِقِ بِالْحَقِّ وَالصَّوَابِ ۝ سَيِّدِنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ۝

আর দুনিয়া ত্যাগী আল্লাহ্‌র প্রতি রুজুকারী হক ও সঠিক উক্তিকারী আমাদের শ্রদ্ধেয় উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর প্রতি।

وَعَلٰى كَامِلِ الْحَيَاءِ وَالْاِيْقَانِ ۝ سَيِّدِنَا عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ۝ وَعَلٰى اَسَدِ

আর পরিপূর্ণ লজ্জা-শরম ও দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী ব্যক্তি উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)-এর প্রতি।

اللّٰهِ الْغَالِبِ ۝ سَيِّدِنَا عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ ۝ وَعَلٰى وَلَدَيْهِ السَّيِّدَيْنِ ۝ اَبِىْ

আর বিজয়ী আল্লাহ্‌র সিংহ হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ)-এর প্রতি।

مُحَمَّدِ نِ الْحَسَنِ وَاَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْحُسَيْنِ ۝ وَعَلٰى اُمِّهِمَا فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ ۝

আর তাঁর দুই সাহেবজাদা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদ্বয় আবু মুহাম্মদ হাসান ও আবূ আবদুল্লাহ্ হুসাইন (রাঃ)-এর প্রতি। আর তাঁদের মাতা ফাতিমা যাহরা (রাঃ)-এর প্রতি।

وَعَلٰى عَمَّيْهِ الشَّرِيْفَيْنِ الْمُكَرَّمَيْنِ الْمُنَزَّهَيْنِ مِنَ الدَّنَسِ وَالْاَرْجَاسِ ۝

আর রাসূলের দু চাচা সম্ভ্রান্ত-সম্মানী, কলুষ ও অপবিত্রতা বিমুক্ত

سَيِّدِنَا حَمْزَةَ وَ سَيِّدِنَا عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ٥ وَعَلٰى تَمَامِ

আমাদের শ্রদ্ধেয় হযরত হামযা (রাঃ) ও শ্রদ্ধেয় আব্বাস (রাঃ)-এর প্রতি। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ও তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرَةِ صَلٰوةً وَّسَلَامًا دَائِمَيْنِ مُتَلَازِمَيْنِ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ٥ وَعَلٰى

আর বেহেশতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের প্রতি দুরূদ ও সালাম, যা সর্বদা অবধারিত থাকবে প্রতিদান দিবস পর্যন্ত।

جَمِيْعِ الصَّحَابَةِ وَ التَّابِعِيْنَ ٥ وَعَلٰى اَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ ٥ وَ قَدْ قَالَ رَسُوْلُ

আর সকল সাহাবী, তাবিয়ী এবং নবীর পবিত্র স্ত্রীগণের (রাঃ) প্রতি।

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ اَهْلِ بَيْتِيْ كَسَفِيْنَةِ نُوْحٍ ٥ مَنْ رَّكِبَهَا

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমার পরিবারবর্গ হল নূহ নবীর কিশতির ন্যায়। যে তাতে আরোহণ করবে,

نَجٰى وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ ٥ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

নাজাত পাবে। আর যে তা থেকে পেছনে থেকে যাবে, সে ডুবে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ٥ وَالسُّلْطَانُ ظِلُّ

উত্তম যুগ হল আমার যুগ। তারপর যারা তাদের পর আসবে। তারপর যারা তাদের পর আসবে। শাসক হলেন

اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ ٥ مَنْ اَهَانَ سُلْطَانَ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ اَهَانَهُ اللّٰهُ ٥ وَاَيْضًا قَالَ

পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র ছায়া স্বরূপ। আল্লাহ্‌র শাসককে যে অপদস্থ করে আল্লাহ্ তাকে অপদস্ত করবেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন :

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ ٥ بِاَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ ٥ اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِيْ

আমার সাহাবীরা তারকারাজির ন্যায়। তাদের যাঁকেই অনুসরণ করবে, হিদায়াত পাবে। আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর! আল্লাহকে ভয় কর!

اَصْحَابِيْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِّنْ بَعْدِيْ ٥ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ اَحَبَّهُمْ ٥ وَمَنْ

আমার পর তাদেরকে আক্রমণের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করবে না। যারা তাদেরকে ভালবাসবে তারা আমার ভালবাসার দরুনই তাদেরকে ভালবাসবে।

اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِى اَبْغَضَهُمْ ○ اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ الْاِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِيْنَ ○ وَ انْجِزْ

আর যে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে সে আমার প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। হে আল্লাহ্! ইসলাম ও মুসলমানদেরকে শক্তিশালী করুন।

وَعْدَكَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ○ اُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى

আপনার ওয়াদা বাস্তবায়িত করুন,আর তা হল, সেই বাণী "আমাদের উপর প্রাপ্য রয়েছে ঈমানদারদেরকে সাহায্য করা।" আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌কে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি।

السِّرِّ وَالْعَلَنِ ○ وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ ○

আর প্রকাশ্যে ও অগোচরে তাঁর নির্দেশ শুনতে এবং মানতে উপদেশ দিচ্ছি। আর তোমাদের প্রতি আমার সুন্নাত অনুসরণ করা কর্তব্য।আর হিদায়াত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের তরীকা অবলম্বন করা কর্তব্য।

تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ ○ وَلَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَّذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا

তোমরা সুন্নতকে অনুকরণীয় করে নাও। আর দাঁত দিয়ে তা কামড়ে ধর। আর যে কোন সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র যিক্‌র করতে বসে,

حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَ غَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ○ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ

তাদেরকে ফিরিশতারা ঘেরাও করে ফেলে। তাদেরকে রহমত ছেয়ে ফেলে। তাই আল্লাহ্‌র যিক্‌র কর, তিনি তোমাদেরকে স্মরণ রাখবেন।

يَسْتَجِبْ لَكُمْ ○ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَعْلٰى وَاَوْلٰى وَاَعَزُّ وَاَجَلُّ وَاَهَمُّ

আর তাঁকে ডাক, তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবেন। আর অবশ্যই আল্লাহ্‌র স্মরণ অতি মহান, উচ্চতর-উত্তম, অতিপ্রিয়,গুরুত্বপূর্ণ

وَ اَتَمُّ وَاَكْبَرُ ○

পরিপূর্ণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

خطبة عيد الفطر

ঈদুল ফিত্রের খুত্বা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ (ثلاثا)

আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ উপাস্য নেই। আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান আর আল্লাহ্র জন্যই যাবতীয় প্রশংসা। এ (বাক্য তিনবার পাঠ করবেন)।

مَا تَهَلَّلَتْ وُجُوْهُ الصَّائِمِيْنَ فَرْحًا بِهٰذَا الْيَوْمِ الْمُنِيْرِ ۝ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

কি চমৎকার, এদিনের আনন্দে রোযাদারদের মুখমন্ডল চাঁদের ন্যায় চমকায়! আল্লাহ্ মহান আল্লাহ্ মহান,

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ۝ مَا خَرَجُوْا لِصَلٰوةِ الْعِيْدِ

আল্লাহ্ ছাড়া কেউ উপাস্য নেই, আল্লাহ্ মহান আর আল্লাহ্র জন্যই যাবতীয় প্রশংসা। কি সুন্দর! রোযাদাররা আল্লাহ্র প্রশংসায়, লা-ইলাহা পাঠে, তাকবীর পাঠে তাদের আওয়ায বুলন্দ করে ঈদের

رَافِعِيْنَ اَصْوَاتَهُمْ بِالتَّحْمِيْدِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّكْبِيْرِ ۝ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ

নামাযের জন্য ঘর হতে বেরিয়ে এসেছে! আল্লাহ্ মহান আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ উপাস্য নেই,

اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ۝ مَا اَسْرَعُوْا اِلٰى طَاعَةِ اللّٰهِ

আল্লাহ্ মহান আর আল্লাহ্র জন্যই যাবতীয় প্রশংসা। তারা কতই না তাড়াতাড়ি আল্লাহ্র ইবাদতে অগ্রসর হয়েছে!

وَاَخْرَجُوْا مِنْ فَضْلِ اَمْوَالِهِمْ فِطْرَةً عَلَى الْيَتِيْمِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْفَقِيْرِ ۝ اَللّٰهُ

আর এতিম মিসকিন ফকীরদের জন্য তারা স্বীয় বাড়তি মাল হতে ফিত্রা আদায় করেছে!

اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ۝ اَللّٰهُ

আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ উপাস্য নেই, আল্লাহ্ মহান আর আল্লাহ্র জন্যই যাবতীয় প্রশংসা।

اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ

আল্লাহ্‌ মহান অতি উচ্চ, যাবতীয় প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। আর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর, যিনি জন্মগ্রহণ করেননি জন্মদানও করেননি,

لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ

যাঁর কোন সমকক্ষ নেই। আল্লাহ্‌ পবিত্র, প্রশংসা আল্লাহ্‌রই। কোন উপাস্য নেই আল্লাহ্‌ ছাড়া। আল্লাহ্‌ মহান আর আল্লাহ্‌র জন্যই যাবতীয় প্রশংসা।

اَلْحَمْدُ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمُتَجَلِّىْ بِرَحْمَتِهٖ عَلٰى عِبَادِهٖ ۝ اَلْقَرِيْبُ مِنْ اَهْلِ

সবন্দ তারীফ আল্লাহ্‌র, যিনি স্বীয় রহমতের দ্বারা বান্দাহ্‌দের প্রতি প্রকাশিত। আর তাঁর সাথে মহব্বতকারী ও প্রীতি স্থাপনকারীর প্রতি বিকশিত।

مَحَبَّتِهٖ وَوِدَادِهٖ ۝ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ وَيُعْطِىْ كُلَّ سَائِلٍ

আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি পাপ ক্ষমা করেন। আর প্রতিটি যাচনাকারীকে সে যা চায়, তা দান করেন।

مَا سَأَلَ ۝ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

আর আমি সাক্ষ্য দেই যে, আমাদের শিরতাজ আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌ এবং তাঁর রাসূল। হে আল্লাহ! করুণা করুন,

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ ۝ اَمَّا بَعْدُ! فَيَا عِبَادَ

শান্তি দান করুন আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি, তাঁর বংশধরদের প্রতি এবং তাঁর সকল সাহাবীদের প্রতি। অতঃপর হে আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌গণ!

اللّٰهِ ۝ اِنَّ يَوْمَكُمْ هٰذَا يَوْمُ سُرُوْرٍ لِمَنْ صَحَّتْ نِيَّتُهٗ فِىْ صِيَامِهٖ وَقِيَامِهٖ ۝

আপনাদের এ দিনটি আনন্দের দিন তার জন্য, যার নিয়্যত রোযা পালনে এবং নামায আদায়ে বিশুদ্ধ।

وَيَوْمُ عَفْوٍ وَّاِحْسَانٍ لِمَنْ عَفَا عَمَّنْ هَفَا وَاَحْسَنَ اِلٰى مَنْ اَسَاءَ ۝ وَاَصْلَحَ

আর তা ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের দিন তার জন্য, যে ক্ষমা করেছে, এবং যে হোঁচট খেয়েছে ও মন্দ আচরণ করেছে তার প্রতি সদাচরণ প্রদর্শন করেছে।

بَيْنَ الْاَنَامِ ۝ هٰذَا يَوْمُ عِيْدٍ وَّلٰكِنَّ الْعِيْدَ فِى الْحَقِيْقَةِ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِالدِّيْنِ ۝

আর মানুষের মাঝে সংশোধনের কাজ করেছে। এটা খুশীর দিন। কিন্তু প্রকৃত খুশী হল তার জন্য, ধর্ম-কর্মে যে মজবুত।

هٰذَا يَوْمُ الْفَلَاحِ وَالنَّجَاحِ وَعِيْدٌ لِّلْاَبْرَارِ وَوَعِيْدٌ لِّلْفُجَّارِ ۝ يَتَجَلَّى الْمَوْلٰى

এটা হল কল্যাণ ও সফলতার দিন। নেক লোকদের জন্য খুশী আর পাপীদের জন্য ভীতি প্রদর্শন দিবস।

عَلَى الْمُخْلِصِيْنَ بِمَزِيْدِ الْاِنْعَامِ ۝ يَنْظُرُ اِلٰى اَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ وَالْمَوَدَّةِ

এ দিনে আল্লাহ্ সৎ ও একনিষ্ঠদের প্রতি অধিক অনুকম্পা দেখানোর জন্য যাহির হন। সত্যবাদী, নির্দেশ পালনে এবং আল্লাহ্ প্রেমে একনিষ্ঠদের প্রতি তিনি দৃষ্টি দেন।

وَالْمَحَبَّةِ ۝ يَنْظُرُ فِيْهِ اِلٰى مَنْ تَابَ وَرَاقَبَ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ رَبَّهٗ ۝ يَنْظُرُ

এই দিন দৃষ্টিদান করেন তার প্রতি, যে তাওবাহ্ করে এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে যে তার প্রতিপালকের প্রতি লক্ষ্য রাখে।

فِيْهِ اِلٰى مَنْ تَغَافَلَ عَنْ عُيُوْبِ النَّاسِ وَتَنَبَّهَ لِعُيُوْبِ نَفْسِهٖ ۝ وَيَغْفِرُ فِيْهِ

এ দিবসে তিনি নযর দেন তার প্রতি, যে মানুষের দোষ সন্ধানে বিরত থাকে। আর নিজের দোষ অন্বেষণে মগ্ন থাকে। এদিনে তিনি ক্ষমা করেন তাকে,

مَنْ طَهَّرَ قَلْبَهٗ مِنَ الْحِقْدِ وَالْحَسَدِ ۝ وَتَاَدَّبَ بِاَدَبِ الْاِسْلَامِ ۝ لَيْسَ الْعِيْدُ

যার অন্তর হিংসা-বিদ্বেষ হতে পবিত্র। আর যে ইসলামের আচার অনুসরণ করে। তার জন্য ঈদ নয় যে,

لِمَنْ اَكَلَ وَشَبِعَ وَلَبِسَ الْجَدِيْدَ ۝ اِنَّمَا الْعِيْدُ لِمَنْ خَافَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ ۝

পেট পুরে খেল আর নতুন কাপড় পরিধান করল। ঈদ হল তার জন্য, যে ভীতিপ্রদ দিবসকে ভয় করে।

فَاعْتَبِرُوْا يَا اُولِي الْحِلْمِ وَالْمَلَامِ ۝ اَيْنَ مَنْ كَانَ مَعَكُمْ فِي الْعِيْدِ

তাই হে ধৈর্যশীল ও অনুতপ্ত ব্যক্তিগণ! উপদেশ গ্রহণ করুন। যারা আপনাদের সাথে বিগত ঈদ করেছিল, তারা আজ কোথায়?

الْمَاضِيْ ۝ اَفْنَاهُمُ الزَّمَانُ لَا يَعُوْدُوْنَ فِيْ حِيْنٍ وَّزَمَانٍ ۝ فَاعْتَبِرُوْا يَا اُولِي

তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে কাল। তারা কোন কালে কোন সময় আর ফিরে আসবে না। হে জ্ঞানীগণ! উপদেশ গ্রহণ করুন।

الْاَلْبَابِ ۝ وَلَا تَسَاهَلُوْا فِيْ اَدَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ۝ فَاِنَّهٗ كَفَّارَةُ الصَّوْمِ

সাদকায়ে ফিত্‌র আদায় করার ব্যাপারে অনীহা দেখাবেন না। কারণ ফিত্‌রা রোযা ও শরীরের কাফ্ফারা।

وَالْاَبْدَانِ ० رَوٰى مُسْلِمٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ

ইমাম মুসলিম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন ঃ তিনি বলেছেনঃ যে রামাদ্বান মাসে, রোযা রাখল,

رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهٗ سِتًّا مِّنْ شَوَّالٍ فَكَاَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهٗ ० وَلَا تَنْسَوُا

পরে তার পেছনে শাওয়াল মাসে ছ'টি রোযাও রাখল, সে যেন পূর্ণ সময় রোযা রাখল। আপনারা মৃত্যুকে ভুলে যাবেন না।

الْمَوْتَ ० فَاِنَّهٗ قَالَ: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বলেছেনঃ ভূ-পৃষ্ঠে যা রয়েছে, সবই বিলীন হয়ে যাবে, প্রতাপশালী সম্মানিত তোমার রবের সত্তা কেবল অক্ষুণ্ণ থাকবে।

وَالْاِكْرَامِ ० بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ० وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ

আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নিদর্শন সমূহ

وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ० اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ०

ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

خطبة عيد الاضحى

ঈদুল আদ্বহার খুত্‌বা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ० اَللّٰهُ

আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ মাবুদ নেই, আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান আর সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌রই।

اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ० اَللّٰهُ اَكْبَرُ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌রই। আল্লাহ্ মহান,

اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

আল্লাহ্‌ মহান, আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ মাবুদ নেই, আল্লাহ্‌ মহান, আল্লাহ্‌ মহান আর সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌রই। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌রই।

الَّذِىْ مَدَّلَنَا عَوَائِدَ اِحْسَانِهٖ وَاِنْعَامِهٖ وَاَعَادَ عَلَيْنَا فِىْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ عَوَائِدَ

তিনি আমাদের প্রতি বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর বারবার ফিরে আসা দয়া ও অনুদানসমূহ। এ সব দিনে তাঁর আবর্তিত অনুগ্রহ ও মেহেরবানী ফিরিয়ে এনেছেন

بِرِّهٖ وَكَرَمِهٖ ۝ وَجَعَلَ لَنَا ضِيَافَةَ الْعِيْدِ عَلٰى تَعَاقُبِ اَيَّامِهٖ ۝ وَجَعَلَنَا مِنْ

আর দিনান্তে তিনি আমাদের জন্য ঈদের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেছেন।

اُمَّةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ الْمُشَفَّعِ يَوْمَ الْمَحْشَرِ ۝ اَحْمَدُ وَاَشْكُرُ عَلٰى مَا اَوْلَنَا

তিনি আমাদেরকে রাসূলগণের শিরতাজ হাশরের দিন যাঁর শাফাআত গ্রহণ করা হবে তাঁর উম্মতভুক্ত করেছেন। আমি তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি,

مِنْ جَزِيْلِ النِّعَمِ ۝ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَظِيْمُ الْفَضْلِ وَالْكَرَمِ ۝

তিনি আমাদের প্রতি বিরাট অনুদান প্রদান করেছেন বিধায়। আর আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, যিনি বিশাল অনুকম্পা ও মেহেরবানীর মালিক

وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ سَيِّدُ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

আর আমি সাক্ষ্য দেই যে, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল, আরব-আযমের সরদার। হে আল্লাহ্‌! করুণা করুন,

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ مَا هَلَّلَ الْمُهَلِّلُوْنَ وَكَبَّرَ

শান্তি দান করুন আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি, তাঁর বংশধরগণের প্রতি, তাঁর সাহাবীগনের প্রতি যতদিন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলিমা বলবে লোকেরা। তকবীর উচ্চারণ করবে

الْمُكَبِّرُوْنَ ۝ اَمَّا بَعْدُ! فَهٰذَا يَوْمُ الْوَفَاءِ وَالصِّدْقِ وَالْاِخَاءِ بَيْنَ جَمَاعَةِ

তকবীর উচ্চারণকারীরা। অতঃপর এটা হল বন্ধু-বাৎসল্য প্রদর্শন, সত্যনিষ্ঠা ও মুসলিম জামাতের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলার দিন।

الْمُسْلِمِيْنَ ۝ يَوْمُ تَلَاقِى الْاِخْوَانِ وَاِكْرَامِ الْيَتِيْمِ وَالْاِحْسَانِ عَلَى الْفُقَرَاءِ

বন্ধু-বান্ধবদের দেখা-সাক্ষাতের দিন, এতিমকে সম্মান দেখানোর দিন, গরীব মিসকীনদের প্রতি অনুগ্রহ করার দিন।

وَالْمَسَاكِيْنِ ۝ لَيْسَ الْعِيْدُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالشَّهَوَاتِ وَلَبِسَ الثَّوْبَ الْجَدِيْدَ ۝

ঈদ নয় তার জন্য, যে ভোগ-বিলাসে মত্ত রইল আর নতুন কাপড়-চোপড় পরল।

اِنَّمَا الْعِيْدُ لِمَنْ اَخْلَصَ لِلّٰهِ الْعَمَلَ وَخَافَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ ۝ لَيْسَ الْعِيْدُ

ঈদ তার জন্য, যে আল্লাহ্‌র জন্য নিজের কার্যকলাপ একনিষ্ঠ করেছে আর ভীতিপ্রদ দিবসকে ভয় করেছে।

لِمَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ الْمُبَارَكِ السَّعِيْدِ ۝ اِنَّمَا الْعِيْدُ لِمَنْ تَابَ

আর যে পিতামাতার অবাধ্য, এ মুবারক সৌভাগ্যপূর্ণ দিনটিতে তার জন্য ঈদ নয়। ঈদ তার জন্য, যে তওবাহ করে

وَلَا يَعُوْدُ ۝ لَيْسَ الْعِيْدُ لِمَنْ يَحْسُدُ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتَاهُمْ مَوْلَاهُمْ مِنْ

পুনরায় পাপ করবে না। যে মানুষের প্রতি হিংসা পোষণ করে, তাদের রব তাদেরকে যে অধিক অনুগ্রহ দেখিয়েছেন তা নিয়ে, তার জন্যও ঈদ নয়।

فَضْلِهِ الْمَزِيْدِ ۝ فَطَهِّرُوْا قُلُوْبَكُمْ بِالتَّوْبَةِ وَتَقَرَّبُوْا بِالضَّحَايَا اِلَى الْغَنِيِّ

তাই তওবাহ্‌র মাধ্যমে আপনারা নিজেদের অন্তর পবিত্র করে নিন। আর সম্মানিত বেনিয়ায আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাসিল করুন কুরবানী করে।

الْكَرِيْمِ ۝ وَاسْتَمْتِعُوْا بِهَا فَاِنَّهَا مَطَايَاكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ ۝

মোটা-তাজা দেখে কুরবানী করুন। কারণ, তা হবে পুলসিরাতে আপনাদের বাহন।

سَبَبُهَا اَمْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى اِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلَ بِذَبْحِ وَلَدِهٖ اِسْمَاعِيْلَ ۝ وَكَانَ ذٰلِكَ

কুরবানীর সূচনা হয় ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ.)-এর প্রতি তাঁর পুত্র ইসমাঈলকে যবেহ করার নির্দেশ দানের মাধ্যমে।

فِي الْمَنَامِ ۝ وَرُؤْيَا الْاَنْبِيَاءِ مِنَ الْوَحْيِ الْجَلِيْلِ فَخَرَجَ بِثَمْرَةِ فُؤَادِهٖ

এ নির্দেশ আসে স্বপ্নযোগে। আর নবীগণের স্বপ্ন হয় গুরুত্বপূর্ণ ওহী। এ নির্দেশ পাওয়ার পর ইবরাহীম (আ.) তাঁর প্রাণের টুকরাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার সকালে বের হলেন

صَبِيْحَةَ الرُّؤْيَا ۝ وَسَلَكَ سَوَاءَ السَّبِيْلِ ۝ وَامْتَثَلَ اَمْرَ مَوْلَاهُ فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ

এবং সোজা পথ ধরলেন। সেদিন তিনি তাঁর রবের হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন।

وَاَخَذَ مَعَهُ مُدْيَةً وَحَبْلًا ۝ وَتَوَجَّهَ اِلٰى مِنٰى مَحَلِّ النَّحْرِ ۝ فَقَدْ اَشْعَرَهُ بِمَا

তিনি সঙ্গে নিলেন একটি ছুরি ও একটি রশি। আর কুরবানীর স্থান মিনা অভিমুখে রওয়ানা দেন। তিনি তাঁর ছেলেকে যা হতে যাচ্ছে, তা অবগত করেন।

جَرٰى ۝ قَالَ يَا بُنَىَّ اِنِّىْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَرٰى ۝

তিনি বলেন, হে আমার স্নেহের পুত্র! আমি স্বপ্নে তোমাকে যবেহ করার জন্য নির্দেশ পেয়েছি। এখন তুমি তোমার মত ব্যক্ত কর।

قَالَ يَا اَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۝ اَىْ فَبَادِرْ بِتَنْفِيْذِ الْقَضَاءِ سَتَجِدُنِىْ اِنْشَاءَ اللّٰهُ

ইসমাঈল (আ.) বললেন, হে শ্রদ্ধেয় পিতা! আপনি যে নির্দেশ পেয়েছেন, তা করে ফেলুন। অর্থাৎ যা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, তা ত্বরিৎ করে ফেলুন। নিশ্চয়ই আপনি আমাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়

مِنَ الصَّابِرِيْنَ ۝ وَاكْتُمِ الْخَبَرَ عَنْ وَالِدَتِىْ وَمُرْهَا بِالصَّبْرِ ۝ فَلَمَّا اَسْلَمَا

ধৈর্যশীল পাবেন। আর সংবাদটি আমার জননীকে বলবেন না। তাঁকে ধৈর্য ধরতে বলবেন। তারপর উভয়ে যখন আত্মসমর্পণ করলেন।

وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ ۝ وَبَادَرَ الْخَلِيْلُ وَاَخَذَ الْمُدْيَةَ بِالْيَمِيْنِ ۝ نَادَاهُ الْجَلِيْلُ : قَدْ

আর ইবরাহীম (আ.) ইসমাঈল (আ.)-কে উপুড় করে ধরাশায়ী করলেন। ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্‌ (আ.) তাড়াহুড়া করে ডান হাতে ছুরি উঠিয়ে নিলেন, তখন প্রতাপশালী আল্লাহ্‌ তাঁকে ডেকে বললেন।

صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَفَدَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ مِنَ الْجَنَّةِ

তুমি অবশ্যই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছো। এরূপেই আমি পুণ্যবানদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। আর তিনি ইসমাঈলের বিনিময়ে জান্নাত থেকে এক মর্যাদাশীল কুরবানী গ্রহণ করেন।

فَذَبَحَهُ الْخَلِيْلُ وَاسْتَبْشَرَ ۝ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

খলীলুল্লাহ্‌ (আ.) তা যবেহ করেন আর সুসংবাদ গ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌ মহান, আল্লাহ্‌ মহান, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আল্লাহ্‌ মহান,

وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ۝ وَصَارَتِ الْاُضَاحِىْ سُنَّةً اِلٰى مُدَى الزَّمَانِ ۝ وَلَا

আল্লাহ্‌ মহান, আর সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌রই। আর কুরবানী সর্বকালের জন্য সুন্নাতে পরিণত হয়।

يَصِحُّ اِلَّا مِنَ النَّعَمِ بِالْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ بِشَرْطِ سَلَامَتِهَا مِنَ الْعُيُوْبِ

কুরবানী পশুকুলের মধ্যে শুধু উট, গরু, বকরীর দ্বারা আদায় করা যায় যদি তা দোষমুক্ত হয়। আর এমন কোন রোগ-ব্যাধি না থাকে,

الْمُضِرَّةِ وَالْاَلَمِ مَا يُنْقِصُ اللَّحْمَ ۝ وَالْاَفْضَلُ تَقْسِيْمُهَا ثَلَاثًا بَيْنَ الصَّدَقَةِ

যার দ্বারা গোশতে ক্ষতি হয়। উত্তম হল কুরবানীর গুশত তিন ভাগে ভাগ করা। তা গরীবকে দান করবে।

وَالْاَكْلِ وَالْهَدِيَّةِ ۝ وَاَوَّلُ وَقْتِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيْدِ ۝ وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَهٗ فَقَدْ

নিজে খাবে, বন্ধু বান্ধবদেরকে দেবে। কুরবানীর ওয়াক্ত শুরু হয় ঈদের নামাজের পর। যে এর আগে যবাই করবে, সে নিয়মের খেলাপ করবে।

خَالَفَ السُّنَّةَ ۝ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا غُرُوْبُ الْيَوْمِ الثَّالِثِ ۝ وَكَبِّرُوا اللّٰهَ فِيْ اَيَّامِ

আর শেষ সময় হয় তৃতীয় দিনে সূর্যাস্তের সাথে। তাশরীকের দিনগুলোতে ফরয নামাযের শেষে তাকবীর বলবেন.

التَّشْرِيْقِ عَقِيْبَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوْضَةِ (اُدِّيَتْ بِجَمَاعَةٍ) مَرَّةً وُّجُوْبًا وَّثَلَاثَ

যা জামাতে আদায় করা হবে। একবার তকবীর বলা ওয়াজিব, তিনবার বলা মুস্তাহাব।

مَرَّاتٍ اِسْتِحْبَابًا ۝ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: ضَحّٰى النَّبِيُّ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বুখারী (রা) বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানী করেছেন

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ الشَّرِيْفَةِ

দুটি মেষ, শিং বিশিষ্ট চোখের প্রান্তদেশ কালো। তিনি মেষ দুটি নিজে মুবারক হাতে যবেহ করেছেন।

وَسَمّٰى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهٗ عَلٰى صِفَاحِهِمَا ۝ عِبَادَ اللّٰهِ! رَحِمَكُمُ اللّٰهُ رَحْمَةً

বিসমিল্লাহ্ পড়ে জবেহ করেন। তকবীর পাঠ করেন। আর তাঁর মুবারক পদ তাদের পার্শদেশে স্থাপন করেন। হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! আল্লাহ্ আপনাদের প্রতি রহম করুন,

وَاسِعَةً فِي الدَّارَيْنِ ۝ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ۝ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ

ইহকালে ও পরকালে ব্যাপক রহমত দান করুন। আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে

بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পুণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

خطبة النكاح

বিবাহের খুত্‌বা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ٥ وَنَعُوْذُ

সকল তারীফ আল্লাহ্‌র। আমরা তাঁর প্রশংসা করি। আর তাঁর নিকট সাহায্য চাই। তাঁর নিকট ক্ষমা চাই। তাঁর প্রতি ঈমান রাখি। তাঁর উপর ভরসা করি।

بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا ٥ مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ

আর আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্ট সমূহ হতে, আমাদের কার্যকলাপের মন্দ থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ পথ ভ্রষ্ট করতে পারে না।

لَهٗ ٥ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ ٥ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا

আর তিনি যাকে পথ হারা করেন, কেউ তাকে পথ দেখাতে পারে না। আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি এক,

شَرِيْكَ لَهٗ ٥ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ٥ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ

তাঁর কোন শরীক নেই। আর আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আমাদের শিরতাজ মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র বান্দাহ এবং তাঁর রাসূল। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বলেছেনঃ

اللّٰهُ تَعَالٰى : يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ

হে মানুষেরা! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণী হতে সৃষ্টি করেছেন।

خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ٥ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ٥ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ

আর তা থেকে তার সাথী সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের উভয়ের দ্বারা বহু পুরুষ নারীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। আল্লাহ্‌কে ভয় কর,

تَسَائَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ٥ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ٥ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا

যাকে অবলম্বন করে তোমরা পরস্পরের নিকট সাহায্য চাও। আর আত্মীয়তা রক্ষা করা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রত্যক্ষ করেন। হে ঈমানদারগণ!

اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۝

আল্লাহ্‌কে ভয় করুন সঠিক কথা শুনুন তিনি আপনাদের কর্ম সংশোধন করে দেবেন। তিনি আপনাদের গুনাহ্ মাফ করে দেবেন

وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝ وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى

যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে, সে বিরাট সফলতা অর্জন করবে। আল্লাহ্‌র রাসূল বলেছেনঃ

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلنِّكَاحُ نِصْفُ الْاِيمَانِ ۝ وَاَيْضًا قَالَ: اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي ۝

নিকাহ হল ঈমানের অর্ধেক। তিনি আরও বলেছেনঃ নিকাহ আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নাতের প্রতি অমনোযোগী হবে, সে আমা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ۝ وَاَيْضًا قَالَ: تَنَاكَحُوا وَتَكَاثَرُوا فَاِنِّي

তিনি আরও বলেনঃ বিয়ে কর, সংখ্যা বাড়াও। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিয়ে সকল উম্মতের সামনে গৌরব করব।

اُبَاهِي بِكُمُ الْاُمَمَ ۝ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيمِ ۝ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ

আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে মহান কুরআনের মাধ্যমে কল্যাণদান করুন। আর আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে

بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ۝ اِنَّهُ تَعَالٰى جَوَّادٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

নিদর্শন সমূহ ও জ্ঞানগর্ভ নসীহত দ্বারা উপকৃত করুন। তিনি মহান, দানশীল, বাদশাহ, পূণ্যময়, অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।

تمت بالخير


PARWANA PUBLICATIONS
পরওয়ানা পাবলিকেশন্স